আরবী বাংলা

আল্‌ফিয়্যাতুল হাদীস

(জরুরী ব্যাখ্যাসহ)

নির্বাচিত এক হাজার হাদীস

মূল

মাওলানা মনযূর নো'মানী (রাহঃ)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

বহুধর্মীয় গ্রন্থপ্রণেতা, মুফাছ্‌ছিরে কোরআন

আলহাজ হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মোবারক উল্লাহ

ডি, এইচ (ডবল) এম. এম. এম. এফ মুহাদ্দিস ও নায়েবে মুফ্‌তী

জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া।

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ☐ ঢাকা

প্রকাশ কাল ❑ নভেম্বর-২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণ ❑ জুলাই-২০০৪

তৃতীয় সংস্করণ ❑ জুলাই-২০০৫

চতুর্থ মুদ্রণ ❑ জুলাই-২০০৭

আল ফিয়্যাতুল হাদীস ❑ মাওলানা মনযূর নো'মানী (রাহঃ)

অনুবাদ ঃ আলহাজ হযরত মাওলানা মুফ্তী মোবারক উল্লাহ

প্রকাশক ❑ মোঃ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন :৭১১১৯৯৩, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার, প্রচ্ছদ ❑ আমিনুল ইসলাম আমিন মুদ্রণে ❑ হেরা প্রিন্টিং প্রেস প্যারিদাস রোড ঢাকা-১১০০

মূল্য ❑ ২০০.০০ টাকা মাত্র। U. S. $ 10

ISBN-984-839-061-03

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه - (مشكوة)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনিয়াছে, অতঃপর উহাকে যথাযথভাবে স্মরণ রাখিয়াছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আবার উহা অন্যের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কেননা, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নহে। এবং এমন অনেক লোক রহিয়াছেন যাহারা নিজের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বার্তা বহন করিয়া লইয়া যায়।

(মেশকাত শরীফ)

উৎসর্গ

পিয়ারা নবীর পাক কদমে
পেশ করিলাম এ নযরানা
এই ওছিলায় গুনাখাতা
মাফ করো মোর
হে রাব্বানা

নগণ্য উম্মত
মুবারকুল্লাহ

হাদিয়া স্বরূপ

-- কে

তারিখ ঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অভিমত	২৪
ভূমিকা	২৫
ইলমে হাদীসের জরুরত	২৭
হাদীসের পরিচিতি	২৭
মূল কিতাবের খুৎবা	২৯
ঈমান ও ইসলাম অধ্যায়	
ইসলাম ঈমান ও ইহসান প্রসঙ্গ	৩১
ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য	৩৪
আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান	৩৪
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	৩৫
আল্লাহ তায়ালার কিতাবের প্রতি ঈমান	৩৫
আল্লাহ তায়ালার রাসূলদের প্রতি ঈমান	৩৬
কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস	৩৭
তাকদীরের উপর বিশ্বাস	৩৭
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া বা আখেরাতের উপর ঈমান	৩৮
ইসলামের রুকনসমূহ	৪০
নবী (সাঃ) যাহা নিয়া আসিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা, নবীজীর ধর্ম গ্রহণ করা মুক্তির পূর্বশর্ত	৪৩
যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঈমান আনিবে ও মুসলমান হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন ও তাহার উপর জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন	৪৫
যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে ঈমানের মিষ্টি অনুভব করিতে পারিয়াছে	৪৭
ঈমান ও ইসলামের নিদর্শন	৪৯
ঈমানের শাখা প্রশাখা, ইহার স্বভাব, ইহার শর্তসমূহ ও ইহার পূর্ণতা	৫০
কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর নিদর্শনসমূহ	৫৫
সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু	৫৬
দশটি বস্তুর অছিয়ত	৫৭
মুনাফিকের চারটি আলামত	৫৮
ওয়াস ওয়াসা বা মনের খটকা	৫৯
কবর, কিয়ামত ও আখিরাত প্রসঙ্গ কবরের সাওয়াল ও আজাব	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

কবর আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল ৬২
কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, শিঙ্গায় ফুৎকার, হাশর হিসাব-নিকাশ
মিযান ও পুলসিরাতের বর্ণনা ৬৪
হাউযে কাওসারের বর্ণনা ৭১
নবী করীম (সাঃ) ও অন্যান্য নবীগণ, শহীদ ও সালেহীনদের শাফায়াত ৭২
আমাদের নবীজী সর্বপ্রথম কবরে উত্থিত হইবেন, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম তাঁহার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। গোটা বিশ্বের জন্য নবী হিসাবে পাঠানো হইয়াছে, সমস্ত নবীদের ইমাম, সর্বশেষ নবী ও উম্মতের জন্য শাফায়াতকারী ৭৭
জান্নাত ও তার সামগ্রী ৭৯
জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ ৮১
জাহান্নাম ও উহার বিভিন্ন রকমের শাস্তি ৮২
জাহান্নামকে প্রবৃত্তির ও জান্নাতকে কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে ৮৪
কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরা এবং বিদয়াত হইতে বাঁচিয়া থাকা ৮৬
ইলম ও আহলে ইলমের ফজিলত ৯১

পবিত্রতার অধ্যায়

পবিত্রতার ফজিলত ও এ ব্যাপারে কঠোরতা ৯৬
মলমূত্র ত্যাগের আদব বা শিষ্টাচার ৯৭
মিসওয়াকের ফজিলত ও বরকত ১০২
মিসওয়াকের সময় ১০৫

অজুর পর্ব

অজু আবশ্যক হওয়ার কারণসমূহ ১০৬
অজুর ফজিলত ও বরকত ১০৭
অজুর নিয়মাবলী ১০৯
পরিপূর্ণভাবে অজু করা ১১২
অজুর উপর অজু করা ১১৪
অজুর আদবসমূহ ১১৪
মোযার উপরে মাসেহ করা ১১৮
অজু ভঙ্গের কারণসমূহ ১১৮

গোসলের পর্ব

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ ১২১
ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে না ও মসজিদে প্রবেশ করিবে না ১২২
নাপাকীর গোসল করার নিয়মাবলী ১২৩
ঈদ ও জুময়ার দিনে গোসল করা ১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
তায়াম্মুমের পর্ব	
নাপাকীর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম	১২৯
ঠান্ডায় তায়াম্মুম করা যখন স্বীয় প্রাণের ভয় হয়	১৩০
তায়াম্মুমের নিয়মাবলী	১৩১
নামাজ অধ্যায়	
ধর্মে নামাজের পজিশন ও নামাজের ব্যাপারে কঠোরতা	১৩২
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফজিলত	১৩৩
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়	১৩৫
সময় হইতে নামাজকে দেরী করিয়া পড়া নিষেধ প্রসঙ্গে	১৪১
যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে গিয়াছে অথবা ভুলিয়া গিয়াছে	১৪২
নামাজ পড়ার নিষিদ্ধ সময়	১৪২
আযান পর্ব	
আযান ও ইকামতের শব্দের সূচনা	১৪৪
আযানের মাঝে তারজী করা	১৪৭
ইকামতের শব্দগুলি একবার করিয়া বলা	১৪৯
ইকামতের শব্দগুলি দুইবার করিয়া বলা	১৪৯
আযান ও ইকামতে নবীজী যাহা নির্দেশ করিয়াছেন	১৫০
সফরে আযান দেওয়া	১৫২
ঈমাম ও মুয়াযযিনগণের ফজিলত	১৫২
আযান শুনিয়া যাহা বলিবে এবং ইহার লাভ	১৫৩
আযানের পর কি বলিবে	১৫৪
মসজিদের ফজিলত	১৫৫
মসজিদ তৈরী করা, পরিষ্কার করা ও মসজিদে খুশবু ছড়ানো	১৫৬
মসজিদের আদবসমূহ	১৫৭
মহিলাদের মসজিদে যাওয়া	১৫৯
সুতরা বা অন্তরাল	১৬০
জমাতে নামাজ পড়ার ফজিলত	১৬১
ওজর অবস্থায় জমাতে হাজির না হওয়ার অনুমতি	১৬৩
জমাতের আদাব যেমন কাতার সোজা করা ইত্যাদি	১৬৪
প্রথম কাতারের ফজিলত	১৬৬
ইমামতির জন্য কাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে	১৬৭
ইমাম জিম্মাদার ও জিজ্ঞাসিত হইবে	১৬৭
ইমামের প্রতি নামাজ হালকা করার নির্দেশ	১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ইমামের ইত্তেবা করার নির্দেশ	১৬৯
নামাজের নিয়ম কানুন	১৭০
তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো	১৭৩
বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা	১৭৩
তাকবীরে তাহরীমার পর যাহা পড়িবে	১৭৪
নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া	১৭৫
মুক্তাদির কেরাত না পড়া	১৭৬
ইমাম ও মুক্তাদির আওয়াজ করিয়া ও চুপে চুপে আমীন বলা	১৭৭
সুরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়া	১৮০
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুম্‌আ এবং দুই ঈদের নামাজে নবীজীর কেরাত	১৮১
কেরাত হালকা করার নির্দেশ ও দীর্ঘ করার নিষেধ	১৮৪
রুকু করার সময়, রুকু হইতে মাথা উত্তোলনের সময়, সিজদা ও সিজদা হইতে	১৮৫
তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যস্থানে হাত না উঠানো প্রসঙ্গে	১৮৬
রুকু সিজদা করিতে এবং সিজদা হইতে উঠিতে তাকবীর বলা	১৮৬
রুকু সিজদা পূর্ণভাবে করা	১৮৭
রুকু ও সিজদাতে যাহা বলিবে	১৮৯
রুকু এবং সিজদাতে কুরআন পাঠ করা নিষেধ	১৯১
কওমাতে ও দুই সিজদার মাঝখানে যাহা বলিবে	১৯১
বৈঠক ও উহাতে তাশাহহুদ পাঠ করা	১৯৩
নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়া	১৯৫
নামাযের মধ্যে দোয়া	১৯৬
নামাজের সালাম ফিরানো	১৯৭
সালামের পর দোয়া ও যিকির	১৯৭
দোয়াতে হাত উঠানো	১৯৯
নামাজের মধ্যে যাহা করা জায়েয ও যাহা করা জায়েয নহে	১৯৯
নামাজে সাপ বিচ্ছু মারা	২০১
আমলে কালীল বা অল্পকাজে নামাজ ভাঙ্গে না	২০১
নামাজে সুবহানাল্লাহ বলা ও তালি বাজানো	২০২
ইমামকে লোকমা দেওয়া	২০২
নামাজে কথাবার্তা নিষেধ	২০২
নামাজের মধ্যে হদস হওয়া	২০৪
ইস্তিঞ্জার বেগ চাপিয়া রাখা	২০৪
নামাজে ভুল হওয়া এবং ইহার জন্য সিজদাহ সাহু করা	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

মুসাফিরের নামাজ পর্ব

সফরে নামাজ কছর পড়া ২০৬
সফরে নফল পড়া ২০৭
সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজকে একত্রে আদায় করা ২০৭
বাড়ীতে দুই নামাজকে একত্রে পড়া ২০৯

নফল নামাজের অধ্যায়

নফলের দ্বারা ফরজের ত্রুটি পূরণ করা হয় ২০৯
পাঁচ ওয়াক্তের নফল নামাজ ২১০
ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ২১২
জোহরের নামাজের পূর্বে ও পরে নফল পড়া ২১৩
আছরের নামাজের পূর্বে নফল পড়া ২১৩
মাগরীবের পর নফল নামাজ পড়া ২১৩
ইশার নামাজের পর নফল নামাজ ২১৪
বিতরের নামাজ ও ইহার জন্য তাকীদ ২১৪
বিতরের নামাজের রাকাত প্রসঙ্গ ২১৫
বিতর নামাজের সময় ২১৬
বিতর নামাজের কেরাত পাঠ ২১৭
বিতর নামাজে দোয়া কুনুত ২১৭
বিতরের পর দুই রাকাত ২১৮

রাত্রের নামাজ প্রসঙ্গ

রাত্রের নামাজ ও উহার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ২১৯
তাহাজ্জুদ ছুটিয়া গেলে কাজা করা ২২০
রাত্রের নামাজের রাকাত সংখ্যা ২২১
রাত্রের নামাজের নবীজীর হেদায়াত ২২১
এশরাক ও চাশতের নামাজ ২২৩

জুমুয়া প্রসঙ্গ

জুমুয়ার দিনের ফজিলত ২২৪
জুমুয়ার নামাজের জন্য কঠোরতা ২২৫
জুমুয়ার দিন ও নামাজের ফজিলত ২২৫
জুমুয়ার নামাজের খুৎবা ২২৬
জুমুয়ার পূর্বে ও পরে নফল নামাজ ২২৭

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

দুই ঈদ প্রসঙ্গ

দুই ঈদের শুরু ২২৭
ঈদের দিনে কিছুটা সাজসজ্জা করা ২২৮
ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার আগে এবং ঈদুল আযহাতে ২২৮
খুৎবার পূর্বে ঈদের নামাজ ২২৮
ঈদের নামাজ আযান ও ইকামত ব্যতীত ২২৯
ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে নফল নামাজ নাই ২২৯
দুই ঈদের নামাজে যাহা পড়িবে ২২৯
সদকায়ে ফিতর ২৩০
কুরবানী ও উহার প্রতিফল ২৩০
কুরবানী করিতে কোন প্রকারের জানোয়ার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। ২৩২
ঈদের নামাজের পর কুরবানী ২৩৩
জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত ২৩৩
সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ ২৩৪
বৃষ্টির নামাজ ২৩৬
তাওবার নামাজ ২৩৮
সালাতুল হাজাত ২৩৯
ইস্তিখারার নামাজ ২৪০
সালাতুত্ তাসবীহ ২৪১
নামাজে জানাজা ও উহার আগে পড়ে ২৪২
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেওয়া ও তাহার উপর সুরায়ে ইয়াসীন পড়া ২৪২
মৃতের জন্য বিলাপ করা, গালে থাপ্পর মারা ও পকেট ছিড়া ২৪৩
যে ব্যক্তি মৃত্যুর উপর সবর করে, পুণ্যের আশা করে তাহার ফজিলত ২৪৩
শোক প্রকাশের ফজিলত ২৪৫
কাফন দাফনে জলদি করার নির্দেশ ২৪৫
মুর্দারের গোসল ও কাফন ২৪৫
জানাজার সাথে যাওয়া ও জানাজার নামাজ পড়ার ফজিলত ২৪৭
জানাজা নিয়া জলদি চলা প্রসঙ্গে ২৪৭
জানাজার নামাজে মুর্দারের জন্য দোয়া ২৪৭
মুসলমানদের বড় জমাতের নামাজের শাফায়াত কবুল হওয়া ২৪৯
কবরে মুর্দাকে কিভাবে রাখা হইবে ২৫০
দাফনের পর মুর্দারের মাথার নিকট সূরা বাকারার প্রাথমিক ....
আয়াতসমূহ ও পায়ের কাছে শেষ আয়াতসমূহ পড়া হইবে ২৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

কবরের উপর ঘর বানানো, কবরের উপর বসা এবং উহার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া নিষেধ ২৫২
কবর জিয়ারত করা ও কবরবাসীদিগকে সালাম দেওয়া ২৫২

যাকাত পর্ব

যাকাত ফরজ ও ইসলামের তৃতীয় রুকন ২৫৩
যাকাত আদায় না করার পরিণাম ২৫৪
যাকাত মাল পবিত্র করে ও অবশিষ্ট মাল বর্ধিত করে ২৫৫
যাকাতের নেসাব ২৫৬
ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজিব ২৫৬
অলংকারের যাকাত ২৫৬
মালে মুস্তাফাদের যাকাত ২৫৭
অগ্রিম যাকাত ২৫৭
যাকাতের খাতসমূহ ২৫৮
যাহাদের জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েজ নহে ২৫৯
কাহার জন্য হাত পাতা জায়েজ ও কাহার জন্য জায়েজ নহে ২৬০
সওয়াল করা হইতে বাঁচিয়া থাকা ২৬০
স্বেচ্ছায় দেওয়া মাল নিয়া নিবে ২৬৩
যাকাত ছাড়াও মালে অন্যান্য হক রয়েছে ২৬৩
দানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য ২৬৪
কোন প্রকারের দান উত্তম ও বেশী নেকী ২৬৫
সওয়াবের নিয়তে স্বীয় পরিবারের জন্য খরচ করা সদকা তুল্য ২৬৫
নিকটাত্মীয়কে দান করা সদকা ও ছেলায়ে রেহমী ২৬৬
মৃত্য ব্যক্তির পক্ষ হইতে সদকা ২৬৬

রোযা পর্ব

রোযা রাখার ফজিলত ও মর্যাদা ২৬৭
রোযাদারের প্রতিদান ২৭০
রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা ২৭১
শবে কদরে পড়িবার দোয়া ২৭৩
রমজানের শেষ রাত্রি ২৭৩
এতেকাফ ২৭৩
চাঁদ দেখিয়া রোযা ও ইফ্তার ২৭৪
শাবান মাসের হিসাব ২৭৫
সাক্ষীর দ্বারা চাঁদের প্রমাণ ২৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

রোযা রাখিতে তাড়াহুড়া করা নিষেধ ২৭৬
সেহরী খাওয়ার ফজিলত ২৭৭
শীঘ্র ইফতার ও দেরীতে সেহরী ২৭৭
খেজুর দিয়া ইফতারের উৎসাহ ২৭৮
ইফতারের সময় দোয়া ২৭৮
রোযাদারের ভুলে পানাহার করা ২৭৯
ইচ্ছাকৃত রমজানের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলা ২৭৯
চুম্বন দেওয়ার অনুমতি ২৮০
সফর অবস্থায় রোযা ২৮২

নফল রোযা

শাবান মাসে বেশী নফল রোযা রাখা ২৮৪
শাবান মাসের ছয় রোযা ২৮৪
প্রতিমাসের তিন রোযা ২৮৪
আয়্যামে বীযের রোযা ২৮৬
আশুরার রোযা ২৮৬
জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা ২৮৭
আরাফাতের দিনের রোযা ২৮৮
সোমবার ও বৃহস্প্রতিবারের রোযা ২৮৮
দুই ঈদের দিনে রোযা রাখা নিষেধ ২৮৮
ছওমে বেছাল (উপর্যুপরি রোযা) ২৮৯
নফল রোযাদার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ২৯০

হজ্জ পর্ব

হজ্জের গুরুত্ব ২৯১
হজ্জের ফজিলত ও বরকতসমূহ ২৯২
ইহরাম বাধার স্থানসমূহ ২৯৩
ইহরামের জন্য গোসল করা ২৯৪
মুহরেমের জন্য কোন প্রকারের পোষাক পরা জায়েজ ও কোন প্রকার জায়েজ নহে ২৯৪
মহিলাদের ইহরাম ২৯৫
মুহরিমের তালবিয়া পাঠ ২৯৫
তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়া ২৯৬
তালবিয়া শেষে দোয়া ২৯৬
মক্কায়া প্রবেশ, তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ২৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার ফজিলত ২৯৭
তাওয়াফের ভিতরে দোয়া ২৯৯
আরাফাতে অবস্থান ও মিনার দিনগুলি ২৯৯
মিনার দিনসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ ৩০০
কোরবানী ও কোরবানীর দিন ৩০২
কোরবানীর পর মাথা কামানো বা চুল কাটা ৩০৩
কোরবানীর গোশত ৩০৪
তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফে বেদা ৩০৫
বিদায় হজ্জের বিবরণ ৩০৬
কোরবানীর দিনে রাসূল (সাঃ)-এর ভাষণ ৩১৪
আল্লাহর ঘর ও আল্লাহর শহরের ফজিলত ৩১৬
মদীনা শহরের ফজিলত ৩১৭
নবীজীর মসজিদের ফজিলত ৩১৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কবর জিয়ারত ৩১৯

বিবাহের অধ্যায়

বিবাহের ফযিলত ও উহার প্রতি উৎসাহ দান ৩২০
নেককার মহিলার প্রতি উৎসাহ দেওয়া ৩২১
অত্যধিক পতিভক্তি অধিক সন্তান প্রসবকারিণীর প্রতি উৎসাহ ৩২২
বিবাহের প্রস্তাবিতা পাত্রীকে দেখা ৩২৩
বিবাহের এলান ও সাক্ষী হাজির থাকা ৩২৩
বিবাহের খুৎবা পাঠ ৩২৪
স্বল্প খরচের বিবাহ সর্বাপেক্ষা বরকতময় ৩২৫
ফাতেমার বিবাহে যে মালামাল দিয়াছিলেন ৩২৫
অলীমা বা বৌভাত ৩২৫

হালাল উপার্জন করা ও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রসঙ্গ

নিজ হাতে হালাল উপার্জন করা ও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা ৩২৬
ব্যবসাতে ধোঁকা দেওয়ার উপর কঠোরতা ৩২৮
সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ৩২৮
ব্যবসাতে সহজ ও নরম ব্যবহারের ফজিলত ৩২৯
শ্রমিকের হক ও উহা জলদী আদায়ের নির্দেশ ৩৩০
ঋণ আদায়ে কঠোরতা ৩৩০

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

আখলাক ও চরিত্রের বর্ণনা

উত্তম আখলাকের ফযিলত ৩৩১
দয়া ও নম্র ব্যবহার ৩৩২
দয়া ও রহম করা ৩৩৪
দান ও কৃপণতা ৩৩৫
আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার ৩৩৭
আল্লাহর জন্য মহব্বত ও শত্রুতা ৩৩৮
যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে মহব্বত করিয়াছে অথচ তাদের সাথে
মিলিত হয় নাই প্রসঙ্গ ৩৪০
হিংসা ঘৃণা ও অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ ৩৪২
রাগের বর্ণনা ৩৪৩
রাগ প্রতিরোধের উপায় ৩৪৩
উত্তেজিত হইলে অজু করা ৩৪৪
জিহ্বাকে গীবত ও পরদোষ চর্চা ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা
দুইটি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের নিশ্চয়তা ৩৪৫
গীবতকারীর পরকালীন অবস্থা ৩৪৬
গীবত যিনার চাইতেও নিকৃষ্ট ৩৪৬

বিনয় ও অহংকার

জান্নাতী ও জাহান্নামী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ৩৪৭
অণুপরিমাণ অহংকার জান্নাতের অন্তরায় ৩৪৭
অহংকারী ব্যক্তি কুকুর ও শূকরের চাইতেও অধম ৩৪৭
সত্যবাদীতা আমানতদারী ও ওয়াদাপূরণ ৩৪৮
ছয়টি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা ৩৪৮
খিয়ানত ও মিথ্যা মুমিনের স্বভাব বহির্ভূত ৩৪৯
ধৈর্য ও কেনায়াত ৩৪৯
অন্তরের ধনী প্রকৃত ধনী ৩৫০
যেমন চায় তেমন দেন ৩৫০
উপরের হাত নীচের হাত হইতে উত্তম ৩৫০
লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ ৩৫১
লজ্জা ও ঈমান একত্রে থাকে ৩৫২
আল্লাহ তায়ালার উপর তায়াক্কুল করা ও তাঁহার ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকা
তাওয়াক্কুলের উপকারিতা ৩৫২
আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পূরণে কেহই বাঁধা দিতে পারে না ৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য	৩৫৪
এখলাছ, শোনানো ও লোক দেখানো আমল	৩৫৪
রিয়া এক ধরনের শিরক	৩৫৫
সর্ব প্রথম বিচার	৩৫৬
সৎ ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও আচার ব্যবহারের আদব	
মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার	৩৫৮
আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা স্বামী স্ত্রীর পরস্পরে ব্যবহার	৩৫৯
স্ত্রীর সাথে মধুর ব্যবহার ঈমান পূর্ণতার পূর্বশর্ত	৩৬০
প্রতিবেশীর হক	৩৬১
ছোটদের উপর বড়দের হক ও বড়দের উপর ছোটদের হক	৩৬২
বিধবা, ইয়াতিম, মিছকিন, ও হাজতমন্দলোকদের সাহায্যের চেষ্টা	৩৬২
অভাবী, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের খেদমত	৩৬৩
এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক	৩৬৪
আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ইহসান করা	৩৬৫
মনগলানো নসীহত পর্ব	
আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা	৩৬৫
আল্লাহর ভয়ে বাহির হওয়া চোখের পানি	৩৬৬
আল্লাহর ভয়ে গুনাহ মাফ	৩৬৬
আল্লাহর ভয়ে লাশ পুড়াইয়া দেওয়ার অসিয়ত	৩৬৭
রাত্রের শুরুতেই যাত্রা	৩৬৮
মৃত্যুর আলোচনা ও উহার জন্য প্রস্তুতি	
বুদ্ধিমানের পরিচয়	৩৬৮
তাকওয়ার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়	৩৭০
ছোট গুনাহ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হইবে	৩৭১
নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া ও খোদাভীতি	৩৭১
নবীজীকে যে সব সুরা বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে	৩৭২
গুনাহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা	৩৭২
প্রচণ্ড বাতাসে কিয়ামতের ভয়ে মসজিদে	৩৭২
হানযালা মুনাফিক হইয়া গিয়াছে	৩৭৩
দুনিয়ার নিন্দা এবং আখিরাতের তুলনায় ইহার নগণ্যতা	৩৭৪
দুনিয়া মৃত ছাগল ছানার চাইতেও নগণ্য	৩৭৫
দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা ও কাফিরদের জন্য জান্নাত	৩৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
দুনিয়া ও আখিরাত বিপরীত মুখী	৩৭৬
যিকির ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত	৩৭৬
মাহবুব বান্দাহদিগকে দুনিয়ার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করা হয়	৩৭৭
দুনিয়াতে পথিকের ন্যায় অবস্থান কর	৩৭৭
দুনিয়ার সামগ্রী সকলেই ভোগ করে	৩৭৮
আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করিনা	৩৭৮
দুনিয়া ও আখিরাত প্রার্থীর অবস্থা	৩৭৯
সম্পদ ও মর্যাদার লোভ	৩৮০
সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কখনো মিটেনা	৩৮০
সম্পদ আমার উম্মতের ফেতনা	৩৮০
ওয়ারিসদের মাল কাহার কাছে প্রিয়?	৩৮১
দিনার দিরহামের গোলাম মালউন বা অভিশপ্ত	৩৮১
আল্লাহর পছন্দনীয় পরিবার	৩৮২
নবী করীম (সাঃ) নিজের ও পরিবারের জন্য দরিদ্রতা গ্রহণ করা	
রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর নবীর দোয়া	৩৮২
সর্বাবস্থায় মিসকিন থাকার জন্য নবীজীর দোয়া	৩৮৩
নবী পরিবার একাধারে দুইদিন পেট ভরে খায় নাই	৩৮৩
একা ধারে দুই মাস চুলা জ্বলে নাই	৩৮৩
একাধারে বহুরাত খাইতে পান নাই	৩৮৪
ত্রিশ সা'আ বার্লিদানার বিনিময়ে নবীজীর বর্ম বন্ধক	৩৮৪
নবীজীর শরীরে চাটাইয়ের দাগ	৩৮৪
খোদাভীরুদের জন্য সম্পদ ক্ষতিকর নহে	৩৮৫
নেক নিয়তে ধন উপার্জনের ফযিলত	৩৮৫
দীর্ঘ হায়াত বড়ই নিয়ামত আমল যদি ভাল হয়	৩৮৬
অধিক আমলের মর্যাদা	৩৮৬
দীর্ঘ জীবন ইসলামের উপর থাকার ফযিলত	৩৮৭
নবী (সাঃ) এর ওয়াজ ও অসিয়ত	৩৮৮
সর্বস্থানে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর	৩৮৮
নাজাত দানকারী তিনটি বস্তু ও ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু	৩৮৮
পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে কর	৩৮৯
হাশরের ময়দানে পাঁচটি প্রশ্ন	৩৯০
পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত	৩৯০
আরশের নীচের খাযানা	৩৯১
নবীজীর প্রতি আল্লাহর নয়টি নির্দেশ	৩৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া উচিত ৩৯২
আল্লাহ তায়ালার যিকির ও কোরআন তেলাওয়াত
কোরআন শরীফের ফযিলত ৩৯২
যাহারা কোরআন শিক্ষা করে ও যাহারা শিক্ষা দেয় তাহাদের ফযিলত ৩৯৩
কোরআন পাঠকারী ও আমলকারীর মর্যাদা ৩৯৪
কোরআন তেলাওয়াতের ফযিলত ৩৯৪
কোরআন তেলাওয়াত অন্তর পরিষ্কারের ওছিলা ৩৯৫
সূরা ফাতিহার ফযিলত ৩৯৫
সূরা বাকারার ফযিলত ৩৯৬
যাহরাওয়াইন বাকারা ও আলে ইমরানের ফযিলত ৩৯৬
সূরা কাহাফের ফযিলত ৩৯৭
সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ৩৯৭
সূরা ওয়াকেয়ার ফযিলত ৩৯৭
সূরা মুলকের ফযিলত ৩৯৭
সূরায়ে আ'লার ফযিলত ৩৯৮
সূরায়ে তাকাসুরের ফযিলত ৩৯৮
সূরা যিলযাল, কাফিরুন, ও কুলহু আল্লাহু আহাদের ফযিলত ৩৯৯
আয়াতুল কুরসীর ফযিলত ৪০০
মুয়াব্বাজাতাইনের ফযিলত ৪০০
সূরা বাকারার শেষাংশ ও আলে ইমরানের শেষাংশ ৪০১

আল্লাহর যিকিরের ফযিলতের বর্ণনা

যিকিরকারীদের মর্যাদা ৪০২
বান্দার ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর ব্যবহার ৪০২
যিকিরের গুরুত্ব ৪০৩
সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? ৪০৩
যিকরে এলাহী অন্তর পরিষ্কার করে ৪০৪
যিকির দ্বারা জিহ্বা তরুতাজা রাখা ৪০৪
উত্তম যিকিরের বয়ান ৪০৬
সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির ৪০৬
সাত আকাশ ও জমীন হইতে কালেমার পাল্লাভারী ৪০৭
কালেমা তাওহীদের ফযিলত ৪০৭
লা হাওলার গুরুত্ব ৪০৮
আল্লাহর ৯৯ নামের ফযিলত ৪০৮
ইসমে আযমের বর্ণনা ৪১০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

দোয়া অধ্যায়

দোয়ার ফযিলত ৪১২
যে সব দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয় ৪১৪
দোয়ার আদবসমূহ ৪১৬
হারাম উপার্জনকারীর দোয়া কবুল হয় না ৪১৭
মৃত্যুর জন্য দোয়া করা ও সন্তান এবং মালের উপর বদ দোয়া করা নিষেধ ৪১৮
নামাজের মধ্যে নবীজী যেসব দোয়া পড়িতেন ৪১৯
নামাজের সালাম ফিরানোর পর হুজুর (সাঃ) যে সব দোয়া পড়িতেন ৪২১
নবী (সাঃ) এর সার্বিক পূর্ণাঙ্গ দোয়াসমূহ ৪২৩
সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িবার দোয়া ৪২৭
রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবার সময় দোয়া ৪২৯
ঘুম না আসিলে ইহার প্রতিকারের দোয়া ৪৩১
ঘুমের মধ্যে ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া ৪৩২
রাত্রে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলে পড়িবার দোয়া ৪৩২
ঘর হইতে বাহির হইলে পড়িবার দোয়া ৪৩৩
ঘরে প্রবেশ করিবার দোয়া ৪৩৩
মসজিদে প্রবেশ করিবার ও বাহির হইবার দোয়া ৪৩৪
মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার সময় দোয়া ৪৩৪
বাজারে প্রবেশের দোয়া ৪৩৫
বিপদগ্রস্ত লোককে দেখিলে পড়িবার দোয়া ৪৩৬
পানাহারের সময় পড়িবার দোয়া ৪৩৭
কাহারও বাড়ীতে পানাহার করিলে তার দোয়া ৪৩৭
নূতন কাপড় পরিধান করিবার দোয়া ৪৩৮
আয়না দেখিবার দোয়া ৪৩৯
বিবাহ করিলে পড়িবার দোয়া ৪৩৯
যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহাদের জন্য দোয়া ৪৪০
সহবাসের ইচ্ছা করিলে পড়িবার দোয়া ৪৪০
সফরে যাওয়া ও ফিরিয়া আসার দোয়া ৪৪০
সফরের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থান করিলে পড়িবার দোয়া ৪৪১
সফরকারী ব্যক্তির জন্য উপদেশ ও দোয়া ৪৪২
কোন গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করিলে পড়িবার দোয়া ৪৪২
শত্রুদের পক্ষ হইতে ভয়ের আশংকা হইলে পড়িবার দোয়া ৪৪৩
কঠিন বিপদের দোয়া ৪৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বিপদ আপদে ও অস্থিরতার সময় পড়িবার দোয়া	৪৪৪
ঋণ আদায়ের দোয়া	৪৪৪
রাগের সময় পড়িবার দোয়া	৪৪৫
রোগীর জন্য দোয়া	৪৪৫
হাঁচি ও হাঁচিদাতার জবাবে পড়িবার দোয়া	৪৪৬
বজ্রধ্বনী ও বিদ্যুতের আওয়াজ শুনিলে দোয়া	৪৪৭
প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে পড়িবার দোয়া	৪৪৭
বৃষ্টি বাদলের সময় পড়িবার দোয়া	৪৪৮
বৃষ্টির জন্য পড়িবার দোয়া	৪৪৮
নতুন চাঁদ দেখিলে পড়িবার দোয়া	৪৪৯
লাইলাতুল কদরের দোয়া	৪৪৯
আরাফার দিন পড়িবার দোয়া	৪৪৯
সর্বপ্রকার বিপদ ও ফিতনা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা	৪৫০
কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগের দোয়া	৪৫১
অসুখ ও খারাপ প্রভাব হইতে রক্ষার জন্য দোয়া	৪৫১
নিয়ামতের স্থায়িত্ব ও আল্লাহর নারাজী হইতে বাঁচার দোয়া	৪৫২
আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করা ও গুনাহ ক্ষমা চাওয়া	৪৫২
আমি একশত বার তাওবা করি	৪৫২
পাপীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি	৪৫৩
তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়	৪৫৩
তাওবা দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়	৪৫৪
তাওবাকারীর প্রতি আল্লাহর খুশীর নমুনা	৪৫৪
তাওবা ও ইস্তিগফারের বিশেষ বাক্যসমূহ	৪৫৫
সাধারণ মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	৪৫৬
মুর্দারের জন্য দোয়ার দৃষ্টান্ত	৪৫৭
নবী করীম (সাঃ) এর উপর দরূদ পড়ার ফযিলত	৪৫৭
নবী করীম (সাঃ) এর উপর দরূদ পড়ার শব্দসমূহ	৪৫৯
আড়াইশত শব্দের তাহকীক বা বিশ্লেষণ	৪৬২

দোয়া পত্র

শায়খুল মাশায়েখ রঈসুল মুফাছছিরীন পীরে কামেল আল্লামা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর) দামাত বারাকাতুহুম শায়খুল হাদীস ও ছদর জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া এর দোয়া

আলফিয়্যাতুল হাদীস, হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য অতি মূল্যবান ও উপকারী কিতাব। কিতাবটি আরবী ভাষায় হওয়াতে সর্বসাধারণ মুসলমান ইহার উপকারিতা লাভে বঞ্চিত।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুবারক উল্লাহ উক্ত কিতাবখানার সহজ বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। আমি দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা কিতাবখানা কবুল করুন এবং সকল মুসলমানের জন্য কিতাবখানাকে উপকারী বানাইয়া দেন এবং উহাকে লেখকসহ আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানাইয়া দেন। আমীন।

আল্লামা সিরাজুল ইসলাম সাহেব

অভিমত ও দোয়া

এদারায়ে তালিমিয়া (দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড) ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার মহাসচিব, যুগের অন্যতম সাধক, পীরে কামেল, আল্লামা আলহাজ্জ হযরত মাওঃ মুফতী নূরুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, প্রধান মুফতী ও সিনিয়ার মুহাদ্দিস জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া এর অভিমত ও দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ·

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা হাদীসে রাসুল عَلٰى صَاحِبِهَا اَلْفُ اَلْفُ تَحِيَّةٍ (والسلام) এর খেদমত গোজার আলেমে দ্বীনের ফযিলত পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। اَلْفِيَّةُ الْحَدِيْث উপমহাদেশের প্রথম শ্রেণীর লিখক ও প্রথম শ্রেণীর আওলিয়ায়ে কেরামদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মঞ্জুর নুমানী (রাহঃ) এর একখানা মকবুল তা'লীফ।

আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও নায়েবের মুফতী আল্‌হাজ্জ মাওঃ মুবারক উল্লাহ সাহেব (سلمه الله تعالى) এই কিতাবখানার সরল সহজ বাংলা অনুবাদ করে উপরোক্ত হাদীসখানার প্রয়োগ পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

আমাদের দোয়া, আল্লাহ তায়ালা মুফতী সাহেবের শ্রমকে কবুল করে আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া ও অছীলা বানায়ে দেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

দোয়া গো ও দোয়া

নূরুল্লাহ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ.

মাতৃভাষায় পাঠদান ও পাঠগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এখন আর কাহারো দ্বিমত নাই ; জনৈক কবির কথা সত্যিই যথার্থঃ "বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা," ।

বর্তমানে দেশের প্রায় অধিকাংশ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা চর্চার প্রতি মনোযোগিতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। এর ফলশ্রুতিতে কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস ভুক্ত অনেক কিতাবের অনুবাদ, ভাষ্য ইত্যাদি রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

কওমী মাদ্রাসার বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের "ছফফে আশের" দশম শ্রেণীর আবশ্যকীয় পাঠ্য হিসাবে আরবী ভাষায় রচিত اَلْفِيَّةُ الْحَدِيْث নামে একখানা হাদীসের কিতাব দীর্ঘদিন যাবত পাঠ দিয়া চলিয়া আসিতেছে, বাজারে ইহার কোন বাংলা অনুবাদ এমনকি উর্দু অনুবাদও না থাকায় কিতাবটির পাঠ গ্রহণে ছাত্রদের অনেক হিমশিম খাইতে হইতেছে, অনেকক্ষেত্রে কোন কোন উস্তাদকে পাঠ দানে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। উপরন্তু কিতাবটি সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্যও হাদীস শিক্ষার একখানা অনুপম ও নির্ভরযোগ্য কিতাব।

অতএব, এই মূল্যবান হাদীস গ্রন্থখানি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতে অনূদিত হউক ইহা ছিল আমার দীর্ঘ দিনের এক স্বপ্নসাধ।

আজ হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯৯৫ সনের রমজানের শেষের দশ দিনের এতেকাফে বসিয়া আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করিয়া "রোযা পর্ব" হইতে অনুবাদ শুরু করি। জিলকদ মাসের ভিতরেই রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বয়ান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে অনুবাদ করিতে সক্ষম হই। এই বৎসরই (১৯৯৫) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করি। হজ্জ করা কালীন পবিত্র মক্কা মদীনাসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে পবিত্র স্থানসমূহের বরকত লাভের আশায় কিছু কিছু হাদীস অনুবাদ করি। (যেমন ২৯/৪/৯৫ তারিখে জিদ্দা বিমান বন্দরে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের সামনে বসিয়া ১০ হইতে ১৫নং হাদীস পর্যন্ত অনুবাদ করি। বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কাবাকে সামনে রাখিয়া হেরেমের ভিতর বসিয়া প্রথম হাদীস হইতে ৫ ও ৭ হইতে ২৫ নং এবং ৪৪ হইতে ৫৫ নং হাদীস পর্যন্ত অনুবাদ করি। ৬নং হাদীসখানা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীটিকে সামনে রাখিয়া অনুবাদ করি। ২৬নং হইতে ৩১নং পর্যন্ত এবং ৩৬নং হইতে

৪৩নং পর্যন্ত মিনার তাঁবুতে বসিয়া অনুবাদ করি। ৩২নং হইতে ৩৫নং পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে তাঁবুতে বসিয়া অনুবাদ করি। ৫৬নং হইতে ৭৮ নং পর্যন্ত কিছু মদীনার মসজিদে নববীতে ও কিছু রওজা শরীফকে সামনে রাখিয়া অনুবাদ করি। এবং মিম্বরের সামনে বসিয়া ৬৪৩নং হইতে ৬৪৮ ও ৯৯১ হইতে ৯৯৬নং পর্যন্ত অনুবাদ করি।) এবং মদীনা অবস্থানকালে পুরা কিতাবটি একবার তেলাওয়াত খতম করিয়া উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা আলহাজ্জ মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের দ্বারা দোয়া করাই। হজ্জ শেষে বাড়ীতে ফেরার পর হইতে নিজের অযোগ্যতা, বিভিন্ন ব্যস্ততা ও গাফলতীর দরুন অনুবাদের কাজ স্থগিত হইয়া যায়। ১৯৯৯ আগষ্ট হইতে পুনরায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করিয়া অনুবাদটুকু সম্পন্ন করার এরাদায় হিম্মত করিয়া লিখিতে শুরু করি। গত ২১/১০/৯৯ তারিখে সকাল ৮টা ত্রিশ মিনিটে সর্বশেষ হাদীসখানার অনুবাদ করি। ইহা আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী বৈ কিছুই নহে। বিলম্বে হইলেও এই কাজটুকু আঞ্জাম দিতে পারিয়া আমি মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করিতেছি। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। কিতাবটি দ্রুত প্রকাশের জন্য ইহার পান্ডুলিপি ও প্রুফ দেখার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন স্নেহের হাফেজ মাওলানা যুবাইর আহমদ (নুহ), মাওলানা মুফতী মাযহারুল হক কাসেমী ও মালানা মুফতী সাঈদ আল মামুন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে জাযায়ে খায়ের বা উত্তম বদলা দান করুন।

আমার সার্বিক দুর্বলতা অযোগ্যতা ও তাড়াহুড়ার দরুন যদি কিতাবে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় মেহেরবানী করিয়া তাহা আমাকে জানাইলে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইব ও পরবর্তী সংস্করণে তাহা শুদ্ধ করিয়া নিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতটুকু কবুল করিয়া ইহাকে আমাদের পরকালের নাজাতের উসিলা বানাইয়া দিন। আমীন।

ইয়া রাব্বাল আলামীন, বিহুরমাতে সায়্যিদিল মুরসালিন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মোঃ মোবারক উল্লাহ
জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া
ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া।

ইলমে হাদীসের জরুরত

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইহাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইলে ইহার মূল উৎস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা অপরিহার্য।

ইসলামী শরীয়াহ তাহার মৌলিক নীতিমালাকে এক সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। ইহার প্রথম ও প্রধান উৎস হইল কুরআনুল কারীম। ইহাতে ইসলামী শরীয়াহ নীতিমালা ও বিধি-বিধানগুলিকে ইজমালীভাবে তথা মৌলিক আকারে পেশ করা হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মৌলিক বিধানগুলিকে তাঁহার কথা ও কাজ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সারবার্তা উম্মতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাতে করে কোন মানুষের নিজস্ব উক্তি ও ব্যাখ্যা শরীয়তের মূল লক্ষ্যকে বিঘ্নিত করিতে না পারে। যেমন– আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন— وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ - النحل অর্থঃ আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তা আপনি লোকদেরকে বর্ণনা করিতে পারেন, যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার জীবদ্দশায় স্বীয় কথাবার্তা কাজ-কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত চিরন্তন নীতিমালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে সুন্নত তথা হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই আলোকে বলা যায় যে, কুরআন হইল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি সুন্দর নকশা আর হাদীস হইল সেই নকশা অনুযায়ী পরিকল্পিত প্রাসাদ। আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্য যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়, তেমনিভাবে হাদীসকে উপেক্ষা করিয়া পবিত্র কুরআন বুঝাও সম্ভব নয়। এই কারণেই কিতাবুল্লাহর ইলম হাসিলের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ইলম শিক্ষা করাও প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য কর্তব্য।

হাদীস পরিচিতি

হাদীসের সংজ্ঞা ঃ বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কর্ম বা অন্যের কথা বা কার্যের প্রতি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপনকে হাদীস বা সুন্নাহ বলে। ব্যাপক অর্থেঃ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কথা কার্য ও মৌনসম্মতিকেও হাদীস বলে।

হাদীসের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস প্রথমত ঃ তিন প্রকার ঃ

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অর্থাৎ কোন বিষয়ে রাসুল (সাঃ) স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহাকে বলা হয় কওলী হাদীস (বাক্য সূচক হাদীস)।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব কাজকর্ম, অর্থাৎ যে হাদীসে রাসূলের রাসূল হিসাবে করা কোন কাজের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে বলা হয় ফেলী হাদীস (কর্মসূচক হাদীস)।

(৩) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমোদিত ও সমর্থন প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ। যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাকে বলে তাকরীরী হাদীস (সমর্থন সূচক হাদীস)।

ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও প্রেরিত মহাপুরুষ হিসাবে এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত থাকিয়া যা কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন যা কিছু বলিবার বা করিবার অনুমতি দিয়াছেন সমর্থন জানাইয়াছেন এই সবই হইল ইলমে হাদীসের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয়।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ঃ ইহকাল ও পরকালের চরম ও পরম কল্যাণ লাভই হইল হাদীস অধ্যয়নের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

হাদীসে কুদসী ঃ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল বাণী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ ও অর্থসহ লাভ করিয়াছেন কিন্তু তাহা নামাজে পড়া জায়েজ নহে, এইরূপ হাদীসকে "হাদীসে কুদসী" বলা হয়।

রেওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করা। যিনি বর্ণনা করেন তাহাকে রাবী বলা হয়।

সনদ ঃ হাদীসের রাবীগণের সূত্র পরম্পরাকে "সনদ" বলা হয়।

মতন ঃ সনদ বর্ণনা করার পর যে হাদীসখানি বর্ণনা করা হয় তাহাকে "মতন" বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং অনেক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাহাকে মুহাদ্দিস বলে।

মরফু ঃ যে হাদীসের সনদটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে তাহাকে মারফু হাদীস বলে।

মওকুফ ঃ যে সনদটি সাহাবী পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে অর্থাৎ যা সাহাবীর বাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে মওকুফ হাদীস বলে।

মকতু ঃ যে হাদীসের সনদটি কোন তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে তাহাকে মকতু হাদীস বলা হয়।

মুত্তাসিল ঃ হাদীসের সনদের ধারা হইতে কোন বর্ণনাকারী বাদ না পড়িলে সেই হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলা হয়।

মুনকাতে ঃ যে সনদের মধ্যে কোন স্তরে রাবীর নাম বাদ পড়িয়াছে সে হাদীসকে মুনকাতে হাদীস বলা হয়।

সহীহ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক রয়েছে, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত যাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাদের সংখ্যা কোন স্তরেই একজন হয় নাই এরূপ হাদীসকে পরিভাষায় "সহীহ হাদীস" বলে।

হাসান ঃ উপরোক্ত সকল গুণ বর্তমান থাকার পর রাবীদের স্মরণশক্তি যদি দুর্বল প্রমাণিত হয় তাহলে সে হাদীসকে "হাসান হাদীস" বলে।

যয়ীফ ঃ যাহাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাহাকে যয়ীফ হাদীস বলা হয়। বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে যয়ীফ বলা হয়। নতুবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথাই যয়ীফ নহে।

মুত্তাফাক আলাইহি ঃ যে হাদীসকে একই সাহাবী হইতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস বলা হয়।

সিহাহ সিত্তাহ ঃ হাদীস শাস্ত্রের নিম্নলিখিত ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসায়ী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাযা শরীফ বা মোয়াত্তা ইমাম মালেক।

মূল কিতাবের খুৎবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَنَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدِ اهْتَدٰى وَرَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَايَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا - وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٰنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْخَيْرَكُلَّهٗ عَاجِلَهٗ وَاٰجِلَهٗ مَاعَلِمْنَاهُ وَمَالَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عاجله واجله ماعلمناه ومالم نعلم - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ - وَنَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهٖ مِنَّا خَيْرًا وَاَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ لَنَا رُشْدًا اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তাহারই প্রশংসা করিতেছি, তাহারই সাহায্য কামনা করিতেছি, এবং তাহারই নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আমাদের

অন্তরের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তি হইতে তাঁহার কাছেই আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত করেন তাহাকে পথভ্রষ্ট করার শক্তি কাহারও নাই। আবার তিনি যাহাকে বিপথগামী করেন তাহাকে হেদায়েত করার সাধ্যও কাহারো নাই। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তাঁহাকে সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্য বাশীর ও নাজীর তথা সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে হক বা সত্য দ্বীন দিয়া পাঠাইয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়াছে নিশ্চয় সে হেদায়েত ও সরল পথপ্রাপ্ত হইয়াছে। এবং যে ব্যক্তি তাহাদের নাফরমানী করিয়াছে সে কেবল নিজেরই ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সে আল্লাহ তায়ালার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। শোকরগুজার বান্দাহদিগকে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই বদলা দান করিবেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সর্দার উম্মী নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ও তাঁহার বিবিগণ ও তাহার সন্তানাদির প্রতি দরূদ ও সালাম (রহমত ও শান্তি) এবং বরকত নাযিল করুন যেমনিভাবে আপনি আমাদের সর্দার ইব্রাহীম (আঃ)এর পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার সমস্ত কল্যাণ কামনা করি, যাহা তাৎক্ষণিক ও যাহা দেরীতে, যাহা আমরা জানি ও যাহা আমরা জানিনা, (সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করি) এবং সর্বপ্রকার খারাবী ও অকল্যাণ হইতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যাহা তাৎক্ষণিক ও দেরীতে, এবং যাহা আমরা জানি ও যাহা আমরা জানিনা। (সর্বপ্রকার অকল্যাণ হইতে আপনার কাছে পানাহ চাই)

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল মঙ্গল কামনা করি যাহা আপনার বান্দাহ ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করিয়াছেন। এবং আমরা ঐ সকল অমঙ্গল হইতে আপনার নিকট পানাহ চাই যাহা হইতে আপনার বান্দাহ ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চাহিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট জান্নাত ও ঐসব কথা ও কাজ কামনা করিতেছি যাহা আমাদিগকে জান্নাতের নিকটবর্তী করিয়া দিবে এবং আমরা আপনার নিকট জাহান্নাম হইতে ও ঐসব কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাই যাহা আমাদিগকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করিয়া দিবে। আপনি আমাদের ব্যাপারে যে সকল ফয়সালা করিয়াছেন আপনার কাছে তাহার মঙ্গল কামনা করি এবং এই ফয়সালার পরিণাম আমাদের জন্য সঠিক ও হেদায়াতের জরিয়া হউক তাহা কামনা করি।

হে সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, হে পরম দয়ালু. আপনি আমাদের এই দোয়া কবুল করুন। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি

ঈমান ও ইসলাম অধ্যায়

ইসলাম, ঈমান ও ইহ্ছান প্রসঙ্গ

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ ووَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ ؟ قَالَ ﷺ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَقَالَ عَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ مَاالْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اِمَارَاتِهَا ؟ قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ أَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلِ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - (رواه مسلم)

১. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ধবধবে সাদা কাপড় (পোষাক) পরিহিত এবং কুচকুচে মিশকালো চুলবিশিষ্ট একজন (আগন্তুক) লোক আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। দূর দেশ হইতে সফর করিয়া

আসার কোন চিহ্নও তাঁহার উপর দেখা যাইতেছিল না। অথচ আমাদের কেহই তাঁহাকে চিনিতেও পারিতে ছিলনা। (অর্থাৎ আগন্তুক দূর দেশের হইলে ভ্রমণের নিদর্শন তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। আর স্থানীয় হইলে আমরা কেহ না কেহ অবশ্যই তাহাকে চিনিতাম) অবশেষে লোকটি নবী করীম (সাঃ) এর খুব কাছে আসিয়া বসিল এবং হুযুর (সাঃ) এর হাটুদ্বয় মিলাইয়া নিজের হস্তদ্বয় তাঁহার উরুর (রানের) উপর রাখিল। অতঃপর বলিল, হে মোহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কি ? অর্থাৎ ইসলাম কাহাকে বলে ? উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন, যেইসকল বিষয়কে ইসলাম বলা হয় তাহা হইল তুমি মুখে ও অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নাই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠ.) করিবে, বৎসরান্তে যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং সামর্থ থাকিলে খোদার ঘরের হজ্জ করিবে। হুযুরের জওয়াব শুনিয়া আগন্তুক প্রশ্নকারী বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। বর্ণনাকারী হযরত উমর (রাঃ) বলেন, নবাগত ব্যক্তিকে অজ্ঞের মত প্রশ্ন করিতে এবং উহার উত্তরকে বিজ্ঞের মত সত্য ও ঠিক বলিয়া ঘোষণা করিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা এইবার বলুন, 'ঈমান' কাহাকে বলে ? (অর্থাৎ ঈমান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন) উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন, 'ঈমান' হইল এই যে, তুমি আল্লাহকে, তাঁহার ফেরেশতাকুলকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে, তাঁহার সমস্ত পয়গাম্বরদিগকে এবং পরকালকে সত্য বলিয়া মনে প্রাণে মানিয়া লইবে। আর প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারণ অর্থাৎ তাক্দীরকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করতঃ মানিয়া চলিবে। (উত্তর শুনিয়া) লোকটি বলিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। এইবার সে জিজ্ঞাসা করিল আমাকে 'ইহ্সান' সম্পর্কে অবহিত করুন, অর্থাৎ ইহসান বস্তুটি কি ? উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন, তাহা হইল, তুমি এমনভাবে (কায়মন চিত্তে) আল্লাহর বন্দেগী করিবে যেন তুমি তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিতেছ আর যদি তুমি তাহাকে দেখিতে না পাও, তাহা হইলে অন্ততঃ মনে এই আকীদা পোষণ করিবে যে, তিনি অবশ্যই আমাকে দেখিতে পাইতেছেন। এইবার সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। অর্থাৎ কিয়ামত কখন হইবে ? উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন, যাহার নিকট এই প্রশ্ন করা হইয়াছে সে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নকারী হইতে অধিক জ্ঞাত নহে। অর্থাৎ এই সম্পর্কে আমি আপনার চাইতে অধিক কিছুই জানিনা।

অতঃপর লোকটি বলিল, আচ্ছা আপনি আমাকে উহার নিদর্শনসমূহ বলিয়া দিন। উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন, উহার একটি হইল দাসী স্বীয় প্রভু বা মালিককে প্রসব করিবে। দ্বিতীয় নিদর্শন হইল, তুমি দেখিতে পাইবে এককালে যাহাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নাই, রিক্তহস্ত ও মেষ চালক। পরবর্তীকালে তাহারা বড় বড় প্রাসাদ ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া পরস্পরে গর্ব অহংকারে প্রতিদ্বন্দীতায় লিপ্ত হইবে।

বর্ণনাকারী হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এই সব কথোপকথন হওয়ার পর নবাগত লোকটি চলিয়া গেল। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করিলাম অতঃপর হুযুর (সাঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উমর! তুমি কি জান, এ প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল ? আমি বলিলাম, না, হুযূর! আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, তিনি ছিলেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)। তিনি তোমাদিগকে দ্বীন (ইসলাম) শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে আসিয়াছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রশ্নকারী হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ছিলেন বিধায় সর্বসাধারণের কাছে এই হাদীসটি হাদীসে জিব্রাঈল নামেও প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত হাদীসটিতে দ্বীনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু ইহাকে "উম্মুস সুন্নাহ" বা 'উম্মুল আহাদীস'ও বলা হয়। যেমনঃ সূরায়ে "ফাতিহা"-কে বলা হয় "উম্মুল কুরআন"। মোটকথা গভীরভাবে চিন্তা করিলে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইবে যে, এই হাদীসটির মধ্যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (১) বিশ্বাস বা আকীদা আর উহা হইল "ইলমে কালাম" বা ইসলামী দর্শনের আলোচ্য বিষয়। (২) আল্লাহর "ইবাদত" যথা ঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। আর তাহা হইল ইলমে ফিকাহর বুনিয়াদ। (৩) ইহসান তথা প্রত্যেক কাজে ইখলাছ বা নিষ্ঠা। আর ইহা হইল ইলমে "তাসাওউফের" মূল। অথচ ইহা অনস্বীকার্য যে, একজন মুসলমানের পক্ষে এই তিনটিরই প্রয়োজন। তাই ইমাম মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি শরীয়ত বাদ দিয়া শুধু তরীকত ধরিয়াছে, সে হইয়াছে "যিন্দীক" (বেঈমান) আর যেই ব্যক্তি তরীকত ছাড়া অর্থাৎ ইখলাছ ও নিষ্ঠা ব্যতিরেকে কেবল বাহ্যিক শরীয়ত ধরিয়াছে সে হইয়াছে "ফাসেক" এবং যেই ব্যক্তি শরীয়ত ও তরীকত উভয়টিকে ধরিয়াছে মূলতঃ সেই হইল "কামেল মুমিন"। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব জাতি হইতে মানবজাতির দ্বীন, শরীয়ত, আচার-আচরণ যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাহাছাড়া হুযুর (সাঃ) নিজেও বলিয়াছেন بُعِثْتُ مُعَلِّمًا আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আর সাহাবীগণ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খেদমতে আসিয়া অবাধে ও নির্দ্বিধায় তাহাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশ্যই এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল রাসূলের নিকট থেকে জানার একটা সুষ্ঠ পদ্ধতি থাকার। ইহা ছাড়া সেইকালে যখন لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ আয়াত অবতীর্ণ হয়. তখন সাহাবাগণ ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন প্রায়। তখন আল্লাহ তায়ালা সাহাবাগণকে আদাব, শিষ্টাচার, চলাফেরা, উঠাবসা, জিজ্ঞাসা করার রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করিয়া উক্ত আচরণের রীতিনীতি জানাইয়াছেন, যাহাতে সাহাবাগণ নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক রাসূলের খেদমতে আসিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইতে পারেন।

হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত এই হাদীসে তিনি জিব্রাইল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আসিয়া বসিয়াছেন এবং দ্বীনের কি কি মৌলিক বিষয়াবলী তথা ইসলাম, ঈমান, ইহাসন ও কিয়ামত সম্পর্কীয় আকীদা ও উহার বিশেষ নিদর্শন সম্পর্কে যেই আলোচনা করিয়াছেন ইত্যাদি উল্লেখ করেন। ইহাতে একজন ছাত্র কিভাবে তাহাদের উস্তাদের নিকট বসিতে হয় এবং কোন রীতি-নীতিতে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা প্রমাণিত হইল এবং আরও সাব্যস্ত হইল যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ? আর কিয়ামতের সঠিক সময় সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে না। হাঁ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণিত নিদর্শনগুলি কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও আমাদের কাহারো নিকট দ্বীন শিক্ষার জন্য এই পদ্ধতিতে বসিতে হইবে এবং

প্রয়োজনীয় কথা এই নিয়মে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আর আমাদের প্রতিটি মুসলমানের জীবনে ঈমান, ইসলাম, ইহ্‌সান ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলির বর্ণিত বিশ্লেষণ অনুসারে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। আর কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তাহার সঠিক সময় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন এবং বর্ণিত নিদর্শনগুলি কিয়ামতের আলামত ও নিদর্শন বলিয়া আকিদা রাখিতে হইবে।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

ঈমানের আভিধানিক অর্থ হইল; অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা তথা আস্থা জ্ঞাপন করা এবং ইসলামের আভিধানিক অর্থ হইল, আনুগত্য করা তথা বিনয়াবনত হওয়া। আপাত দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা, বাহ্যিক কার্য্যাবলীর নাম "ইসলাম" এবং অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের নাম "ঈমান"। কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি ও বাস্তবতার দিক হইতে উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কাজেই যেই ব্যক্তি মুমিন, তাহাকে মুসলমান, আবার যেই ব্যক্তি মুসলমান তাহাকে মুমিন বলা যায়। কেননা, ঈমান ও ইসলাম পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে একটি ব্যতীত অপরটি কল্পনা করা যায় না। যেমন ঃ আগুন ও ধোঁয়া। একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগুন ব্যতীত ধোঁয়ার অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি ধোঁয়াবিহীন আগুনের কল্পনাও অবাস্তব। সুতরাং ঈমানের সাদৃশ্য হইল আগুন এবং ইসলামের সাদৃশ্য হইল ধোঁয়া।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অধিকাংশ উলামাদের মতে নবীকে এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে যে দ্বীন ও শরীয়ত লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন, অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সমষ্টির নাম ঈমান। আবার ঈমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (রহঃ) বলেন ঃ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা বাস্তবায়ন এর সমষ্টিগত রূপদানের নাম ঈমান। অবশ্য সমস্ত ইমাম ও আহলে সুন্নাতের মতে, "আমল বিল আরকান" অঙ্গের দ্বারা কাজের বাস্তবায়ন মূল ঈমান নয় বরং ঈমানের পূর্ণতার অংশবিশেষ, কাজেই তাঁহাদের মতে বাহ্যিক আমল পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কবীরা গুনাহকারী ও ফাসেক, কাফের নহে অর্থাৎ মুমিনে ফাসেক।

মোট কথা ঃ ঈমান ও ইসলামের মধ্যে আভিধানিক অর্থে পার্থক্য থাকিলেও শরীয়তের দিক হইতে উভয়ই এক ও অভিন্ন। কাজেই এমন কথা বলার অবকাশ নাই যে, অমুক ব্যক্তি মুমেন, কিন্তু মুসলিম নয়, কিংবা মুসলিম, কিন্তু মুমেন নয়।

আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি ঈমান

১. আল্লাহ তায়ালা এক ২. তিনিই একমাত্র এবাদত পাওয়ারযোগ্য। তিনি ব্যতীত এবাদত বা উপাসনা পাওয়ার যোগ্য আর কেহ নাই ৩. তাঁহার কোন অংশীদার নাই ৪. তিনি সবকিছুই জানেন। তাঁহার কাছে কোন কিছুই গোপন নাই। ৫. তিনি বড় শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। ৬. তিনি আকাশ যমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ফেরেশতা, মানব-দানব অর্থাৎ সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সারা জাহানের মালিক। ৭. তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং জীবন দান করেন। অর্থাৎ তাঁহারই আদেশে সৃষ্ট জগতের জন্ম ও মৃত্যু

সংঘটিত হয়। ৮. তিনিই সৃষ্টিলোকের জীবিকা দান করেন। ৯. তিনি পানাহার করেন না, নিদ্রাও যান না। ১০. তিনি সর্বদা ছিলেন। সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন ১১. তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই ১২. তাঁহার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা কেহ নাই ১৩. সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী, তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই ১৪. তিনি তুলনাহীন, অতুলনীয়, তাঁহার অনুরূপ কোন বস্তু নাই ১৫. তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ১৬. সৃষ্ট জীবের ন্যায় হাত, পা, নাক, কান, আকার আকৃতি হইতে তিনি মুক্ত। ১৭. তিনি ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর শৃংখলা ও বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করে দিয়াছেন। ১৮. তিনি আপন সৃষ্টির হেদায়েতের জন্য পয়গাম্বর পাঠাইয়াছেন। যেন তাঁহারা মানব সমাজকে সত্যধর্ম শিক্ষা দেন, ভাল কাজের আদেশ দেন এবং খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখেন। ১৯. তিনি যাহা চাহেন তাহাই সৃষ্টি করেন। যাহাকে চাহেন কন্যা-সন্তান দান করেন, যাহাকে চাহেন পুত্র-সন্তান দান করেন। আবার যাহাকে চাহেন পুত্র-কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করে রাখেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

(১) ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার একটি মাখলূক বা সৃষ্টি। (২) নূরের দ্বারা তাহাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। (৩) আমাদের দৃষ্টি হইতে তাহারা অদৃশ্য (৪) তাহারা পুরুষও নহেন এবং মহিলাও নহেন। (৫) তাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী বা পাপ কাজ করেন না (৬) আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে কাজে নিযুক্ত করেছেন সেই কাজেই নিয়োজিত আছেন (৭) তাদের সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। (৮) তাদের সংখ্যা অনেক তবে তাদের মাঝে চারজন ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার মোকাররাব বা অতিনৈকট্য লাভকারী ও বিখ্যাত। প্রথমঃ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তিনি নবীদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং হুকুম নিয়া আসতেন। দ্বিতীয়ঃ হযরত ইস্রাফিল (আঃ) যিনি কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তৃতীয়ঃ হযরত মিকাঈল (আঃ) যিনি বৃষ্টিপাত এবং সমগ্র মাখলুকের জীবিকা পৌঁছাইবার কাজে নিয়োজিত আছন। চতুর্থঃ হযরত আযরাঈল (আঃ) যিনি সমগ্র মাখলুকের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত আছেন (৯) কিছু ফেরেশতা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। (১০) আর কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আদম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন। (১১) কিছু সংখ্যক ফেরেশতা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। (১২) কিছু সংখ্যক ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়োজিত।

মোট কথা ঃ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবের প্রতি ঈমান

(১) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে নবীগণের উপর ছোট বড় অনেক কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে। বড় কিতাবসমূহকে কিতাব ও ছোট কিতাবসমূহকে সহীফা বলে (২) এ সব কিতাবের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন এবং যাবতীয় গোমরাহী থেকে তাহাদেরকে পবিত্র করেন। (৩) অসংখ্য কিতাব ও সহীফার মধ্যে চারখানা কিতাব হলো প্রসিদ্ধ।

প্রথমঃ তাওরাত, এই কিতাব আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) এর উপর নাযিল করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ঃ যাবুর, আল্লাহ তায়ালা যাবুর কিতাবটি হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর নাযিল করিয়াছেন।

তৃতীয়ঃ ইঞ্জিল, হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর আল্লাহ তায়ালা ইঞ্জিল কিতাবখানি নাযিল করিয়াছেন।

চতুর্থঃ কুরআন মাজীদ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালা এ কিতাব নাযিল করিয়াছেন। এই কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পূর্বের যাবতীয় কিতাবের হুকুম রহিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি ছিল অস্থায়ী বা সাময়িক। এ গুলির জন্য একটা সময় নির্ধারিত ছিল। রহিতকারী কিতাব কুরআন নাযিলের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবগুলির নিজস্ব কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার রাসূলদের প্রতি ঈমান

(১) আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠাইয়াছেন। (২) তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ। (৩) আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে রেসালাতের মাধ্যমে সম্মানিতও করিয়াছেন। (৪) সকল নবীই মানুষ ছিলেন। মাখলুক ছিলেন। আল্লাহ হওয়ার কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাহাদের কারো মাঝে ছিল না। (৫) সর্ব প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (৬) নবীদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ওহী। আদম সন্তানের মাঝে তারা সবচেয়ে সম্মানিত ও পূতঃপবিত্র মানুষ। ঐ শীশক্তি প্রথম হইতেই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহাদেরকে মানবীয় স্বভাবের কদর্যতা হইতে সুরক্ষিত রাখে। তাদেরকে উন্নতি ও পূর্ণতার স্তরসমূহ অতিক্রম করার এবং তাদের অন্তরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ তাঁহার দরবার থেকে যে পয়গাম নিয়ে আসেন তা ধারণ করতে তারা সক্ষম হন। (৭) তাদের মুখ দিয়ে কেবল হেকমতপূর্ণ বাক্য নির্গত হয় এবং তাদের কাজকর্মের ভিতর দিয়ে উত্তম আদর্শের নমুনা ফুটিয়া উঠে। কথা হোক কাজ হোক, চিন্তা-চেতনা হোক, সবকিছুর মধ্যদিয়ে পবিত্রতার আবে কাওসার প্রবাহিত হয়। (৮) নবী-রাসূলগণ মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম নিজেরা করে শিক্ষা দিয়াছেন। (৯) আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে রিসালাত সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহাকে গোটা মানবজাতির কাছে রাসূল হিসাবে পাঠাইয়াছেন। (১০) বর্তমানে যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতাদর্শ যেমন ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ইত্যাদিকে দ্বীন হিসাবে মানিয়া চলিবে সে পথভ্রষ্ট, কাফের। (১১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁহার পরে যেকেহ নবুওয়তের দাবী করিবে অথবা নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে সেও কাফের। (১২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আলেমুল গায়েব নহেন। কারণ আলেমুল গায়েব হওয়া একমাত্র আল্লাহ তায়ালার শান এবং তাঁহারই বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। (১৩) তিনি মানুষ ও জ্বীন সকলের নবী (১৪) তিনি আল্লাহতায়ালার হুকুমে অনেক মু'জিজা প্রদর্শন করেন। (১৫) তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে গুনাগারদের জন্য সুপারিশ

করিবেন। এজন্য তাঁহাকে "শাফীউল মুযনিবীন" বা গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার শাফায়াত কবুলও করিবেন। (১৬) তিনি যেসব বিষয়ের হুকুম করেছেন, সেগুলির উপর আমল করা যেই সব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা এবং যেই সব ঘটনা সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়াছেন, সেইগুলিকে ঠিক তেমনিভাবে মানিয়া নেওয়া ও বিশ্বাস করা উম্মতের উপর জরুরী।

কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস

(১) যেই দিন সমস্ত মানুষ ও প্রাণী মরিয়া যাইবে এবং সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে, পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় উড়িতে থাকিবে, তারকাসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িবে, মূল কথা যেইদিন সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হইয়া যাইবে সেই দিনকে কিয়ামতের দিন বা মহাপ্রলয়ের দিন বলে। (২) হযরত ইস্রাফিল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তাহার সেই ভয়ংকর আওয়াযের তাড়নায় সবকিছুই মরিয়া যাইবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। (৩) কিয়ামতের সঠিক সময় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহ জানে না। (৪) তবে এতটুকু জানা আছে যে, মুহাররম মাসের দশ তারিখ শুক্রবার কিয়ামত হইবে। (৫) নবী করীম সাল্লালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যখন দুনিয়াতে বেশী গুনাহ্ হইতে থাকিবে, মানুষ মাতা-পিতার নাফরমানী করিতে থাকিবে, আমানতের খেয়ানত করিতে থাকিবে, গান-বাদ্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে. মুর্খ ও অশিক্ষিত লোকজন সমাজের নেতা হইতে থাকিবে, রাখাল ও নিম্নশ্রেণীর লোকজন সুউচ্চ দালান-কোঠা তৈরি করিতে থাকিবে, অযোগ্য লোকেরা বড় বড় পদমর্যাদার মালিক হইবে তখন মনে করিবে যে কিয়ামত অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।

তাক্‌দীরের উপর বিশ্বাস

(১) যে কোন ব্যাপারে ভাল এবং মন্দ বিষয়ে আল্লাহ পাকের জ্ঞানে একটা পরিমাণ নির্ধারিত আছে এবং প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা উহা জানেন। আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন জানা পরিমাপকেই তাকদীর বলে। ভাল-মন্দ যে-কোন বস্তুই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের বহির্ভূত নহে। (২) কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুযে লিখিয়া রাখিয়াছেন। (৩) তাকদীরের উপর ঈমান আনা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান পরিপূর্ণ হইতে পারে না। (৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি বস্তুর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন। কোন জিনিসই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। বালির মাঝে চলন্ত পিপিলিকাই হোক অথবা মহাশূন্যের বেগবান তারকাই হোক, সবকিছুই তাঁহার দৃষ্টির মাঝে অবস্থান করিতেছে। এই বিরাট পৃথিবী সীমাহীন বিশ্ব, জীবনের ঘটনাপঞ্জী, কখনো প্রাচুর্য, কখনো দুঃখ দরিদ্র কখনো আশার আলো, কখনো নিরাশার অন্ধকার; কখনো আনন্দের বন্যা, কখনো কান্নার রোল প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। আর এই সবই তাকদীরে বা ভাগ্যলিপিতে লিখা আছে। (৫) এরপরও আমাদের বিশ্বাস করতে হইবে, যে-কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাহার বান্দাকে এখতিয়ার এবং কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, যদি বান্দার কাজ করার কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা না থাকে তাহলে বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যেই নির্দেশ বা উপদেশ বান্দাকে দেওয়া হইয়াছে তার অর্থ দাঁড়ায় বান্দাকে এমন কাজের প্রতি নির্দেশ দেওয়া যাহা করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই। অথচ এমনটি হওয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর করুণা, হেকমত ও কৌশলের পরিপন্থী। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার নিম্নের

ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। "আল্লাহ তায়ালা কাহারও উপরই তাহার শক্তি সামর্থের অধিক বোঝা চাপাইয়া দেন না। (বাকারা)

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া বা আখেরাতের উপর ঈমান

এই জগত ও জীবন ক্ষণস্থায়ী। জীবনের যাবতীয় সম্পদও সামগ্রী ও ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে মানুষ প্রবাসী-মুসাফির। সারাটা বিশ্ব একটি মহা মুসাফিরখানা। নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে বা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হইলে যাত্রীকে এগিয়ে যাইতে হয় সম্মুখের দিকে, ছাড়িয়া দিতে হয় মুসাফিরখানা, পারি জমাইতে হয় পরপারের, যাইতে হয় স্থায়ী আবাসস্থলে। এইতো জীবনের খেলা আর এইতো জীবনের রহস্য। কেননা এই জীবন যেমন সত্য মৃত্যু যেমন অনিবার্য, তেমনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বা পরকালের জীবনও সুনিশ্চিত। এই জীবনকে যেমন কেউ ধরে রাখতে পারে না, মৃত্যুকে যেমন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তেমনিভাবে আখেরাত বা পরকালকে অস্বীকার করে তাহা থেকেও রেহাই পাওয়া যাইবে না। মানুষ এই জীবনের ন্যায় মৃত্যুর পর আর একটি জীবন লাভ করিবে। এ জীবনের যাবতীয় কর্মের ফল ভোগ করিবে পরজীবনে বা আখেরাতে। পবিত্র কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বাণীর মাধ্যমে আখেরাতের যে সব বিষয়ে আমরা জানিতে পারি তাহা হইলো কবর, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম। মানুষকে আখেরাতে এসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রকৃত ঈমানদার হইতে হইলে আমাদেরকে উপরোক্ত সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ঈমান রাখিতে হইবে। যাহারা ক্ষণস্থায়ী জগতের কয়েক দিনের জীবনকেই "চরম চাওয়া ও পরম পাওয়া মনে করে" যাহারা আখরাতের চিরস্থায়ী জীন্দেগীর কথা আদৌ স্মরণ করে না, বরং দুনিয়ার এই জীন্দেগী নিয়া থাকে ব্যস্ত, মুগ্ধ, মত্ত ও মাতোয়ারা তাদেরই কাল কিয়ামতের দিন হইবে বিপদগ্রস্ত, সর্বহারা। পক্ষান্তরে, যাহারা আখেরাতে বিশ্বাস করে দুনিয়ার এই জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হইবে ভাগ্যবান ও প্রকৃত সফলকাম।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

طَلَعَ – ইহা بحث اثبات فعل ماضى واحد مذكر غائب باب نصر এর শব্দ। এর মাছদার اَلطُّلُوْعُ معروف অর্থ– সে উদিত হইল।

يُرٰى – ইহা اثبات فعل مضارع واحد مذكر غائب باب فتح হইতে এর শব্দ। বহছ مجهول মাছদার اَلرُّؤْيَةُ অর্থ– তাহাকে দেখা যায়।

تُقِيْمُ – ইহা اثبات فعل واحد مذكر حاضر باب افعال-এর এর শব্দ। বহছ مضارع معروف মাছদার اَلْاِقَامَةُ অর্থ– তুমি প্রতিষ্ঠা করিবে।

اَثَرٌ – মাছদার অর্থ– নিদর্শন।

اَسْنَدَ – ইহা اثباب فعل ماضى واحد مذ كر غائب باب افعال এর এর শব্দ। বহছ معروف মাছদার اَلْاِسْنَادُ অর্থ– মিলাইয়া দিল, নির্ভর করিল।

اَلثِّيَابُ – ইহা اَلثَّوْبُ এর বহুবচন। অর্থ– কাপড়সমূহ।

لَايَعْرِفُ – ইহা نفى فعل واحد مذكر غائب باب ضرب হইতে এর শব্দ। বহছ مضارع معروف মাছদার اَلْعِرْفَانُ অর্থ– সে চিনে না।

تُؤْتِيَ – ইহা باب افعال হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। বহছ مضارع معروف মাসদার اَلْإِيْتَاءُ অর্থ– তুমি দিবে। প্রদান করিবে।

اِسْتَطَعْتَ – ইহা باب افعال হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। বহছ ماضى معروف মাছদার الاستطاع। অর্থ– তুমি সামর্থবান হইলে।

يُصَدِّقُهُ – এখানে ه সর্বনামটি ضمير منصوب متصل আর يصدق পদ باب تفعيل হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ مضارع معروف মাছদার اَلتَّصْدِيْقُ অর্থ– সে তাহাকে সত্যায়ন করে।

اَلْإِحْسَانُ – ইহা باب افعال এর মাছদার। অর্থ– সদ্ব্যবহার করা। এখানে الاخلاص। অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

اَلْإِسْلَامُ– ইহা باب افعال এর মাসদার। মূলবর্ণ سلم অর্থ– মুসলমান হওয়া।

اَلْإِيْمَانُ – ইহা باب افعال এর মাসদার। মূলধাতু امن। অর্থ– দৃঢ় প্রত্যয়, সুদৃঢ় বিশ্বাস।

اَلْمَسْئُوْلُ– ইহা باب فتح হইতে واحد مذكر এর শব্দ। بحث اسم مفعول মাছদার اَلسُّؤَالُ অর্থ– জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি। আর হাদীসের المسؤل। শব্দ দ্বারা হুজুর (সাঃ) কে বুঝান হইয়াছে।

اَخْبِرْ – ইহা باب افعال হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। بحث امر حاضر معروف মাছদার اَلْإِخْبَارُ অর্থ– তুমি সংবাদ দাও। অবহিত কর।

اَمَارَاتِهَا – ইহা اِمَارَةٌ এর বহুবচন। هَا ইহা ضمير مجرور متصل অর্থ– কিয়ামতের নিদর্শন বা চিহ্ন।

اَلْبُنْيَانُ – ইহা اسم جامد। অর্থ– প্রাসাদ, অট্টালিকা।

يَتَطَاوَلُوْنَ– ইহা باب تفاعل এর جمع مذكر غائب এর শব্দ بحث اثبات فعل مضارع معروف মাছদার اَلتَّطَاوُلُ। অর্থ– তাহারা বড় বড় অট্টালিকার দরুন গর্ব করে।

اَتَدْرِىْ – ইহা تدرى - باب ضرب হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। মাছদার اَلدِّرَايَةُ অর্থ– তুমি জান কি?

اَلْحُفَاةُ – ইহা حافى এর বহুবচন। অর্থ– উলঙ্গ পা বিশিষ্ট লোকগুলি।

اَلْعُرَاةُ – ইহা عار এর বহুবচন। অর্থ– উলঙ্গ শরীর বিশিষ্ট লোকগুলি

اَلْعَالَةُ – ইহা اسم مشتق। মাছদার عَيْلٌ - عَيْلَةٌ অর্থ– অভাবী। গরীব।

رِعَاءٌ – ইহা راعى এর বহুবচন অর্থ– রাখালগণ।

اِنْطَلَقَ – ইহা باب انفعال এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ اثبات فعل ماضى معروف অর্থ– সে চলিয়া গিয়াছে।

ইসলামের রুকনসমূহ

٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- (متفق عليه)

২. **অনুবাদ ঃ** হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (সেগুলি হইল) (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখিত বস্তু পাঁচটি হইল ইসলামের মৌলিক ও প্রধান অঙ্গ। অন্যথা মানবজীবনের সমস্ত কাজকর্মই ইসলামের অধীন। তাই বলা হয় "ইসলাম হইল মানুষের গোটা জীবন ব্যবস্থা"। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, উক্ত জীবন ব্যবস্থার গোটা ইমারতটি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপরই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমন কোন ঘর বা ইমারত কল্পনা করা যায় না, তেমনি এই পাঁচটি বিষয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়া ইসলামেরও কল্পনা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলামের গোটা দর্শনই এই সবকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইবাদত দুই ভাগে বিভক্ত। কায়িক ও আর্থিক। কালিমা, নামায ও রোযা এইগুলি হইল কায়িক। যাকাত হইল আর্থিক এবং হজ্জ হইল উভয়টির সমন্বয়।

মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করিতে হইলে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করিতে হইবে। আর আমাদের বাস্তবজীবনে এই হাদীসের প্রয়োগ ও শিক্ষা এই যে, আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ও নবী করীম (সাঃ) এর রিসালাতের দৃঢ় আকিদা পোষণ করিতে হইবে। আর নামায প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ হইল নিজে নামায পড়িতে হইবে এবং সমাজে নামায পড়ার প্রচলনের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে এবং আমাদের মালের নেসাব অনুসারে যাকাত আদায় করিতে হইবে এবং সম্পদশালী হইলে হজ্জ ব্রত পালন করিতে হইবে। রমযান শরীফের রোযা রাখিতে হইবে। মুসলমান হিসাবে জীবন-যাপনের জন্য আমাদের এই মৌলিক বিষয়গুলি-পালন করিতে হইবে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

بُنِىَ – ইহা باب ضرب এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। اثبات فعل ماضى مجهول মাছদার البناء। অর্থ– স্থাপন করা হইল, প্রতিষ্ঠিত হইল।

شَهَادَةٌ – ইহা باب سمع এর মাছদার অর্থ– সাক্ষ্য দেওয়া। এবং شَهَادَةٌ বিশেষ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহা একবচন, বহুবচন হইল شَهَادَاتٌ অর্থ– সাক্ষ্য, সনদ, সার্টিফিকেট।

عَبْدُهٗ – এখানে ہ সর্বনাম ضمير مجرور متصل আর عبد পদ ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচনে عِبَادٌ অর্থ– তাহার বান্দাহ।

رَسُوْلُهٗ – এখানে "ہ" সর্বনাম ضمير مجرور متصل আর رسول পদ একবচন বহুবচনে رُسُلٌ অর্থ– তাহার রাসুল।

مُتَّفَقٌ – ইহা باب افعال এর واحد مذكر এর শব্দ। اسم مفعول মাছদার اَلْاِتِّفَاقُ অর্থ– একমত। পক্ষান্তরে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ঐ হাদীসকে বলা হয় যে হাদীস ইমাম মুসলিম ও ইমাম বুখারী একই রাবী হইতে একই শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

٣– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِيْئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ فَيَسْاَلُهٗ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ ؟ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ – قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا زَكٰوةً فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلّٰى وَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ – (متفق عليه)

৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদিগকে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কাজেই আমাদের কাছে বড়ই খুশী লাগত যে কোন গ্রাম্য বুদ্ধিমান লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে আসিবে এবং তাঁহাকে

কিছু প্রশ্ন করিবে এবং আমরাও তাহা শুনিয়া নিব। এরই মধ্যে একজন গ্রাম্য লোক নবীজীর দরবারে হাজির হইল, এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমার মুবাল্লিগ (বাহক) আমাদের নিকট পৌছিয়াছিল। সে আমাদের নিকট বলিয়াছে, আপনার কথা হইল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন? হুযুর বললেন, সে তোমাদিগকে ঠিকই বলেছে। তারপর গ্রাম্য লোকটি বলল, আপনি বলুন আসমান কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? উত্তরে বললেন, আল্লাহ তায়ালা। সে বলল যমীন কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি বললেন আল্লাহ তায়ালা। সে বলিল যমীনের উপর পাহাড় কে দাড় করিয়াছেন ? এবং পাহাড়ে যাহা কিছু আছে এসব কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা। অতঃপর ঐ গ্রাম্য লোকটি হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঐ সত্তার কসম যিনি আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জমিনে পাহাড় দাঁড় করিয়াছেন সেই আল্লাহ তায়ালাই কি আপনাকে পাঠাইয়াছেন? হুযুর বল্‌লেন, (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে বলিল আপনার বাহক বা মুবাল্লিগ আমাদিগকে ইহাও বলিয়াছেন যে, দিনে-রাতে আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয ? তিনি বল্‌লেন, সে সত্যই বলিয়াছে। সে বলিল ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালাই কি আপনাকে নামাযের হুকুম দিয়াছেন ? তিনি বলেন হাঁ ইহা আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ। অতঃপর সে বলিল আপনার বাহক বলিয়াছেন আমাদের সম্পদে যাকাত ফরয করা হইয়াছে ? তিনি বল্‌লেন, সত্য বলিয়াছে। সে বল্‌ল ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন ? তিনি বলেন হাঁ আল্লাহ তায়ালাই এই নির্দেশ দিয়াছেন। সে বলল আপনার বাহক বলিয়াছেন, বৎসরে রমযান মাসের রোযা আমাদের উপর ফরয করা হইয়াছে।? তিনি বল্‌লেন ঠিকই বলিয়াছেন। সে বলিল, ঐ সত্তার কছম যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালাই কি আপনাকে ইহার হুকুম করিয়াছেন ? তিনি বললেন হাঁ। সে বলিল, বাহক বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে যারা বায়তুল্লাহ পৌছার সামর্থ্য রাখে তাহাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তিনি উত্তরে বল্‌লেন হাঁ। বর্ণনাকারী বল্‌লেন, এই প্রশ্নের উত্তর শেষে গ্রাম্য লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিল ও বলিল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়া রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি এর মধ্য হইতে কোন কিছু বাড়াইব না এবং কোন কিছু কমাইবও না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। (বুখারী, মুসলিম)

تَحْقِيْقُ الْأَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

نُهِيْنَا – ইহা باب سمع হইতে جمع متكلم এর শব্দ اثبات فعل ماضى مجهول মাছদার نَهْىٌ অর্থ– আমদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

اَلْبَادِيَةُ – মরুভূমি, জঙ্গল। বহুবচন بَادِيَاتٌ

زَعَمَ – ইহা باب سمع এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার زَعْمٌ অর্থ– আশা পোষণ করিয়াছে, ধারণা করিয়াছে।

نَصَبَ – ইহা باب نصر وضرب এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। بحث فعل ماضى معروف অর্থ– দাঁড় করাইয়াছে।

وَلّٰى – ইহা باب تفعيل এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার تَوْلِيَةٌ অর্থ– সে পিঠ ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নবী করিম (সা.) যাহা নিয়া আসিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা, এবং নবীজীর ধর্মগ্রহণ করা মুক্তির পূর্বশর্ত

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّاكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ- (رواه مسلم)

৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। এই উম্মতের (মানব জাতির) যে কেহই হউক না কেন ? চাই সে ইহুদী হউক বা নাসারা আমার (নবুয়তের) কথা শুনিবে অথচ আমি যাহা সহকারে প্রেরিত হইয়াছি তাহার প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে নিশ্চিত জাহান্নামবাসী হইবে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন তথা নবুয়ত ঘোষণার পর সাবেক সমস্ত দ্বীন বাতিল বা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। যদিও উহা তাঁহার আগমনের পূর্বে বৈধ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। মূলতঃ তিনিই সর্বকালের সর্ব মানুষের জন্য নবী। আর তাঁহার প্রদত্ত দ্বীনই (ইসলামই) একমাত্র অনুসরণীয়। সুতরাং যাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রবর্তিত দ্বীনকে মানিয়া চলিবে একমাত্র তাহারাই হইবে জান্নাতী। আর যাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার দ্বীনকে মানিবে না তাহারাই হইবে জাহান্নামী। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। উম্মত অর্থ দল বা জামায়াত। যাহাদের প্রতি কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছে শরীয়তের ভাষায় তাহাদিগকে উম্মত বলা হয়। উম্মাত আবার দুইভাগে বিভক্ত। যাহারা পয়গাম্বরের দাওয়াতে সাড়া দিয়াছে তাহাদিগকে বলা হয় উম্মাতে ইজাবাত। আর যাহারা সাড়া দেয় নাই অর্থাৎ সেই পয়গাম্বরের প্রতি ঈমান আনে নাই তাহারা উম্মাতে দাওয়াত। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এর আগমন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষই তাঁহার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। চাই সে ইসলাম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। তবে মুসলমানগণ হইলেন উম্মাতে ইজাবত। আর অমুসলমানগণ উম্মাতে দাওয়াত। কারণ তিনি সমস্ত মানুষের জন্যই প্রেরিত হইয়াছেন এবং বিশ্বনবী হিসাবে তিনি সকলকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছেন।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

لَايَسْمَعُ - ইহা واحد مذكر غائب এর শব্দ بحث نفى فعل مضارع معروف মাছদার اَلسَّمْعُ وَالسِّمَاعُ অর্থ- সে শুনিতেছেনা।

يَمُوْتُ - ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। بحث اثبات فعل مضارع معروف মাছদার اَلْمَوْتُ অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করে।

اُرْسِلْتُ - ইহা باب افعال এর واحد متكلم এর শব্দ। বহছ اثبات فعل ماضى مجهول মাছদার الارسال। অর্থ- আমি প্রেরিত হইলাম।

اَصْحَابٌ - ইহা صَحَابِى বা صَاحِبٌ এর বহুবচন। অর্থ- সাথী, সহচরগণ।

نَفْسٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে اَنْفُسٌ অর্থ– আত্মা, প্রাণ।
اَلْاُمَّةُ – ইহা একবচন। বহুবচনে اَلْاُمَمُ অর্থ– দল।
كَانَ – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ ماضى معروف মাছদার اَلْكَوْنُ – অর্থ সে হয়, সে ছিল। كَانَ পদ فعل ناقص যাহা اسم কে رفع দেয় এবং خبر কে نصب দেয়।
اَلنَّارُ –ইহা اسم جامد এক বচন। বহুবচনে اَلنِّيْرَانُ অর্থ– আগুন, জাহান্নাম।

৫– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ رَجُلًا مِنَ النَّصَارٰى مُتَمَسِّكًا بِالْاِنْجِيْلِ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ مُتَمَسِّكًا بِالتَّوْرَاةِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِىْ مِنْ يَهُوْدِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْنِىْ فَهُوَ فِى النَّارِ– (اخرجه الدار قطنى فى الافراد)

৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এক খৃষ্টান ব্যক্তি ইঞ্জিল অনুযায়ী আমল করে এমনিভাবে এক ইহুদী তাওরাত অনুযায়ী আমল করে এবং সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ও ঈমান রাখে এতদসত্ত্বেও সে আপনার দ্বীন ও শরীয়তের অনুসরণ করে না তাঁহার সম্পর্কে কি রায় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই ইয়াহুদী বা খৃষ্টান আমার কথা শুনিয়াছে (অর্থাৎ তাহার নিকট আমার দা'ওয়াত পৌছিয়াছে) অতঃপর সে আমার ইত্তেবা'বা অনুসরণ করে নাই সে হইবে জাহান্নামী। (দারেকুত্বনী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীস থেকেও বেশী স্পষ্ট। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন ইয়াহুদী বা খৃষ্টান আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে মানে অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় এবং রাসূল (সাঃ)-কে নবী বলে স্বীকারও করে কিন্তু তাঁহার আনীত শরীয়তের অনুসরণ না করিয়া তাওরাত ইঞ্জিলের অনুসরণ করে এবং ইহাকেই স্বীয় নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে তবুও সে নাজাত পাইবে না। এইবার যাহাদের কাছে কোন নবী আগমন করেন নাই বা তাহাদের প্রতি কোন কিতাবও নাযিল হয় নাই তাহাদের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত নাজাতের কোন বিকল্প রাস্তা নাই তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

مُتَمَسِّكًا – ইহা باب تفعل এর اسم فاعل এর শব্দ। মাছদার اَلتَّمَسُّكُ অর্থ– স্পর্শকারী, ধারণকারী।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঈমান আনিবে ও মুসলমান হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন ও তাহার উপর দোযখ হারাম করিয়া দিবেন

٦- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের অগ্নি হারাম করিয়া দিয়াছেন (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল, ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করা, ইসলামের উপর চলা। যেই ব্যক্তি ইসলামের উপর চলিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে ও জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে। জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিয়াছেন এই অংশ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, তাহার জন্য জাহান্নামে স্থায়ী অবস্থান হওয়াকে হারাম করা হইয়াছে। যেমন কাফেরদের জন্য জাহান্নামে স্থায়ী অবস্থান হইবে (তাহাদের জন্য তেমন হইবে না) তাহাদের আমল অনুপাতে পাপ থাকিলে পাপ পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার পর তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে। অথবা যাহারা তাওহীদ ও রিসালাতের অনুসারী এবং সেই অনুপাতে জীবন যাপন করিয়াছে কোন অন্যায়ে লিপ্ত হয় নাই তাহাদের জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নাম হারাম হইবে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يَقُوْلُ – ইহা باب نصر এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ اثبات فعل مضارع معروف মাছদার اَلْقَوْلُ অর্থ– সে বলিবে।

شَهِدَ – ইহা باب سمع এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার شَهَادَةٌ অর্থ– সে সাক্ষ্য দিয়াছে।

حَرَّمَ – ইহা باب تفعيل এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلتَّحْرِيْمُ অর্থ– সে হারাম করিয়াছে।

٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِىْ قَلْبِىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلِاُ بَايِعَكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو؟ قُلْتُ اَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قُلْتُ اَنْ يُّغْفِرَلِىْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ.

৭. অনুবাদ ঃ হযরত আম্‌র বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি (ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমার দিকে আপনার ডান হাতখানা প্রসারিত করুন। যেন আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিতে পারি। অতঃপর হুযুর নিজের হাতখানা প্রসারিত করিলেন। কিন্তু আমি আমার হাতখানা গুটাইয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমর! কি হইল তোমার? আমি বলিলাম, আমি একটি শর্ত করিতে চাই। হুযুর বলিলেন কি শর্ত করিতে চাও ? আমি বলিলাম, আমাকে যেন মাফ করা হয়। তখন তিনি বলিলেন, হে আমর! তুমি কি জান না যে, 'ইসলাম' উহার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেয় এবং হিজরতও উহার পূর্বেকার কৃত সমস্ত অপরাধ ধ্বংস করিয়া দেয়। আর এমনকি হজ্জও পূর্বকৃত গুনাহকে মুছিয়া ফেলে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আমর (রাঃ)-এর ধারণা ছিল, জাহেলী যুগের কৃত অপরাধসমূহ বহাল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া লাভ কি হইবে ? তাই শর্ত আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। আর সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করিলে যে, সব গুণাহ মোচন হইয়া যায় হুযূর (সাঃ) সে কথা বলিয়া তাহার সংশয় নিরসন করিলেন। দ্বিতীয়তঃ হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত করার নিয়ম হুযূরের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহা অদ্যাবধি চালু রহিয়াছে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

أُبْسُطْ – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। بحث امر حاضر মাছদার اَلْبَسْطُ معروف অর্থ– তুমি প্রসারিত কর।

اَتَيْتُ – ইহা باب ضرب হইতে واحد متكلم এর শব্দ। بحث ماضى معروف মাছদার اَلْاِتْيَانُ – অর্থ– আমি আসিলাম।

قَبَضْتُ – ইহা باب ضرب হইতে واحد متكلم এর শব্দ। বহছ ماضى معروف মাছদার اَلْقَبْضُ অর্থ– আমি গুটাইয়া নিলাম, আমি সংকোচন করিলাম।

اَشْتَرِطُ – শব্দটির اعرابِ। এখানে জবর হইলেও মূলতঃ ইহা পেশ বিশিষ্ট ছিল। এখানে ان ناصبة এর অধীনে হওয়ায় শব্দটির মধ্যে জবর হইয়াছে। ইহা باب افتعال হইতে واحد متكلم এর শব্দ। বহছ اثبات فعل مضارع معروف। মাছদার اَلْاِشْتِرَاطُ অর্থ– আমি শর্ত করিব।

يَغْفِرُ – ইহা باب ضرب হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। بحث اثبات فعل مضارع معروف মাছদার غفران অর্থ– সে ক্ষমা করিবে।

تَهْدِمُ – ইহা باب ضرب হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ مضارع معروف মাছদার الهدم। অর্থ– সে মিটাইয়া দিবে, বিলুপ্ত করিয়া দিবে।

اُبَايِعُ – ইহা باب مفاعلة হইতে واحد متكلم এর শব্দ। بحث مضارع معروف মাছদার اَلْمُبَايَعَةُ অর্থ– আমি বাইয়াত গ্রহণ করিব।

যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে ঈমানের মিষ্টি অনুভব করিতে পারিয়াছে

৮- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ـ

৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইবাদাতের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আল্লাহ, দ্বীন ও আকীদার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ইসলাম এবং ভালবাসা ও মহব্বতের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়া যেই ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে রাসূলের মহব্বত ও আনুগত্যে দ্বীন ইসলামের অনুশাসনে আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ সেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে ইহার কোন একটি বাদ পরিলে কিংবা উহাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উপলব্ধি না করিলে, সেই স্বাদ অর্জিত হইবে না। কাজেই ইহা অনস্বীকার্য যে, এই ব্যাপারে যাহার যতখানি অপূর্ণ থাকিবে, সে ততখানি ঈমানের স্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। সুতরাং বিশ্বাস ও ঈমানের গভীরতা ও প্রাবল্যতা যাহার যতখানি বেশী সে তদনুযায়ী উহার অন্তর্নিহিত স্বাদ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। যেই ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট হয় তখন তাহার জন্য তাহা সহজ বরং সুস্বাদু হইয়া যায়। তদ্রূপ মুমিন যখন উল্লেখিত তিনটি বিষয় তথা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান, ইসলাম ধর্ম এবং রেসালাতে মুহাম্মদীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া যায় তখন হইতে প্রমাণিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল ও দ্বীনের সহীহ বিশ্বাস ও উহার আত্মতৃপ্তি তাহার শিরা-উপশিরায় মিলিয়া গিয়াছে। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য তাঁহার জন্য সহজ ও সুস্বাদু হইবে এবং উল্লেখিত বিষয়ে সন্তুষ্টির মজা উপভোগ করার মর্যাদা অর্জন করিবে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ذَاقَ – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। بحث ماضى معروف মাছদার الذوق। অর্থ– সে আস্বাদন করিল।

رَضِىَ – ইহা باب سمع হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার الرضاء। অর্থ– সে সন্তুষ্ট হইল।

رَبٌّ – ইহা একবচন। বহুবচনে ارباب। অর্থ– প্রভু।

دِيْنٌ – ইহা একবচন। বহুবচনে اديان। অর্থ– দ্বীন, নীতি।

৯- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ - (متفق عليه)

৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যাহার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পাইয়াছে। ১। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অন্য সবকিছুর চাইতে তাহার কাছে প্রিয়তর। (২) সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কোন বান্দাকে ভালবাসে। (৩) সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইতে যেমন রাযী হয় না তেমনই আল্লাহ তাহাকে (ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে) কুফরী হইতে মুক্তিদানের পর (পুনর্বার) কুফুরীর মধ্যে ফিরিয়া যাইতে রাযী হয় না।
(বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ حلاوة ايمان তথা ঈমানের স্বাদ বলিতে ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দ্বীনের পথে দুঃখ কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং পার্থিব বিষয়ের উপর দ্বীনকে অগ্রাধিকার দান করার মানসিকতা গড়িয়া উঠা ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের حلاوة ايمان অর্জনের স্তরে পৌঁছা সম্ভব হইয়াছে, তাহারাই হইলেন খোদা প্রেমিক। তাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের আশায়ই আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়া থাকেন, জান্নাত লাভে বা জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য নহে। আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার সত্তা, গুণাবলী, নেয়ামত প্রদানকারী ও ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মানিয়া অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে রাসূলরূপে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়াছেন, সেইভাবে বিশ্বাস করাও তাঁহার নির্দেশিত পথে চলা এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর উহাকে নিজের জীবন বিধান বা চলার পথ হিসাবে মানিয়া তদনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে আমল করা ব্যতীত ঈমানের তথা ইবাদতের তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভূত হইবে না। তাই এই বস্তু তিনটিই হইল ঈমানের স্বাদ লাভের পূর্বশর্ত।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

كُنَّ – ইহা باب نصر হইতে جمع مؤنث غائب এর শব্দ। بحث اثبات فعل ماضى معروف মাছদার اَلْكَوْنُ তাহারা (স্ত্রী) হইল।

اَحَبَّ – ইহা باب ضرب এর واحد مذكر- اسم تفضيل মাছদার اَلْحُبُّ অর্থ- অতিপ্রিয়।

يَكْرَهُ – ইহা باب سمع এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। اثبات فعل مضارع معروف মাছদার اَلْكَرَاهَةُ অর্থ- সে অপছন্দ করে।

يَعُوْدُ – ইহা باب نصر এর واحد مذكر غائب মাছদার اَلْعَوْدُ অর্থ- সে প্রত্যাবর্তন করিবে।

أَنْقَذَ – ইহা باب افعال -এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার الانقاذ অর্থ– সে রক্ষা করিল, সে মুক্তি দিল।

وَجَدَ – ইহা باب ضرب এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার الوجدان অর্থ– সে পাইল।

عَبْدٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে عباد অর্থ– বান্দাহ।

يُلْقَى – ইহা باب افعال হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। বহছ مضارع مجهول মাছদার الالقاء। সে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ঈমান ও ইসলামের নিদর্শন

١٠- عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَلَا تُخْفِرُو اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهِ –(رواه البخارى)

১০. **অনুবাদ** ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলাকে কেবলা মানে এবং আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সে অবশ্যই মুসলমান। আল্লাহ ও তাহার রাসূল তাহার দায়িত্ব নিয়াছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একজন লোককে মুসলমান হিসাবে চিহ্নিত করার প্রকাশ্য ও বাহ্যিক নিদর্শনই যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের অন্তর্যামী। মূলতঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে উল্লেখিত তিনটি জিনিসকেই মুসলমান হওয়ার নিদর্শন বলিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি হইল, আমাদের মুসলমানদের নামাযের ন্যায় নামায পড়া, অর্থাৎ মুসলমানগণ যেইরূপ রুকু ও সেজদা বিশিষ্ট নামায পড়ে এমন নামাজ পড়া, কেননা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নামাযে রুকু ছিল না, তাই তাহাদের রুকুবিহীন নামাযের রদ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় হইল- আমাদের মুসলমানদের কেবলা বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করা। কেননা ইয়াহুদীগণ বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবলা না মানিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা মানিত; এখানে তাহাদের কেবলা সম্পর্কিত নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তৃতীয় হইল- আমাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া বা আমাদের যবেহের মত জবেহ করিয়া উহার গোশত ভক্ষণ করা, কেননা মুশরিকগণ নানাহ দেবদেবীর নামে পশু যবেহ করিত। আর মুসলমানগণ আল্লাহর নামে পশু যবেহ করে; তাই মুশরিকীনদের যবেহের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলিতে তৎকালে মুসলমানদের তরীকার ব্যতিক্রম কুসংস্কার ছিল বিধায় নবী করিম (সাঃ) আলোচ্য বিষয়সমূহে ইসলামী তরিকার বর্ণনা প্রদানপূর্বক উহাকে মুসলমানের নিদর্শন হিসাবে আখ্যা দিয়াছেন।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اِسْتَقْبَلَ– ইহা باب استفعال এর غائب مذكر واحد এর শব্দ। বহছ ماضى معروف মাছদার اَلْاِسْتِقْبَالُ অর্থ– সে কেবলামুখী হইল।

اَكَلَ – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلْاَكْلُ অর্থ– সে খাইল।

ذِمَّةٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে ذِمَمٌ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– দায়িত্ব।

صَلّٰى – ইহা باب تفعيل হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلتَّصْلِيَّةُ অর্থ– সে নামাজ পড়িল।

لَاتُخْفِرُوا – ইহা باب ضرب হইতে جمع مذكر حاضر এর শব্দ। بحث نهى حاضر معروف মাছদার اَلْخِفَارَةُ অর্থ– তোমরা বিশ্বাসঘাকতকা করিও না।

ঈমানের শাখা প্রশাখার স্বভাব ও উহার শর্তসমূহ ও উহার পূর্ণতা

١١–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ – (متفق عليه)

১১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা হইল সত্তরের কিছু বেশী। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম হইল, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এই কথাটিকে মনেপ্রাণে স্বীকার করা। আর তাহার সর্বনিম্ন শাখা হইল ঃ চলাচলের পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিসসমূহকে অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ঈমানের পরিচিতির জন্য বহুবিদ নিদর্শন আছে। সুতরাং কোন একটি চিহ্ন কাহারো মধ্যে পাওয়া গেলে, তাহাকে মুমিন বলা যাইবে। আর উহার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বলার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যেই ব্যক্তি যেই পর্যায়ের কাজ করিবে সে সেই পর্যায়ের মুমিনে পরিণত হইবে। সুতরাং ঈমানের কোন একটি বস্তুকে তুচ্ছ মনে করিয়া বর্জন করা উচিত নয়। কাজেই যে যত বেশী ঈমানী কাজ করিবে ততই তাহার ঈমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে।

হায়া বা লজ্জাশীলতা মানব স্বভাবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ইহা এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি যাহা মানুষকে অন্যায়, অসৎ, অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ হইতে বিরত রাখে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই অনুভূতির যতখানি অভাব থাকে, সে ততোখানি চরিত্রহীন ও দুষ্কৃতিকারী হয়। অন্যায় ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকাই ঈমানের প্রধান দাবী। তাই অকপটে বলা যায় যে, একমাত্র লজ্জানুভূতিই ঈমানের হিফাযত ও সংরক্ষণের বিরাট ভূমিকা পালনে সহায়ক। তাই নবী (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, লজ্জা ঈমানের একটি

বিশেষ অংশ। তাই আমরাও কথায় কথায় বলিয়া থাকি, "যাহার মধ্যে হায়া নাই তাহার ভিতর ঈমান নাই"। বস্তুতঃ আমাদের এই জীবনটাই আল্লাহ তায়ালার দান, আবার গোটা জীবনে যাহা কিছু ভোগ করিতেছি উহাও তাঁহার প্রদত্ত। সুতরাং যেই ব্যক্তি দাতার নুন খাইয়া তাহার গুণ গায় না এবং তাহার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বিরত থাকে না সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় বেহায়া আর কে হইতে পারে ? এই কারণেই বলা হইয়াছে হায়া বা লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় অঙ্গ।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

بِضْعٌ – রাতের কিছু অংশ, তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়।

اَدْنَاهَا – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر এর শব্দ। اسم تفضيل মাছদার اَلدُّنُوُّ অর্থ– নিকটবর্তী। এখানে অর্থ– হইল সর্বনিম্ন।

اِمَاطَةٌ – ইহা باب افعال এর মাছদার। অর্থ– দূর করা।

شُعْبَةٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে شُعَبٌ অর্থ– অংশ।

১২– عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ –(متفق عليه)

১২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহই (পূর্ণাঙ্গ) ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা, পুত্র (সন্তান সন্ততি) এবং সমস্ত মানুষের চাইতেও প্রিয়তর হই। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম (সাঃ) এর ভালবাসা বা মহব্বতকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিণত করিয়া তদনুযাযী কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার ভালবাসার প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী যে কোন বস্তু, ব্যক্তি ও কাজ সবকিছু পরিহার করিতে হইবে। কোন প্রকারের স্বার্থ ও মোহ, রাসূল প্রতিষ্ঠিত নীতি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটাইতে পারিবে না। তবেই সে, কামিল মুমিন হওয়ার দাবী করিতে পারে। অন্যথা নয়। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এর ভালবাসাকে ঈমানের পূর্ণতা লাভের পূর্বশর্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার রহস্য এই যে, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার সম্পর্কের মাধ্যম। আর আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক নবী করীম (সাঃ) এর আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি অন্যের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ তখনই করে যখন সে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখে। তাই নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি যখন পূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি হইবে; তখনই সে তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য করিবে এবং ঈমানের পূর্ণতা লাভে ভূষিত হইবে। এই জন্যই নবী করীম (সাঃ) এর ভালবাসাকে ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের পূর্বশর্তরূপে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اَكُوْنَ – ইহা باب نصر হইতে واحد متكلم এর শব্দ। مضارع معروف মাছদার اَلْكَوْنُ অর্থ– আমি হই।

وَالِدٌ – ইহা باب ضرب হইতে واحد مذكر এর শব্দ اسم فاعل بحث মাছদার اَلْوِلَادَةُ
অর্থ– পিতা তথা مَنْ لَهُ الْوَلَدُ যাহার সন্তান আছে।
اَلنَّاسُ – ইহা اسم جنس। যাহা কম ও বেশী বুঝায়। অর্থ– লোক।
اَجْمَعِيْنَ – ইহা اجمع এর বহুবচন। যাহা معنوى تاكيد এর শব্দ। অর্থ– সকলেই।

١٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ – (رواه البغوى فى شرح السنة)

১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ (পূর্ণ) মুমিন হইতে পারিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের চাহিদা আমার আনীত ধর্মের অনুকরণে না হইবে। (শরহে সুন্নাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সত্যিকারের ঈমান তখনই নসীব হইবে এবং ঈমানের বরকত তখনই অর্জিত হইবে যখন মানুষ তার খাহেশাত ও প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে নবী করীম (সাঃ) এর হেদায়াতের অনুকরণে নিয়ে আসিবে।

١٤- عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ – (متفق عليه)

১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মাঝে কেহ পূর্ণ মুমিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অপর ভাইয়ের জন্য তাহা পছন্দ না করিবে। (বুখারী, মুসলিম)

١٥- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ – (رواه ابو داؤد)

১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাহাকে ভালবাসে বা আল্লাহর জন্য কাহারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান খয়রাত করে কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই উহা প্রদান হইতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তাহার ঈমানকে পূর্ণ করিয়া লইল। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুসলমানের প্রতিটি কাজই আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্যই হওয়া উচিত। বর্ণিত হাদীসে বন্ধুতা, শত্রুতা, দেওয়া ও না দেওয়া বিশেষভাবে ঈমানের পূর্ণতার জন্য এই বস্তু চারটিকে চিহ্নিত করার কারণ হইল এই যে, এই কাজগুলি মানুষের অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট। মনের গহীন তলদেশে নিবিড় আড়ালে যে নিয়ত লুকায়িত থাকে অন্তরযামী আল্লাহ ব্যতীত তাহা আর কেহই অবগত

নহে। তাই এই সমস্ত কাজে পার্থিব কোন স্বার্থের মোহ বা প্রভাব থাকিলে তাহা হইবে ঈমানের পরিপন্থী। কাজেই এই কাজগুলিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখা মুমিনের কাজ। আর এই বস্তু চারটিকে উল্লেখ করার মানেও এই নয় যে, ঈমানের পূর্ণতার জন্য এইগুলি ব্যতীত আর কিছুই নাই। বরং ইহার মানে হইল অন্যান্যগুলির মধ্যে এইগুলি হইল অন্যতম।

١٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ - (رواه احمد)

১৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হুযূর (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার জন্যই কাহারো সাথে তোমার ভালবাসা হইবে এবং আল্লাহর জন্যই কাহারো সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করিবে। এবং তুমি তোমার জিহ্বাকে আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মশগুল রাখিবে। হযরত মুয়ায (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল তারপর আর কি ? উত্তরে হুযূর (সাঃ) বলেন নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর অপরের জনও তাহাই পছন্দ করিবে এবং নিজের জন্য যাহা অপছন্দ কর অপরের জন্যও তাহা অপছন্দ করিবে। (আহমদ)

١٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ - (رواه الترمذى)

১৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (কামেল) মুসলমান সে, যাহার যবান (মুখ) ও হাত হইতে অপর মুসমানগণ নিরাপদে থাকে। অনুরূপভাবে (কামেল) মুমিন সে যাহাকে লোকেরা তাহার জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করে। (তিরমিযি, নাসাঈ)।

١٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (رواه ابو داؤد والدارمى)

১৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ মুমিন কামেল মুমিন যার চরিত্র উত্তম। (আবু দাউদ, দারেমী)

١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ - (رواه ابن ماجة والترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

১৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্য হইল বেহুদা কথাবার্তা ও কাজকর্ম ছাড়িয়া দেওয়া। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযি, বাইহাকী)

٢٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اِلْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ - (رواه مسلم)

২০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখে তবে শক্তি থাকিলে উহাকে হাতের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি এতটুকু শক্তি না থাকে তবে মুখের দ্বারা বন্ধ করিবে। আর উহাও সম্ভব না হইলে অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করিবে এবং ইহা ঈমানের সর্বনিম্নস্তর। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহের সহিত আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা যেন একটু যাচাই করিয়া দেখি যে, আমাদের মধ্যে কতজন লোক আছে যে, অন্যায় কাজ দেখিলে উহাকে হাত দিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করি অথবা মুখের দ্বারা উহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করি অথবা কমপক্ষে দুর্বল ঈমান হিসাবে অন্তরে উহাকে ঘৃণা করি। নির্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করা উচিত যে, কি হইবার ছিল, কি হইতেছে ?

٢١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২১. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এইরূপ ভাষণ খুব কমই দিয়াছেন যাহাতে এই কথাগুলি বলেন নাই। অর্থাৎ, প্রায়ই এই কথাটি বলিতেন যে, যাহার আমানত নাই তাহার ঈমানই নাই। আর যাহার ওয়াদা ঠিক নাই তাহার দ্বীনও নাই। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আমানত রক্ষা করা ওয়াদা পালন করা ঈমানের মৌলিক শর্ত নহে। বরং এইগুলি হইল ইসলামের অংশবিশেষ। কাজেই এখানে হাদীসে বর্ণিত "ঈমান নাই" বা "দ্বীন নাই" মানে হইল পরিপূর্ণ ঈমান ও দ্বীন নাই।

২২- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِىْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২২. **অনুবাদ** ঃ হযরত আবু শুরাইহ খুযায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, খোদার কসম সে মুমিন নয়, খোদার কসম সে মুমিন নয়, খোদার কসম সে মুমিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহর রাসূল কে মুমিন নয় ? উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলিলেন যাহার অনিষ্টতা হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদে নাই (সে মুমিন নয়) (বুখারী শরীফ)

২৩- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩. **অনুবাদ** ঃ হযরত আবু সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি (চূড়ান্ত) কথা বলিয়া দিন, যাহা সম্পর্কে আপনার পরে আর কাহারো নিকট জিজ্ঞাসা করিব না (বা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না) উত্তরে হুযুর (সাঃ) বলেন, তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অতঃপর এই কথা ও বিশ্বাসের উপর অটল অবিচল থাক। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অবিচল থাকার অপর নাম হইল 'ইসতেকামাত'। শরীয়তের পরিভাষায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদর্শের উপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকাকে ইসতেকামাত বলে। আলোচ্য হাদীসখানিতে ইস্তেকামাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বিধায় এই হাদীসটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাকে অন্তর্ভুক্তকারী جَوَامِعُ الْكَلِمِ (জাওয়ামি উল কিলাম) হিসাবে পরিগণিত। কেননা اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ এর মধ্যে তাওহীদ রহিয়াছে আর ثُمَّ اسْتَقِمْ এর মধ্যে যাবতীয় প্রকারের এবাদত অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইস্তেকামাত হইল যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ হইতে বিরত থাকা; এই জন্য সুফিয়ায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, اَلْاِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ দ্বীনের উপর অবিচল থাকা হাজার কেরাম হইতেও উত্তম।

কবিরা গুনাহ ও মোনাফিকীর নিদর্শনসমূহ

২৪- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ بَدَلَ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ)

২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বড় বড় (কবিরা) গুনাহ হইল, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করা। পিতা-মাতার নাফরমানী করা বা অবাধ্য হওয়া এবং কাহাকেও হত্যা করা ও মিথ্যা কসম খাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শিরক্ অর্থ অংশীবাদিতা। আর শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে অন্যকিছুকে বা কাহাকেও অংশী মনে করাকে শিরক বলে। শিরক গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। কসম তিন প্রকার (১) লাগ্ভ (২) মোনআকাদা (৩) গুমুস। লাগভ হলো কোন অতীত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে ধারণা করিয়া শপথ করা। অথচ বিষয়টি মিথ্যা। ইহাতে গুনাহ ও কাফ্ফারা কিছুই নাই।

মোন-আকাদা ঃ ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা, উহার বিপরীত করিলে শপথকারী কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। কসমের কাফ্ফারা হইল (১) একটি গোলাম আযাদ করা ইহাতে অসমর্থ হইলে দশজন মিসকিনকে পোষাক বা খানা খাওয়ানো ইহাতেও অসমর্থ হইলে তিনটি রোযা রাখা।

গুমুস ঃ কোন অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করা। ইহা সবচাইতে গুরুতর অপরাধ। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) এর মতে ইহাতে কাফ্ফারা দিতে হইবে না বরং গুনাহ হইবে; অবশ্য তাওবা করা অপরিহার্য। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে ইহাতে গুনাহ হইবে এবং কাফ্ফারাও দিতে হইবে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اَلْكَبَائِرُ – এই শব্দটি اسم جمع ইহার একবচন হইল كَبِيْرَةٌ কবিরা ইহা গুনাহের গুণ বিশেষ। কবিরা গুনাহ বলিতে বড় গুনাহকে বলে। যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ধমকি দিয়াছেন।

اَلْاِشْرَاكُ – ইহা باب افعال এর مصدر অর্থ– শিরক করা। আর শিরক বলে আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুণাবলীর ব্যাপারে অন্যকিছুকে সমকক্ষ মনে করা।

عُقُوقٌ – ইহা باب نصر এর মাছদার। অর্থ– অবাধ্য হওয়া, নাফরমানী করা।

اَلْيَمِيْنُ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে اَلْاَيْمَانُ অর্থ– শপথ, কসম।

সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু

২৫– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ – وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হইতে দূরে

থাকিবে। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন, (১) আল্লাহর সাথে কাহাকে শরীক করা (২) যাদু টোনা করা (৩) আইনের বিধান ব্যতিরেকে কাহাকেও হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল সম্পদ ভোগ করা (৬) যুদ্ধ জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা (৭) ঈমানদার নির্দোষ সতীসাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসে উল্লেখিত সাতটি বস্তু শরীয়তের বিধানে ধ্বংসকারী হওয়া ছাড়াও সামাজিক দৃষ্টিতেও এইগুলি জঘন্যতম অপরাধ। কোন সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এই সমস্ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হইতে পারে না। কেননা ইহাতে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হইয়া যায়। এইগুলিকে বৈধ বা হালাল মনে করিয়া করিলে সে কাফের হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহর নবী এইগুলিকে ধ্বংসকারী বিষয় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কেননা উহাদের মধ্যে কয়েকটি রহিয়াছে দুনিয়াতে বিপদ আনয়নকারী এবং কয়েকটি রহিয়াছে পরকালে ধ্বংসকারী, আমাদের বাস্তব সমাজে এই সকল কাজের প্রচলন বহুলভাবে বিদ্যমান। তাই আমরা ধ্বংসের হাত হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য উল্লেখিত কার্য হইতে বিরত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

تَحْقِيقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اِجْتَنِبُوْا – ইহা باب افتعال হইতে جمع مذكر حاضر এর শব্দ। বহছ امرحاضر মাছদার اَلْاِجْتِنَابُ معروف অর্থ– তোমরা বিরত থাকিবে।

اَلْمُوْبِقَاتُ – ইহা اسم جمع ইহার একবচন مُوْبِقٌ মাছদার اَلْوَبَقُ অর্থ– ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ।

اَلْغَافِلَاتُ – ইহা غَافِلَةٌ এর বহুবচন। অর্থ–সতী নারীগণ।

مَالٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে اَمْوَالٌ অর্থ–সম্পদ।

اَلْيَتِيْمُ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে اَلْيَتَامٰى অর্থ– ইয়াতীম।

اَلْمُحْصَنَاتُ – ইহা اَلْمُحْصَنَةُ এর বহুবচন। অর্থ– পবিত্রাগণ।

দশটি বস্তুর অছিয়ত

٢٦– عَنْ مُعَاذٍ رض قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ – وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ – وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَاتَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ –

২৬. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, (১) যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তবুও আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। (২) পিতামাতার কখনো অবাধ্য হইও না যদিও তোমাকে পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয নামায ত্যাগ করিবে না। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করিবে তাহার ব্যাপারে আল্লাহর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। (৪) কখনো মদ পান করিবে না। কেননা উহা সমস্ত অশ্লীলতার আসল উৎস। (৫) সাবধান! সর্বদা গুনাহর কাজ হইতে দূরে থাকিবে। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। (৬) সাবধান! জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হইয়া যায়। (৭) আর তোমার উপস্থিতিতে যখন লোকদের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে। তখন সেখানে অবস্থান করিবে। (মৃত্যুর ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিবে না) (৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করিবে। (কার্পণ্য) করিয়া তাহাদের খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট দিবে না (৯) তাহাদের (পরিবারের লোকদের) আদব কায়দা শিক্ষাদান ব্যাপারে শাসন হইতে বিরত থাকিবে না। (১০) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সর্বদা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকিবে। (আহমদ)

تَحْقِيْقُ الْأَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

أَوْصَانِيْ – এখানে পদের শেষাংশের "ى" টি يائ متكلم আর ن টি نون وقايه নামে অভিহিত। আর أَوْصٰى পদ باب افعال হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلْاِيْصَاءُ অর্থ– সে আমাকে উপদেশ দিল।

لَاتَتْرُكَنَّ – ইহা باب نصر হইতে واحد مذكر حاضر এর শব্দ। نهى حاضر معروف بانون ثقيله মাছদার اَلتَّرْكُ অর্থ– কখনো ছাড়িবেনা।

مَكْتُوْبَةً – ইহা باب نصر হইতে واحد مؤنث-এর শব্দ। اسم مفعول মাছদার اَلْكِتَابَةُ অর্থ– লিপিবদ্ধকৃত। এখানে অর্থ হইল ফরজকৃত।

مُتَعَمِّدًا – ইহা باب تفعل হইতে اسم فاعل واحد مذكر এর শব্দ। মাছদার اَلتَّعَمُّدُ অর্থ– ইচ্ছা পোষণকারী।

أَنْفِقْ – ইহা باب افعال হইতে امرحاضر واحد مذكر এর শব্দ। মাছদার اَلْاِنْفَاقُ অর্থ– তুমি খরচ কর।

মুনাফিকের চারটি আলামত

২৭– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا (حَدَثَ) حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চারটি বদ অভ্যাস যাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে সে নির্ভেজাল বা খাঁটি মুনাফিক। আর যাহার মধ্যে উহার কোন একটি থাকিবে উহা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব থাকিয়া যায়। (১) যখন তাহার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়। উহাতে সে খেয়ানত করে (২) সে যখনই কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করিলে তাহা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কাহারো সহিত ঝগড়া কলহ করে তখন সে অশ্লীল ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেই ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের বিশ্বাস রাখে নাই, কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য অথবা নিজের জানমাল নিরাপদে রাখার উদ্দেশেই মুখে ইসলাম প্রকাশ করিয়াছে, সেই মুনাফিক। আর যে সব হাদীসে উহার আলামত বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, এই সমস্ত কাজ কোন মেনাফেককেই মানায়। বস্তুতঃ কোন মুসলমানের পক্ষে এরূপ কাজ করা উচিত নয়। **নিফাক দুই প্রকার**। একটি হইল আকীদা ও বিশ্বাসের নিফাক এবং অপরটি হইল আমল বা কর্মের নিফাক। সুতরাং আকীদাগত মুনাফিক ও কাফের এক ও অভিন্ন। কুরআনে এই মুনাফিকের সাজার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে যে আমলের দিক দিয়া মোনাফিক সে কাফের নহে। হাদীসে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অথবা নবী (সাঃ) ওহীর আলোকে অবগত ছিলেন যে, আকীদাগতভাবে খাঁটি মোনাফিক কে ? কিন্তু তিনি মুসলমানদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় তাহাদের নাম প্রকাশ না করিয়া শুধু বাহ্যিক আলামতগুলি বলিয়া দিয়াছেন, যেন প্রকৃত মুমিনরা তাহাদের সাহচর্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। অথবা ঐ কাজগুকি হালাল মনে করিয়া লিপ্ত থাকিলে সে কাফের হইয়া যাইবে। নবীর অবর্তমানে এখন আমরা শুধু "আমলী মুনাফেকের" পরিচয়েই পাইতে পারি, আকীদাগত মোনাফেকের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اَلتَّحْدِيْثُ – ইহা باب تفعيل হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার حَدَّثَ
অর্থ–সে কথা বলিল।

وَالْغَدَرَانُ -اَلْغَدْرُ – ইহা باب ضرب হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার غَدَرَ
অর্থ– সে ওয়াদা ভঙ্গ করিল।

اَلْمُخَاصَمَةُ – ইহা باب مفاعلة হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার خَاصَمَ
অর্থ– সে ঝগড়া করিল।

ওয়াসওয়াসা বা মনের খটকার অধ্যায়

٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَتَكَلَّمْ -(متفق عليه)

২৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের অন্তরে যে খট্‌কা

সৃষ্টি হয় আল্লাহ তায়ালা উহা মাফ করিয়া দিবেন যে পর্যন্ত না তাহারা উহা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে। (যদি মুখে প্রকাশের বিষয় হয়) (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেই সমস্ত ধারণা মনের মধ্যে উদয় হয়, উহা ওয়াস-ওয়াসা। যদি তাহা অশ্লীল বা মন্দের দিকে পরিচালিত করে তবে উহার নাম ওয়াসওয়াসা। কিন্তু যদি ইহা কল্যাণের বা পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে তবে উহার নাম ইলহাম"। আবার উক্ত ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দুই প্রকার হইতে পারে (১) ঐচ্ছিক (২) বাধ্যতামূলক সুতরাং যেই কুমন্ত্রণা বারবার অন্তরে আসে আর চলিয়া যায়, কিন্তু উহা কাজে বা বাস্তবে পরিণত হয়না, উহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। তবে ইচ্ছা করিয়া ও আল্লাহর ভয়ে পরিত্যাগ করিলে সাওয়াব পাওয়া যাইবে।

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

اَلتَّجَاوُزُ মাছদার واحد مذكر غائب এর শব্দ। باب تفاعل হইতে ইহা – تَجَاوَزَ

অর্থ– সে ক্ষমা করিয়া দিল।

اَلْوَسْوَسَةُ মাছদার واحد مؤنث غائب এর শব্দ। باب فعلل হইতে ইহা – وَسْوَسَتْ

অর্থ– ধাঁধা সৃষ্টি হইল।

২৯– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِىْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ – قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ – (رواه مسلم)

২৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে আসিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যে, তাহার অন্তরে এমন কথাও কল্পনা করে যাহা ব্যক্ত করাকে সে মস্ত বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করে। (অর্থাৎ ঈমান চলিয়া যাইবে বলিয়া ধারণা করে) হুযূর (সাঃ) বলিলেন, তোমরা কি এইরূপ গুরুতর বলিয়া মনে কর ? তাহারা বলিলেন জী হাঁ। এইবার হুযূর (সাঃ) বলিলেন, ইহাইতো তোমাদের সুস্পষ্ট ঈমানের পরিচয়। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যখন খোদার ভয়ে বা ঈমান চলিয়া যাওয়ার আশংকায় সেই কথা ব্যক্ত করা হইতেছে না। সুতরাং ঈমান গেল কি করিয়া ? ঈমান আছে বিধায় তো মনের মধ্যে খটকা বা প্রশ্ন জাগিয়াছে। কাজেই যদি ঈমানই না থাকিত তাহা হইলে নির্দ্বিধায় সে কাজ করা যাইত, তাই কোন প্রশ্নই জাগিত না। অন্য কথায় ঘরের ভিতর ধন-সম্পদ আছে বিধায় চোর আসার ভয় আছে, যদি ভিতরে সম্পদই না থাকে তবে ভয় কিসের ? সুতরাং ঈমান চলিয়া যাওয়ার আশংকাই প্রমাণ করে যে, ভিতরে ঈমান আছে।

কবর, কিয়ামত ও আখিরাত প্রসঙ্গ
কবরের সাওয়াল ও আযাব

٣٠- عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ مَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ - (متفق عليه و اللفظ للبخارى)

৩০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন বান্দাকে তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গী-সাথীগণ তথা হইতে চলিয়া যাইতে থাকে। আর তখনও সে তাহাদের পায়ের জুতার আওয়ায শুনিতে থাকে (অর্থাৎ তাহারা যাইতে না যাইতেই) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিয়া তাহাকে তুলিয়া বসায়। অতঃপর নবী (সাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। তুমি দুনিয়াতে থাকাকালীন এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করিতে ? তখন মুমিন বান্দাহ বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাহার রাসূল। তখন তাহাকে বলা হয় দেখিয়া লও। জাহান্নামে তোমার স্থান কিরূপ ছিল। এখন আল্লাহ তায়ালা তোমার সে স্থানকে জান্নাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। এই সময় সে উভয় স্থানটিই চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে। (এবং উভয় স্থানের পার্থক্য দেখিয়া আনন্দিত হয়) কিন্তু মুনাফিক ও কাফের যখন তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, দুনিয়াতে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করিতে ? তখন সে বলিবে, আমি কিছুই বলিতে পারি না। (প্রকৃত সত্য কি ছিল ?) তবে লোকেরা যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হইবে; তুমি নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়াও তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করিয়াও জানিতে চেষ্টা করো নাই। অতঃপর তাহাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত হানা হইবে, উহাতে সে বিকটভাবে চীৎকার করিতে থাকবে। তাহার সেই চীৎকার জ্বীন ও ইনসান ব্যতীত তাহার নিকটস্থ সকলেই শুনিতে পাইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কবরের আযাব সত্য, উহাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। কবর অর্থ মাটির

গর্ত নহে। বরং দুনিয়ার জীবনের শেষ মৃত্যুর পর হইতে আখেরাতের হিসাব নিকাশের জন্য পুনরুত্থানের পূর্বে এর মধ্যবর্তী যেই সময়টি অতিবাহিত হইয়া থাকে উহাকে কবর বা আলমে বরযখ বলা হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তিকে আগুনে পোড়াইয়া বা পানিতে ডুবাইয়া কিংবা কোন হিংস্র পশু খাইয়া ফেলে, তাহাতেও 'বরযখ' হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

٣١- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ - (رواه ابو داؤد)

৩১. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন ঃ মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অবসর হইতেন, তখন সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলিতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা কর এবং দু'আ কর যেন আল্লাহ তায়ালা এখন তাহাকে (ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তরে) ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা, এখনই তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, দাফন কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করা সুন্নাত। অতঃপর মৃতের জন্য এইরূপ দু'আ করিবে। হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দাও এবং মুনকার নাকীরের প্রশ্নে তাহাকে ঈমানের উপর অবিচল রাখ। ইহা নবীজীর তরীকা ও মৃতের জন্য উপকারী।

কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল (ঘাটি)

٣٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيْلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِىْ وَتَبْكِىْ مِنْ هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৩২. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াইতেন তখন তিনি ভীষণভাবে রোদন করিতেন। ফলে তাঁহার দাড়ি পর্যন্ত ভিজিয়া যাইত। পরে একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, জনাব! আপনিতো জান্নাত ও জাহান্নামের কথাও স্মরণ করেন অথচ তাহাতে তো কাঁদেন না। কিন্তু এই কবর দেখিয়া এমন অঝোরে কাঁদেন কেন ? ব্যাপার কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে কবর হইল প্রথম

মঞ্জিল। এই মঞ্জিল হইতে যদি কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তাহার পক্ষে সহজ হইয়া যায়। আর যদি কেহ উহা হইতে পরিত্রাণ না পায় তাহা হইলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলি তাহার জন্য আরো অধিক কঠিন হইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি বল্লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা বলিয়াছেন, আমি কবরের চাইতে অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখি নাই। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

٣٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَالِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً - (رواه البخارى)

৩৩. **অনুবাদঃ** হযরত আসমা বিনতে আবূবকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নসিহত ও) উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশে আমাদের মাঝে দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি মানুষ যে কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়া থাকে সে সম্পর্কে বর্ণনা করিলেন, যখন তিনি এই বর্ণনা করিলেন, উপস্থিত মুসলমানগণ ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (বুখারী)

٣٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ض قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَائِطٍ لِبَنِى النَّجَّارِ عَلٰى بَغْلَةٍ لَهٗ وَنَحْنُ مَعَهٗ اِذْ حَادَتْ بِهٖ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْاَقْبُرِ ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ فَمَتٰى مَاتُوْا ؟ قَالَ فِى الشِّرْكِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِىْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ لَا تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِىْ اَسْمَعُ مِنْهُ - ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - (رواه مسلم)

৩৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাহার একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আমরাও তাহার সঙ্গে ছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল এবং হুযুর (সাঃ)-কে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়ার উপক্রম করিল। দেখা গেল সেখানে পাঁচটি বা ছয়টি কবর রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কবরের বাসিন্দাদিগকে চিনে এমন কেহ আছে কি ? তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, আমি চিনি হুযুর! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ? সে বলিল শিরকের যমানায়। অতঃপর নবী (সাঃ) বলিলেন, এই উম্মতকে তথা সমস্ত মানুষকে তাহাদের কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়। যেহেতু তোমরা ভয়ে তোমাদের মানুষকে কবর দেওয়া বা দাফন করা ত্যাগ করিবে, নতুবা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতাম যেন তিনি তোমাদিগকেও কবরের আযাব শুনান, যাহা আমি শুনিতে পাইতেছি। অতঃপর হুযুর (সাঃ) আমাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমরা সকলে দোযখের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, আমরা জাহান্নামের শাস্তি হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি। হুযুর (সাঃ) বলিলেন, তোমরা কবরের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। তাহারা বলিলেন, আমরা কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। হুযুর (সাঃ) বলিলেন তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের ফেৎনা ও বিপর্যয় হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তাহারা বলিল আমরা প্রকাশ্য কি গোপন সর্বপ্রকারের ফিৎনা ও বিপর্যয় হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি। অবশেষে তিনি বলিলেন, তোমরা দাজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সকলে বলিল, আমরা দাজ্জালের ফেৎনা হইতেও আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি। (মুসলিম)

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, শিঙ্গায় ফুৎকার, হাশর হিসাব নিকাশ, মিযান ও পুলসিরাতের বর্ণনা

৩৫-عَنْ انَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ انَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ – (متفق عليه)

৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ও কিয়ামত এই দুইটি আঙ্গুলের ন্যায় প্রেরিত হইয়াছি। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইলেন নবী আগমনের সিলসিলায় সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার আগমন হইয়াছে দুনিয়ার শেষ লগ্নে। অর্থাৎ তাঁহার পরই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। হুযুর (সাঃ) মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দেখাইয়া বুঝাইয়াছেন, আঙ্গুল দুইটির মধ্যে যেমন সামান্য ব্যবধান, তাঁহার পরে কিয়ামত আগমনের ব্যবধানও ঠিক সেই স্বল্প পরিমাণ। হাদীসে ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩৬- عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُوْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ وَاِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَاْتِيْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ – (رواه مسلم)

৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহার তিরোধানের এক মাস পূর্বে বলিতে শুনিয়াছি। তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কিয়ামত কখন হইবে ? অথচ উহা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি। বর্তমানে এই ভূ-পৃষ্ঠে যেই ব্যক্তিই বাঁচিয়া আছে একশত বৎসর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবে না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই কথাটির তাৎপর্য হইল, আজ হইতে একশত বৎসরের মধ্যে সাহাবীদের কেহই বাঁচিয়া থাকিবেন না। ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হুযুরের এই উক্তির পর হইতে সাহাবীগণ উক্ত মুদ্দতের মধ্যেই ইন্তেকাল করিয়াছেন।

٣٧- عَنْ اَنَسٍ رض ـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ - (رواه مسلم)

৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন কিয়ামত তখনই সংঘটিত হইবে যখন যমীনের মধ্যে "আল্লাহ আল্লাহ" বলার মত কেহই থাকিবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে; এমন কোন ব্যক্তির উপরে কিয়ামত কায়েম হইবে না যে আল্লাহ আল্লাহ বলিতেছে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক ঃ যখন মানুষ আল্লাকে স্মরণ করিবে না, তাহার এবাদত করিবে না তখনই কিয়ামত কায়েম হইবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও এবাদত হইল দুনিয়ার স্থায়িত্বের প্রাণ।

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ -(رواه مسلم)

৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়েম হইবে। (মুসলিম)

٣٩- عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُعِيْدُ اللّٰهُ الْخَلْقَ وَمَا اٰيَةُ ذَالِكَ فِىْ خَلْقِهٖ ؟ قَالَ اَمَا مَرَرْتَ بِوَادِى قَوْمِكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهٖ يَهْتَزُّ خَضِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِهٖ كَذٰلِكَ يُحْيِى اللّٰهُ الْمَوْتٰى - (رواه رزين)

৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু রাযীন উকাইলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টি জগতকে কিভাবে পুনরুত্থিত করিবেন ? তাহার মাখলুকের মধ্যে উহার কোন নিদর্শন আছে কি ? তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি (খরার সময়) তুমি তোমার এলাকার কোন বিরান মাঠের উপর

দিয়া অতিক্রম কর নাই? অতঃপর (বৃষ্টি বর্ষণের পরে) যখন তুমি সেই মাঠের উপর দিয়া অতিক্রম কর তখন উহা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া যায়? আমি বলিলাম হাঁ! দেখিয়াছি। এইবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে ইহাই উহার বাস্তব নিদর্শন; অনুরূপভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করিবেন। (রাযীন)

٤٠- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهٗ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - (رواه احمد الترمذى)

৪০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্যটি এমনভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পছন্দ করে যে, উহা তাহার চক্ষুর সামনে উপস্থিত; সে যেন এই সূরা কয়েকটি তথা, সূরা আত তাকভীর, সূরা আল-ইনফিতার, সূরা আল-ইন্‌শিক্বক্ব (মর্ম বুঝিয়া) "পাঠ করে"। (কারণ এই সূরাগুলিতে কিয়ামতের দিন ও সেই দিনের বিভীষিকার আলোচনা রহিয়াছে।) (আহমদ, তিরমিযী)

٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَرَءَ رسول الله ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا - (رواه احمدوالترمذى)

৪১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا . (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জমিন তাহার বৃত্তান্ত সমূহ প্রকাশ করিয়া দিবে) অতঃপর বলিলেন, তোমরা কি জান জমিনের বৃত্তান্ত বা খবর কি ? সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলিলেন। জমিনের বক্তব্য হইল, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিবে যে, সে উহার পৃষ্ঠে অবস্থানকালে কি কি কর্মকাণ্ড করিয়াছে। উহা এইভাবে বলিবে যে, অমুকে অমুক কাজটি অমুক দিন করিয়াছে। ইহাই জমিনের বৃত্তান্ত। (আহমদ তিরমিযী)

٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُوْتُ اِلَّا نَدِمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ اِزْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَعَ - (رواه الترمذى)

৪২. **অনুবাদ** ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অনুশোচনার কারণ কি ? তিনি বলিলেন, যদি সে পুণ্যবান হয়; তখন এই জন্য অনুতপ্ত হয় যে, কেন সেই পুণ্যের কাজ আরো অধিক করে নাই। আর যদি বদকার হয়; তখন এই জন্য লজ্জিত হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখে নাই। (তিরমিযী)

٤٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا فِىْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِىْ يَمِيْنِهِ اَمْ فِىْ شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ - (رواه ابو داؤد)

৪৩. **অনুবাদ** ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন কাঁদিতেছ ? তিনি বলিলেন ঃ দোযখের আগুনের কথা স্মরণ হইয়াছে তাই কাঁদিতেছি। (আচ্ছা বলুন তো) কিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে স্মরণ করিবেন কি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হে আয়েশা) জানিয়া রাখ, তিনটি জায়গা এমন হইবে যেখানে কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না। একটি মিযানের কাছে যতক্ষণ না সে জানিয়া লইবে যে তাহার আমলের পাল্লা ভারী রহিয়াছে না কি হাল্‌কা। দ্বিতীয়টি আমলনামার দফতর পাওয়া অবস্থায়। যখন তাহাকে বলা হইবে, আরে অমুক! এই লও তোমার আমলনামা এবং উহা পড়িয়া দেখ। যে পর্যন্ত না সে জানিয়া লইবে যে, উহা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইয়াছে, নাকি পিছন হইতে বাম হাতে দেওয়া হইয়াছে ? আর তৃতীয় হইল "পুলসিরাত" যখন উহা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হইবে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আহলেসুন্নাতুল জমাতের ঐকমত্য যে, প্রতিটি মানুষ পুলসিরাতের উপর দিয়া জান্নাতের দিকে অতিক্রম করিবে। কোন কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, "উহা হইবে" তলোয়ারের চাইতে ধারাল এবং চুলের অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

٤٤- عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَمْلُوْكِيْنَ يَكْذِبُوْنَنِىْ وَيَخُوْنُوْنَنِىْ وَيَعْصُوْنَنِىْ وَاَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَاخَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ - فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَالَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَقْرَءُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ - فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَجِدُلِيْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ اَحْرَارٌ - (رواه الترمذى)

৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া বসিল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। উহারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে। আমার মাল সম্পদে খিয়ানত করে এবং আমার নির্দেশের নাফরমানী করে, তাই আমি উহাদিগকে গালমন্দ করি এবং মারধরও করিয়া থাকি। (কিয়ামতের দিনে) উহাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হইবে ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন গোলামদের খিয়ানত, নাফরমানী; মিথ্যা বলার এবং তোমার শাস্তি দেওয়া সবকিছুর হিসাব লওয়া হইবে। (যদি তোমার শাস্তি প্রদান উহাদের অপরাধের সমান হয় তখন ব্যাপার সমান-সমান থাকিবে। তুমি সাওয়াবও পাইবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও দেওয়া হইবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান উহাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন উহাদের বর্ধিত অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য তুমি সাওয়াব পাইবে।) কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান উহাদের অপরাধের তুলনায় বেশী হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার নিকট হইতে প্রতিশোধ লওয়া হইবে। এ সমস্ত কথা শুনিয়া লোকটি অন্যত্র সরিয়া বসিল এবং চিৎকার দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি আল্লাহর এই বাণীটি পড় নাই وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الخ - অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করিব এবং কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হইবে না। যদি আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি উহাও উপস্থিত করিব। আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট। তখন লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার নিজের এবং ঐ সমস্ত গোলামদের ব্যাপারে উহাদিগকে আমার নিকট হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই পাইতেছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, উহারা সকলেই আযাদ বা মুক্ত। (তিরমিযী)

٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا ؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ؟ قَالَ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاِنَّهُ لَاظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَاهٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ ؟ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَاتُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَىْءٌ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৪৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হইবে যাহার আমলনামা খোলা হইবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হইবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি ইহার কোন একটিকে অস্বীকার করিতে পারিবে ? অথবা আমার লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে ? সে বলিবে না, হে আমার রব! আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হইতে কোন ওজর পেশ করিবার আছে ? সে বলিবে না, হে আমার রব। তখন আল্লাহ বলিবেন, হাঁ, তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জানিয়া রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না। ইহার পরে এক টুকরা কাগজ বাহির করা হইবে, যাহাতে রহিয়াছে اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাহার বান্দাহ ও রাসূল।) অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, তোমার আমলের ওজন দেখিবার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলিবে, হে পরওয়ারদিগার! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবিলায় এই এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে ? তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন। তোমার উপর কোন অবিচার করা হইবে না। নবী (সাঃ) বলেন, অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরগুলি পাল্লার এক পালিতে এবং এই কাগজের টুকরাখানি আরেক পালিতে রাখা হইবে। তখন দফতরগুলির পালি হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যাইবে এবং কাগজের টুকরার পালি ভারী হইয়া নিচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকিবে। মোট কথা আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওজনী হইতে পারিবে না। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

٤٦- عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَالْحِسَابُ الْيَسِيْرُ ؟ قَالَ اَنْ يَنْظُرَ فِىْ كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ اِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ - (رواه احمد)

৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলিতেন اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার নিকট হইতে সহজ হিসাব নিও) আমি বলিলাম হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কি ? তিনি বলিলেন, বান্দা তাহার (কৃত গোনাহ সমূহের) আমলনামা দেখিবে, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। হে আয়েশা" জানিয়া রাখ, সেই দিন যাহার হিসাবে যাচাই-বাছাই করা হইবে সে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। (আহমদ)

٤٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَنْ يَقْوِىْ عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ - (رواه البيهقى فى البعث والنشور)

৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, সেই দিন সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলিয়াছেন, "সেই দিন সমস্ত মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে"। আমাকে বলুন! কোন ব্যক্তির সেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াইবার সাধ্য হইবে ? তখন তিনি বলিলেন, সেই দিন (এর ভয়াবহতা) ঈমানদারের জন্য অতি হালকা করা হইবে এমন কি ঐ দিন তাহার জন্য একটি ফরয নামায (আদায়ের সময়ের) ন্যায় হইবে। (বায়হাকী)

٤٨- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ - ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আসমা বিন্‌তে ইয়াযীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে একটি

প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হইবে, তখন একজন ঘোষক এই ঘোষণা করিবে যে. ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায় যাহারা (রাত্রে) আরামের বিছানা হইতে নিজেদের পার্শ্বকে দূরে রাখিয়াছিল ? তখন অল্প কিছু সংখ্যক লোক উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর অবশিষ্ট সমস্ত মানুষ হইতে হিসাব লওয়ার নির্দেশ করা হইবে। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

হাউযে কাওসারের বর্ণনা

٤٩- عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قُبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَاهٰذَا يَاجِبْرَائِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ اِذْخَرٌ . (رواه البخارى)

৪৯. **অনুবাদ** ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন (মেরাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম, যাহার উভয় পার্শ্বে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্রাইল, ইহা কি ? তিনি বলিলেন, ইহাই সেই কাউসার যাহা আপনার রব আপনাকে দান করিয়াছেন। উহার মাটি মেশকের ন্যায় সুগন্ধময়। (বুখারী)

٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا - (متفق عليه)

৫০. **অনুবাদ** ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং উহার চতুর্দিকও সমপরিমাণ আর উহার পানি দুধের চাইতেও অধিক সাদা এবং উহার ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার, আর উহার পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় (অধিক ও উজ্জ্বল)। যে উহা হইতে একবার পান করিবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হইবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٥١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ - (متفق عليه)

৫১. অনুবাদ ঃ হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওসারের নিকট পৌছিব। যেই ব্যক্তি আমার নিকট পৌছিবে, সে উহার পানি পান করিবে। আর যে একবার পান করিবে; সে আর কখনও পিপাসার্ত হইবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসিবে যাহাদেরকে আমি চিনিতে পারিব এবং তাহারাও আমাকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর আমার ও তাহাদের মধ্যে আড়াল করিয়া দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব; ইহারাতো আমার উম্মাত। তখন আমাকে বলা হইবে আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তাহারা যে কি সমস্ত নূতন নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি বলিব, যাহারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করিয়াছে তাহারা দূর হউক তাহারা দূর হউক। (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফায়াত ও আল্লাহর রহমত হইতে দূরে থাকারই যোগ্য। (বুখারী, মুসলিম)

৫২- عَنْ سَمُرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً -

(رواه الترمذى)

৫২. অনুবাদ ঃ হযরত সামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে প্রত্যেক নবীর এক একটি হাউয হইবে এবং নবীগণ নিজেদের হাউয লইয়া গর্ব করিবেন যে, কাহার হাউযে আগমনকারীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু আমি আশা রাখি যে, আমার হাউযে আগমনকারীর সংখ্যা হইবে তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ, শহীদ ও সালেহীনদের শাফায়াত

৫৩- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ يَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ ؟ قَالَ اُطْلُبْنِيْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّيْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ -

(رواه الترمذى)

৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিলাম, কিয়ামতের দিন আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বিশেষভাবে শাফায়াত করিবেন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি তাহা করিবো। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করিব'? তিনি বলিলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের উপর খোঁজ করিবে। বলিলাম, যদি

আমি আপনাকে পুলসিরাতে সাক্ষাত না পাই ? তিনি বলিলেন, তখন তুমি আমাকে মিযানের (আমলনামা ওজনের) নিকটে খোঁজ করিবে। বলিলাম, যদি আমি আপনাকে মিযানের কাছে সাক্ষাত না পাই ? তিনি বলিলেন, তখন তুমি আমাকে হাউযে কাওসারের কাছে খোঁজ করিবে। স্বরণ রাখ, আমি এই তিন জায়গা হইতে অনুপস্থিত থাকিব না। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রসিদ্ধ কথা হইল। মীযান প্রথমে তারপর পুলসিরাত আলোচ্য হাদীসে ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। সুতরাং বলা হইয়াছে যে, আলোচনার মধ্যে যথাযথ ক্রমিক রক্ষা করা হয় নাই। মোট কথা, তুমি আমাকে এই তিন স্থানের যে কোন এক স্থানে নির্ঘাত সাক্ষাৎ পাইবেই।

٥٤- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهٗ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ عـ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى عـ فَاِنَّهٗ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى عـ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى عـ فَاِنَّهٗ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى عـ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَاْتُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ لِىْ وَيُلْهِمُنِىْ مَحَامِدَ اَحْمَدُهٗ بِهَا لَاتَحْضُرُنِى الْاٰنَ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ - فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلَةٍ

مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اِئْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ لَكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِ يَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -(متفق عليه)

৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, তখন মানুষ পরস্পরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। তাই তাহারা সকলে হযরত আদম (আঃ) এর কাছে যাইয়া বলিবে, আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট শাফায়াত করুন। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও তিনি আল্লাহর খলীল! তাই তাহারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা মুসার কাছে যাও। কারণ তিনি কালীমুল্লাহ। এইবার তাহারা হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকটে যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই, বরং তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর রুহ ও কালেমা। তখন তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি এই কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে যাও। তখন তাহারা সকলে আমার নিকট আসিবে। তখন আমি বলিব আমিই এই কাজের জন্য। এইবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতির প্রার্থনা করিব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে।

এই সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমনসব বাণী ইলহাম করা হইবে যাহা এখন আমার জানা নাই। আমি ঐ সমস্ত প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করিব এবং তাহার উদ্দেশে সিজদায় পড়িয়া যাইব। তখন বলা হইবে হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও বল, তোমার বক্তব্য শুনা হইবে। প্রার্থনা কর, যাহা চাহিবে দেওয়া হইবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হইবে। তখন আমি বলিব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত! (অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন) বলা হইবে, যাও, যাহাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। তখন আমি গিয়া তাহাই করিব। অতঃপর ফিরিয়া আসিব এবং ঐ প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করিব। তারপর সিজদায় পড়িয়া যাইব। তখন বলা হইবে। হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও বল, তোমার বক্তব্য শুনা হইবে। চাও, যাহা চাহিবে তাহা দেওয়া হইবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হইবে। তখন আমি বলিব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হইবে যাও, যাহাদের অন্তরে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। সুতরাং আমি গিয়া তাহাই করিব। তারপর আবার ফিরিয়া আসিব এবং উক্ত প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। তখন আমাকে বলা হইবে, হে মুহাম্মদ মাথা উঠাও

বল তোমার কথা শুনা হইবে। প্রার্থনা কর; যাহা চাহিবে তাহা দেওয়া হইবে এবং সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। তখন আমি বলিব, আয় রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদের সকলকেই জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আন। তখন আমি যাইয়া তাহাই করিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি চতুর্থবার ফিরিয়া আসিব এবং ঐ সমস্ত প্রশংসাবাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। তখন বলা হইবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হইবে। চাও, যাহা চাহিবে তাহা দেওয়া হইবে। সুপারিশ কর, তোমার শাফায়াত কবুল করা হইবে। আমি বলিব, হে রব! যাহারা শুধু "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়াছে আমাকে তাহাদের জন্য শাফায়াত করিবার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন ইহা তোমার জন্য নয়"। আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি; যাহারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়াছে আমি নিজেই তাহাদেরকে দোযখ থেকে বাহির করিব।(বুখারী, মুসলিম)

٥٥- عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ اُمَّتِىْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىْ يُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ - (رواه البخارى)

৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একদল মানুষকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর শাফায়াতে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। অতঃপর তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের নাম রাখা হইবে জাহান্নামি। (বুখারী)

٥٦- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّىْ فَخَيَّرَنِىْ بَيْنَ اَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا -

(رواه الترمذى وابن ماجه)

৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার রবের নিকট হইতে একজন আগমনকারী আসিলেন, এবং তিনি (আল্লাহর পক্ষ হইতে) আমাকে এই দুইয়ের মধ্যে একটির এখতিয়ার প্রদান করিলেন, হয়তো আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি উম্মতের জন্য শাফায়াতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নেই ? অতঃপর আমি শাফায়াত গ্রহণ করিলাম। অতএব, উহা ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা আল্লাহর সহিত শিরক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার শাফায়াত কার্যকরী হইবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ -

(رواه البخارى)

৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার শাফায়াত লাভের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হইবে, যে তাহার অন্তর বা মন হইতে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়াছে। (বুখারী)

৫৮- عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ - (رواه الترمذى وابو داؤد)

৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করিবে। (তিরিমিযী, আবু দাউদ)

৫৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَقَالَ عِيْسٰى ع اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ؟ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَاَلَهُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ فَقَالَ اَللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اَنَا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَانَسُوْءُكَ - (رواه مسلم)

৫৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) উক্তি সম্বলিত এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন (অর্থ) হে আমার রব! এই সমস্ত প্রতিমাগুলি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করিয়াছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আর হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তিও পাঠ করিলেন। (অর্থ) যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তাহারাতো তোমারই বান্দাহ! আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও তবে তুমি মহা ক্ষমতাশালী ও মহাজ্ঞানী। অতঃপর নবী (সাঃ) নিজের হস্তদ্বয় উঠাইয়া এই ফরিয়াদ করিতে লাগিলেন। হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈলকে বলিলেন, তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকটে যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন কাঁদিতেছেন ? অবশ্য আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তাঁহার কাঁদার কারণ কি? তখন জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহাই অবগত করিলেন যাহা তিনি বলিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে পুনরায় বলিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তাহাকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করিয়া দিব এবং আপনাকে ব্যথা দিব না। (মুসলিম)

٦٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ - (رواه ابن ماجه)

৬০. **অনুবাদ ঃ** হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করিবেন। নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই তিন শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক, তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্যথায় অন্যান্য মুমিনে সালেহও সীমিত পর্যায়ে সুপারিশ করিবেন, মশহুর হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত আছে। মুসলমানদের মধ্যে খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ শাফায়াত অস্বীকার করে না।

٦١- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَفُّ اَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّبِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ اَمَا تَعْرِفُنِيْ اَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ شُرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِيْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ - (رواه ابن ماجه)

৬১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে। এই সময় জাহান্নামীদের সারি হইতে এক ব্যক্তি বলিবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই ? আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে পান করাইয়াছিলাম। আর একজন বলিবে আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে অযুর জন্য পানি দিয়াছিলাম, তখন সে বেহেশতী ব্যক্তি তাহার জন্য সুপারিশ করিবে এবং জান্নাতে লইয়া যাইবে। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসে জাহান্নামীগণ দ্বারা গোনাহগার মুমিন বান্দাকে বুঝান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান নেক লোকের খেদমত বা সহযোগিতা করিয়াছে তাহাদের জন্য উহার উসিলায় নাজাত ও শাফায়াত লাভ করিবার আশা করা যায়।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম কবর হইতে উত্থিত হইবেন, সর্ব প্রথম সুপারিশকারী এবং সর্ব প্রথম তাঁহার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে, গোটা বিশ্বের জন্য নবী হিসাবে পাঠানো হইয়াছে, সমস্ত নবীদের ইমাম এবং সর্বশেষ নবী ও উম্মতের জন্য শাফায়াতকারী।

٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَّاَوَّلُ مُشَفَّعٍ -

৬২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের সর্দার হইব এবং আমিই সকলের আগে কবর হইতে উত্থিত হইব এবং সকলের পূর্বে আমিই সুপারিশ করিব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হইবে। (মুসলিম)

٦٣- عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبُهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ -

৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত উবাই বিন কা'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হইব নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাহাদের জন্য শাফায়াতের অধিকারী। ইহাতে আমার কোন অহংকার নাই। (তিরমিযি)

٦٤- عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ٠

৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (কিয়ামতের মাঠে অথবা বেহেশতে) আমি হইব সমস্ত মুমিনের পরিচালক বা অগ্রগামী। ইহা আমি অহংকার হিসাবে বলিতেছিনা। আমি হইলাম নবী আগমনের সিলসিলা সমাপ্তকারী ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। আর সর্বপ্রথম আমিই হইব শাফায়াতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াতই কবুল করা হইবে। ইহাতে আমার কোন অহংকার নাই। (দারেমী)

٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا وَّاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ - (رواه مسلم)

৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। (১) আমি জাওয়ামে উল কালিম প্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার যোগ্যতা দেওয়া হইয়াছে। (২) ভয়-ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। (৪) সমগ্র যমীন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হইয়াছেন। (৫) গোটা বিশ্বের মাখলুকের জন্য আমাকে (নবীরূপে) প্রেরণ করা হইয়াছে এবং (৬) নবী আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হইয়াছে। (মুসলিম)

٦٦- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وُفِدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدَىَّ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدَىَّ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ يَطُوْفُ عَلَىَّ اَلْفُ خَادِمٍ كَاَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ اَوْ لُؤْلُؤٌ مَّنْثُوْرٌ -

حديث غريب (رواه الترمذى والدارمى)

৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষদিগকে কবর হইতে উত্থিত করা হইবে। তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর হইতে বাহির হইয়া আসিব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হইবে তখন আমিই হইব তাহাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি, আর আমিই হইব তাঁহাদের মুখপাত্র, যখন তাহারা নীরব থাকিবে। আর যখন তাহারা আটক হইয়া পড়িবে, তখন আমিই হইব তাহাদের সুপারিশকারী। আর যখন তাহারা হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে তখন আমি তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেই দিন আমার হাতে থাকিবে। আল্লাহর প্রশংসার ঝাণ্ডা সেই দিন আমার হাতেই থাকিবে। আমার রবের কাছে আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হইব। সেই দিন হাজার খানেক খাদেম আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করিবে। যেন তাহারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। (তিরমিযী দারেমী)

জান্নাত ও তাহার সামগ্রী

٦٧-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَا قْرَءُ وْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ - (متفق عليه)

৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রাখিয়াছি, যাহা কখনও কোন চক্ষু দেখে নাই। কোন কান কখনো শুনে নাই এবং কোন অন্তকরণ যাহা কখনও কল্পনা করে নাই। তিনি বলিলেন, (ইহার সত্যতা প্রমাণে) তোমরা ইচ্ছা করিলে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে পার। অর্থাৎ তাহাদের জন্য চক্ষু-শীতলকারী আনন্দদায়ক যেই সমস্ত সামগ্রী গোপন রাখা হইয়াছে, কোন প্রাণীরই উহার খবর নাই। (বুখারী, মুসলিম)

٦٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ- (رواه مسلم)

৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতবাসীগণ তথায় আহার করিবে, তথায় পান করিবে কিন্তু তাহারা থুথু ফেলিবে না, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না এবং তাহাদের নাক হইতে শ্লেষ্মা ঝাড়িবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এমতাবস্থায় তাহাদের খাদ্যের পরিণতি কি হইবে ? হুজুর বলিলেন ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম এর দ্বারা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা তাহাদের অন্তরে এমনভাবে ঢালিয়া দেওয়া হইবে যেমনি শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলিতেছে। (মুসলিম)

٦٩- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعِمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا اَبَدًا - (رواه مسلم)

৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা হামেশা সুস্থ থাকিবে; আর কখনও রোগাক্রান্ত হইবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকিবে, আর কখনও মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা হামেশা যুবক থাকিবে আর কখনও বৃদ্ধ হইবে না এবং তোমরা সর্বদা আরাম আয়েশে থাকিবে আর কখনও দুশ্চিন্তা তোমাদিগকে পাইবে না। (মুসলিম)

٧٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَارَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ وَاَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا - (متفق عليه)

৭০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! জবাবে তাহারা বলিবেন, আমরা উপস্থিত সৌভাগ্য তোমার নিকট হইতে অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। তখন আল্লাহ বলিবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট ? তাহারা উত্তরে বলিবে, কেন সন্তুষ্ট হইব না ? হে আমাদের রব! অথচ আপনি আমাদিগকে এমন জিনিস দান করিয়াছেন যাহা আপনার সৃষ্ট জগতের কাউকে দান করেন নাই। তখন আল্লাহ বলিবেন, আমি কি ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস তোমাদিগকে দান করিব না ? তাহারা বলিবে; হে রব! ইহা অপেক্ষা উত্তম কিছু হইতে পারে ? অতঃপর আল্লাহ বলিবেন। আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করিতেছি, সুতরাং ইহার পর তোমাদের উপর আর কখনো আমি অসন্তুষ্ট হইব না। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ

٧١. عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ ؟ يَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، قَالَ فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُوْنَ اِلٰى وَجْهِ اللّٰهِ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ - (رواه مسلم)

৭১. অনুবাদ ঃ হযরত সুহাইব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ বেহেশতবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যাহা আমি তোমাদিগকে অতিরিক্ত প্রদান করিব ? তাহারা বলিবে তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল কর নাই ? তুমি কি আমাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাও নাই ? এবং তুমি কি আমাদিগকে দোযখ হইতে নাজাত দাও নাই? (তোমার এত বড় বড় নিয়ামতের পর আর কি অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহা আমি চাহিব?) হুযুর (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাঁহার ও জান্নাতীদের মধ্য হইতে) পর্দা তুলিয়া ফেলিবেন, তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার দীদার বা দর্শন লাভ করিবে। (তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে) বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ ও তাহার দিকে তাকাইয়া থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন বস্তুই এই যাবত তাহাদিগকে প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন, لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ অর্থাৎ, যাহারা উত্তম কাজ করিয়াছে উহার প্রতিদান নেকই (অর্থাৎ, জান্নাত) তাহার উপরে অতিরিক্ত অবদান হইল দীদারে এলাহী বা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ। (মুসলিম)

٧٢. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ - فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَاتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا - (متفق عليه)

৭২. অনুবাদ ঃ হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন অচিরেই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের প্রভুকে স্বচক্ষে প্রকাশ্যে দেখিতে পাইবে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তিনি পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখিতে পাইবে। যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখিতেছ। তাঁহার দীদারে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিবে সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায উদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অস্থ যাওয়ার পূর্বে আদায় করিতে যেন ব্যর্থ না হও। (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায যথা সময়ে আদায় করিবে) তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। (অর্থ ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপন পরওয়ারদিগারের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা কর।

(বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেহেশতবাসীগণ সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালাকে দেখিতে পাইবে। তাই বিশেষভাবে এই দুই ওয়াক্তের নামাযের প্রতি তাকিদ করা হইয়াছে। এই দুই ওয়াক্তের নামাযের ফযীলত অনেক বেশী এবং এ দুই নামাযের যেই ব্যক্তি পাবন্দী করিবে অন্যান্য নামায সম্পাদন তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে। কাজেই প্রকারান্তরে সকল নামাযই এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

জাহান্নাম ও উহার বিভিন্ন রকমের শাস্তি

٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا -

(متفق عليه واللفظ البخارى)

৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের একভাগমাত্র। বলা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। (জাহান্নামীদের শাস্তি দানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বলিলেন, দুনিয়ার আগুনের উপর উহার সমপরিমাণ তাপ সম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরও উনসত্তর ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

٧٤. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - (متفق عليه)

৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামীদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হইবে যাহাকে আগুনের ফিতাসহ দুইখানা জুতা পরান হইবে। ইহাতে তাহার মগজ এমনিভাবে ফুটিতে থাকিবে, যেমনিভাবে তামার পাত্র ফুটিতে থাকে। সে ধারণা করিবে তাহার অপেক্ষা কঠিন আযাব আর কেহই ভোগ করিতেছেনা, অথচ সেই হইবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী-মুসলিম)

٧٥. عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَاابْنَ اٰدَمَ! هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ وَهَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَامَرَّبِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - (رواه مسلم)

৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন দোযখীদের সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, এবং তাহাকে দোযখের আগুনে ঢুকাইয়া তোলা হইবে। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে হে আদম সন্তান। তুমি কি কখনও আরাম আয়েশ দেখিয়াছ? পূর্বে কখনও তোমার নেয়ামতের সুখ অর্জিত হইয়াছিল ? সে বলিবে, না। আল্লাহর কসম, হে আমার পরওয়ারদিগার। (আমি কখনও সুখ ভোগ করি নাই) অতঃপর বেহেশত বাসীদের হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা দুঃখ কষ্টের জীবন যাপন করিয়াছিল। তখন তাহাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদম সন্তান। তুমি কি কখনও দুঃখ কষ্ট দেখিয়াছ ? এবং তুমি কি কখনও কঠোরতার সম্মুখীন হইয়াছিলে ? সে বলিবে, না। আল্লাহর কসম হে প্রভু, আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হয় নাই। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হই নাই। (মুসলিম)

٧٦. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى حُجْزَتِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ - (رواه مسلم)

৭৬। **অনুবাদ ঃ** হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। দোযখীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হইবে দোযখের আগুন তাহার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌছিবে। তাহাদের মধ্যে কাহারো হাটু পর্যন্ত আগুন পৌছিবে। কাহারও কাহারও কোমর পর্যন্ত এবং কাহারও কাহারও গর্দান পর্যন্ত পৌছিবে। (মুসলিম)

٧٧. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَا - (رواه الترمذى)

৭৭। **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। দোযখীদের কদর্য পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করিয়া দিবে। (তিরমিযি)

٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ - اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهٗ - (رواه الترمذى)

৭৮। **অনুবাদ ঃ** হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন, অর্থঃ তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন। যদি যাক্কুম গাছের এক ফোটা এই দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের দুর্দশা কিরূপ হইবে, ইহা যাহাদের খাদ্য হইবে ? (তিরমিযী)

জাহান্নামকে প্রবৃত্তির ও জান্নাতকে কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে

٧٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - (متفق عليه)

৭৯। **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামকে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও জান্নাতকে কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَلِعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ- قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ النَّارَ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَايَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا- (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى)

৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যখন বেহেশত তৈয়ার করিলেন, তখন জিব্রাইল (আঃ) কে বলিলেন, যাও বেহেশতখানা দেখিয়া আস। তিনি গিয়া উহা এবং উহার অধিবাসীদের জন্য যেই সমস্ত জিনিস আল্লাহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, সবকিছু দেখিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই বেহেশতের কথা শুনিবে, সেই অবশ্যই উহাতে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা করিবে) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের চতুষ্পার্শ্ব কষ্ট সমূহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিলেন, অতঃপর পুনরায় জিব্রাঈলকে বলিলেন, হে জিব্রাঈল! আবার যাও এবং পুনরায় বেহেশত দেখিয়া আস। তিনি গিয়া উহা দেখিয়া আসিলেন, এবং বলিলেন, হে আমার রব! এখন যাহা কিছু দেখিলাম উহার প্রবেশ পথ যে কষ্টকর! ইহাতে আমার আশংকা হইতেছে যে, কোন একজনই ইহাতে প্রবেশ করিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন দোযখকে সৃষ্টি করিলেন। তখন বলিলেন, হে জিব্রাঈল! যাও, দেযখটি দেখিয়া আস। তিনি যাইয়া দেখিলেন, অতঃপর বলিলেন, হে প্রভু। তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেহ এই দোযখের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনিবে। সে কখনও উহাতে প্রবেশ করিবে না। (অর্থাৎ, এমন কাজ করিবে যাহাতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দোযখের চতুষ্পার্শ্বে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করিলেন, এবং পুনরায় জিব্রাইলকে বলিলেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার উহা দেখিয়া আস। তিনি গেলেন এবং এইবার দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি। আমার আশংকা হইতেছে, একজন লোকও উহাতে প্রবেশ ব্যতীত বাকী থাকিবে না। (তিরমিযী আবু দাউদ, নাসাঈ)

٨١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا - (رواه الترمذى)

৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। আমি দোযখের ন্যায় এমন ভয়াবহ দৃশ্য কখনও দেখি নাই যে, উহা হইতে পলায়নকারী নিদ্রা যায়। এবং জান্নাতের ন্যায় আকর্ষণীয় নেয়ামতের স্থান কখনো দেখি নাই যে, উহার অন্বেষণকারী নিদ্রা যায়। (তিরমিযী)

কুরআন সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরা এবং বিদয়াত হইতে বাঁচিয়া থাকা

٨٢. عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ﷺ اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -(رواه مسلم)

৮২. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিভিন্ন আলোচনার পর) বলিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বাণী হইল আল্লাহর কালাম। আর সর্বোত্তম পন্থা (জীবন ব্যবস্থা) হইল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ব্যবস্থা। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হইল যাহা দ্বীনের মধ্যে (মনগড়া ভাবে) নতুন সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি (বিদআত) গোমরাহী। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যাবতীয় আহকাম পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যদি কেহ দ্বীনে ইসলামের কোন একটি বিধানকে নতুনভাবে আবিষ্কার করিল তাহা হইলে উহার স্থান ইসলামের মধ্যে স্বীকৃত হইবে না। বরং সেটাই হইবে ভ্রষ্টতা। অবশ্য যে জিনিসের সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নাই উহাকে নতুন আবিষ্কার হিসাবে বিদআত বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা গোমরাহী নহে। নিম্নে বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকার বর্ণনা করা গেল। বিদআতের আভিধানিক অর্থ হইল, কোন মডেল বা আদর্শ ব্যতীত নতুনভাবে কিছু সৃষ্টি করা। আর শরীয়তের পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর কিতাব ও সুন্নাহর নীতি ও আদর্শের অনুকরণ ব্যতীত দ্বীন সম্পর্কে যাহা নতুন সৃষ্টি করা হইয়াছে উহাই বিদআত। চাই উহা কথা, কাজ ও আকীদাগত যে কোন ভাবেই হউক না কেন ? আল্লামা নববী বলেন–অর্থ, যেই জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী যুগে উহার উদাহরণ নাই তাহাই বিদআত। ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন যেই জিনিস কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ও ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধী হইবে তাহাই বিদআত অন্যথায় বিদআত নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহা তিন যুগের পর আবিষ্কার হইয়াছে এবং উক্ত তিনযুগে উহার কোন আদেশ, ইঙ্গিতভাবে কোন উদাহরণ নাই সেটাই বিদআত। সুতরাং কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসূলের নীতির অনুসরণে যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা আভিধানিক অর্থে বিদআত হইলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহা বিদআত নহে।

٨٣. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -

৮৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত মালেক বিন আনাস (রাঃ) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই জিনিস দুইটি আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে তাহা হইলে কখনো গোমরাহ বা পথ ভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইল, আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাত। (মুয়াত্তামালেক)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ গোটা ইসলামী শরীয়ত এই দুই মূলনীতির উপরই দন্ডায়মান। আর "ইজমা ও কিয়াস" ঐ দুইটির অন্তরগত। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হইল যে, কুরআন এবং হাদীসের উপর আমল করিলে মানুষ কখনো পথভ্রষ্ট বা বিপদগামী হইবে না। গোটা ইসলামী শরীয়ত অত্র হাদীসের উপর নির্ভরশীল। অতএব, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহুবিধ সমস্যায় আমাদের বাস্তব জীবন জড়িত। আর এই হাদীসখানি সেই সমস্যার সমাধানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাই আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি উঠাবসা আলাপে আচরণে, কাজে কর্মে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। তখনই আমরা সমস্যামুক্ত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইব। এবং পরকালে আমরা খোদা প্রদত্ত অসীম নেয়ামত লাভ করিতে পারিব। উল্লেখ্য যে, হাদীসে ইসলামের দুইটি নীতিমালা তাহাও কুরআন হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করিলেই ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণ করা বাদ পড়ে না।

٨٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ - (متفق عليه)

৮৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করিয়াছে যাহা উহার মধ্যে নাই তাহা হইলে উহা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

٨٥. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا (رَسُوْلُ اللّٰهِ) ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَ الْقُلُوْبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا . فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرٰى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ – (رواه احمدو ابوداؤد والترمذى وابن ماجه الا انها لم يذكر الصلاة)

৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত ইরবায বিন সারীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া আমাদের উদ্দেশে এমন মর্মস্পর্শী নসীহত করিলেন যাহাতে চক্ষু সমূহ অশ্রু বর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হইল। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠিয়া বলিল। হে আল্লাহর রাসূল। মনে হয় ইহা বিদায়ী উপদেশ। আমাদিগকে আরো কিছু নসীহত করুন। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদিগকে আমি আল্লাহকে ভয় করিতে উপদেশ দিতেছি। (ইমাম বা নেতার কথা) শুনিতে এবং তাহার আনুগত্য করিতে বলিতেছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখিবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশীদিনের সুন্নাতকে আঁকড়াইয়া ধরিবে বরং উহাকে দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া রাখিবে। অতএব, সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাতের বাইরে) নতুন কথা ও মতবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে. কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। (আহমদ. আবু দাউদ. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

٨٦. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا هَلْ عَسٰى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّيْ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى أَرِيْكَتِهٖ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلَالًا اِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ – (رواه الترمذى)

৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত মিকদাম বিন মা'দি কারাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই এমন লোক দেখিতে পাইবে যাহার নিকট আমার পক্ষ হইতে হাদীস পৌছিবে, সে চেয়ারে ধাক্কা দিয়া বসা থাকিবে। অতঃপর বলিবে, আমাদের নিকট ও তোমাদের নিকটে আল্লাহর কিতাব রহিয়াছে। এই কিতাবে আমরা যাহা হালাল পাইব তাকেই আমরা হালাল মনে করিব। এবং ইহাতে যাহা হারাম পাইব তাহাকেই আমরা হারাম মনে করিব। অথচ আল্লাহ তায়ালা যেই ভাবে (অনেক জিনিস) হারাম করিয়াছেন তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও (অনেক জিনিস) হারাম করিয়াছেন। (তিরমিযী)

٨٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلٰى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا أَيْنَ

نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخَرُاَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ - وَقَالَ الْاٰخَرُاَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمُ اللّٰهَ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -
(متفق عليه)

৮৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে তিন ব্যক্তির একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হইল। কিন্তু তাহারা যেন ইবাদতের এই পরিমাণকে খুবই কম ও নগণ্য মনে করিলেন এবং তাহারা বলিলেন। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ হইতে পারি কি ভাবে ? তাহার সাথে আমাদের তুলনা কোথায় ? যাহার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের একজন বলিলেন। আমি কিন্তু সর্বদা সারারাত্র নামায পড়িব। (কখনও ঘুমাইবনা) আরেকজন বলিলেন, আমি সর্বদা রোযা রাখিব কখনও রোযা ছাড়িব না। তৃতীয়জন বলিলেন, আমি সর্বদা স্ত্রীর সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিব কখনও বিবাহ করিব না। এমন সময় নবী (সাঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, তোমরাই নাকি সেই লোক যাহারা এমন এমন কথা বলিয়াছ ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চাইতে বেশী অনুগত, এবং তাঁহাকে তোমাদের চাইতে বেশী ভয় করি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি, আবার কোন দিন বিরতিও দেই। রাত্রে নামাযও পড়ি আবার ঘুমাইয়াও থাকি, আর আমি বিবাহও করি। সুতরাং যাহারা আমার (সুন্নাতের) জীবন পদ্ধতি হইতে বিরাগ পোষণ করিবে তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্যধিকতা ও অত্যল্পতা কোনটিই পছন্দনীয় নহে। একদিকে অধিক করিতে গেলে অন্য দিকের ত্রুটি হইতে বাধ্য। ইবাদতে অত্যধিকতা করিতে থাকিলে ইহার ফলে, শরীরের হক, পরিবার পরিজনের হক সমাজের হক,সব খানেই ত্রুটি দেখা দিবে। অবশেষে একদিন শরীরে দুর্বলতা দেখা দিবে এবং ইবাদতেও অবসাদ আসিয়া পড়িবে। অতএব, মধ্যপন্থার নামই ইসলাম। নবী করীম (স) এর শিক্ষাও তাহাই। অতএব তাঁহার দেওয়া জীবন পদ্ধতিকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

٨٨. عَنْ بِلَالِ بْنِ حَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْاُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَايَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَايَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا -(رواه الترمذى)

৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত বিলাল বিন হারেস মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি আমার পরে এমন কোন সুন্নাতকে জীবিত করিয়াছে যাহা আমার পরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহার আমলনামায় সেই পরিমাণ সওয়াব লেখা হইবে যেই পরিমাণ লোক সেই সুন্নাতে আমল করিবে। অথচ আমলকারীদের সওয়াব হইতে সামান্য অংশও কম করা হইবে না। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি কোন গোমরাহীর নতুন পথ "বিদআত" এর সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট নহেন, তাহার জন্য সেই সকল লোকের গুনাহের পরিমাণ গুনাহ রহিয়াছে যাহারা উহার উপর আমল করিয়াছে। অথচ তাহাদের গুনাহের কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না। (তিরমিযী)

٨٩. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِيْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ اُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَالِكَ وَاِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّامِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ -(رواه الترمذى)

৮৯। অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। বনী ইস্রাইলদের যাহা হইয়াছিল আমার উম্মতের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ তাহাই হইবে। যেমনিভাবে এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে কেহ নিজের মায়ের সহিত প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা আমার উম্মতের মধ্যেও সেইরূপ লোক হইবে। এতদ্ভিন্ন বনী ইসরাইল (আকীদাগতভাবে) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হইবে তিয়াত্তর দলে। আর তাহাদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাইবে। সাহাবারা বলিলেন। হে আল্লাহর রাসূল। সেইটি কোন দল ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবাগণ যেই দলে আছি. যাহারা সেই দলে অবিচল থাকিবে। (তিরমিযী)

ইল্‌ম ও আহলে ইল্‌মের ফযীলত

৯০. عَنْ كَثِيْرِبْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمِشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَااَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًالِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْادِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ-(رواه احمد الترمذى ابوداؤد وابن ماجه والدارمى -سماه الترمذى قيس ابن كثير)

৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত কাসীর বিন কায়েস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর সহিত দামেশকের জামে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল। হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আপনার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার নিকট শুধু একটি হাদীস শুনার জন্যই আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহা শুনিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আমি আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসি নাই। অতঃপর হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি বিদ্যা অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা উহার দ্বারা তাহাকে বেহেশতের পথসমূহ হইতে একটি পথে পৌঁছাইয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ দ্বীনি ইল্‌ম অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ পাতিয়া বা বিস্তার করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন যাহারা আলেম তাহাদের জন্য আসমানে ও যমীনে যাহাকিছু আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করিয়া থাকে। এমনকি গভীর পানির মৎস্যকুলও (দু'আ করে)। আলেমগণের ফযীলত আবেদদের উপর যথা পূর্ণচন্দ্রের ফযীলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয় আলেমগণ হইতেছেন নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। নিশ্চয় নবীগণ কোন দীনার বা দেরহাম (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ) মিরাস বা উত্তরাধিকার রাখিয়া জান না, বরং তাহারা ইলমকেই মিরাস হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যেই ব্যক্তি ইলম অর্জন করিয়াছেন তিনি অঢেল সম্পদ অর্জন করিয়াছেন। (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মদীনা হইতে দামেশকের দূরত্ব হইল প্রায় এক হাজার মাইল। অথচ তখনকার দিনে বাষ্প চালিত যানবাহনও ছিল না। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখনকার মানুষ দ্বীনের কথা জানার জন্য কত আগ্রহী ছিল। অন্যান্য হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, তাঁহারা কত দূরদূরান্ত পাড়ি জমাইত। নবীগণ পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকারী বানান না ঃ নবী রাসূলগণ হইলেন আল্লাহর প্রথম শ্রেণীর বান্দাহ। পার্থিব জগতের অন্তঃ সারশূন্য সম্পদ তাহাদের কাম্য হইতে পারে না। তাই এই সমস্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রীকে তাহারা জীবনের লক্ষ্য মনে করেন নাই। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁহার একত্ববাদের প্রচারই ছিল তাহাদের মহান ব্রত। আর উহা অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও উৎকৃষ্ট পথ হইতেছে ইলমে ওহী। কাজেই তাহারা জীবনভর ইলমে ওহীর পৃষ্ঠপোষকতার সাধনা ও অবিরাম সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাই অত্র হাদীসে বলা হইয়াছে নবীগণ পার্থিব সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া যান না। বরং ইলমে ওহী রাখিয়া যান। সুতরাং যাহারা উহা অর্জন করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করিবে তাহারাই হইবেন সব চাইতে সৌভাগ্যবান মানুষ।

৯১. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ - (رواه الترمذى)

৯১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। তাহাদের একজন আবেদ আর অপরজন আলেম। তাহাদের মধ্যে কাহার মর্যাদা বেশী ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবেদের উপর আলেমের ফযীলত যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ফেরেশতাকুল এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি পিপিলিকাসমূহ তাহাদের গর্তে এবং মৎস্যও তাহাদের জন্য দু'আ করে, যাহারা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন। (তিরমিযী)

৯২. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৯২. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। একজন ফকীহ (বিজ্ঞ আলেম) শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষাও কঠোর। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে একজন আলেম যে কতবেশী মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী তাহা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এক হাজার আবেদকে যদি তাহারা দ্বীনি জ্ঞান না রাখেন পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ করিতে শয়তানের যতটা বেগ পাইতে হয় তাহার চাইতে বেশী পরিশ্রম করিয়াও একজন বিজ্ঞ হক্কানী আলেমকে গোমরাহ করিতে পারেনা। কেননা আলেম ব্যক্তি তাহার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হইতে সতর্ক থাকে।

٩٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى مَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ – (رواه الدارمى)

৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মসজিদে সাহাবীদের দুইটি মজলিসের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিলেন একটি দু'আর ও অপরটি ইলমের মজলিস ছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে। তবে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি যিক্‌র ও দু'আ ব্যস্ত, উহারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতেছে এবং আল্লাহর প্রতি নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। আল্লাহ চাহিলে তাহাদিগকে দানও করিতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে বঞ্চিতও করিতে পারেন। আর এই যে অপর দলটি যাহারা ফিক্‌হ্‌ বা ইল্‌ম শিক্ষা করিতে এবং অন্যান্য অজ্ঞদিগকে শিক্ষা দিতেছে ইহারাই উত্তম। প্রকৃতপক্ষে আমিও একজন শিক্ষক রূপেই প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি এই (শিক্ষায়রত) দলের মধ্যেই বসিয়া পড়িলেন। (দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যিক্‌র ও তালীম উভয় মজলিসই উত্তম বটে। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালীমের মজলিসটিকে অধিক উত্তম বলিয়া স্বয়ং তাহাতে যোগদান করাটা কতই না উত্তম তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে যিকর দ্বারা কেবলমাত্র আত্মার শুদ্ধি অর্জন হয়। কিন্তু ইলম দ্বারা আত্মাসহ গোটা দেহ এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুদ্ধ হয়। যিকরের প্রভাব প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু ইলমের প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। অথচ প্রত্যেক নর নারীর উপরে এক পর্যায়ের ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।

٩٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ – (رواه الترمذى والدارمى)

৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অন্বেষণে (নিজের ঘর হইতে) বাহির হইয়াছে যেই পর্যন্ত না সে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করিবে সে আল্লাহর রাস্তায় থাকিবে। (তিরমিযী ও দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহর রাস্তায় থাকার মানে হইল জেহাদে লিপ্ত থাকা। অর্থাৎ একজন ইলমেদ্বীন অন্বেষণকারী মুলত একজন মুজাহিদ। প্রথমতঃ জিহাদের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহর দ্বীনকে এই যমীনে প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষা করা। আর দ্বীনকে যিন্দা করার একটা প্রকৃষ্টতম হাতিয়ার হইল ইলমে দ্বীন অর্জন করা। দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করা, সফরের কষ্ট ক্লান্তি সহ্য করা, বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিয়া ইলম অন্বেষণ করা। যাবতীয় আরাম আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি উভয়ের মধ্যে সমান। তাই দ্বীনি ইল্ম অন্বেষণকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীদের সাথে তুলনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুজাহিদ অস্ত্র দ্বারা শত্রু কাফেরদিগকে ধ্বংস করে আর তালিবে ইলম তাহার ইলম ও জ্ঞান দ্বারা নফস (প্রবৃত্তি) ও শয়তানকে দমন করে। আর নবীজীর বাণী হইল اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى সবচেয়ে কঠিন জেহাদ হইল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করা।

٩٥. عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ - (رواه الترمذى)

৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যেই ব্যক্তির মৃত্যু আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন অবস্থায় যখন সেই ইসলামকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল তাহার ও নবীদের মাঝে জান্নাতে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকিবে। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গি আলোচনা ঃ দ্বীনি ইলম তলব করা, নবুয়তী কাজের সহযোগিতা করারই নামান্তর। কেননা, দ্বীনি শিক্ষার আলেমরাই হইলেন নবীর উত্তরাধিকারী। নবীদের পরিত্যক্ত কাজ আলেমরাই আঞ্জাম দিয়া থাকেন। সুতরাং বেহেস্তে সে নবীদের কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

٩٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا -(رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه)

৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করিবে, যদ্দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। সেই ইলমকে যাহারা দুনিয়ার কোন সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করিবে। সে কেয়ামতের দিন বেহেশতের গন্ধও লাভ করিতে পারিবে না। (আহমদ, আবু দাউদ, ও ইবনে মাযাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইলমেদ্বীন ওহীলব্ধ জ্ঞান। কাজেই উহা হইল অতীব পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য উহা শিক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায়ের খেলাফ। অতএব উহা শাস্তির যোগ্য। বেহেশত লাভের উত্তম উপায় হইল ইলম হাসিল

করা। আর তাহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই থাকিতে হইবে নিরংকুশভাবে। নতুবা বিপরীত ফল দাঁড়াইবে। আর পার্থিব স্বার্থে ইলম অর্জনকারী জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়ার জন্য ইহার ধারে কাছেও যাইতে পারিবে না।

٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّامِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ - (رواه مسلم)

৯৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন তাহার আমল ও উহার সওয়াব এর ধারা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। (১) সাদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইল্‌ম বা জ্ঞান যাহা দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। (৩) সুসন্তান যে তাহার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মৃত্যুর দরুন সমস্ত আমল এবং আমলের সওয়াব বন্ধ হইয়া গেলেও উল্লেখিত কাজ তিনটির সওয়াব প্রবাহমান থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়াহ বলিতে ঐ সকল সৎকাজের দানকে বলে যাহার ফল ও প্রতিক্রিয়া ক্রমান্বয়ে প্রবাহমান থাকে। যেমন কেহ মাদ্রাসায় দান করিল আর সেই মাদ্রাসা হইতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া ছাত্রগণ আবার অন্যকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিবে। এই ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এই দানের ফল চলিতে থাকিবে। এইরূপ প্রবাহমান ফল বিশিষ্ট দানকে সদকায়ে জারিয়া বলে। (২) এমন ইলম যাহার দ্বারা উপকার হয় ঃ যেমন কোন দ্বীনি পুস্তক প্রণয়ন করা যাহা পাঠ করিলে মানুষ উপকৃত হয়। হেদায়েত লাভ করে অথবা কোন জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া। যেইখানে সাধারণ মানুষ জ্ঞান অর্জন করিয়া অজ্ঞতার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারে। (৩) সুসন্তান তাহার জন্য দু'আ করিবে ঃ এমন সুসন্তান রাখিয়া যাওয়া যে, তাহার পিতা মাতার জন্য দোয়া করিবে। সন্তান সন্ততিগণকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করিয়া গঠন করা অপরিহার্য। কেননা, পিতা মাতার জন্য সন্তানের দু'আ কবুল হইয়া যায়। ফলে সুসন্তান দুনিয়াতে মাতা পিতার সেবাযত্নে এবং আখেরাতে জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভের উসিলা হইয়া দাঁড়াইবে।

পবিত্রতার অধ্যায়

পবিত্রতার ফযীলত ও এই ব্যাপারে কঠোরতা

৯৮. عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَأُ مَابَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - (رواه مسلم)

৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। পবিত্রতা হইল ঈমানের অর্ধেক। "আল্‌হামদুলিল্লাহ" (মানুষের আমলের)। দাড়িপাল্লা পরিপূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ এর (সওয়াবে) আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যেই শূন্যস্থান আছে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দেয়। "নামায" হইল আলোক স্বরূপ। সদকা হইল (দাতার ঈমানের পক্ষে) দলীল ও প্রমাণ। সবর (ধৈর্য) হইল জ্যোতি। কুরআন হইল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠিয়া আপন আত্মার ক্রয় বিক্রয় করে হয় উহাকে মুক্ত করে, না হয় তাহাকে ধ্বংস করে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসে পবিত্রতার কতগুলি বিষয়ের উপর আলোচনা করিয়া প্রত্যেকটি বস্তুর ফযীলত ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং এইদিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, বর্তমান বস্তুবাদী জড়জগতে মানুষের কৃত আমল কায়াহীন অদৃশ্য, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতে উহাকে দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বস্তুতে রূপান্তর ও পরিবর্তন করবেন এবং আখেরাতে উহা আমলকারীর সম্মুখে পেশ করিবেন।

৯৯. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَايَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍوَاحِدَةً قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا - (متفق عليه)

৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিলেন, এমন

সময় তিনি বললেন, এই কবরের দুই মুর্দাকে আযাব দেওয়া হইতেছে। তেমন কোন কঠিন কাজের ব্যাপারে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না (যাহা থেকে বাঁচিয়া থাকা মুশকিল) একজনের অপরাধ হইল সে প্রস্রাবের নাপাকী হইতে পবিত্র থাকার চেষ্টা করিত না। এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির অপরাধ হইল সে চোগলখুরী করিয়া ফিরিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের একটি তরুতাজা ডাল হাতে নিয়া দুই টুকরা করিলেন। অতঃপর প্রত্যেক কবরে একটি করে টুকরা গাড়িয়া দিলেন। সাহাবী আরয করিলেন, হে আল্লাহর নবী। কেন এমন করিলেন ? উত্তরে নবীজী এরশাদ করিলেন আশা করা যায় যতদিন ঢালদুইটি সম্পূর্ণ শুকাইয়া না যাইবে তাহাদের কবরের আযাব আসান করিয়া দেওয়া হইবে।

١٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ - (رواه ابن ماجه)

১০০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। প্রস্রাব হইতে পবিত্র না থাকার দরুন কবরের বেশীরভাগ আজাব হইবে।

মলমূত্র ত্যাগের আদাব, বা শিষ্টাচার

١٠١. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا - (متفق عليه)

১০১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাইবে তখন কিবলাকে সম্মুখে করিবে না এবং পিছনেও রাখিবেনা। বরং পূর্ব দিক অথবা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া বসিবে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইসলামে মানুষের জীবনের এমন একটি দিকও বাদ নাই যাহার সম্পর্কে আলোকপাত করে নাই। এক দিকে যেমন রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু পালনের নিয়ম পর্যন্ত শিক্ষা দিয়াছে। তেমনিভাবে অপরদিকে মাহফিল মজলিসের আদব-কায়দা হইতে শুরু করিয়া পায়খানা প্রস্রাবের শিষ্টাচার পর্যন্ত বাতলাইয়াছে। তাই বলা হয়। ইসলাম হইল মানুষের গোটা একটি জীবন ব্যবস্থা। উক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার প্রতি মুখ করিয়া অথবা পিট দিয়া পায়খানা ও প্রস্রাব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, ইহাতে কাবাশরীফের অপমান হয়। হাদীস দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গেল যে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া বা পিঠ দিয়া পায়খানা বা পেশাব করা অবৈধ বা নাজায়েয। সুতরাং আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে এই হাদীসের শিক্ষার ভিত্তিতে কোন অবস্থায়ই কাবার দিকে মুখ করিয়া বা পিঠ দিয়া পায়খানা বা প্রস্রাব করিতে পারিব না। কেননা, ইহাতে কাবার অপমান হয়। যাহা মুসলমানদের জন্য জঘন্য অপরাধ। যেহেতু কাবা শরীফ দ্বীনের বড় নিদর্শন। তাহা ছাড়া

হাদীসের শিক্ষা ইহাও যে, কোন অবস্থায় কাবার অপমান করা আমাদের জন্য বৈধ হইবে না। ইহা স্পষ্ট যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম মুখী হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্বোধন মদীনাবাসীদের জন্যই ছিল। কেননা বায়তুল্লাহ শরীফ মদীনা হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অনুরূপ ভাবে যাহারা মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত, তাহাদের জন্যও এই হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা যারা মক্কার পূর্বে অবস্থান করিতেছি কিংবা যাহারা মক্কার পশ্চিমের অধিবাসী তাহাদের জন্য উত্তর বা দক্ষিণমুখী হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইবে।

١٠٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ - (رواه ابن ماجه والدارمى)

১০২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পিতা যেমন পুত্রের জন্য (কল্যাণকামী হইয়া থাকেন) আমিও তোমাদের জন্য তদ্রূপ। আমি তোমাদিগকে সর্ব বিষয়ে (এমনকি পায়খানা প্রস্রাবের শিষ্টাচারও) শিক্ষা দিয়া থাকি। সুতরাং তোমরা যখন পায়খানায় যাইবে তখন কেবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখিবে না। তাহা ছাড়া তিনি তিনটি ঢিলা "কুলুখ" ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন। আবার শুকনা গোবর এর টুকরা এবং (পুরাতন) হাড্ডি দ্বারাও ঢিলা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং কোন ব্যক্তিকে তাহার ডানহাতে শৌচকাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (ইবনে মাজাহ - দারেমী)

١٠٣. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهٗ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَئْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ ! لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْاَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْاَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ أَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ - (رواه مسلم)

১০৩. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদা এক মুশরিকের পক্ষ হইতে বিদ্রূপ করিয়া) বলা হইয়াছে তোমাদের নবী তোমাদিগকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়াছেন এমনকি পায়খানায় বসার নিয়ম কানুন পর্যন্তও, তখন তিনি বলেন হাঁ। কেবলার দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। এবং ডান হাতে শৌচ কাজ সমাধা করিতে, এবং তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার করিতে এবং গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ঢিলা ব্যবহার করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। (মুসলিম)

١٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهٗ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍاَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهٗ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ - (رواه ابوداؤد)

১০৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যাইতেন তখন আমি তাঁহার জন্য কখনো কখনো "তাওরে" করিয়া অথবা কখনো কখনো রাকওয়ায় ভরিয়া পানি লইয়া যাইতাম। তিনি তাহা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিতেন, অতঃপর হাতখানা মাটির উপর মুছিতেন। ইহার পর আরেক পাত্র পানি আনিতাম, উহার দ্বারা তিনি অযূ করিতেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তাওর তামার পাত্রবিশেষ ও রাকওয়া চামড়ার তৈরী ছোট পাত্রবিশেষ। পানি দ্বারা হাত ধৌত করার পর পবিত্রতা অর্জিত হইলেও হাত হইতে দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না তাই হাতকে মাটিতে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা হাত ময়লাকে সরাসরি স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং উক্ত ময়লার চিহ্ন বা গন্ধ হাতে অবশিষ্ট থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। এতদ্ভিন্ন ময়লা বা পায়খানার মধ্যে এতক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে যাহা পানি দ্বারা ধুইলেও হাত হইতে যায় না। আর উহা খালি চোখে দেখাও যায় না। উহা চামড়ার সাথে মিশিয়া থাকে। মাটির মধ্যে এমন এক ধাতু আছে, ইহার দ্বারা মাজিলে বা ঘষিলে উহা মরিয়া যায়। অন্যথা উহা শরীরে প্রবেশ করিয়া মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। মহাজ্ঞানী আল্লাহর নবী উম্মতকে সেই শিক্ষাও দিয়াছেন। তাই ইস্তিঞ্জার পর মাটি দ্বারা হাত মোছাও মোস্তাহাব।

١٠٥. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ فَقَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ - (رواه ابن ماجه)

১০৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু আইয়ুব আনসারী, জাবের ও আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। যে, (আনসারীদের সম্পর্কে) যখন এই আয়াত নাযিল হয় فيه رجال يحبون الخ তথায় এইরূপ লোকেরা রহিয়াছেন, যাহারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা অর্জনকারীদগকে ভালবাসেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনসারগণ। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করিয়াছেন। তোমাদের পবিত্রতা কি ? তাহারা বলিলেন আমরা নামাযের জন্য অযূ করি নাপাকী অবস্থা হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি এবং ইস্তিঞ্জার পর (মলমূত্র ত্যাগের পর) পানি দ্বারা শৌচকর্ম করি। তখন নবী (সাঃ) বলিলেন, ইহাই তাহা (যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রশংসা করিয়াছেন)। সুতরাং তোমরা সর্বদা ইহা করিতে থাকিবে। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত আয়াতটি মসজিদে কুবার অধিবাসীদের শানে নাযিল হইয়াছে। তাহারা শুধুমাত্র ঢেলাকুলুখের ব্যবহারকে পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন না। বরং অতিরিক্ত পানি দ্বারাও শৌচকর্ম করিতেন।

١٠٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ - (رواه مسلم)

১০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা দুই অভিসম্পাতের কারণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অভিস্পাতের সেই কারণ দুইটি কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি মানুষ চলাচলের পথে অথবা ছায়ার স্থলে পায়খানা করে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ চলাচলের পথে পায়খানা করিলে পথচারীর তাকলীফ হইবে। বিশেষ করিয়া রাত্রের বেলায় সেই কষ্ট অধিকতর হইবে। আর সেইখানে পায়খানা দেখিলে আপনা আপনি মুখ হইতে গালি বা লানত বাহির হইয়া পড়ে। অনুরূপ ভাবে লোকদের বসার স্থান, পথের পার্শ্বে, ছায়াদার গাছের নীচে রৌদ্রের সময় মানুষ যেই খানে বসিয়া বিশ্রাম করে। মোট কথা মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষেধ।

١٠٧. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَالْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لَايَرَاهُ اَحَدٌ - (رواه ابوداؤد)

১০৭. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। যখন তিনি ইস্তিঞ্জার জন্য বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন তখন এতদূর তাশরীফ নিয়া যাইতেন যেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পান। (আবু দাউদ)

١٠٨. عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - (رواه الترمذى وابوداؤد)

১০৮. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি ইস্তিঞ্জার এরাদা করিতেন জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উত্তোলন করিতেন না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٠٩. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ - (رواه ابو داؤد)

১০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু-মুসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (দেখিলাম) তিনি প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন একটি দেয়ালের পাদদেশে নরম মাটির জায়গায় গেলেন এবং তথায় প্রস্রাব করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যখন তোমাদের কেহ প্রস্রাব

করিতে ইচ্ছা করে তখন যেন এইরূপ স্থান তালাশ করে যেন শরীরে প্রস্রাবের ছিটা আসিয়া না পড়ে। (আবূ দাঊদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রস্রাব হইতে বাঁচিয়া থাকা অপরিহার্য যেন উহার ছিটা আসিয়া গায়ে না পড়ে। কেননা, অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের সময় সতর্কতা অবলম্বন না করার দরুনই হয়। এইখানে নরম স্থানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু নরম স্থান হওয়া আবশ্যক নহে। বরং আবশ্যক হইল এমন স্থান যাহাতে প্রস্রাবের ছিটকা উপরের দিকে না উঠে। যেমন, ঢালু স্থান, পাকা হউক বা কাঁচা হউক।

١١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ – (رواه ابوداؤد)

১১০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমাদের কেহ যেন অবশ্যই আপন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে। অতঃপর তথায় গোসল বা অযূ করে, কারণ অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব উহা হইতে সৃষ্টি হয়। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পবিত্র পানি নাপাক প্রস্রাব মিশ্রিত হইয়া জমিন হইতে গায়ের দিকে আসার সম্ভাবনা থাকিলে সেইখানে প্রস্রাব করা মাকরূহ। সুতরাং যদি ছিটা পানি গায়ের দিকে আসার সম্ভাবনা না থাকে কিংবা প্রস্রাবের কিছুই সেইখানে আটকিয়া না থাকে বরং পানি ঢালিয়া দিলে উহা প্রবাহিত হইয়া যায় তখন সেইখানে প্রস্রাব করা মাকরুহ নহে। বর্তমানে আমাদের দেশে পাকা হাম্মামখানা ইহারই অন্তরগত।

١١١. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ جُحْرٍ – (رواه ابوداؤد والنسائى)

১১১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারজাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহই যেন কখনও কোন গর্তের মধ্যে প্রস্রাব না করে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ গর্তের মধ্যে কোন বিষাক্ত প্রাণী থাকিতে পারে। উত্তপ্ত প্রস্রাবে সে বিরক্ত হইয়া অতর্কিতে দর্শন করিতে পারে, বা বিষাক্ত গ্যাস বাষ্প নিক্ষেপ করিতে পারে। তাহা ছাড়া প্রস্রাবে গর্তের প্রাণীর কষ্ট হইবে। তাই উহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

١١٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ – (متفق عليه)

১১২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করিতেন তখন এই দু'আ বলিতেন, اللهم انى الخ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন পরীদের অনিষ্ট সাধন হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (বুখারী মুসলিম)

١١٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ – (رواه الترمذى وابن ماجه)

১১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হইতে বাহিরে আসিতেন তখন غفرانك বলিতেন। অর্থ, হে আল্লাহ। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে প্রশ্ন জাগে গুনাহ মাফীর জন্য ক্ষমা চাহিতে হয়। কিন্তু পায়খানা ত্যাগ করাতো কোন গুনাহ বা অপরাধ নহে। তবুও নবী (সাঃ) কেন গুনাহ মাফ কামনা করিতেন? ইহার জবাব হইল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা সর্বদা আল্লাহর যিকির স্বরণে মশগুল থাকিতেন। কিন্তু পায়খানায় যতক্ষণ থাকিতেন ততক্ষণ তাহা হইতে বিরত থাকিতেন, মানবীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সময়কার ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাহিতেন।

١١٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ – (رواه ابن ماجه)

১১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা ত্যাগ করিয়া বাহির হইতেন, তখন বলিতেন الحمد لله الذى الخ অর্থ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার শরীর হইতে কষ্ট দায়ক জিনিস দূর করিলেন, এবং আমাকে নিরাপদ করিলেন। (ইবনে মাজাহ)

মেসওয়াকের ফযীলত ও বরকত

١١٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ – (رواه الشافعى واحمد)

১১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। মেসওয়াক হইল মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (শাফিয়ী, আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মেসওয়াক করা সুন্নাত। উহা লম্বায় একবিঘত এবং মোটায় কনিষ্ঠ আঙ্গুলের পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে উহা মাজন করিতে ডান হাতে লইয়া তিন তিন বার দাঁতের পার্শ্বের বরাবরে ঘষিবে। দৈর্ঘ্য বরাবরে নহে। বাবলা গাছের কাঁচা নরম শাখা দ্বারা মেসওয়াক করা মোসতাহাব। যদি মেসওয়াক না পাওয়া যায় তখন হাতের আঙ্গুল দ্বারা ঘষিয়া লইবে। তবুও উহার ব্যবহার বর্জন করিবে না। পবিত্র পশমের ব্রাশ, টুথ পাউডার কিংবা পেষ্ট দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করাকে মাকরুহ ধারণা করা উচিত নহে। অবশ্য তাহা সুন্নাতের খেলাফ। দাঁতের গোড়ার ফাঁকে যেই ময়লা জন্মে, স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা বিশেষ ক্ষতিকর। এইজন্য দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেও ব্যাপক তাগিদ রহিয়াছে। তবে তিক্তবস্তু বা গাছের ডালা দ্বারা দাঁতন করিলে দাঁতের গোড়ায় জমানো অনেক জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। মেসওয়াকের ফযীলত হইল একদিকে

যেমন মুখের দুর্গন্ধ দূর করে অপর দিকে মৃত্যুর সময় কালেমা শরীফ স্মরণে থাকে। বিশেষতঃ আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের প্রতি মহব্বত করিলে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসা ও ইহপরকালের উপকার সাধিত হইবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, মেসওয়াক করিয়া নামায পড়া বিনা মেসওয়াকে নামায পড়ার চাইতে সত্তর গুণ উত্তম।

١١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (متفق عليه واللفظ المسلم)

১১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট কর হইবে বলিয়া মনে না করিতাম তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করিতে হুকুম করিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ "আমি তাহাদিগকে আদেশ করিতাম" দ্বারা "ওয়াজিব" হওয়ার আদেশ বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর কাজ না হইত তাহা হইলে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করা ওয়াজিব করিয়া দিতাম। কিন্তু তাহাদের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মেসওয়াককে সুন্নাত ঘোষণা করিয়াছি। হুযূর (সাঃ) এর বচন ভঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে মেসওয়াক করা অতীব প্রয়োজনীয়। সুতরাং উহা ওয়াজিব না হইলেও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সুন্নাতের চাইতে অধিক গুরুত্ব রাখে।

١١٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلَاَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (رواه ابن حبان فى صحيحه)

১১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে না করিতাম তাহা হইলে আমি তাহাদেরকে আদেশ দিতাম তাহারা যেন প্রত্যেক নামাযের অযূর সময় মেসওয়াক করে। (ইবনে হাব্বান)

١١٨. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاجَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِىْ بِالسِّوَاكِ لَقَدْخَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مُقَدَّمَ فِىَّ -

১১৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখনই আমার নিকট আসিতেন, তখনই আমাকে মেসওয়াক করার জন্য আদেশ করিতেন। যাহাতে আমার আশংকা হইল (অতিরিক্ত মেসওয়াক করার দরুন) আমার মুখের সম্মুখের দাঁতের মাড়ির বাকল উঠাইয়া ফেলি নাকি ? (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদা মেসওয়াক করার আদেশ করার মানে এই নহে যে, (নাউযু বিল্লাহ) তাঁহার মুখে দুর্গন্ধ ছিল বা তিনি মুখ অপরিষ্কার রাখিতেন, বরং উম্মতকে যেন এই ব্যাপারে জোর তাগিদ করে সেই শিক্ষাটিই দিয়াছেন।

١١٩. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - (رواه الترمذى)

১১৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ চারটি জিনিস হইল নবীগণের সুন্নাতের অন্তর্গত। (১) (মন্দকাজ হইতে) লজ্জা করা (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৩) মেসওয়াক করা (৪) বিবাহ করা। (তিরমিযী)

١٢٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعِبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّااَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ - (رواه مسلم)

১২০. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। দশটি বিষয় হইল সনাতন স্বভাবের অন্তরগত। গোঁফ খাটো করা। দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোওয়া, বগলের লোম উপড়াইয়া ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কাটা, ও ইস্তিঞ্জা করা, বর্ণনাকারী বলেন, দশমটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি সম্ভবত কুলি করা হইবে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ গোঁফ ছোট করা সুন্নাত। কেহ কেহ ব্লেড বা ক্ষুর দ্বারা কামাইয়া ফেলাকে মাকরুহ বলিয়াছেন। কিন্তু নাসাঈর বর্ণনায় দেখা যায় কামাইয়া ফেলা এবং ছোট করা উভয়টি জায়েয আছে। আল্লামা নবুবী বলেন এই পরিমাণ ছোট করা সুন্নাত যাহাতে ওষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। যোদ্ধাদের জন্য শত্রুদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোঁফ বড় রাখা জায়েয আছে। দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা রাখা সুন্নাত। দাড়ি রাখা সুন্নাত হইলে ইসলামে ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা, ইহা ইসলামের শেয়ার বা ইউনিফরম। এই হিসাবে ইহাকে ওয়াজীবও বলা হয়। এক মুষ্টির অতিরিক্তটুকু ছাটা বা কাটা জায়েয আছে, তবে না কাটাই উত্তম। এক মুষ্টির কমে রাখিয়া কাটা হারাম।

স্ত্রী লোকের দাড়ি গজাইলে উহা ফেলিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। নাকে পানি দেওয়া অযূর সুন্নাত। হাত ও পায়ের নখ কাটা সুন্নাত। আর কর্তিত নখ মাটিতে পুঁতিয়া রাখা মোস্তাহাব। প্রতি শুক্রবারে নখকাটা মোস্তাহাব। বগলের লোম উপড়াইয়া ফেলা সুন্নাত। ইহাতে কষ্ট বোধ হইলে কামাইয়া ফেলিবে। নাভীর নীচে গুপ্তস্থানের লোম মুড়াইয়া ফেলা সুন্নাত। তবে চল্লিশ দিনের বেশী রাখিবে না। খতনা করা সুন্নাত। খতনা জন্মের সপ্তম দিন হইতে বালেগ হওয়ার পূর্বে করিতে হইবে।

মেসওয়াকের সময়

١٢١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ - (راه احمدو ابوادؤد)

১২১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি রাত্রে কিংবা দিনে যখনই ঘুম হইতে উঠিতেন তখনই অযূ করার পূর্বে মেসওযাক করিতেন, (আহমদ, আবু দাউদ)

(নিদ্রার দরুন মুখের ভিতরে বাষ্প সৃষ্টি হইয়া দুর্গন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং জাগ্রত হওয়ার পর তাহা দূরীকরণার্থে মেসওয়াক করা আবশ্যক)

١٢٢. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ - (متفق عليه)

১২২. অনুবাদ ঃ হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠিতেন তখন সেওয়াক দ্বারা নিজের মুখ পরিষ্কার করিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٣. عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ - (رواه مسلم)

১২৩. অনুবাদ ঃ হযরত শুরাইহ বিন হানী (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ঢুকিতেন তখন কোন কাজ প্রথমে করিতেন ? উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, মেসওয়াক। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মেসওয়াক করাকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। এবং ইহাও বুঝা গেল যে, নামাযের অযূ ছাড়াও তিনি মেসওয়াক করিতেন। কেননা, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাহিরে লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরুন মুখের লালা ইত্যাদি জমাট হওয়ায় মুখের মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই উহা দূরীকরণার্থে মেসওয়াক করা প্রয়োজন মনে করিতেন।

অযূর পর্ব

অযূ আবশ্যক হওয়ার কারণসমূহ

١٢٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ (متفق عليه)

১২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যাহার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে তাহার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অযূ করে। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٥. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ - (رواه مسلم)

১২৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মূলত ইবাদত দুইভাগে বিভক্ত। কায়িক ও আর্থিক। কালেমা, নামায ও রোযা হইল কায়িক। যাকাত হইল আর্থিক। আর হজ্জ হইল উভয় সম্মিলিত। সুতরাং কায়িক ইবাদতের জন্য যেমন– পবিত্রতার প্রয়োজন, অনুরূপভাবে আর্থিক ইবাদতের মধ্যেও পবিত্রতা থাকিতে হইবে অন্যথা উহা কবুল হইবে না তথা বিশুদ্ধ হইবে না। উপরোক্ত হাদীসসমূহে কবুল হইবে না অর্থ হইল বিশুদ্ধ হইবে না।

١٢٦. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ -

(رواه ابوداؤد والترمذى والدارمى ورواه ابن ماجه عنه وعن ابى سعيد)

১২৬. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। নামাযের চাবি হইল পবিত্রতা। ইহার তাহরীম হইল (নামাযের শুরুতে) "আল্লাহু আকবার" বলা এবং উহার তাহলীল হইল নামায শেষে সালাম বলা। (আবু দাউদ, তিরমিযী দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তাহরীম অর্থ নামায শুরু করার পূর্বে যেই সমস্ত কাজ হালাল বা বৈধ ছিল। যেমন খাওয়া দাওয়া করা, কথা বার্তা বলা, চলা ফেরা করা ইত্যাদি নামায শুরু করার সাথে সাথে নামাযীর জন্য যতক্ষণ সে নামাযের মধ্যেরত থাকে ততক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ব্যতীত পার্থিব এই সব কিছু করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ঐ তাহরীমাই ইহার নিষিদ্ধকারী। আর তাই ইহাকে তাহরীম বলা হয়। আর তাহলীল অর্থ, যেই সমস্ত কাজ নামাযে রত থাকা কালীন করা হারাম ছিল তাহা পুনরায় করাটা হালাল হইয়া যায়।

١٢٧. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ -(رواه احمد)

১২৭. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ নামায হইল বেহেশতের চাবি এবং নামাযের চাবি হইল পবিত্রতা। (আহমদ)

অযূর ফযীলত ও বরকত

١٢٨. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ – (متفق عليه)

১২৮. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি উত্তম রূপে অযূ করিয়াছে তাহার শরীর হইতে গুনাহসমূহ ঝরিয়া পড়িয়াছে এমনকি নখের নীচ হইতেও (গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়িয়াছে)। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَاِلَيْهِ بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِقَطْرِالْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِقَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ – رواه مسلم)

১২৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বান্দা অযূ করে এতে তাহার চেহারা ধৌত করে তখন পানির সাথে তাহার চেহারা হইতে সকল গুনাহ বাহির হইয়া যায়। যাহা তাহার চোখের দৃষ্টির দরুন হইয়াছে। অতঃপর সে যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের সকল গুনাহ পানির সাথে বাহির হইয়া যায়, যেই সব গুনাহ সেই হাতের দ্বারা করিয়াছে। অতঃপর সে যখন পা ধৌত করে তখন পায়ের দ্বারা যেই সকল গুনাহ সে করিয়াছে সেই সকল গুনাহ বাহির হইয়া যায়। এইবার সে অযূ হইতে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে গুনাহ হইতে পাকছাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম ও হেদায়েত অনুযায়ী বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করার জন্য সুন্নাত ও আদবের খেয়াল

রাখিয়া উত্তমভাবে অযূ করিবে। ইহার দ্বারা কেবল অযূর অঙ্গের ময়লা ও বাতেনী নাপাকীই দূর হইবে না বরং অযূর বরকতে সমস্ত শরীর হইতে গুনাহের নাপাকী দূর হইয়া যাইবে। সেই হদ্‌স্‌ থেকে পাক হওয়ার সাথে সাথে গুনাহ থেকেও পাক হইয়া যাইবে। অযূর দ্বারা গুনাহসমূহ মাফ হয় ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ছগিরা গুনাহ মাফ হয়। আর কবীরাহ গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত হইল তাওবা করিতে হইবে।

١٣٠. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّافُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءَ - (رواه مسلم)

১৩০. অনুবাদ ঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ অযূ করিবে ভালভাবে (মুকাম্মাল) অযূ করিবে, অতঃপর অযূর শেষে এই দু'আ পড়িবে اشهد ان لا الـه الخ অর্থ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল। তাহা হইলে তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে সে যে-কোন দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অযূর পর উক্ত দু'আটি পাঠ করা মোস্তাহাব আর বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া যাওয়ার মানে হইল এমন ব্যক্তি মুমিন। আর বেহেশত মুমিনের জন্য অবধারিত। অযূর পর উল্লেখিত দোয়া পাঠ করিলে বেহেশতে যাওয়ার অর্থ হইল। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হইলে এই সামান্য আমলের বিনিময়েও আল্লাহ বেহেশত দান করিতে পারেন।

١٣١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ - (متفق عليه)

১৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতকে বেহেশতের দিকে ডাকা হইবে পঞ্চকল্যাণ ঘোড়ার ন্যায় উজ্জল অবস্থায় তাহাদের অযূর চিহ্নের দরুন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাহার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করিতে চাহে সেই যেন তাহা করে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুই হাত, দুইপা ও কপাল সাদা বর্ণ হওয়াকে গোররে মুহাজ্জাল বলা হয়। বিশেষ করিয়া যেই ঘোড়া এই ধরনের হয় উহাকে غر محجل বলা হয়। একদা নবী করীম (সাঃ) বলিলেন ঃ কেয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিয়া ফেলিব, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লোকের মধ্যে আপনি

তাহাদিগকে কিরূপে চিনিতে পারিবেন। ইহার জবাবে তিনি বলিলেন, অজুর চিহ্নের কারণে তাহারা গোররে মুহাজ্জাল হইবে। উহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারি। মোট কথা অযূর কারণে তাহাদের কপাল এবং অন্যান্য অঙ্গ যাহা অযূর মধ্যে ধোয়া হইয়া উহা চক্ চকে শুভ্র বর্ণের হইবে। উহা হইবে উক্ত উম্মতের চিহ্ন বা নিদর্শন।

١٣٢. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلَايُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ

- (رواه مالك واحمدو ابن ماجه والدارمى)

১৩২। **অনুবাদ ঃ** হযরত সাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকিবে। অবশ্য তোমরা সকল কাজে যথাযথভাবে অবিচল ও অটুট থাকিতে পারিবে না। তবে জানিয়া রাখিও যে, তোমাদের সকল কাজের মধ্যে নামাজই সর্বোত্তম আমল। কিন্তু ঈমানদার ব্যতীত অযূর যাবতীয় নিয়মের প্রতি যত্নবান হয় না। (মালেক, আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অযূ তথা পবিত্রতা রক্ষা করিয়া একজন মুমিনই চলিতে পারে। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি মুমিন সে অবশ্যই নামায কায়েম করিয়া থাকে। আর নামাযের জন্য অযূ হইল পূর্বশর্ত। কাজেই মুমিন ছাড়া অযূর যথাযথ যাবতীয় নিয়ম কানুন রক্ষা করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

অযূর নিয়মাবলী

١٣٣. عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ نَفْسَهٗ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

(متفق عليه واللفظ للبخارى)

১৩৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা তিনি এই ভাবে অযূ করিলেন যে, প্রথমে হাতে তিনবার পানি ঢালিলেন তারপর কুলি করিলেন এবং নাকে পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করিলেন, অতঃপর তিনবার মুখ ধৌত করিলেন, তার পর ডান হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করিলেন, অতঃপর বামহাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করিলেন, অতপর একবার মাথা মাসেহ করিলেন, অতঃপর ডান পা তিন বার ধুইলেন, তার পর বাম পা তিনবার ধুইলেন, তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে আমার এই

অযূর ন্যায় অযূ করিবে তার পর দুই রাকাত নামায পড়িবে। দুই রাকাত নামাযে বাজে কোন চিন্তা অন্তরে আনিবেনা (অর্থাৎ খুব মনোযোগের সাথে হুযূরী কল্‌ব নিয়া এখলাসের সাথে পড়িবে) তাহলে তাহার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উম্মতের উপর সহজ ও সুবিধার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অযূ করিয়াছেন। তিনি কখনও কখনও কোন অঙ্গকে একবার আবার কখনও দুইবার আবার কখনও তিনবার করিয়া ধৌত করিয়াছেন। তবে তিনি সাধারণতঃ হাত, পা ও মুখমন্ডল তিন তিন বার করিয়া ধুইতেন এবং মাথা একবারই মাসেহ করিতেন। অঙ্গ সমূহকে একবার করিয়া ধৌত করা ফরয, এবং তিন বার করিয়া ধৌত করা সুন্নাত। আর বিনা প্রয়োজনে ইহার অধিক বার ধৌত করা মাকরূহ। তবে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত তরীকা হইল উত্তম। তবে উল্লেখিত হাদীসে কুল্লি করা ও নাক পরিষ্কার করার ব্যাপারে সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই। অন্যান্য বর্ণনাতে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে তিনবারের উল্লেখ আছে।

١٣٤. عَنْ اَبِى حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رواه الترمذى والنسائى)

১৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হায়্যাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) কে অযূ করিতে দেখিয়াছি। তিনি এইরূপ করিলেন, প্রথমে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুইলেন, যতক্ষণ না তাহা পারিষ্কার হইল। অতঃপর তিনবার কুল্লি করিলেন, এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন, ইহার পর তিনবার মুখমন্ডল ও তিন তিনবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। অতঃপর একবার নিজের মাথা মাসেহ করিলেন। অবশেষে উভয় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত (তিনবার) ধুইলেন। পরে দাঁড়াইলেন এবং অযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করিলেন। ইহার পর বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করিলাম যে, তোমাদিগকে দেখাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযূ কিরূপ ছিল। (তিরমিযী ও নাসাঈ)

١٣٥. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلٰى هٰذَا -(رواه البخارى)

১৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করিলেন এবং অযূর স্থানসমূহ শুধু এক একবার করিয়া ধুইলেন। একবারের বেশী ধুইলেন না। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযূ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সেই দিনকার অযূর

মধ্যে এক বারের অধিক ধৌত করেন নাই। একবার করিয়া ধৌত করা ফরয। এই ভাবে অযূ জায়েয আছে বুঝাইবার জন্য হয়তো করিয়াছেন। অথবা পানির স্বল্পতার কারণে এমন করিয়াছেন।

١٣٦. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

(رواه البخارى)

১৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করিলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে দুই দুইবার করিয়া ধুইলেন। (বুখারী)

١٣٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ - (رواه النسائ وابن ماجه)

১৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব তাহার পিতার মাধ্যমে তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য বেদুঈন আসিয়া অযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করিয়া ধুইয়া দেখাইলেন। অতঃপর বলিলেন, অযূ এইরূপ। যে উহার উপর বাড়াইবে সে মন্দ করিবে, সীমা অতিক্রম করিবে এবং জুলুম করিবে। (নাসায়ী, ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রত্যেক অঙ্গ একবার করিয়া ধৌত করা ফরয। দুইবার করিয়া ধুইলে ভাল। তিনবার করিয়া ধুইলে বেশী উত্তম। সুন্নাতের নিয়তে তিনের অধিকবার ধোয়া গুনাহ। অবশ্য প্রয়োজনে জায়েয আছে।

١٣٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِىْ لَابُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ اِثْنَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذٰلِكَ وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ - (رواه احمد)

১৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি একবার অযূ করিল অর্থাৎ অযূর অঙ্গগুলো একবার করিয়া ধৌত করিল, ইহা অযূর সর্বনিম্ন দরজা যাহা ব্যতীত উপায় নাই। অর্থাৎ এর নিম্নে অযূ হইবে না। আর যেই ব্যক্তি দুই দুইবার ধুয়ে অযূ করিল সেই ডবল সওয়াব পাইবে। এবং যেই ব্যক্তি তিন তিন বার ধুয়ে অযূ করিল ইহা হইল আমার অজু এবং আমার পূর্বের সকল আম্বীয়াদের অযূ। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মসনদে আহমদে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধুয়ে অযূ করিলেন এবং বলিলেন ইহা অযূর সর্বনিম্ন দরজা যাহা ব্যতীত কাহারও নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। অতঃপর তিনি আবার অযূর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধুয়ে অজু

করিয়া বলিলেন, প্রথম অযূর মুকাবিলায় এখনের অযূর সওয়াব দ্বিগুণ হইবে। আবার অযূর অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধুয়ে অযূ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা হইল আমার অযূ এবং আমার পূর্বে সকল নবীদের অযূ অর্থাৎ আমি সচরাচর এভাবেই অযূ করিয়া থাকি এবং আগেকার নবীগণও এভাবেই অযূ করিতেন।

পরিপূর্ণভাবে অযূ করা

١٣٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوْا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ - (رواه مسلم)

১৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন অমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলাম। যখন আমরা রাস্তায় এক স্থানে পানির কাছাকাছি পৌঁছিলাম। তখন আমাদের মধ্যকার কতক লোক আসরের সময় তাড়াহুড়া করিয়া অযূ করিলেন। অতঃপর আমরা তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম, দেখিলাম তাহাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক চক্চক্ করিতেছে। উহাতে পানি লাগে নাই। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই গোড়ালীগুলির জন্য আগুনের শাস্তি রহিয়াছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে অযূ কর। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অযূর সমস্ত ফরয সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করিয়া অযূ করাকে ইসবাগে অযূ বা পরিপূর্ণ অযূ বলে। এই হাদীস হইতে পরিষ্কার ভাবে দুইটি কথা বুঝা যাইতেছে। একটি হইল অযূর মধ্যে যে যে অঙ্গ ধুইতে হয় তাহার কোন অংশ শুষ্ক থাকিলে অযূ হইবে না, এবং অপরটি হইল অযূতে পা ধৌত করা ফরয, মাসেহ করিলে জায়েয হইবে না।

١٤٠. عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا - (رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى)

১৪০. অনুবাদ ঃ হযরত লাকীত বিন সাবেরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম। হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে অযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, পরিপূর্ণভাবে অযূ করিবে। (অর্থাৎ অযূর অঙ্গসমূহে ঠিকমত পানি পৌঁছাইবে) আঙ্গুল গুলির মধ্যে খিলাল করিবে। আর নাকে ভালভাবে পানি পৌঁছাইবে। যদি তুমি রোযাদার না হও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

١٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ـ (رواه مسلم)

১৪১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন। আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না যে, আল্লাহ তায়ালা কিসের দ্বারা মানুষের গুনাহ মুছিয়া দেন, এবং তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? তাহারা উত্তরে বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলিলেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামায শেষ করার পর অন্য ওয়াক্তের নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর ইহাই হইল রিবাত্ব (বা প্রস্তুতি) ইহাই হইল রিবাত্ব। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রিবাত অর্থ হইল, শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া এবং শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করা। যেমন সীমান্ত রক্ষী সিপাহী। বিশেষ করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পাহারারত সিপাহীকে বলা হয় রিবাত্ব। ইহা অনেক নেকের কাজ। আর যেই সমস্ত লোক জিহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ পায় না তাহাদের জন্য সর্বদা নামাযের প্রতি তৎপর থাকাই রিবাত। এতদ্ভিন্ন সীমান্তের রক্ষী সদাসর্বদা অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে সচেতন ও সতর্ক থাকিলে শত্রু যেন নিজেদের এলাকায় অনুপ্রবেশ করিতে পারেনা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি নামায ও মসজিদের সাথে উল্লেখিত নিয়ম নীতিতে সম্পৃক্ত থাকে তাহা হইলে তাহার শত্রু শয়তান তাহাকে ধোঁকা বা প্রতারণায় ফেলিতে পারে না। ফলে সে নিজের শয়তান ও নিজের নফসের জন্য প্রহরী সাব্যস্ত হইয়া যায়। ইহাকে রিবাত বলা হইয়াছে।

١٤٢. عَنْ شَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَايُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ – (رواه النسائى)

১৪২. অনুবাদ ঃ তাবেয়ী হযরত শাবীব বিন আবু রাওহ (রাহঃ) রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িলেন এবং নামাযে সূরায়ে 'রুম' পাঠ করিলেন, কিন্তু উহা পাঠকালে কিছুটা এলোমেলো হইয়া গেল। অতঃপর যখন তিনি নামায শেষ করিলেন তখন বলিলেন, এই লোক গুলির কি হইয়াছে যে, আমাদের সাথে নামায পড়ে অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। ফলে ইহারাই আমাদের কুরআন পাঠে গোলযোগ ঘটায়। (নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তাদীর উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বনের অভাবে ইমামের নামাযের মধ্যেও গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি নবীজীর নামাযেও। তাই অযূ গোসলের প্রতি কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়।

অযূর উপর অযূ করা

١٤٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهُوْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ – (رواه الترمذى)

১৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই ব্যক্তি এক অযূর উপর পুনরায় অযূ করিবে তাহার জন্য অতিরিক্ত দশটি নেকী বরাদ্দ করা হইবে। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একবার অযূ করিয়া ফরয সুন্নাত বা নফল নামায পড়িয়া কিংবা কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করিয়া কিংবা এই জাতীয় কোন আমল করিয়া পুনরায় অন্য আরেকটি এবাদত করিবার জন্য নতুনভাবে তাজা অযূ করার মানে হইল পবিত্রতার উপরে অযূ করা। তবুও অযূ করার পর কোন রকমের নামায না পড়িয়া বা অন্য কোন এবাদত না করিয়া পুনঃ অযূ না করাই উত্তম। বরং এ সময় অযূ করাকে কেহ কেহ মাকরূহ বলিয়াছেন। হাঁ আমল করার পর অযূ থাকিলেও তাজা অযূ করিলে উল্লেখিত নেকী লাভ করিবে।

অযূর আদাবসমূহ

١٤٤. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ – (رواه الترمذى وابن ماجه)

১৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যেই ব্যক্তি অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে নাই তাহার অযূ হয় নাই। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহ তায়ালার নাম লইয়াই আরম্ভ করিতেন এবং তিনি এই কথাও বলিয়াছেন। আল্লাহর নাম ব্যতীত কোন কাজ করিলে তাহা অকল্যাণ ও অশুভ হয়। কাজেই অযূর ন্যায় একটি উত্তম কাজের শুরুতে আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করা অবশ্যই উচিত। দাউদ জাহেরী, ইসহাক ও ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেন। অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ না পড়িলে অযূ সহীহ হইবে না। কাজেই উহা ফরয। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না পড়িলে পুনরায় অযূ করিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আবু হানিফা (রাহঃ) বলেন, অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। হাদীসে অযূ হয় নাই অর্থ পরিপূর্ণ অযূ হয় নাই অথবা সওয়াব পাওয়া যাইবে না।

١٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ ـ (رواه الدار قطنى)

১৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই অযূ করিল এবং বিসমিল্লাহ পড়িল সে তাহার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করিল। আর যেই অযূ করিল অথচ বিসমিল্লাহ পড়িল না সেই কেবল তাহার অযূর স্থান সমূহকেই পবিত্র করিল। (দারেকুতনী)

١٤٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَكَ لَاتَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءِ ـ (رواه الطبرانى فى الصغير)

১৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি যখন অযূ করিবে তখন বিসমিল্লাহ ও আলহাম দুলিল্লাহ বলিয়া নিবে। (এর তাসির এই হইবে যে) যতক্ষণ তোমার এই অযূ বাকি থাকিবে ততক্ষণ তোমার হেফাযতকারী ফিরিশতা অর্থাৎ আমল লিখক ফেরেশতা তোমার জন্য নেক লিখিতে থাকিবে। (তিবরানী)

١٤٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَالَبِسْتُمْ وَاِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِيَمَانِكُمْ – (رواه احمد وابوداؤد)

১৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা যখন কাপড় পরিধান করিবে ও অযূ করিবে তখন তোমরা ডান দিক হইতে শুরু করিবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

١٤٨. عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ـ (رواه الترمذى وابوداؤدو ابن ماجه)

১৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযূ করিতে দেখিয়াছি। তিনি যখন অযূ করিতেন তখন বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলি দ্বারা দুই পায়ের অঙ্গুলিসমূহ মর্দন করিতেন।
(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٤٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ ـ
(رواه ابوداؤد)

১৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অযূ করিতেন তখন এক কোষ (অঞ্জলী) পানি লইতেন এবং চিবুকের নীচ দিয়া দাড়িতে প্রবেশ করাইয়া দিতেন এবং উহা দ্বারা দাড়ি খিলাল করিতেন। আর বলিতেন, এইরূপ করার জন্য আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি ছিল ঘন। তাই তিনি পানি দাড়ির গোড়ায় পৌছানোর জন্য এইরূপ করিতেন। আবু সত্তর হাসান বিন সালেহ ও দাউদ জাহেরী বলেন, অযূ এবং গোসলে উভয় ক্ষেত্রে দাড়ি খিলাল করা ফরয। ইমাম শাফেয়ী, মালেকী, সওরী ও আওযায়ী বলেন, অযূর মধ্যে দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব নহে। অবশ্য ফরয গোসলের মধ্যে ওয়াজিব। হানাফীদের মাযহাব হইল, যদি দাড়ি পাতলা হয় এবং দাড়ির ফাঁকে ভিতরের চামড়া দেখা যায় তখন চামড়া পর্যন্ত পানি পৌছানো ওয়াজিব, আর যদি দাড়ি ঘন হয় এবং চামড়া দেখা না যায়, তখন খিলাল করিলেই চলিবে।

١٥٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ - (رواه النسائى)

১৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অযূর সময়) নিজের মাথা মাসেহ করিয়াছেন এবং উভয় কানের ভিতরের দিক। তবে কানের ভিতরের দিক মাসেহ করিয়াছেন শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা (তর্জনি দ্বারা) এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা। (নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম মালেক, শাফেয়ী আহমদ ও আবু সত্তর বলেন, কান মাসেহ করার জন্য নতুনভাবে পানি লইতে হইবে, মাথা মাসেহ করার পর হাতে অবশিষ্ট তারল্যের দ্বারা মাসেহ করিলে সুন্নাত আদায় হইবে না কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও সাওরী বলেন নতুনভাবে পানি লওয়ার আবশ্যক নাই। আল্লামা ইবনে কাইয়্যোম বলেন, নবী (সাঃ) কান মাসেহ করার জন্য নতুন পানি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া সহীহ কোন হাদীস বর্ণিত নাই।

١٥١. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَىْ اُذُنَيْهِ - (رواه ابوداؤد)

১৫১. অনুবাদ ঃ হযরত রুবাই বিনতে মুয়াব্বেয (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করিয়াছেন। অতঃপর মাসেহের সময় তাঁহার দুই অঙ্গুলী দুই কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাইলেন। (আবু দাউদ)

١٥٢. عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِيْ اِصْبَعِهِ - (رواه الدارقطنى وابن ماجه)

১৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আবুরাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের অযূ করিতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নাড়াচাড়া করিয়া নিতেন। (দারেকুত্বনী, ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আংটির নীচে সহজে পানি পৌঁছিতে পারে এই রূপ ঢিল থাকিলে উহাকে নাড়িয়া দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকিলে তখন উহাকে নাড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব।

١٥٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهٰذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ؟ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ – (رواه احمد و ابن ماجه)

১৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন অমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। এই সময় তিনি অযূ করিতে ছিলেন। তখন হুযূর (সাঃ) তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হে সাদ! এইভাবে কেন অপব্যয় করিতেছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। অযূতেও কি অপব্যয় আছে ? তিনি বলিলেন হাঁ নিশ্চয়। যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর ধারে হও। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

١٥٤. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ – (رواه الترمذى)

১৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যখন তিনি অযূ করিতেন তখন নিজের কাপড়ের কিনারা দ্বারা মুখ মন্ডল মুছিয়া ফেলিতেন। (তিরমিযী)

١٥٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَابِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلَّاوَصَلَّيْتُ بِذَاكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ - (متفق عليه)

১৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন ফজর নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)-কে বলিলেন, হে বিলাল। বল দেখি তুমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন আশাপ্রদ কি আমল করিয়াছ যাহার বিরাট সওয়াবের আশা তুমি করিতে পার ? কেননা আমি বেহেশতে আমার সম্মুখে তোমার পায়ের জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। উত্তরে হযরত বিলাল (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি ইহা ছাড়া এমন কোন কাজ করি নাই যাহার বিরাট সওয়াবের আশা করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, আমি রাত বা দিনে যখনই পবিত্র হইয়াছি অর্থাৎ অযূ করিয়াছি তখনই সেই অযূদ্বারা আমি নামায পড়িয়াছি যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আমাকে তৌফিক দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আমি সর্বদা অযূর পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অযূর নামায পড়িয়া আসিতেছি। (বুখারী, মুসলিম)

মোযার উপরে মাসেহ করা অধ্যায়

١٥٦. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - (متفق عليه)

১৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত মুগিরা বিন শু'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (হুযুর (সাঃ) অযূ করিতে শুরু করিলে) আমি হুযুর (সাঃ)-এর পায়ের মুযাগুলি খুলিবার জন্য চাইলাম, হুযূর বলিলেন মুযাছাড় কারণ আমি এই মুযাগুলি পবিত্রাবস্থায় পরিধান করিয়াছি। অতঃপর তিনি এইগুলির উপর মাসেহ করিয়া নিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে মোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল এমন মোযা যাহা পরিধান করিলে পায়ে পানি প্রবেশ করিতে পারে না। যেমন চামড়ার তৈরী মোযা। তৎকালের আরবেরা চামড়ার নির্মিত মোযাই পরিত, বর্তমান বিশ্বের শীতপ্রধান দেশে এখনও প্রায় চামড়ার মোযাই পরিধান করে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে মোযার অর্থ সুতী বা কাপড়ের তৈয়ারী মোযা নহে বরং চামড়ার তৈরী মোযা। মোযার উপরে মাসেহ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। শিয়া, খারেজীদের ব্যতীত সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য যে, চামড়ার মোযার উপরে মাসেহ করা জায়েয আছে। কারণ ইহার বৈধতার হাদীস "অাওয়াতুরের" সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহার অস্বীকারকারী পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের এবং ইজমার অস্বীকার কারীরূপে পরিগণিত হইবে।

١٥٧. عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِى قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ - (رواه مسلم)

১৫৭. অনুবাদ ঃ তাবেয়ী হযরত শুরাইহ বিন হানী (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী বিন আবু তালিবকে মোযার উপরে মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (উহা কত দিন যাবত করা যায়) উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার মুদ্দত মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মত হইল স্ব-গৃহে বসবাসকারীর জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত মোযার উপরে মাসেহ করা জায়েয আছে।

অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

١٥٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ ـ (متفق عليه)

১৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অযূ করে। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٩. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَبْنَ الْاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ - (متفق عليه)

১৫৯. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হইলাম অত্যন্ত যৌনরসসিক্ত ব্যক্তি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (ফাতিমা) আমার পত্নীরূপে আমার ঘরে থাকায় আমি নবী করিম (সাঃ) কে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাবোধ করিতাম। অতএব, আমি মিকদাদ (রাঃ) কে ইহা বলিলাম তিনি (আমার নাম উল্লেখ না করিয়া) নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হুযুর পাক (সাঃ) বলিলেন, সেই ব্যক্তি প্রথমে তাহার পুরুষাঙ্গ ধুইয়া ফেলিবে। অতঃপর অযূ করিবে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মযি (যৌনরস) সাধারণতঃ স্ত্রীর সাথে অধিক মিলামিশা ও কৌতুক করার দরুন নির্গত হয়। এই হাদীস হইতে এই শিষ্টাচারিতাও বুঝা যাইতেছে যে, লজ্জা শরমজনিত কথাবার্তা এমন লোকের সম্মুখে আলোচনা করিতে নাই যাহার কাছে বলাটা শোভা পায় না বিশেষতঃ যখন অন্য লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া যায়। শরীয়তের বিধানে লজ্জা করা ঠিক নয় একথা সত্য বটে, তবুও নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যথা শ্রদ্ধা সম্মানে লাঘব হইতে পারে।

١٦٠. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دَمِشْقَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ - (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى)

১৬০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করিলেন অতঃপর অযূ করিলেন। রাবী বলেন অতঃপর আমি সাওবান (রাঃ) এর সাথে দামেশকের মসজিদে সাক্ষাত করিলাম। আমি তাহার সাথে ইহার আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন ঠিকই আছে, আমি হুযুর (সাঃ) এর অযূর পানি ঢালিয়া দিয়াছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

١٦١. عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ - (رواه مالك)

১৬১. অনুবাদ ঃ হযরত বুসরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ আপন পুরুষ ঙ্গ স্পর্শ করিবে সে যেন অবশ্যই তখন অযূ করে। (মালেক)

١٦٢. عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِىْ اَوْ قَالَ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلَاةِ أَعَلَيْهِ وُضُوْءٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا اِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ – (رواه الترمذى وابوداؤد نسائ ابن ماجه)

১৬২। **অনুবাদ ঃ** হযরত তাল্‌ক বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলিল আমি আমার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছি অথবা বলিল এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তাহার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তাহার অযূ করিতে হইবে কি ? উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন (তাহাকে অযূ করিতে হইবে না) ইহাতো শরীরের একটা অঙ্গ বৈ কিছুই নহে। (তিরমিযী আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ও মালেক (রাহঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন, আবরণ ব্যতীত সরাসরি হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অযূ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহারা হযরত বুসরা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেন যে কোন অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অযূ নষ্ট হইবে না। তিনি তালক বিন আলী (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। ইমাম আবু হানিফার পক্ষ হইতে বুসরার হাদীসের জবাবে বলা হইয়া থাকে যে, তালকের হাদীস অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ তালক পুরুষ ও বুসরা স্ত্রী লোক। সাধারণত ঃ পুরুষের স্মৃতিশক্তি নারীদের তুলনায় প্রবল। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাক্ষ্যের ব্যাপারে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ব্যাপারটি ও পুরুষ সক্রান্ত।

বিভিন্ন সাহাবাদের রেওয়ায়েত ও হযরত তালকের বর্ণনার সমর্থন করে যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, উহা একটি গোশতের খন্ড ব্যতীত অন্য কিছু নহে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নামাযের মধ্যে আমার কান স্পর্শ করি কিংবা নাক স্পর্শ করি অথবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি উহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই সমস্ত সহীহ বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তালকের হাদীস কার্যকরী বহাল আছে এবং বুসরার হাদীস মনসুখ বা মাতরুক।

গোসলের পর্ব

গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ

١٦٣. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِي الْمَذِيِّ الْوُضُوْءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ - (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

১৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হইলাম অত্যন্ত যৌনরস সিক্ত ব্যক্তি। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিয়াছেন, মযীর কারণে অযু এবং মনীর কারণে গোসল করিতে হয়। (আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মযীর সম্পর্ক শরীরের আদ্রতার সাথে যেমন ঘর্ম। তবে উহা নাপাক বস্তু বাহির হওয়ার জায়গা দিয়া নির্গত হয়, তাই উহা নাপাক। সুতরাং উহাতে অযূই যথেষ্ট। কিন্তু মনীর (বীর্যের) সম্পর্ক রক্তের সাথে। আর উহা শরীরের সর্বত্র বিরাজ মান। অতএব উহা নির্গত হইলে সারা শরীর ধুইতে তথা গোসল করিতে হয়।

١٦٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ـ(متفق عليه)

১৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ স্ত্রীর চারি শাখার সম্মুখে বসে এবং সঙ্গমরত হইয়া বীর্যপাতের জন্য প্রয়াস পায়। তখন নিশ্চয় গোসল ফরয হয়। যদিও সে বীর্যপাত না করে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ স্বপ্নদোষ কিংবা স্ত্রী সহবাস করা কিংবা অন্য কোনভাবে রেতঃপাত হইলে সমস্ত উলামাদের ঐকমত্য যে, গোলস ফরয হইবে। যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করে তবে চারি ইমামের মতে গোসল ফরয হইবে। চাই রেতঃপাত হউক বা না হউক।

١٦٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ إِحْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِيْ يَرٰى أَنَّهُ قَدِاحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَاغُسْلَ عَلَيْهِ ـ(رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجه والدارمى)

১৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন পুরুষ (জাগ্রত হইয়া) আর্দ্রতা পাইতেছে, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়িতেছে না। এখন সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন, সে গোসল করিবে। অপর পক্ষে কোন পুরুষ স্মরণ করিতেছে যে, তাহার স্বপ্ন দোষ হইয়াছে অথচ শুক্রের আর্দ্রতা কোথাও পাইতেছে না। সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন, তাহার উপর গোসল ফরয নহে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি কোন নারী বা পুরুষ স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করে কিন্তু জাগ্রত হইয়া বীর্য বা উহার চিহ্ন আর্দ্রতা কিছুই দেখে না তখন সর্ব সম্মতিক্রমে তাহার উপর গোসল ফরয নহে। যদি কেহ আদ্রতা দেখিতে পায়, তখন উহার বিভিন্ন অবস্থা হইতে পারে তন্মধ্যে বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। তখন হানাফী উলামাদের মতে গোসল ওয়াজিব হইবে। তাই স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হউক বা না হউক। আর যদি বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয় তবে গোসল ওয়াজিব নহে।

١٦٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ـ
(متفق عليه)

১৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তায়ালা হক কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। তথা বিরত থাকেন না। (অতএব আমিও এমন একটি কথা আলোচনা করিতে লজ্জাবোধ করিতে চাই না) স্বপ্নদোষ হইলে স্ত্রী লোকের উপরও কি গোসল ফরয হয় ? নবী করীম (স) বলিলেন অবশ্যই ফরয হয়। যখন সে জাগ্রত হইয়া বীর্যের পানি দেখে। এই কথা শুনিয়া হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) লজ্জায় নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন । হে আল্লাহর রাসূল। স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? (এবং পুরুষের ন্যায় বীর্যপাত হয় ?) উত্তরে হুযূর (স) বলিলেন, হাঁ, কি আশ্চর্য! তোমার ডানহাত ধুলায় মলিন হউক। যদি তাহাই না হয় তবে সন্তান কখনও কখনও তাহার (মায়ের) আকৃতি ও সদৃশ হয় কি রূপে ? (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত হাদীস হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, নারী পুরুষ উভয়েরই রেতঃবীর্য আছে এবং যে যে কারণে পুরুষের স্বপ্নদোষ হয় সে কারণে নারীরও হইয়া থাকে এবং উভয়ের উপরেই গোসল ফরজ হয়।

ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি কুরআন পড়িবে না ও মসজিদে প্রবেশ করিবে না

١٦٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقْرَءُ الْحَائِضُ وَلَاالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ (رواه الترمذى)

১৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঋতুবতী নারী ও নাপাক ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পড়িবেনা। অর্থাৎ, কুরআন পাঠ করিবে না। (তিরমিযী)

١٦٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّيْ لَاأُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَاجُنُبٍ ـ (رواه ابوداؤد)

১৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমাদের এই সমস্ত ঘরগুলির দরওয়াজা মসজিদের দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দাও। (যেন মসজিদের ভিতর দিয়া তোমাদের চলা চলের পথ না হয়) কেননা, আমি ঋতুবতী মহিলাকে ও নাপাক ব্যক্তিকে মসজিদে আসা জায়েয মনে করি না। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ঋতুস্রাব ও নাপাকী অবস্থায় নামায পড়িতে পারে না এবং তাহাদের জন্য মসজিদেও প্রবেশ করা জায়েয নহে।

নাপাকীর গোসল করার নিয়মাবলী

١٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَاَنْقُوا الْبَشَرَةَ –(رواه ابوداؤد والترمذى وابن ماجه)

১৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক কেশ বা চুলের নীচেই নাপাকী রহিয়াছে। সুতরাং কেশসমূহকে উত্তম রূপে ধুইবে এবং শরীরের চামড়াকে ভালভাবে মর্দন করিয়া পরিষ্কার করিবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আবু হানিফা আহমদ ও মালেক (রাহঃ) বলেন, কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়াসহ সারা শরীরে পানি পৌঁছানো ফরয। সুতরাং যদি একটি চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক থাকে, তবে জানাবাত বাকী থাকিয়া যাইবে। যেমন ঃ শরীরের কোথাও মাটি শুকাইয়া রাগিয়া থাকা বা আটা ময়দার খামির বা মোমবাতি অথবা শুকনা চুনা ইত্যাদি লাগিয়া থাকিলে উহার নীচে পানি পৌঁছায়না। অনুরূপভাবে নখ-পালিশ আল্‌তা ইত্যাদি নখে বা ঠোঁটে লাগিয়া থাকা অবস্থায় জানাবাতের ফরয গোসল আদায় হইবে না।

١٧٠. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاْسِىْ ثَلَاثًا

– (رواه ابوداؤدا واحمد والدارمى الا انهما لم يكرر فمن ثم عاديت راسى)

১৭০. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি একটি চুল পরিমাণ স্থানও নাপাকীর গোসলে ছাড়িয়া দিয়াছে উহাকে ধৌত করে নাই (কিয়ামতের দিনে) তাহাকে এই জন্য দোযখের আগুনে এই রূপে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই কথা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সেই অবধিই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা পোষণ করিয়াছি। সেই হইতেই আমি আমার মাথার সহিত শত্রুতা করিয়াছি। তখন হইতেই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা পোষণ করিয়াছি। (আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা পোষণ করিয়াছি। অর্থাৎ আমি আমার মাথার চুলের সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করিয়াছি। মাথায় বাবড়ী চুল রাখা অন্যায় বা দোষের কিছুই নহে। কেননা নবী কারীম (সাঃ) স্বয়ং এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের অপর তিনজন হজ্জ্ব ব্যতীত অপর সব সময়ই বাবড়ী রাখিয়াছেন। কিন্তু যখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে জানাবাতের গোসলের সময় চুলের গোড়ায় পানি না পৌঁছিলে মারাত্মক শরয়ী অপরাধ হইবে। তখন হইতে আমি মাথা মুন্ডাইয়া ফেলি। তবে চুল মুড়ানোও হুযূরের সমর্থিত এবং হযরত আলীর আমল হিসাবেও সুন্নাত।

١٧١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى إِذَا رَأٰى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৭১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের (না-পাকীর) গোসল করিতে মনস্থ করিতেন, প্রথমে দুই হাত (কবজি পর্যন্ত) ধুইতেন। অতঃপর ডান হাতের দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালিতেন এবং উহা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুইয়া লইতেন, অতঃপর অযূ করিতেন নামাযের অযূর ন্যায়, অতঃপর পানি লইতেন এবং আঙ্গুলগুলি চুলের গোড়ায় পৌঁছাইতেন, এবার যখন তিনি ধারণা করিতেন যে সকল চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাইয়াছেন তখন দুই হাতের দ্বারা অঞ্জলি ভরিয়া তিনবার মাথার উপরে পানি ঢালিতেন, অতঃপর সর্ব শরীরে পানি প্রবাহিত করিতেন, অতঃপর সর্বশেষে দুই পা ধুইতেন।

(বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পুরুষের মাথায় লম্বা চুল থাকিলে তাহার গোড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয। অন্যথা ফরয গোসল আদায় হইবে না। অবশ্য নারীদের জন্য এ ব্যাপারে কিছু শিথিলতা আছে। স্বাভাবিকভাবে মাথার উপরে পানি ঢালিয়া দিলে চুলের গোড়ায় পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে। তাই তিনি প্রথমে চুলের গোড়ায় পানি ঢালিয়া উহা ধুইয়া লইতেন।

١٧٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلٰى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ

ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلٰثَ حَفَنَاتٍ مَلأَ كَفِّهٖ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهٖ ذَالِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهٗ ـ

১৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা উম্মুল মো'মেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলিয়াছেন। একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকীর গোসলের জন্য পানি রাখিলাম। প্রথমে তিনি দুইহাত কব্জি পর্যন্ত দুইবার বা তিনবার ধুইলেন। অতঃপর পানির পাত্রে হাত ঢুকাইলেন। হাতে পানি নিয়া ইস্তিঞ্জার স্থানে ঢালিয়া বাম হাতে তাহা ধুইলেন। অতঃপর বাম হাতকে জমিনে ভালভাবে ঘষিয়া পরিষ্কার করিলেন। তারপর নামাযের অযূর ন্যায় অযূ করিলেন। অতঃপর মাথাতে তিন কোষ পানি ঢালিয়া দিলেন, তার পর সমস্ত শরীর ধৌত করিলেন, অতঃপর পূর্বস্থান থেকে সরিয়া দুই পা ধুইলেন, অতঃপর আমি একটি রুমাল নিয়া আসিলাম, তিনি উহা ফিরাইয়া দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অধিকাংশ হানাফী উলামাদের মতে অযূ বা গোসলের পরে ভিন্ন কাপড় দ্বারা পানি মুছিয়া ফেলা মুস্তাহাব। তাহারা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসের অনুসরণ করেন। যেমন তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক খন্ড কাপড় ছিল। অযূর পরে তিনি উহাদ্বারা অঙ্গসমূহ মুছিয়া ফেলিতেন"। এতদ্ভিন্ন হযরত মায়মুনা (রাঃ) হুযূরকে রুমাল আগাইয়া দেওয়ায় ইহাই প্রমাণ করে যে, হুযূরের এই সময় হাত মুখ ইত্যাদি মোছার অভ্যাস ছিল। তবে সেই দিন রুমালটা কেন গ্রহণ করেন নাই তাহার বিভিন্ন কারণ হইতে পারে। যেমন কাপড়টা হয়তো অপবিত্র ছিল, ইহা মায়মুনা (রাঃ) জানিতেন না বরং হুযূর (সাঃ) জানিতেন। অথবা গ্রীষ্মের দিন ছিল দীর্ঘক্ষণ পানির শীতলতা উপভোগ করার জন্য গা মোছেন নাই। অথবা যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। অথবা না মুছাও জায়েয প্রমাণের জন্য সেইদিন রুমাল গ্রহণ করেন নাই। মোটকথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে হানাফীদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

١٧٣ . عَنْ يَعْلٰى قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِّىٌّ سَتِيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ ـ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ـ (رواه ابوداؤد والنسائ)

১৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত ইয়ালা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যে, সে উন্মুক্ত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় গোলস করিতেছে। অতঃপর তিনি (রাগান্বিত অবস্থায়) মিম্বরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী, তিনি লজ্জাশীলতা ও অন্তরাল করাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমাদের যে কেহ গোসল করে সে যেন পর্দা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মানুষের দৃষ্টি হইতে লজ্জাস্থান আড়াল করিয়া রাখা ওয়াজিব। তবে আমাদের দেশে যেইভাবে পুকুরে নদীতে মানুষের দৃষ্টির সন্মুখে গোসল করার নিয়মরীতি চলিয়া আসিতেছে তাহা মাকরুহ। কেননা ভিজা কাপড়ে শরীরের আভ্যন্তরীণ গোপন অঙ্গ অনেকটা প্রকাশ্য হইয়া পড়ে।

ঈদ ও জুমআর দিনে গোসল করা

١٧٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ – (متفق عليه)

১৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন জুমআর নামাযের জন্য আসিবে তাহলে সে যেন গোসল করে অর্থাৎ জুমআর নামাযে আসার জন্য গোসল করে আসা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

١٧٥. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ –

১৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুমআর দিনে (জুমআর নামাযের জন্য) অযূ করিয়া নেয় ইহাই ঠিক ও যথেষ্ট আর যেই ব্যক্তি গোসল করে তবে গোসল করা উত্তম। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারামী)

١٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ –

১৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হক হইল অর্থাৎ জরুরী হইল সপ্তাহের সাত দিনে (অন্তত) একদিন (জুমার দিন) গোসল করা। নিজের মাথা ও সমস্ত শরীর উত্তমরূপে ধুইবে। (বুখারী, মুসলিম)

١٧٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى – (رواه ابن ماجه)

১৭৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে গোসল করিতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হইল জুমআর দিন ও ঈদের দিনে গোসল করা সুন্নাত। কেননা জুমার দিন লোকজন একত্রে মসজিদে নামায পড়ে। গোসলবিহীন অবস্থায় মসজিদে আসিলে একজনের গায়ের গন্ধ অন্যের গায়ে লাগিবে এবং একজনের দেহের গন্ধে অন্যের কষ্ট হইবে। ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতে জুমআর দিন গোসল করা সুন্নাত।

তায়াম্মুমের পর্ব

١٧٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌلِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِلْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالُوْا اَلَاتَرٰى اِلٰى مَاصَنَعَتْ عَائِشَةُ ـ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍو رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْنَامَ - فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِىْ بِيَدِهٖ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّامَكَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِىْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ مَاهِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَااٰلَ اَبِىْ بَكْرٍ ـ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَالَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ـ متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৭৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বাহির হইলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা জাতুল জাইশ নামক স্থানে পৌঁছিলাম সেখানে আমার হার ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। (আমি হুযূর (সাঃ) কে ইহা অবগত করাইলাম) হার তালাকের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইখানে অবস্থান করিলেন তাহার সাথে যে সকল লোক ছিল তাহারাও অবস্থান করিলেন। সেই স্থানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। কিছু লোক (আমার আব্বা) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট আসিয়া বলিল, দেখেছেন আয়েশা কি করিয়াছে? সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার সাথীদেরকে এখানে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে। অথচ এখানেও পানি নাই। এবং তাদের সাথেও পানি নাই। আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উরুর উপরে মাথা রেখে

আরাম করিতেছিলেন। তাহার ঘুম এসে গিয়েছিল। (আব্বাজী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) তুমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁহার সাথীদেরকে এখানে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছ অথচ এখানে কোন পানির ব্যবস্থা নাই। এবং সাথীদের কাছেও কোন পানির ব্যবস্থা নাই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন তখন আবু বকর (রাঃ) যাহা চাহিলেন গাল মন্দ করিলেন, এবং তাহার হাতদ্বারা আমার কোমরে খুচা মারিতে লাগিলেন। তখন হুযূর (সাঃ) আমার উরুতে ঘুমিয়ে আছেন তাই আমি নড়াচড়া করি নাই। পানি ছাড়াই প্রভাত হইল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করিলেন। অতঃপর তাহারা সকলে তায়াম্মুম করিল। অতঃপর উসাইদ ইবনে হোযাইর বলিল, হে আবু বকর পরিবার, ইহা হইল তোমাদের প্রথম বরকত। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমরা সোয়ারী নিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। অতঃপর সোযারীর নীচে আমরা হার পাইয়া গেলাম। (বুখারী, মুসলিম)

১٧٩. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ - (رواه مسلم)

১৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত হুযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে আমাদিগকে (উম্মতে মোহাম্মদীকে) সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। (১) আমাদের নামাযের সারিকে ফেরেশতাদের সারির মত করা হইয়াছে। (২) সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান বানানো হইয়াছে। (৩) যখন আমরা পানি না পাই তখন উহার মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সমগ্র মানব জাতির উপর আমাদিগকে শুধুমাত্র তিনটি বস্তু নহে এবং আরো বহু বিষয়ে। শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, এক সময়েই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এক সাথে দেওয়া হয় নাই। অতএব যখন যেই পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তখন সেই পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যদি উক্ত স্থানটি পবিত্র হয় নামাযের সময় হইলেই সেখানে নামায পড়ার অনুমতি রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাহাদের উম্মাতকে ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান যেমন গীর্জা কানিসা ও বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য স্থানে এবাদত করার অনুমতি ছিল না। আর আমাদের জন্য পানির অবর্তমানে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি ছিল না। ইহা আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ মাত্র।

١٨٠. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ - (رواه احمد والترمذى وابوداؤد)

১৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আবুযার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী। যদিও দশ বৎসর যাবত পানি না পায়। যখন পানি পাইবে তখনই সে যেন তাহার শরীরে পানি লাগায়। বস্তুতঃ ইহাই তাহার জন্য উত্তম। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

١٨١ . عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَالِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ـ (رواه ابوداؤد والدارمى)

১৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বাহির হইল। অতঃপর নামাযের সময় হইল অথচ তাহাদের সাথে পানি ছিল না। সুতরাং উভয়ে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিল এবং নামায পড়িল। পরে তাহারা নামাযের সময়ের মধ্যেই পানি পাইয়া গেল। ইহাতে তাহাদের একজন অযূ করিয়া নামাজ পুনরায় পড়িল, কিন্তু অপরজন পড়িল না। অতঃপর তাহারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার কাছে এই বিষয়টি জানাইল। যেই ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়ে নাই তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করিয়াছ। তোমার সেই নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি দোহরাইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ পারিশ্রমিক রহিয়াছে।
(আবু দাউদ, দারেমী)

নাপাকীর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম

١٨٢ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ ـ (متفق عليه)

১৮২। অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান বিন হোসাঈন (রাঃ) বলেন। আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহ ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি লোকদের নামায পড়াইলেন। যখন নামায শেষ করিলেন, দেখিলেন, একব্যক্তি এক ধারে সরিয়া রহিয়াছে। সে জনতার সাথে নামায পড়ে নাই। তখন হুযূর (সাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে অমুক। লোকদের সাথে নামায পড়িতে কিসে তোমাকে বিরত রাখিল ? লোকটি বলিল হুযূর আমি নাপাক হইয়াছি। অথচ পবিত্র হওয়ার জন্য পানি পাই নাই। হুযূর (সাঃ) বলিলেন, তোমার উচিত পবিত্র হওয়ার জন্য মাটি ব্যবহার করা। কেননা, (পবিত্রতা অর্জনে) ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট (ছোট বড় উভয় প্রকারের হদসের জন্য একই প্রকারের তায়াম্মুম যথেষ্ট।
(বুখারী, মুসলিম)

١٨٣. عَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَمَاتَذْكُرُ أَنَاكُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّاأَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ -

১৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর নিকট আসিল এবং বলিল, আমি নাপাক হইয়াছি কিন্তু পানি পাইলাম না। এই সময় আম্মার হযরত উমরকে (স্মরণ করাইয়া দিয়া) বলিলেন, আপনার কি স্মরণ নাই যে, এক সফরে আমরা আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম এবং উভয়ই নাপাক হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি পানির অভাবে নামায পড়িলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায পড়িলাম। অতঃপর এক সময় ইহা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবৃত করিলাম। তিনি বলিলেম, তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাতের করদ্বয়কে জমিনের উপর মারিলেন এবং উভয়টিতে ফুঁক দিলেন, এবং ধুলাবালি সরাইলেন, অতঃপর উভয় হস্ত দ্বারা আপন চেহারা এবং করদ্বয় মাসেহ করিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আহমদ, আওযায়ী এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী উলামাগণ বলেন, জমিনে একবার হাত মারিয়া মুখমন্ডল ও দুই হাত কব্জী পর্যন্ত মাসেহ করিবে। হযরত আম্মার (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসই তাহাদের দলীল। ইমাম আবু হানীফা মালেক, শাফেয়ী, সাহেবাইন প্রমুখ বলেন জমিনে দুইবার হাত মারিতে হইবে। একবার মুখমন্ডল এবং দ্বিতীয় বার হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করিবে। তাহাদের দলীল জাবের (রাঃ) এর নিম্নের হাদীস। তায়াম্মুম হইল দুইবার হাত মারা, একবার মুখমন্ডলের জন্য আর একবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য।

ঠান্ডায় তায়াম্মুম করা যখন স্বীয় প্রাণের ভয় হয়

١٨٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِحْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاعَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ - لَاتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا - (رواه ابوداؤد)

১৮৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন। জাতুস্‌ সালাসিল যুদ্ধে এক শীতের রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হইল। আমার ভয় হইল যে যদি (এই প্রচন্ড শীতে) গোসল করি তাহলে ধ্বংস হইয়া যাইব। অতএব আমি তায়াম্মুম করিয়া নিয়া সাথীদেরসহ ফজরের নামায আদায় করিলাম। সাথীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা আলোচনা করিল। হুযূর বলেন হে আমর। তুমি কি তোমার সাথীদেরকে নিয়া জনুবী অবস্থায় নামায পড়িয়াছ ? অতঃপর যে বিষয় আমাকে গোসল করা হইতে বিরত রাখিয়াছে তাহা আমি হুযূর (সাঃ) কে বলিলাম, এবং আরো বলিলাম আমি আল্লাহ তায়ালাকে বলিতে শুনিয়াছি আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করিওনা, নিশ্চই আল্লাহ তা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াল। (কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিলেন, আর কিছু বলেননি। (আবু দাউদ)

তায়াম্মুমের নিয়মাবলী

١٨٥. عَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْقَوْمِ حِيْنَ نَزَّلَتِ الرُّخْصَةُ فِى الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأُمِرْ نَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً اُخْرٰى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ـ (رواه البزار)

১৮৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাটি দ্বারা মাসেহ করা তথা তায়াম্মুস করার আয়াত যখন নাযিল হইল তখন আমি এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলাম, আমাদেরকে হুকুম করা হইল। অতঃপর চেহারা মাসেহ করার জন্য আমরা একবার মাটিতে হাত মারিলাম। তারপর দ্বিতীয় বার মারিলাম কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার জন্য। (বায়যার)

নামাজ অধ্যায়

ঈমানের পর ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হইল নামাজ। নামাজ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ এবাদত। কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে এ যাবত বিশ্ব মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে নামাজ প্রত্যেক বালেগ নরনারীর উপর ফরজ। নামাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ, মুখমণ্ডলের জ্যোতি, অন্তরের আলো, দেহের আরাম ও সুস্থতার কারণ, কবরের সাথী, নামাজীর জন্য সুপরিশকারী, মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের দিনের প্রচণ্ড তাপে ছায়াস্বরূপ, অন্ধকারে আলোস্বরূপ, (জান্নাতের মূল), জাহান্নামের প্রতিবন্ধক, নেক আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বস্তু, ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু, নবীগণের সুন্নত। নামাজের মাধ্যমে মারেফতের নূর পয়দা হয়; দোয়া কবুল হয়, রিযিকে বরকত হয়, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করিল সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করিল এবং যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করিল সে দ্বীনকে ধ্বংস করিল। (অনুবাদক)

ধর্মে নামাজের পজিশন ও নামাজের ব্যাপারে কঠোরতা

১৮٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ - (رواه مسلم)

১৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বান্দা ও কুফরীর মাঝে (যোগসূত্র) হইল নামাজ ত্যাগ করা। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রকৃতপক্ষে নামাজ এমন একটি এবাদত যা মুসলমান বান্দা ও কুফরীর মধ্যে প্রাচীরস্বরূপ। নামাজ পড়ার দ্বারা বান্দাহ কুফরীতে পৌঁছে না। কিন্তু বান্দাহ যখন নামাজ ছাড়িয়া দেয় তখন সে যেন প্রাচীর ভেঙ্গে দিল। বান্দার নামাজ ছাড়িয়ো দেওয়া তাহাকে কুফরীর নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের মতে কোন আমল ত্যাগকারীই কাফের হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইহাকে হালাল মনে করিয়া ত্যাগ না করে। সুতরাং এই হাদীস কঠোরতা ও ভয় প্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে। মোট কথা নামাজ ত্যাগকারীকে আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাহ বলিয়া পরিচয় দিতেও রাজী নহেন।

১৮٧- عَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلٰوةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ- (رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجة)

১৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমাদের ও তোমাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অঙ্গিকার রহিয়াছে তাহা হইল নামাজ। সুতরাং যে নামাজ ত্যাগ করিবে সে (প্রকাশ্যে) আপাতঃ দৃষ্টিতে কাফের হইয়া যাইবে। (আহমদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহর নবী বলিয়াছেন আমরা মুনাফিকদের জানমালের নিরাপত্তা এই জন্যই দিয়া রাখিয়াছি যে, তাহারা আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে এবং জামাতে অংশগ্রহণ করে। নতুবা তাহাদের অন্তরের ঈমানকে তো আমরা দেখিতে পাইনা। কাজেই যখন নামাজ ত্যাগ করে তখন অন্তরের কুফরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, নামাজ হইল ঈমানের প্রতীক। নামাজ ছাড়া ঈমানদার চেনা অন্যের পক্ষে তেমন কোন সুস্পষ্ট উপায় নাই।

١٨٨- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ - (رواه ابن ماجه)

১৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাকে আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অছিয়ত করিয়াছেন (১) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না। যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করা হয় বা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) জানিয়া শুনিয়া ফরজ নামাজ ত্যাগ করিও না, কারণ যাহারা জানিয়া শুনিয়া ফরজ নামাজ ত্যাগ করিল তাহারা আল্লাহ তায়ালার বন্ধন হইতে ছিন্ন হইয়া গেল। (৩) শরাব পান করিও না, কারণ ইহাই যাবতীয় পাপের চাবিস্বরূপ। (ইবনে মাজাহ)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফজিলত

١٨٩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ - (رواه احمد وابو داؤد)

১৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তায়ালা ফরয করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভালভাবে উহার অযু করিবে এবং যথাসময়ে উহা সম্পাদন করিবে আর উহার রুকু ও সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করিবে; তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে না করিবে তাহার জন্য আল্লাহর নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন।

(আহমদ ও আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কত বড় ফজিলত নামাযের যার প্রতি যত্নবান হইলে মানুষ মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারী ও হেফাজতে দাখিল হইয়া যায়। আমরা পার্থিব জগতে দেখিতে পাই, যদি কোন প্রভাবশালী বা ধনী ব্যক্তি কাহাকেও কোন প্রকার আশ্বাস প্রদান করে অথবা কোন দাবী পূরণের দায়িত্বভার প্রদান করে তবে উক্ত

ব্যক্তির আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না বরং সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে একটি সাধারণ ও সহজসাধ্য এবাদত নামাজের উপর ভিত্তি করিয়া মহাপ্রভু আল্লাহ তায়ালা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, আমি আমার বান্দাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিব, তবু আমাদের মত হতভাগ্য আর কে হইতে পারে যাহারা এই ব্যাপারে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়া থাকি।

১৯০- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَئٌ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَئٌ قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - (متفق عليه)

১৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আচ্ছা বলত যদি তোমাদের কাহারো দরজায় একটি পানির নহর থাকে, যাহাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহার শরীরে কি কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা উত্তরে বলিলেন, না, তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিবে না। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন পাঁচওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ এইরূপই। ইহাদের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা নামাজীর অপরাধসমূহ মুছিয়া দেন। (বোখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেহেতু উপমা দ্বারা কোন জিনিস বুঝাইয়া দিলে সহজেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় তাই বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পাপ মোচনের ব্যাপারে নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন দয়া দাক্ষিণ্য হইতেও যদি আমরা কিছু উপকৃত না হই তবে তাহা আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা প্রতিনিয়ত গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকি। যার পরিণামে আমরা শাস্তির যোগ্যই ছিলাম বটে কিন্তু রহমানুর রহীম আল্লাহর দয়ার কোন সীমারেখা নাই, তিনি আমাদের নাফরমানী এবং অবাধ্যচরণের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি তাহা আমাদের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে।

১৯১- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَانَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - (رواه احمد)

১৯১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতকালে বাহির হইলেন, তখন গাছের পাতা ঝরিতেছিল।

এ সময় একটি গাছ হইতে দুইটি ডালা ভাঙ্গিয়া লইলেন। বর্ণনাকারী বলেন ইহাতে সেই পাতা আরও অধিক ঝরিতে লাগিল। আবু যার বলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আবু যার! আমি উত্তর করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি হাযির আছি। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়ই মুসলমান বান্দাহ যখন নামাজ আদায় করে আর উহার দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তখনই তাহার শরীর হইতে তাহার গুনাহসমূহ এইভাবে ঝরিতে থাকে যেইভাবে এ গাছ হইতে পাতাসমূহ ঝরিতেছে। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শীতকালে গাছের পাতা এত বেশী ঝরিয়া পড়ে যে, কোন কোন গাছে একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। নবী করিম (সাঃ)-এর পাক এরশাদ হইল যে, এখলাছের সহিত নামাজ পড়িলে বান্দার কোন গোনাহ-ই থাকে না। কিন্তু এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, উলামাগণ এই বিষয়ে এক মত যে, নামাজের দ্বারা শুধু ছগীরা গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। অতএব, নামাজের সঙ্গে সঙ্গে তওবা ইস্তিগফারের প্রতিও মনোযোগী হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা ঠিক নহে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অনুগ্রহে কাহারও কবীরা গুনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। তবে উহা ভিন্ন কথা।

١٩٢- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ اِمْرَءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يَاْتِ كَبِيْرَةً وَذَالِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ - (رواه مسلم)

১৯২. **অনুবাদ ঃ** হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে কোন মুসলমান ফরয নামাযের সময় হইলে, ভাল করিয়া অযূ করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নামায পড়ে ও সুন্দরভাবে রুকু করে। এর দ্বারা এই নামায তার অতীত গোনাহের কাফারা হইয়া যায়। যতক্ষণ সে কবীরা গোনাহ না করে। এভাবে সর্বদাই হইতে থাকে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল, নামাযের এত বেশী প্রভাব ও বরকত যে এর দ্বারা অতীতের গোনাহের কাফারা হইয়া যায়। অতীতের গোনাহের ময়লাকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। তবে শর্ত হইল সে যেন কবীরা গোনাহ না করে। কারণ কবীরা গুনাহের নাপাকী এত শক্ত যে তওবা ব্যতীত এই গোনাহের ময়লা দূর হইতে পারে না। হাঁ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন এতে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়

١٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْاَوَّلِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَالَمْ

تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الْاَوَّلُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ - (متفق عليه واللفظ لمسلم)

১৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। উত্তরে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করিলেন, ফজরের নামাজের সময় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ সূর্যের কিনারা প্রকাশ না পায়। (অর্থাৎ সূর্যের সামান্য কিনারা প্রকাশ পাইলেই ফযরের সময় শেষ হইয়া যায়) মধ্য আকাশ হইতে সূর্য ঢলিয়া গেলে জোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয এবং আসরের নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এবং আছরের নামাযের সময় সূর্যের রং হলদে রং হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে এবং সূর্য্যের কিনারা ডুবতে আরম্ভ করা পর্যন্ত থাকে। মাগরীবের নামাযের ওয়াক্ত সূর্য পূর্ণভাবে ডুবে যাওয়ার পর শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লালিমা অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এশার নামাজের ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত বাকী থাকে।

(বোখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ নামাজের শেষ ওয়াক্তের বয়ান করেছেন, এতে বুঝা যায় যে প্রশ্নকারী সম্ভবতঃ একথাই জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, নামাজের সময়ের মাঝে কতটুকু সুযোগ আছে প্রত্যেক নামাজ কতক্ষণ পর্যন্ত পড়া যাবে এবং এর সর্বশেষ ওয়াক্ত কখন? প্রথম ওয়াক্ত সম্ভবতঃ তিনি জানিতেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত

১. ফজরের ওয়াক্ত ঃ সুবহে সাদেক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

২. জোহরের ওয়াক্ত ঃ সূর্য-পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ার পর হইতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ বা সমান হওয়া পর্যন্ত। সূর্য মধ্যাকাশে থাকাকালীন কোন বস্তুর যে ছায়া থাকে সেই ছায়াটুকু ব্যতীত।

৩. আছরের ওয়াক্ত ঃ কোন বস্তুর ছায়া তার সমান অথবা তার দ্বিগুণ হইতে বর্ধিত হওয়ার সূচনার সময় হইতে সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত।

৪. মাগরীবের ওয়াক্ত ঃ ফতুয়ার অভিমত অনুযায়ী সূর্যের অস্তগমনের সময় হইতে পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত।

৫. এশা ও বিতরের ওয়াক্ত ঃ পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হইয়া যাওয়ার পর হইতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত। ইশা ও বিতরের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য হওয়ার কারণে বিতরের নামাজকে এশার নামাজের পূর্বে পড়া জায়েয করে না।

উল্লেখিত হাদীসে এশার নামাজের শেষ সময় অর্ধরাত্র বলা হইয়াছে অথচ অন্যান্য হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে এশার নামাজের ওয়াক্ত সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকী থাকে। অর্ধরাত্র পর্যন্ত এশার নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত বাকী থাকে এরপর এশার নামাজ পড়া মাকরুহ।

١٩٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ اَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ اِنْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَايَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْ اِنْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ اَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ كَادَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتّٰى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ثُمَّ اَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ - (رواه مسلم)

১৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন একবার তাঁর নিকট এক সায়েল এসে নামাজের সময়ের ব্যাপারে সুয়াল করিল, হুযূর (সাঃ) তার কোন জবাব দিলেন না। রাবী বলেন হুযূর (সাঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে নামাজ কায়েমের হুকুম ছিলেন অতঃপর ফজরের নামায পড়িলে যখন সুবহে সাদেক প্রকাশ পাইল মানুষ একে অপরকে চিনিতে পারেন না। (অন্ধকারের দরুন)

অতঃপর বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন তারপর জোহরের নামাজ পড়িলেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িল। লোকেরা বলাবলি করিতেছিলেন দিনের মাত্র অর্ধেক হইয়াছে। অথচ হুযূর (সাঃ) নামাযের সময় তাদের চেয়ে অনেক বেশী জানেন। অতঃপর বিলাল (রাঃ)কে হুকুম দিলেন তারপর আছরের নামায আদায় করিলেন সূর্য তখন অনেক উপরে। অতঃপর বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন, তারপর মাগরীবের নামায আদায় করিলেন যখন সূর্য ডুবিয়া গেল। অতঃপর বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন তারপর এশার নামাজ আদায় করিলেন যখন পশ্চিমাকাশে লালিমা অস্তমিত হইল। অতঃপর (দ্বিতীয় দিনে) ফজরের নামাযকে দেরী করিয়া পড়িলেন, এমনকি গতকল্যের সময় পার হইয়া গেল। লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল, সূর্য উঠিয়া গিয়াছে অথবা সূর্য প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অতঃপর জোহরের নামাজকে দেরীতে পড়িলেন, প্রায় গতকল্যের আছরের নামাজের সময়ের নিকটবর্তী সময় হইয়া গেল। অতঃপর আছরের

নামাজকে দেরী করিলেন। গতকল্যের সময় অতিক্রম হইয়া গেল, লোকেরা বলিতে লাগিলেন সূর্য লাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মাগরীবের নামাযকে দেরী করিলেন আকাশের লালিমা প্রায় অস্তমিত হইয়া গেল। অতঃপর এশার নামাজ দেরী করিলেন রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ চলিয়া গেল। অতঃপর ফজরের নামায পড়িলেন তারপর প্রশ্নকারীকে ডাকিলেন, অতঃপর বলিলেন এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময় হল নামাযের ওয়াক্ত। (মুসলিম)

১৯৫- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ - (متفق عليه)

১৯৫, অনুবাদ ঃ হযরত মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাছান বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিম। তিনি বলিলেন, নবী (সাঃ) জোহর পড়িতেন দ্বি-প্রহরে সূর্য ঢলিলে এবং আছর পড়িতেন তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকিত এবং মাগরিব পড়িতেন যখনই সূর্য অস্ত যাইত এবং এশা যখন লোক বেশী হইত তখন সকাল সকাল পড়িতেন, আর যখন কম হইত তখন দেরী করিতেন এবং ফজর পড়িতেন অন্ধকারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ "যখন লোক কম হইত দেরী করিতেন" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জমাত বড় হওয়ার আশায় কোন নামাজকে প্রথম ওয়াক্ত হইতে কিছু পিছাইয়া দেওয়া জায়েয আছে। বরং উত্তম তবে মাগরিবকে নয়। কারণ ইহার ওয়াক্ত বিস্তীর্ণ নহে। **"ফজর অন্ধকারে পড়িতেন"** সাহাবীগণ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করিতেন সুতরাং ফজর নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়াই তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। অন্যথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ উষা অর্থাৎ ভোর উত্তমরূপে পরিষ্কার হইলে (اِسْفَار) পড়িতে আদেশ করিতেন। আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) এর মতে ফজরের নামাজ, اِسْفَار তথা উষার আলোতে পড়াই উত্তম।

১৯৬- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - (رواه البخارى)

১৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন গরমের উত্তাপ বাড়িবে তখন তোমরা জোহরের নামাজকে ঠাণ্ডা করিয়া পড়িবে অর্থাৎ দেরীতে পড়িবে। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের গরমের উত্তাপের দরুনই হইয়া থাকে। (বোখারী)

বিঃ দ্রঃ গরমের দিনে জোহরের নামাজ দেরীতে পড়া উত্তম।

১৯৭- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ - (رواه الجماعة الا النسائى)

১৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত ছালমা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়িতেন যখন সূর্য অস্তমিত হইয়া যাইত ও পর্দার আড়ালে চলিয়া যাইত। অর্থাৎ মাগরিবের নামায হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা প্রথম ওয়াক্তেই পড়িতেন।

১৯৮- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ -(رواه ابو داؤد)

১৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণে থাকিবে অথবা তিনি বলিয়াছেন সর্বদা উত্তম স্বভাবের উপর থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মাগরিবের নামায তারকারাজি ঘন-নিবিড় হইয়া উঠা পর্যন্ত বিলম্ব না করিবে। (আবু দাউদ)

বিঃ দ্রঃ মাগরিবের নামজে তারকারাজি ঘন হইয়া উঠা পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া পড়া মাকরুহ।

১৯৯- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ -
(رواه احمد الترمذى وابن ماجه)

১৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হওয়ার ভয় না করিলে তাহাদিগকে নির্দেশ দিতাম যে তাহারা যেন এশার নামাজ রাত্রের এক-তৃতীয়াংশের শেষভাগে অথবা রাত অর্ধেক হইলে পড়ে। (আহমদ ইবনে মাজা, তিরমিযি)

২০০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهٗ فَلَا نَدْرِىْ اَشَىْءٌ شَغَلَهٗ فِىْ اَهْلِهٖ اَوْ غَيْرُ ذَالِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى - (رواه مسلم)

২০০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা এক রাত্রে শেষ এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি (ঘর হইতে) বাহির হইয়া আসিলেন। যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল অথবা ইহারও কিছু পর, কোন কাজ তাহাকে পরিবারে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছিল, না কি অন্য কোন কিছু? তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, তখন বলিলেন, তোমরা এমন একটি নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতেছ, যাহার অপেক্ষা তোমরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীরা কখনও করে নাই। যদি আমি আমার উম্মতের জন্য বোঝা হইবে বলিয়া মনে না করিতাম তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে লইয়া এই নামায এই সময়ই আদায় করিতাম। অতঃপর তিনি মুয়াজ্জিনকে আদেশ করিলেন। সে একামত বলিল। আর তিনি নামায পড়াইলেন (মুসলিম) (এশার নামায দেরীতে আদায় করা মুস্তাহাব)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইসলামের প্রথম যুগে মাগরিবের নামাজকে প্রথম এশা এবং এশার নামাজকে শেষ এশা বলা হইত।

٢٠١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ - صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ - (ابو داؤد والدارمى)

২০১. অনুবাদ ঃ হযরত নো'মান বিন বাশির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন আমি উত্তমরূপে তোমাদের এই নামাজের শেষ এশার নামাযের সময় সম্পর্কে বেশী জানি। তৃতীয় রাত্রির চন্দ্র অস্তমিত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায পড়িতেন। (আবু দাউদ, দারামী)

٢٠٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ - (متفق عليه)

২০২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িতেন। অতঃপর মহিলারা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়া বাড়ি-ঘরে ফিরিত। অথচ অন্ধকার হেতু তাহাদিগকে চেনা যাইত না। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদিস দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ফজরের নামাজ খুব ভোরে সুবহে সাদেকের পরপরই আদায় করা হইত। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, চাঁদর মুড়ি দেওয়া কোন মহিলাকে চিনতে না পারা অন্ধকারের কারণে নহে বরং চাদর মুড়ি দেওয়াটাই কারণ। অথবা কোন কোন সময় ফজরের নামাজ অন্ধকারেই আদায় করা হইত।

٢٠٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ - (رواه ابو داؤد والترمذى)

২০৩. অনুবাদ ঃ হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা ফজরের নামাজকে খুব ফর্সা করিয়া আলোতে পড়িবে কেননা ইহাতে অত্যধিক সওয়াব রহিয়াছে।

(আবু দাউদ, তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদিসের অনুসারেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ফজরের নামাজ অন্ধকারে না পড়িয়া ফর্সার আলোতে পড়াকেই মুস্তাহাব বলেন। কিন্তু এই পরিমাণ সময় হাতে রাখিয়া নামাজ শুরু করিতে হইবে যেন ধীরস্থিরভাবে কুরআনের চল্লিশ বা ততোধিক আয়াত পাঠ করিয়া এমন সময় শেষ করা যায়। যদি কোন কারণে নামাজকে দোহরাইতে হয় তাহাও যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে দ্বিতীয়বার আদায় করা যায়।

সময় থেকে নামাজকে দেরী করে পড়া নিষেধ প্রসঙ্গে

٢٠٤- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَاعَلِيُّ ثَلَاثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةَ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةَ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا - (رواه الترمذى)

২০৪. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন হে আলী! তিন কাজে দেরী করিবে না (১) নামাজ যখন সময় হইবে (২) জানাজা যখন তৈয়ার হইয়া হাজির হইয়া যাইবে (৩) স্বামীহীনা নারী যখন যোগ্য পাত্র পাওয়া যাইবে। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই তিন কাজে সর্বদা জলদি করিবে। যে নারীর স্বামী নাই তার বিবাহের জন্য যখন যোগ্য স্বামী পাওয়া যাইবে তখন বিবাহে দেরী করিবে না। এমনিভাবে যখন জানাজা তৈয়ার হইয়া যাইবে নামাজ ও দাফন করিতে দেরী করিবে না এমনিভাবে যখন নামাজের সময় হইয়া যাইবে তখন দেরী না করিয়া সময় মত নামাজ আদায় করিযা নিবে।

٢٠٥- عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - (رواه الترمذى)

২০৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা জীবনে দুইবার কোন নামাজকে শেষ ওয়াক্তে পড়েন নাই। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) দুই ওয়াক্তের কথা এ জন্যে বলিয়াছেন যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাজের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত বলিয়া দেয়ার জন্য তিনি একদিনের নামাজ শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া দেখাইয়াছিলেন। মোট কথা নামাজকে শেষ ওয়াক্তে পড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ছিল না।

٢٠٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ يُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ؟ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - (رواه مسلم)

২০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তোমার কি অবস্থা হইবে অর্থাৎ তখন তুমি কি করিবে যখন এমন লোক তোমার উপর হুকুমত পরিচালনা করিবে যাহারা নামাজকে মুর্দা বা আত্মাহীন করিয়া দিবে (অর্থাৎ তাদের নামাজসমুহ খশু খুজু ও আদবের ইহতিমাম না হওয়ার দরুন প্রাণহীন হইয়া যাইবে) কিংবা তাহারা নামাজকে সঠিক সময় পার হইয়া গেলে পড়িবে। আমি আরজ করিলাম, আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ দেন? অর্থাৎ এমন অবস্থাতে আমার কি করা উচিত। হুজুর (সাঃ) এরশাদ করিলেন তুমি সময় মত নামাজ আদায় করিয়া নিবে। অতঃপর তাহাদের সাথে নামাজ পড়ার সুযোগ আসিলে আবার তাদের সাথে পড়িয়া নিবে। ইহা তোমার জন্য নফল হইয়া যাইবে। (মুসলিম শরীফ)

যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে গেছে অথবা ভুলিয়া গিয়াছে

٢٠٧- عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا اَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا - (متفق عليه)

২০৭. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলিয়া গিয়াছে অথবা নামাজের সময় ঘুমিয়ে ছিল তার কাফারা হইল যখনই স্মরণ হইবে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হইবে তখনই সে নামাজ পড়িয়া নিবে। (তবে হারাম ওয়াক্ত যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে) (বুখারী, মুসলিম)

যখন নামাজ পড়তে নিষেধ করা হইয়াছে

٢٠٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ حِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ - (رواه مسلم)

২০৮. অনুবাদ ঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময়ে আমাদিগকে নামাজ পড়িতে এবং আমাদের মৃতকে দাফন করিতে (অর্থাৎ

জানাযা পড়িতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন (১) যখন সূর্য কিরণময় হইয়া উদিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না উহা কিছু উপরে উঠিয়া যায়। (২) যখন সূর্য দ্বিপ্রহরে স্থির হইয়া দাঁড়ায় যাবত না উহা পশ্চিমে কিছু ঢলিয়া যায় এবং (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হইতে থাকে যতক্ষণ না উহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। (মুসলিম. শরীফ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তিন সময়ে নামাজ পড়া হারাম। সূর্য উদয়, অস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরে। নামাজ চাই ওয়াজিব হউক কিংবা কাযা, কোনটাই জায়েয নাই। অনুরূপভাবে ফরজ কিংবা নফল তাহাও পড়া নিষেধ। আমরা হানাফীদের মাযহাব মতে ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামাজ পড়া মাকরুহ। অবশ্য যদি জানাযা সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করা হয় তখন জানাযা পড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। অনুরূপভাবে যদি কোন কারণে যথাসময়ে আছরের নামাজ আদায় না করা হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে স্মরণ হয় তখন শুধু সেইদিনকার আসরের নামাজ আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু পূর্বের কাজা আদায় করা জায়েয নাই।

٢٠٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ - (رواه البخارى)

২০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ফজরের নামাজের পরে আর কোন নামাজ নাই, যতক্ষণ না সূর্য কিছু উপরে উঠিয়া যায় এবং আছরের পর কোন নামায নাই যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। (বোখারী, মুসলিম)

٢١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ - (رواه الترمذى)

২১০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারে নাই সে সূর্য উঠার পর এই দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া নিবে। (তিরমিযি)

أَبْــوَابُ الْأَذَانِ

আযান পর্ব

আযান ও ইকামতের সূচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ কাজ শেষ করিয়া প্রত্যেক মুসল্লীকে নামাজে সমবেত করার নিমিত্তে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। যাহাতে সকল মুসল্লীগণ একত্রে একই সময়ে জামাতে হাজির হইতে পারে। তিনি সম্মানিত সাহাবীদের পরামর্শ সভা ডাকিলেন। কেহ কেহ আগুন প্রজ্বলিত করার পরামর্শ দিলেন আবার কেহ কেহ শিঙ্গাধ্বনি দিতে বলিলেন যেহেতু আগুন প্রজ্বলিত করা ইয়াহুদিদের প্রতীক এবং শিঙ্গা বাজানো খৃষ্টানদের প্রতীক, এই সমস্ত আপত্তি উঠার দরুন উহার একটিও গ্রহণযোগ্য হইল না। অবশেষে কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই সেই দিনকার মত সভা মুলতবী হইয়া গেল। সাহাবীগণ বিষয়টিকে চিন্তা-ভাবনা করিতে করিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ী ঘরে চলিয়া গেলেন। এ রাত্রেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্‌দে রাব্বিহী স্বপ্নে দেখিলেন এক ব্যক্তি একটি শিঙ্গা লইয়া যাইতেছে। তিনি লোকটিকে শিঙ্গাটি বিক্রয় করিতে বলিলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, শিঙ্গা দ্বারা আপনি কি করিবেন ? জবাবে বলিলেন, আমি শিঙ্গা বাজাইয়া মানুষদিগকে নামাজের জন্য ডাকিব। লোকটি বলিল আমি এর চেয়ে ভাল জিনিসের কথা আপনাকে বলিয়া দিব কি ? এই কথা বলিয়া তিনি আজানের বাক্যগুলি তাহাকে শিখাইয়া দিলেন এবং প্রত্যুষেই আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া স্বপ্নের ঘটনাটি ব্যক্ত করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। অতঃপর হুজুর (সাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে বলিলেন, তুমি আযানের বাক্যগুলি বিলালকে শিখাইয়া দাও। সে আযান দিবে, কারণ তাহার কণ্ঠস্বর উঁচু ও বলিষ্ঠ। হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযান ধ্বনি শুনিয়া হযরত উমর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমিও স্বপ্নে এইরূপই দেখিয়াছি। কথিত আছে যে, সাহাবীদের মধ্যে চৌদ্দজন সাহাবী ঐ রাত্রে আযানের বাক্যগুলি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন।

আযান ও ইকামতের শব্দের সূচনা

٢١١- عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اِهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ اِنْصِبْ رَأيَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اَذَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ - قَالَ وَذُكِرَلَهُ الْقِنَعُ يَعْنِيْ شُبُّوْرَ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ

أَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُرِىَ الْاَذَانُ فِىْ مَنَامِهٖ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّىْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانٍ إِذْ أَتَانِىْ اٰتٍ فَأَرَانِى الْاَذَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلَالٌ ـ (رواه ابو داؤد)

২১১. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর বড় সাহেবজাদা আবু উমাইর তার এক আনসারী চাচা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের ব্যাপারে ফিকির হইল যে কিভাবে মানুষকে নামাজের জন্য জমায়েত করা হইবে (এর জন্য তিনি পরামর্শও করিলেন) কেউ কেউ বলিলেন নামাজের সময় একটা পতাকা উড্ডীন করা হউক, যখন মানুষের উহার উপর দৃষ্টি পড়িবে তখন তারা একে অপরকে নামাজের স্মরণ করাইবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এই রায়কে পছন্দ করিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, এ ব্যাপারে হুজুর (সাঃ)-এর সামনে ইয়াহুদীদের শিঙ্গাধ্বনির কথা আলোচনা করা হইল। হুজুর (সাঃ) বললেন ইহাতো ইয়াহুদীদের তরিকা। ইহাকেও তিনি পছন্দ করিলেন না। অতঃপর ঘন্টা বাজানোর আলোচনা করা হইল, তিনি (সাঃ) বললেন ইহা খৃষ্টানদের তরিকা। (মোট কথা এই পরামর্শ মজলিসে কোন কিছু সিদ্ধান্ত হইল না)। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বাভাবিক পেরেশানী দেখে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং এ চিন্তা নিয়ে নবীজীর মজলিস থেকে বাড়ীতে ফিরিলেন। অতঃপর তিনি অর্ধঘুম ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় আযান সম্পর্কে স্বপ্নে দেখেন। খুব সকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রে আমি যখন অর্ধ ঘুম ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় ছিলাম আমার নিকট একজন আগন্তুক আসিলেন এবং তিনি আমাকে আযান বলিয়া দিলেন . . . . । (অতঃপর তিনি স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ শুনাইলেন) সবকিছু শুনিয়া হুজুর (সাঃ) বলিলেন হে বিলাল উঠ এবং আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ যা বলে তা কর। অর্থাৎ তার তালকীন অনুযায়ী আযান দাও। বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর বিলাল (রাঃ) হুকুম তামিল করিলেন এবং আযান দিলেন। (আবু দাউদ)

٢١٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! أَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ إِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ

ذَالِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَاَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ (رواه ابو داؤد والدرامى)

২১২. **অনুবাদ ঃ** মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লা বিন যায়েদ বিন আবদে রাব্বিহী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্য ঘন্টি বাজানোর আদেশ করিলেন, যাহাতে উহা নামাজের জন্য লোকদেরকে সমবেত করিতে বাজানো হয় তখন স্বপ্নে আমার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি ঘন্টি ছিল, তখন আমি বলিলাম হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি এই ঘন্টিটি বিক্রয় করিবে কি? সে বলিল, তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? আমি বলিলাম, ইহা দ্বারা আমরা নামাজের জন্য আহ্বান করিব। সে বলিল, ইহা হইতে যাহা উত্তম আমি কি তোমাকে তাহা বলিয়া দিব না? আমি বলিলাম হাঁ অবশ্যই বলুন, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বলেন তখন সে আল্লাহু আকবার হইতে আরম্ভ করিয়া আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত শব্দগুলি বলিল। অতঃপরে ইকামতের শব্দগুলিও বলিল। অতঃপর যখন আমি ভোরে উঠিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা স্বপ্নে দেখিলাম তাহা বলিলাম, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা ইহা সত্য স্বপ্ন। উঠ, বিলারের সাথে যাও এবং যাহা তুমি দেখিয়াছ বিলালকে বলিয়া দাও সে

শব্দ দ্বারা বেলাল যেন আযান দেয়। কারণ সে তোমা হইতেও অধিক উচ্চ স্বরধারী। আব্দুল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি বিলালের সাথে গেলাম এবং তাহাকে উহা বলিয়া দিতে লাগিলাম আর তিনি উহা দ্বারা আযান দিতে লাগিলেন। আব্দুল্লাহ্ বলেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ঘরে থাকিয়াই উহা শুনিতে পাইলেন এবং নিজের চাদরখানা হেছড়াইতে হেছড়াইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহা তাহাকে দেখানো হইয়াছে আমিও অনুরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই।

٢١٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلٰى حَائِطٍ فَاَذَّنَ مَثْنٰى وَمَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى وَمَثْنٰى - (رواه ابن ابى شيبه)

২১৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লাইয়া হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম আমাদের কাছে হাদিস বয়ান করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন তাহার পরনে দুইটি সবুজ চাঁদর আছে, তিনি দেওয়ালের উপর দাঁড়াইলেন অতঃপর আযান দিলেন এবং ইকামতের শব্দগুলি দুই দুই বার করিয়া বলিলেন। (ইবনে আবি শায়বা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী আযান ও এক মতের বাক্য জোড়া জোড়া। আযানের মোট বাক্য ১৫টি ও ইকামতের মোট বাক্য ১৭টি। যথা ঃ তাকবীর ৪ বার। শাহাদাতদ্বয় দুই দুই বার। হাইয়্যাআলাদ্বয় দুই দুই বার। পরে তাকবীর দুইবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার মোট ঃ ৪ + ২ + ২ + ২ + ২ + ২+ ১ = ১৫ + ২ = ১৭

আবু মাহজুরা (রাঃ)-কে নবীজীর আযান ও ইকামাত শিক্ষা দেওয়া ও আযানের মাঝে তারজী করা

٢١٤- عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنْ

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (رواه مسلم)

২১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযান শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তুমি বল, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশাহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ অতঃপর তুমি পুনরায় বল, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশাহাদু আল্ লা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশাহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদা রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস সালাহ্, হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ২য় ও ৩য় বাক্যকে অর্থাৎ শাহাদাতের বাক্য দুইটিকে প্রথমে দুইবার আস্তে বলার পর পুনরায় দুইবার উচ্চৈঃস্বরে বলা হয়েছে যাহাকে হাদীসের পরিভাষায় "তারজী' বলে। ইমাম শাফী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতে এইভাবে তারজী পদ্ধতিতে আযান দেওয়া সুন্নত।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর মতে এইভাবে তারজী করে আযান দেওয়া সুন্নত নহে। তিনি বলেন আবু মাহযুরা (রাঃ) শাহাদাতের বাক্য দুইটিকে প্রথমে আস্তে আস্তে নীচু আওয়াজে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন আর আবু মাহযুরা ইহা হইতে ধারণা করিয়া নিয়াছেন যে, শাহাদাতাঈনকে এইভাবে তারজী করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

٢١٥ - عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ـ (رواه احمد والترمذى وابو داؤد والنسائى والدارمى وابن ماجه)

২১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আযান শিক্ষা দিয়াছেন উনিশ বাক্যে ও ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন সতের বাক্যে। (আহমদ তিরমিযি, আবু দাউদ নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তারজীসহ আযানের বাক্য ১৯টি এবং তারজী ব্যতীত আযানের বাক্য ১৫টি।

ইকামতের শব্দগুলি একবার করে বলা

٢١٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا اَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلٰوةِ بِشَيْئٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُوْرُوْا نَارًا اَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ – (متفق عليه واللفظ لمسلم)

২১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন মুসলমানের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইয়া গেল তখন তাহারা আলোচনা করিলেন কোন কিছুর মাধ্যমে তাদেরকে নামাজের সময় জানাইয়া দিবে যেন তারা জানিতে পারে। আগুন জ্বালাইবার আলোচনা হইল, ঘন্টা বাজাইবার আলোচনা হইল। অতঃপর হযরত বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম করা হইল, আযানের বাক্যগুলি জোড়া জোড়া এবং ইকামতের বাক্যগুলি একবার করে বলার জন্য। (বুখারী, মুসলিম)

٢١٧- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ – (رواه احمد ابو داود والنسائى)

২১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আযান দুই দুইবার ও ইকামাত এক এক বার ছিল। অবশ্য কাদ কামাতিস্ সালাহ্ কাদ কামাতিস্ সালাহ মুয়াজ্জিন এইভাবে দুইবার বলিতেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ, দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আসওয়াদ বিন যায়েদ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযান জোড়া জোড়াই ছিল। ইব্রাহীম নাখয়ী বলিয়াছেন বনী উমাইয়্যার শাসন আমলের পূর্ব পর্যন্ত ইকামতের বাক্য আযানের বাক্যের মতই ছিল। পরে তাহারা ইকামতের বাক্য একবার করিয়া প্রচলন করিয়াছেন।

ইকামতের শব্দগুলি দুইবার করিয়া বলা

٢١٨- عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ بِلَالًا كَانَ يَثْنِى الْاَذَانَ وَيَثْنِى الْاِقَامَةَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ. (رواه عبد الرزاق والطحاوى والدار قطنى)

২১৮. অনুবাদ ঃ হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ হইতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই হযরত বিলাল (রাঃ) আজানের শব্দগুলি জোড়া জোড়া আদায় করিতেন এবং ইকামতের শব্দগুলিও জোড়া জোড়া আদায় করিতেন এবং তাকবিরের দ্বারা আযান শুরু করিতেন এবং তাকবিরের দ্বারা আযান শেষ করিতেন।

আযান ও ইকামতে নবী (স.) যা হুকুম করিয়াছেন

٢١٩- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اِذَا نِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ - (رواه الترمذى)

২১৯. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)কে বলিলেন যখন আযান দিবে তখন শান্ত ও দীর্ঘস্বরে দিবে এবং যখন ইকামত বলিবে তখন তাড়াতাড়ি অনুচ্চৈঃস্বরে বলিবে। আর তোমার আযান ও ইকামতের মধ্যে এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিবে যাহাতে খানায় রত ব্যক্তি খাদ্য হইতে পানে রত ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং মলমূত্র ত্যাগকারী তাহার হাজত বা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সারে। আর তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াইও না যে পর্যন্ত না আমাকে দেখ। তিরমিযি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শ্বাস লম্বা করিয়া দুই কানের ছিদ্রে শাহাদত আঙ্গুলী রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধীরে সুমধুর কণ্ঠে আযান দেওয়াকে تَرَسُّلْ বলা হয় এবং তাড়াতাড়ি ছোট আওয়াযে ইকামত বলাকে হদর বলা হয়। এইভাবে আযান ও ইকামত দেয়ও সুন্নত।

٢٢٠- عَنْ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ قَالَ اِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ - (رواه ابن ماجه)

২২০. অনুবাদ ঃ হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন আযান দেওয়ার সময় তাহার দুই আঙ্গুল তাহার দুই কানের মধ্যে স্থাপন করিতে। কেননা ইহা তোমার আওয়াযকে উচ্চ করিবে। (ইবনে মাযাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লামা 'তীবী' বলিয়াছেন, কানের ছিদ্র বন্ধ করিয়া আযান দেওয়ার মধ্যে দুইটি উপকারিতা রহিয়াছে। প্রথমটি হইল, কানের ছিদ্র বন্ধ করিলে সহজে শ্বাস দীঘ্র ও লম্বা করা যায়, দ্বিতীয়টি হইল ঃ সে যখন নিজেও নিজের আওয়াজ শুনিতে পাইবে না তখন সে তাহার স্বাভাবিক আওয়াজকে অধিক উচ্চ করিতে সচেষ্ট হইবে।

٢٢١- عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُذِّنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ - (رواه الترمذيو ابو داؤدو ابن ماجه)

২২১. অনুবাদ ঃ হযরত যিয়াদ বিন হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাজের আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি আযান দিলাম। অতঃপর বিলাল (রাঃ) ইকামত দিতে চাহিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন তোমার ভাই সুদায়ী আযান দিয়াছে। আর যে আযান দিবে সে ইকামতও বলিবে। (তিরমিযি, আবু দাউদও ইবনে মাযাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যিনি আযান দিবেন, ইকামত বলার হক ও অধিকারও তাহারই। ইহাই মুস্তাহাব নিয়ম। প্রয়োজনে অন্যেও দিতে পারে। অন্যথা মুয়াযযিন ইচ্ছা করিলে তাহার অধিকার অর্জনের নিমিত্তে তিনি ইকামতকে পুনরায়ও বলিতে পারেন। অবশ্য যদি মুয়ায্‌যিন কোন আপত্তি না তোলেন, অথবা এমন ধারণা হয় যে, তিনি মনঃক্ষুণ্ন হইবেন না, এমতাবস্থায় অন্যের ইকামত বলার মধ্যে কোন দোষ নেই।

২২২- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ اِنَّ مِنْ اٰخِرِ مَا عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا- (رواه الترمذى)

২২২. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান বিন আবুল আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবশেষে আমাকে যে জোড়ালো হেদায়েত দিয়াছেন তার মধ্যে একটি হইল এমন মুয়ায্‌যিন নিযুক্ত করিবে যে আযানে মজদুরী বা পারিশ্রমিক নিবে না। (একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সওয়াবের জন্য আযান দিবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সহ অধিকাংশ ইমামগণের রায় হইল আযান দিয়া মজদুরী নেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হেদায়েতকে তাকওয়ার উপরে হামল করিয়াছেন। দ্বীনের নাজুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুতায়াখখিরীন আযান ও ইমামতির উপর মজদুরী লওয়া জায়েজ হওয়ার ফতুয়া দিয়াছেন।

সফরে আযান দেওয়া

২২৩- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا- (رواه البخارى)

২২৩. অনুবাদ ঃ হযরত মালিক বিন হুয়াইরিস (রাঃ) বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, যখন তোমরা সফর করিবে তখন আযান দিবে এবং ইকামত বলিবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করিবে। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আযানের মধ্যে বয়সের তারতম্য নাই, বালেগ হইলেই চলিবে। কিন্তু ইমামতির মধ্যে বয়সে যে বড় তাহার প্রাধান্য অগ্রাধিকার রহিয়াছে।

ইমাম ও মুয়ায্যিনগণের ফজিলত

٢٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ –(رواه احمد وابو داؤد والترمذى والشافعى)

২২৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইমাম হইলেন নামাজের জামিন আর মুয়াযযিন হইলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদিগকে সঠিক পথে চালাও এবং মুয়াযযিনদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও শাফেয়ী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এখানে **ইমাম জামিন"** অর্থ জরিমানা বহন করার জামিন নহে। বরং মুক্তাদিদের নামাজ, কেরাত, রাকাত সংখ্যা ঠিক ঠিক মত আদায় করার জামিন। অনুরূপভাবে কখন নামাজ শুরু করিবে এবং কখন শেষ করিবে ইত্যাদি তাহার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে, সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেন তিনি যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন সেই জন্য সঠিক পথে থাকার দোয়া করিয়াছেন। আর স্বাভাবিকভাবে মানুষেরা মুয়াযযিনের আযান শুনার পর নামাজ পড়ে, ইফতার করে এবং সেহরী খায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকরাই আযানের উপর অধিক নির্ভরশীল। সুতরাং তাহাদের কর্তৃক ভুল-ত্রুটি হইয়া গেলে আল্লাহ যেন মাফ করিয়া দেন, সেই কারণে তাহাদের জন্য ক্ষমা কামনা করা হইয়াছে। অথবা মুয়ায্যিন আযান দেওয়ার সময় অনেক উচ্চ মিনারায় আরোহণ করে ফলে বেগানা নারীর উপরে বা কোন মানুষের গোপন কোন কাজ তাহার দৃষ্টিতে পড়িতে পারে এইসব কারণে তাহার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা চাহিয়াছেন।

٢٢٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَسْمَعُ مُدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَىْءٌ اِلَّا شَهِدَلَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – (رواه البخارى)

২২৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মানুষ, জ্বিন অথবা অন্য কিছু মুয়ায্যিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনিবে সে-ই কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (বোখারী)

٢٢٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَرَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ –(رواه الترمذى)

২২৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি

মেশকের স্তূপের উপর থাকিবে। (১) ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ তায়ালার হক এবং তাহার (দুনিয়ার) প্রভু মালিকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করিয়াছে (২) যে ব্যক্তি কোন কওমরে ইমামতি করে আর তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। (৩) আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক দিন ও রাত নামাজের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়। (তিরমিযি)

٢٢٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْمُلَبِّيْنَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُلَبِّى الْمُلَبِّىْ- (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২২৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন মুয়ায্‌যিন ও তালবিয়া পাঠকারী হাজী তাদের কবর থেকে এমতাবস্থায় উঠিবে যে মুয়াযযিন আযান দিতে থাকিবে এবং তালবিয়া পাঠকারী উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতে থাকিবে।

আযান শুনে যা বলবে এবং তার লাভ

٢٢٨- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رواه مسلم)

২২৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন মুয়ায্‌যিন বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তখন তোমাদের কেহ যদি বলে আল্লাহ আকবার আল্লাহু আকবার অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেও বলে আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আবার যখন মুয়ায্‌যিন বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ সে ও বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। ইহার পর যখন মুয়ায্ যিন বলে হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, সে বলে লা হাউলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। পুনরায় যখন মুয়াযযিন বলে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। পরে যখন মুয়াযযিন বলে আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবার সেও বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। অতঃপর যখন মুয়া যিন বলে লা ইলাহা ইল্লাহ্, সেও বলে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, একান্ত অন্তঃস্থল হইতে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

আযানের পর কি বলিবে

٢٢٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ - (رواه مسلم)

২২৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনিয়া বলিবে- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাহার বান্দাহ ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক প্রভু হিসাবে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহার গুনাহ মাফ করা হইবে। (মুসলিম)

٢٣٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه البخارى)

২৩০. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আযান শুনিয়া যে ব্যক্তি বলিবে- اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ . اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইবে। (বোখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সুপারিশ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো তাহার খাতেমা বিলখায়ের তথা ঈমানের সাথে মৃত্যু হইবে। আশা করা যায়, সে ঈমানের উপর বহাল থাকিয়াই মারা যাইবে। আর দয়াল নবী, মানবতার মুক্তির দিশারী পাপী মুমিনদের জন্য নাজাতের সুপারিশ করিবেন। তাই তিনি বলিয়াছেন আমার জন্য সুপারিশ ওয়াজিব হইবে।

মসজিদের ফজিলত

২৩১- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا - (رواه مسلم)

২৩১. **অনুবাদ :** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় জনপদ (স্থান) হইল মসজিদসমূহ এবং সবেচেয়ে ঘৃণ্য ও ধিকৃত স্থান বা জনপদ হইল বাজারসমূহ। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : যে ধরনের স্থান নির্মাণের শরীয়তে অনুমতি আছে তন্মধ্যে বাজার সর্বনিকৃষ্ট এবং মসজিদ সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা মসজিদ হইল ইবাদত বন্দেগী ও শরীয়ত প্রচার প্রসারের জায়গা। আর বাজার পার্থিব প্রয়োজন মিটানোর স্থান বটে। তবে সেখানে যাবতীয় শয়তানী কাজ-কর্ম, লোভ-লালসা, বিশ্বাসঘাতকা ও মিথ্যার বেসাতি চলে অহরহ। শরীয়তে বাজার শহর নির্মাণের অনুমতি থাকিলেও ভূতখানা শরাবখানা ও বেশ্যালয় নির্মাণের অনুমতি নাই। তবু বাজারে এইগুলি আসিয়া যায়। তাই ইহা নিকৃষ্ট জায়গা।

২৩২- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ- (متفق عليه)

২৩২. **অনুবাদ :** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতে অতিথি আপ্যায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। মসজিদে যখনই সকালে বিকালে গমন করিবে। (বুখারী মুসলিম)

২৩৩- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه الترمذى)

২৩৩. **অনুবাদ :** হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাহাদিগকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন যে, রাত্রের অন্ধকারে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা এশার জমাতে হাজির হয় তাহাদের জন্য কিয়ামতের দিবসে নূরের সুসংবাদ রহিয়াছে। কেননা, সে এই কষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করিয়াছে। আজকাল আমাদের সমাজে ও বাস্তব জীবনে এইরূপ অবস্থা অনেক আছে যে, আমাদেরকে অনেক কষ্টে মসজিদে যাইতে হয়, তখন আমাদেরকে এই আকিদা রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট অবশ্যই বিরাট প্রতিদানের অধিকারী হইব।

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – (رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

২৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যদি তোমরা কাহাকেও দেখ যে, সে নিয়মিত মসজিদের তত্ত্বাবধান করে, খোঁজ-খবর নেয় এবং মসজিদে আসা-যাওয়া করে তখন তাহার ঈমান আছে বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন। اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে সেই আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ রাখে। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, দারামী)

মসজিদ বানানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও মসজিদে খুশবু ছড়ানো

٢٣٥- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ – (متفق عليه)

২৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন। (বুখারী, মসুলিম)

٢٣٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ – (رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجه)

২৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করিতে এবং উহাকে পাক পবিত্র রাখিতে এবং উহাতে সুগন্ধি লাগাইতে নির্দেশ দিয়াছেন (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাযাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসের শব্দ دور দ্বারা মহল্লা এবং গৃহকোণ উভয়টি বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মসজিদরূপে নির্দিষ্ট স্থান থাকিতে হইবে। নামাজ পড়ার স্থান হিসাবে ইহাকে মসজিদ বলা হইয়াছে। সুতরাং শরীয়ত সম্মত মসজিদের সকল বিধি-বিধান ইহাতে প্রযোজ্য নহে। আর মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ বানানোর অর্থ হইল, যেখানেই জনপদ ও লোকের বসতি রহিয়াছে সেখানেই মসজিদ থাকিতে হইবে যেন মহল্লা বা পাড়ার লোকেরা জামাতের সাথে নামায আদায় করিতে পারে।

মসজিদের আদবসমূহ

٢٣٧- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - (رواه مسلم)

২৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলিয়া দাও। আর যখন বাহির হয় তখন যেন বলে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (হে আল্লাহ আমি তোমার দানের প্রার্থনা করি। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মসজিদে প্রবেশকালে দয়া ও বাহির হওয়ার সময় দান প্রার্থনা করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল, মসজিদের ভিতরে সওয়াব ও গুনাহ উভয় কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই যেন গোনার কাজে লিপ্ত না হয় সে জন্য আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করিতে হয়। আর মসজিদের বাহিরে রিযকের অন্বেষণে লিপ্ত হয়। সুতরাং সেখানে তাহার দানের প্রার্থনা করা হয়। কাজেই যেখানে যাহা চাওয়া যুক্তিসঙ্গত সেখানে তাহাই কামনা করা হইতেছে।

٢٣٨- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ - (متفق عليه)

২৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়ে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই দুই রাকাত নামাযকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলা হয়। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে কোন মাকরূহ ওয়াক্ত না হইলে এই নামায পড়া মুস্তাহাব।

٢٣٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ - (متفق عليه)

২৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের কিছু খায় সে যেন আমার মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা , যাহার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় উহার দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুর্গন্ধময় খাদ্য যেমন ঃ কাঁচা রসুন, কাঁচা পিয়াজ, গাজর, মুলা, শালগম ইত্যাদি। অবশ্য রান্না করা পেয়াজ রসুন খাওয়া জায়েয আছে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন তরকারী খাইয়াছেন যাহা রসুন পেয়াজ দ্বারা রান্না করা হইয়াছিল। মূলতঃ ফেরেশতাগণ হইলেন অতি পবিত্র ও নির্মল স্বভাবের মখলুক। সুতরাং এ সমস্ত দুর্গন্ধ তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক।

٢٤٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ - (رواه الترمذى)

২৪০. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি তাহার পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করিতে তথায় ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং জুমার দিন নামাজের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হইয়া বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদিসের মধ্যে তিনটি বিষয় হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। (১) কবিতা আবৃত্তি করা। মূলতঃ জাহেলী যুগের অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্যথা ইসলামী কবি হযরত হাসসান বিন সাবেত (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মসজিদে নববীর মিম্বারের উপর বসিয়া ইসলামী কবিতা ও কাফের মুশারিকদের দুর্নাম বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন অথচ হুজুর তাঁহার জন্য দোয়াও করিয়াছেন এবং তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। (২) মসজিদে বেচা কেনা করা মাকরূহ, তবে ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহা বাতিল করিতে হইবে না। মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, ইতিকাফ অবস্থায় মাল দ্রব্য মসজিদে উপস্থিত না করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। (৩) শুক্রবার জুমার নামাজের সংলগ্ন আগে গোল হইয়া বসিলে অন্যান্য নামাজীর অসুবিধা হইবে। সুতরাং এইভাবে বসা মাকরূহ। কাজেই নামাজের প্রস্তুতির জন্য সারিবদ্ধভাবে বসাই উত্তম।

٢٤١- عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ مَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَائَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ - (رواه ابن ماجه)

২৪১. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন: তোমরা নিজেদের মসজিদসমূকে বাচ্চাদের হইতে, পাগলদের হইতে এবং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয় করা হইতে এবং তোমাদের ঝগড়া-ঝাটি হইতে তোমাদের সোরগোল হইতে এবং হদ কায়েম করা হইতে এবং তরবারী কোষমুক্ত করা হইতে বাঁচাইয়া রাখ। (এসকল কাজ মসজিদের এরিয়ার মধ্যে করিও না। এসকল কাজ মসজিদের সম্মানের বিপরীত)।

٢٤٢- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِ هِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَا هُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২৪২. অনুবাদ ঃ হযরত হাছান (রাঃ) 'মুরছালান' বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন এমন একটি জমানা আসিবে যে তখন লোকজন তাদের দুনিয়ার কথাবার্তা মসজিদে বলিবে। তোমরা তাহাদের মজলিসে বসিও না, আল্লাহ তায়ালার এ জাতীয় লোকদের কোন প্রয়োজন নাই। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মসজিদ হইল আল্লাহ তায়ালার ঘর। তাই আদবের চাহিদা হইল সেখানে এমন কোন কথা বলিবে না যে কথার সাথে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির সম্পর্ক নাই।

মহিলাদের মসজিদে যাওয়া

٢٤٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَمْنَعُوْا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌلَّهُنَّ - (رواه ابو داؤد)

২৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হইতে বাধা দিও না, তবে ত হাদের ঘরই তাহাদের জন্য শ্রেয়। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসখানার ভাবার্থ হইল, হে পুরুষগণ! তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে মসজিদ হইতে নিষেধ করার অধিকার তোমাদের নাই। আর হে নারী সমাজ! তোমরাও মসজিদে জমাতে নামাজ পড়িতে যাইও না। সুতরাং ইহার পরও যদি তাহারা যায় তবে তোমাদের কোন দোষ হইবে না।

٢٤٤- عَنْ اُمِّ حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّةِ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الصَّلٰوةَ مَعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلٰوةَ مَعِىْ وَصَلٰوتُكِ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌمِنْ صَلٰوتِكِ فِىْ حُجْرَتِكِ وَصَلٰوتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلٰوتِكِ فِىْ دَارِكِ وَصَلٰوتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِد قَوْمِكِ وَصَلٰوتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلٰوتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ قَالَ فامرت فبنى لها مسجد فى اقصى شئ من بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز و جل - (رواه مسلم)

২৪৪. অনুবাদ ঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুমাইদ সায়াদী (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ সায়াদীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনার সাথে মসজিদে জমাতে নামায পড়তে চাই। হুজুর (সাঃ) বলেন, আমি জানি যে তুমি আমার সাতে জমাতে নামায পড়তে ভালবাস (অথচ শরীয়তের মাসয়ালা হইল) তোমার নামায যা তুমি ঘরের অন্দর মহলে পড়িবে ঐ নামাজ থেকে উত্তম যা তুমি ঘরের বাইরের অংশের নামায ঘরের বারান্দায় পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমার ঘরের বারন্দায় নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া আমার মসজিদে এসে (আমার সাথে) নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আহমদ)

٢٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ - (متفق عليه)

২৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমানে মহিলাদের যে অবস্থা হয়ে গেছে তাহা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতেন তাহলে মহিলাদেরকে মসজিদে আসিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। যেমনভাবে বনি ইসরাইলদের মহিলাদিগকে পূর্বের নবীগণ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মহিলাদের জন্য ঘরে নামাজ উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলাগণ মসজিদের জমাতে শরীক হইতেন। হুজুর (সাঃ) মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিয়াছিলেন। নির্দেশ দেননি। বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছিল, মহিলাদের ঘরে নামাজ পড়া উত্তম। তাছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুজুর (সাঃ) প্রয়োজনের কারণে অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রয়োজনটা ছিল তখন নতুন নতুন বিধান নাযিল হইত। নবীজী নিজেই তাহাদেরকে শিক্ষা দিতেন। তাই পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও মসজিদে এসে এসব নতুন তালিম শিখতে হইত। বর্তমানে যেহেতু দ্বীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সুরত উম্মতের কাছে বিদ্যমান তাই বর্তমানে মহিলাগণ মসজিদে না গিয়াও অন্যথা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। নবীজীর যুগটা ছিল উত্তম যুগ ও ফিতনামুক্ত। সে জমানার লোকদের মন-মেজাজ ছিল পবিত্র। বর্তমানে ফিতনার যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জমাতের সাথে নামাজ পড়া মোটেও উচিত হবে না। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুতরা বা অন্তরাল

٢٤٦- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّوَرَاءَ ذَالِكَ - (رواه مسلم)

২৪৬। অনুবাদ ঃ হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নিজের সম্মুখে হাওদার পিছনের ডান্ডার ন্যায় কিছু স্থাপন করিবে ও উহার দিকে নামাজ পড়িবে এবং যাহারা উহার বাহির দিয়া চলাচল করিবে তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবে না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ খোলা জায়গায় নামাজ পড়িতে মুসল্লীর সম্মুখে কিছু অন্তরাল রাখিতে হয়, শরীয়তের পরিভাষায় উহাকে সুতরা বলে। হানাফী ইমামগণ বলেন, নামাজী চাই একাকী নামাজ পড়ুক কিংবা ইমামের সাথে জমাতে নামাজ পড়ুক। মুসল্লী সর্বাবস্থায় তাহার সম্মুখে কিছু জিনিস দ্বারা সুতরা করিয়া নেওয়া মুস্তাহাব। তবে ইহা অন্ততঃ এক হাত লম্বা ও অঙ্গুলী পরিমাণ মোটা হইলে চলিবে। জমাতে নামাজ আদায় করার সময় শুধু ইমামের সম্মুখে সুতরা থাকাই যথেষ্ট।

٢٤٧- عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً - (متفق عليه)

২৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু জুহাইম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন নামাজীর সম্মুখ দিয়া অতিক্রমকারী যদি জানিত যে, ইহাতে তাহার কি পরিমাণ গুনাহ হয়, তব সে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়া অতিক্রম না করিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিত এবং অতিক্রম না করাকেই উত্তম মনে করিত। বর্ণনাকারী আবু নযর বলেন আমি বলিতে পারি না যে, আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলিয়াছেন না মাস না বৎসর বলিয়াছেন। (আবু হুরাইরার অন্য এক হাদিস দ্বারা বুঝা যায় এখানে চল্লিশ বৎসরের কথাই বলা হইয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

٢٤٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْدُوْا اِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا - (رواه البخارى)

২৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সকালে ঈদগাহের দিকে যাইতেন তাহার সম্মুখে একটি বর্শা বহন করিয়া নেওয়া হইত এবং উহা ঈদগাহে তাহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে সামনে রাখিয়া নামাজ পড়িতেন। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ঈদের নামাজ সাধারণতঃ মুক্ত মাঠেই আদায় করা হয় তাই সেখানে সুতরা ব্যবহার করিতে হয়। নামাজীর সামনে সুতরা থাকিলে উহার বাহিরে দিয়া লোক যাতায়াত করিলে কোন গোনাহ হইবে না।

জমাতে নামাজ পড়ার ফজিলত

٢٤٩- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً - (متفق عليه)

২৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জামাতের সহিত নামাজে একাকী নামাজ আদায় করা অপেক্ষা সাতাইশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জমাতে নামাজ আদায় করা যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সর্বদা জমাতের সহিত নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং সাহাবাদেরকে ইহার গুরুত্বের প্রতি তাকিদ করিয়াছেন। কোন কোন হাদিসে দেখা যায় জমাত তরককারীর বাড়ি-ঘরে আগুন জালাইয়া দেওয়ার মত সংকল্পও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোষণ করিয়াছেন।

٢٥٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ . بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ . (رواه الترمذى)

২৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সহিত জমাতে নামাজ পড়িবে তাহার জন্য দুইটি পরওয়ানা লেখা হয়, একটি জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাওয়ার ও অপরটি মোনাফেকী হইতে মুক্ত থাকার। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত এইভাবে নামাজ পড়ে যে, ইমামের সহিত প্রথম তাকবীর হইতেই নামাজে শরীক হয় তবে সেই ব্যক্তি জাহান্নামে ও প্রবেশ করিবে না এবং মুনাফেকদের তালিকায়েও তাহার নাম থাকিবে না। চল্লিশ দিনের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে মাতৃ উদরে মানব জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। মানুষ চল্লিশ দিন যাবত বীর্যরূপে অবস্থান করে। অতঃপর চল্লিশ দিনে মাংসপিন্ডরূপ ধারণ করে। তারপরে প্রতি চল্লিশ দিনে এক এক অবস্থায় রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণে ছুফী দরবেশদের নিকট চিল্লার একটা বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। যাহাদের বৎসরের পর বৎসর তাকবীরে উলা ফওত হয় না, তাহারা কতইনা ভাগ্যবান।

٢٥١- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - (رواه احمد وابو داؤد والنسائى)

২৫১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে গ্রামে বা মাঠে কমপক্ষে তিনজন লোকও থাকে, অথচ তাহারা সেখানে জমাতে নামাজ পড়ে না, শয়তান তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। কাজেই জমাতকে জরুরী মনে কর। দলত্যাগকারী বকরিকেই বাঘে খাইয়া ফেলে। আর মানুষের বাঘ হইল শয়তান। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যাহারা ক্ষেতে খামারে কাজ করে তাহারা তিনজন হইলেই তাহাদেরকে জমাতে নামাজ আদায় করিতে হইবে। বরং দুইজন হইলেও জমাতে পড়াই উত্তম। কৃষকেরা প্রায়ই নামাজ পড়ে না। তাহাদের মতে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকাই বড় ওজর। আর যে সব কৃষক সাধারণতঃ দ্বীনদার বলিয়া পরিচিত তাহারাও একা একাই নামাজ পড়িয়া ফেলে। অথচ কয়েকজন কৃষক একত্র হইয়া জমাতে নামাজ পড়িলে কত বড় সওয়াবের অধিকারী হইতে পারে দুই-চারটি পয়সা উপার্জনের জন্য শীত, গ্রীষ্ম, রোদ্র ও বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া সারাদিন কাজ করা চলে, অথচ জমাত ত্যাগ করার দরুন কত বড় পুণ্য হইতে বঞ্চিত রহিল উহার প্রতি একটু ভ্রূক্ষেপও করিল না। বরং ইহাদের মাঠে-ঘাটে জমাত করিয়া নামাজ পড়িলে আরও বেশী সওয়াবের আশা রহিয়াছে। এমনকি একটি হাদিসে বর্ণিত আছে তাহারা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব লাভ করিবে। (ফাজায়েলে নামায)

ওজর অবস্থায় জমাতে হাজির না হওয়ার অনুমতি

٢٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلَا صَلُّوْافِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوْافِى الرِّحَالِ - (متفق عليه)

২৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক শীত ও ঝড় তুফানের রাতে তিনি আযান দিলেন। অতঃপর (আযানের সূরে) বলিলেন তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামাজ পড়। ইহার পর বলিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায্‌যিনকে নির্দেশ দিতেন যখন শীত ও ঝড় বৃষ্টির রাত্র হইত তখন সে (মুয়াযযিন) যেন ডাকিয়া বলে, খবরদার! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামাজ আদায় কর (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অস্বাভাবিক শীত বা বৃষ্টি বাদল বা ঝড় তুফান বা কাদা ইত্যাদি অবস্থাতে নামাজ ঘরে পড়ে নেওয়ার অনুমতি আছে।

٢٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ - (متفق عليه)

২৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কাহারো সম্মুখে নৈশ খাদ্য উপস্থিত করা হয়; অপরদিকে এশার নামাযের ইকামত বলা হয় তখন তোমরা প্রথমে রাত্রের খাবার খাইয়া লইবে এবং সে যেন তাড়াহুড়া না করে যে পর্যন্ত খাওয়া হইতে ঠিকমত অবসর গ্রহণ না করে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কোন কোন সময় এবাদত অপেক্ষা মানবীয় জরুরতের অগ্রাধিকার বর্তে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি খুব বেশী

ক্ষুধার্ত তাহার সম্মুখে খানা উপস্থিত করা হইলে এমন ব্যক্তির খানা আগে খাওয়াই ভাল; ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন "নামাজকে খানা বানানো অপেক্ষা খানাকে নামাজ বানানো উত্তম।"

٢٥٤- عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاصَلٰوةَ بِحَضْرَتِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ - (رواه مسلم)

২৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর নামাজ পড়া যাইবে না। অনুরূপভাবে যখন দুই হদস অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানার বেগ ধারণ করিতে থাকে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের সময় বাকী থাকিলে জমাত ত্যাগ করিয়া প্রথমে খাওয়া বা মলমূত্র ইত্যাদি সারিয়া লইবে। আর সময় চলিয়া যাওয়ার আশংকা থাকিলে যথাসম্ভব প্রথমে নামাজ আদায় করিতে হইবে। এখানে নামাজ পড়া যাইবে না অর্থ এমতাবস্থায় নামাজ পড়া উত্তম নয়।

জমাতের আদাব যেমন কাতার সোজা করা ইত্যাদি

٢٥٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ - (متفق عليه)

২৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা নামাজের কাতারসমূহকে ঠিকমত সোজা করিবে, কেননা কাতার সোজা করা নামায প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীভূত। (বুখারী মুসলিম)

٢٥٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - (رواه مسلم)

২৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়াইলে আমাদের বাহু মূলসমূহে আপন হাত স্পর্শ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং এলোমেলো হইয়া দাঁড়াইও না, তাহাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হইয়া যাইবে। আর তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রবীণ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান তাহারাই যেন আমার কাছে কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর যাহারা বয়স ও বিজ্ঞতায় তাহাদের কাছাকাছি তাহারা দাঁড়ায় অনুরূপভাবে বয়স জ্ঞানক্রম অনুসারে তৎপরবর্তীগণ দাঁড়াইবে। (মুসলিম)

٢٥٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّى صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ - (رواه ابو داؤد)

২৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত নুমান বিন বশির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াইতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সারি সোজা করিতেন, আর যখন আমরা সারি ঠিক সোজা করিয়া নিতাম তখন তিনি তাকবীরে তাহরিমা বলিতেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের সারি সোজা করাইয়া নেওয়া ইমামের দায়িত্ব, যদিও পক্ষান্তরে সমস্ত মুসল্লীর উপরেই দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে।

٢٥٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ - (رواه ابو داؤد)

২৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা প্রথমে প্রথম সারি পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহার সংলগ্ন পিছনের সারিকে পূর্ণ করিবে যদি কমতি, ঘাটতি কিছু থাকে তাহা থাকিবে সর্বশেষ সারিতে। (আবু দাউদ)

٢٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَسَّطُوا الْاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ - (رواه ابو داؤد)

২৫৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইমামকে তোমাদের মধ্যস্থলে রাখিবে এবং পরস্পরের মধ্যে খালি স্থান পূর্ণ করিবে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমামের দুই পার্শ্ব সমপরিমাণ লোক দাঁড়াইলেই তাহাকে মধ্যস্থলে রাখা হয়। একজন অধিক হইলে সে ডানদিকে দাঁড়াইবে ইহাই সুন্নত তরিকা। এদিকে খেয়াল রাখা সকলের কর্তব্য।

٢٦٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىْ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ - (رواه مسلم)

২৬০. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্য দাঁড়াইলেন, আর আমি আসিয়া তাহার বামদিকে দাঁড়াইয়া গেলাম, তখন হুজুর আমার হাত ধরিলেন এবং আমাকে ঘুরাইয়া নিলেন যে পর্যন্ত আমাকে তাঁহার ডানপার্শ্বে নিয়া দাঁড় করাইলেন। অতঃপর জাব্বার বিন সাখর আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বাম পার্শ্বে দাঁড়াইল, তখন হুজুর আমাদের দুইজনের হাত ধরিলেন এবং আমাদের উভয়কে পিছনে হটাইয়া তাহার পিছনে দাঁড় করাইয়া দিলেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মুক্তাদি একজন হইলে ইমামের ডানদিকে দাঁড়াইবে এবং দুইজন হইলে ইমামের পিছনে সারি করিয়া দাঁড়াইবে আর প্রথমে একজন মুক্তাদি লইয়া নামাজ শুরু করার পর একজন বা একাধিক লোক জমাতে শরীক হইলে মুকতাদিগণ একদম পিছনে হটিয়া সারি করিয়া দাঁড়াইবে। যদি মুক্তাদিদের পিছনে হটিবার জায়গা না থাকে এবং ইমামের সম্মুখে জায়গা থাকে তখন ইমাম স্বয়ং এক কদম সম্মুখে সরিয়া দাঁড়াইবে।

٢٦١- عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ - (رواه احمد والترمذى وابو داؤد)

২৬১. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়াবিছা বিন মাবাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সারির পিছনে একা নামাজ পড়িতে দেখিলেন এবং তিনি তাহাকে পুনরায় নামাজ পড়িতে আদেশ দিলেন। (আহমদ, তিরমিযি ও আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইসাহাক হাম্মাদ প্রমুখ বলেন, সারির পিছনে একাকী নামায পড়িলে নামায সহীহ হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালেক শাফী এবং জমহুর ফিকাহবিদগণ বলেন, নামায মাকরুহ সহকারে জায়েয হইবে। তাহারা বলেন, নামায পুনরায় পড়ার আদেশ করাটা শাসনমূলক। তবে পুনরায় পড়া মুস্তাহাব।

প্রথম কাতারের ফজিলত

٢٦٢- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى ا لصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِىْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِىْ - (رواه احمد)

২৬২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ নামাজের প্রথম সারির উপরে রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ আরজ করিলেন হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় সারির উপরেও! হুজুর উত্তরে বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ও তাহার ফেরেশতাগণ নামাজের প্রথম সারির উপর রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ পুনরায় বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় সারির উপরেও। তিনি পুনরায় বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ নামাজের প্রথম সারির উপরে

রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় সারির উপরেও। এবার হুজুর (সাঃ) বলিলেন, হাঁ দ্বিতীয় সারির উপরেও আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের প্রথম সারির ফজিলত যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়। কেননা, দ্বিতীয় সারির প্রতি দোয়া করার জন্য সাহাবীগণ বারবার আরজ করা সত্ত্বেও আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার প্রথম সারির কথা উল্লেখ করিয়া তৃতীয় বারে দ্বিতীয় সারির জন্য দোয়া করিয়াছেন।

ইমামতির জন্য কাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে?

٢٦٣- عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ - (رواه مسلم)

২৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকদের ইমামতি করিবে সেই, যে আল্লাহর কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তাহা হইলে যে সুন্নাহ বেশী জানে সে। যদি সুন্নাহও সমান হয়, তাহলে যে প্রথমে হিজরত করিয়াছে সে। যদি হিজরতেও সমান হয় তাহা হইলে বয়সে বেশী কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতার স্থলে এমামত না করে এবং তাহার বাড়ীতে তাহার সম্মানের স্থলে না বসে তাহার অনুমতি ব্যতীত।

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا اَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ -

(رواه الدار القطنى والبيهقى)

১৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম তাকে ইমাম বানাও। কারণ তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে তাহারা তোমাদের প্রতিনিধিত্ব করে। (দারেকুতনি ও বায়হাকী)

ইমাম জিম্মাদার ও জিজ্ঞাসিত হইবে

٢٦٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُوْلٌ لِمَا ضَمِنَ وَاِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ

مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِاَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَاكَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ ـ (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করিবে সে যেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং জেনে রাখবে সে মুক্তাদিগণের নামাজেরও জিম্মাদার। এবং তাহার থেকে এ জিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সে যদি সুন্দর ও শুদ্ধ করে নামাজ পড়ায় তাহলে তাহার পিছনের সকল মুক্তাদির সমপরিমাণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে, মুক্তাদিগণের সওয়াব থেকে মোটেও কমতি করা হইবে না এবং নামাজে যাহা ত্রুটি হইবে তাহা ইমামের উপর হইবে। (তিবরানী)

ঈমামের জন্য নামাজ হালকা করার নির্দেশ

٢٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَوَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ـ (متفق عليه)

২৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ লোকদের নামাজ পড়ায় সে যেন নামাজকে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাহাদের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও বৃদ্ধলোকেরাও রহিয়াছে। আর যখন তোমাদের কেহ একাকী নামাজ পড়ে সে যে পরিমাণ ইচ্ছা করে ততটুকু দীর্ঘায়িত করিতে পারে। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজকে সংক্ষেপে করার অর্থ-ইহা নয় যে, নামাজের কোন বিশেষ রুকন বা অঙ্গকে বাদ দিয়া সংক্ষেপ করা। বরং দীর্ঘ লম্বা কেরাত বর্জন করা এবং ছোট ছোট সূরা দ্বারা নামায আদায় করা। রুকু, সিজদা ইত্যাদিতে অনেক দেরী পর্যন্ত তাসবীহ পড়া হইতে বাঁচিয়া থাকা। মোটকথা নামাজের প্রত্যেক কাজগুলি নামাজ জায়েয হইয়া যায় এই পরিমাণ আদায় করাই যথেষ্ট। অবশ্য নামাজীর অবস্থা বিশেষে সুন্নত নিয়মের কেরায়াত পাঠ করাও সুন্নত।

٢٦٧. عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتَاَخَّرُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ ـ (متفق عليه)

২৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত কায়েস বিন আবু হাযেম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! খোদার কসম! আমি অমুকের কারণে ফজরের নামাজে বিলম্বে হাজির হই, সে আমাদিগকে খুব দীর্ঘ নামাজ পড়ায়। আবু মাসউদ বলেন, এই নালিশের পর সেইদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াজের মধ্যে এত রাগান্বিত দেখিয়াছি যে, এইরূপ আর কখনও দেখি নাই। অতপর হুজুর (সাঃ) জনতার উদ্দেশে বলিলেন তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক মানুষকে জামাতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলে। (নামাজকে শুধু শুধু দীর্ঘায়িত করিয়া) তোমাদের যে কেহ লোকদেরকে যে কোন নাম্বাজই পড়াকনা কেন সে যেন নামাজকে সংক্ষেপ করে। কেননা তাহাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রহিয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

٢٦٨. عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَدْخُلُ فِي الصَّلٰوةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ـ (رواه البخاري)

২৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি অনেক সময় নামাযে প্রবেশ করি এবং এই ইচ্ছা থাকে যে, উহাকে দীর্ঘায়িত করিব। কিন্তু যখনই কোন শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমি জানি যে, শিশুর ক্রন্দনে তাহার মাতার মনের উদ্বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এই জন্য আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করিয়া ফেলি। (বুখারী)

ইমামের ইত্তেবা করার নির্দেশ

٢٦٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُبَادِرُوْا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ (رواه مسلم)

২৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করিওনা। বরং ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলেন, তোমরাও সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলিবে। আর ইমাম যখন "ওয়ালাদ দাল্লীন বলিবেন, তোমরাও সাথে সাথে আমীন" বলিবে। ইমাম যখন রুকু করিবেন তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে রুকু করিবে। আর ইমাম যখন "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলিবেন তখন তোমরাও সাথে সাথে বলিবে। আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ।" (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তাকবীরে তাহরীমা হইতে শুরু করিয়া রুকু, সিজদা ও উঠা বসা ইত্যাদি নামাজের প্রতিটি কাজের মধ্যে মুকতাদির পক্ষে ইমামের তাবেদারী ও অনুসরণ করা ফরজ। নামাজের কোন অংশেই সামান্য পরিমাণও ইমামের আগে হওয়া উচিত নয়, বরং ইমামের পরে হওয়াই সুন্নত।

٢٧٠. عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ـ (رواه الترمذى)

২৭০. অনুবাদ ঃ হযরত আলী ও মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নামাজে হাজির হইবে, আর ইমাম যে কোন অবস্থায় থাকিবেন, সে যেন তাহাই করে ইমাম যাহা করেন। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমামকে নামাজের যে কোন অবস্থায় পাওনা কেন তুমি সেখানেই ইমামের পিছনে নামাজে শরীক হইয়া যাও। এবং ইমাম রুকু সেজদা ইত্যাদি যাহা কিছু করেন তুমি তাহার অনুসরণ কর। তবে ইমামকে রুকুতে না পাইলে সে রাকাত নামাজে হিসাব হইবে না। রাকাত হিসাবের জন্য রুকু পাইতে হইবে।

নামাজের নিয়ম কানুন

٢٧١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِيْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا

ـ (متفق عليه)

২৭১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল এবং নামাজ পড়িল। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক কোণে বসিয়াছিলেন। অতঃপর লোকটি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট আসিল এবং তাহাকে সালাম করিল। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, ওয়া

আলাইকুমুস্ সালাম, যাও এবং পুনরায় নামাজ পড়! তোমার নামাজ পড়া হয় নাই। সে পুনরায় গেল এবং আবার নামাজ পড়িল। তারপর আসিল এবং নবী (সাঃ)-কে সালাম করিল, হুজুর বলিলেন ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম, আবারও যাও এবং পুনরায় নামাজ পড়। তোমার নামাজ পড়া হয় নাই। অতঃপর তৃতীয় বার কিংবা উহার পরের বার সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখাইয়া দিন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) বলিলেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিবে তখন পূর্ণরূপে অজু করিবে। অতঃপর কিবলার দিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং তকবীর বলিবে। অতঃপর কোরআনের যাহা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়িবে। অতঃপর রুকু করিবে এবং রুকুতে বেশ কিছু সময় স্থির থাকিবে। ইহার পর মাথা উঠাইবে এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর সিজদা করিবে এবং সিজাদাতেও স্থির থাকিবে কিছু সময়। তারপর মাথা উঠাইবে এবং স্থির হইয়া বসিবে। তৎপর দ্বিতীয় সিজদা করিবে এবং সিজদাতে কিছু সময় স্থির থাকিবে। অতঃপর মাথা তুলিবে এবং স্থির হইয়া বসিবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর মাথা তুলিবে এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পর তোমার সমস্ত নামাজে এইরূপ করিবে।

(মোত্তাফাকুন আলাইহি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজ ধীরস্থিরভাবে পড়িতে হয়, কিন্তু লোকটি ছিল গ্রাম্য বেদুঈন, সে খুব তড়িৎভাবে নামাজ আদায় করিয়াছিল। তাই হুজুর (সাঃ) তোমার নামাজ পড়া হয় নাই" বলিয়া কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। যেই নামাজে ধীরস্থিরভাবে রুকু সিজদা ইত্যাদি আদায় করা হয় না, অন্য হাদীসে উহাকে মুনাফিকের নামাজ বলা হইয়াছে। লোকটি নামাজের রোকনগুলি যথাযথভাবে আদায় করে নাই, অথচ উহা ওয়াজিব। সুতরাং এখানে "পুনরায় নামাজ পড়" এর অর্থ হইল নামাজকে পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। রুকু, সিজদা কওমা, জলসা, সূরা কেরাত ধীরস্থিরভাবে তাদিলের সাথে আদায় কর।

٢٧٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِوَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ - (رواه مسلم)

২৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরু করিতেন ঃ আল্লাহু আকবার দ্বারা এবং কেরাত শুরু করতেন "আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" দ্বারা। আর যখন রুকু করিতেন তখন মাথা উচুঁ করিতেন না এবং নিচুও করিতেন না বরং উভয়ের মাঝামাঝি রাখিতেন।

এবং যখন রুকু হইতে মাথা উত্তোলন করিতেন তখন সোজা হইয়া না দাঁড়ান পর্যন্ত সিজদায় যাইতেন না। এবং সিজদা হইতে যখন মাথা উত্তোলন করিতেন সোজা হইয়া না বসা পর্যন্ত পুনরায় সিজদায় যাইতেন না। আর তিনি প্রতি দুই রাকাতে একবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িতেন এবং বসার সময় তিনি তাঁহার বাম পা বিছাইয়া দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখিতেন। আর তিনি শয়তানের ন্যায় নিতম্বের উপর কুকুর বৈঠক বসিতে নিষেধ করিতেন। এবং কোন ব্যক্তি হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুই হাত মাটিতে বিছাইয়া দিতেও নিষেধ করিতেন, এবং সালামসহকারে নামাজ শেষ করিতেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদিস হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হুজুর (সাঃ) অতি ধীর শান্তভাবে নামাজ আদায় করিতেন, তথা প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গমন করিতেন না। আর ইহারই নাম "তা'দীলে আরকান"। "কুকুরের ন্যায় বসা" ইহা দুইভাবে হইতে পারে। (১) উভয় পা খাড়া করিয়া কটিদেশকে পায়ের গোড়ালীর উপর রাখিয়া বসা। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। (২) নিতম্ব জমিনের উপর রাখিয়া দুই হাটু খাড়া করিয়া দুইহাত জমিনের উপর রাখিয়া কুকুরের মত বসা। ইহাও সকলের মতে মাকরূহ। সালামের সাথে নামাজ শেষ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ। কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফার মতে ফরজ নহে বরং ওয়াজিব।

٢٧٣. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِىْ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى قَرِيْبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اَعِدْ صَلَاتَكَ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَاِذَا ارْكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوْعِكَ فَاِذَا رَفَعْتَ رَاْسَكَ فَاَقِمْ صُلْبَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ اِلٰى مَفَاصِلِهَا فَاِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَاِذَا رَفَعْتَ رَاْسَكَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ـ (رواه احمد)

২৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত রিফায়াহ বিন রাফে' (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করিল। অতঃপর অগ্রসর হইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন তুমি তোমার নামাজ পুনরায় পড়। কেননা, তুমি নামাজ পড় নাই। তখন সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি কিভাবে নামাজ পড়িব, আপনি আমাকে শিখাইয়া দিন। তখন হুজুর (সাঃ) বলিলেন, যখন তুমি কিবলা মুখী হইয়া দাঁড়াইবে, প্রথমে তাকবীর বলিবে তারপর সূরায়ে ফাতিহা পড়িবে এবং উহার সহিত আর যাহা পাঠ করিবার সামর্থ্য আল্লাহ তোমাকে দেন তাহাই পাঠ করিবে। অতঃপর যখন রুকু করিবে তখন দুই হাতের করদ্বয় দুই হাটুর উপরে রাখিবে এবং

রুকুতে বহাল অবস্থায় স্থির থাকিবে। আর পিঠকে সটান রাখিবে। অতঃপর যখন রুকু হইতে উঠিবে পিঠকে সোজা রাখিবে এবং মাথাকে এমনভাবে উঠাইবে যাহাতে হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর যখন সিজদা করিবে, সিজদাতে স্থির থাকিবে। আবার যখন সিজদা হইতে উঠিয়া বসিবে তখন বাম উরুর উপরে বসিবে; অতপর প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে এইরূপ করিতে থাকিবে। অবশেষে ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করিবে। (আহমদ)

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো

٢٧٤. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى اِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ـ (رواه ابو داؤد)

২৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, যখন তিনি নামাজ পড়িতে দাঁড়াইলেন তখন তিনি নিজের দুই হাত উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন যাহাতে উহা উভয় কাঁধ পর্যন্ত বরাবর হইয়া গেল এবং তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় দুই কান বরাবর করিলেন। অতঃপর তাকবীর বলিলেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আবু দাউদ শরীফের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করিলেন। উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হানাফীগণ আমল করিয়া থাকেন।

বাম হাতের উপর ডানহাত রাখা

٢٧٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْحَازِمٍ لَااَعْلَمُهُ اِلَّا يَنْمِىْ ذَالِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ـ (رواه البخارى)

২৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইত যেন তাহারা নামাজের মধ্যে ডানহাতকে বাম হাতের উপরে রাখে। (বুখারী)

٢٧٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّبِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا وَاضِعٌ يَدِىَ الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى فَاَخَذَ بِيَدِى الْيُمْنٰى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرٰى ـ (رواه ابن ماجه والنسائى)

২৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তখন আমি নামাজে আমার বাম হাতকে ডান হাতের উপর রাখছিলাম। তখন তিনি আমার ডান হাত ধরিয়া উহাকে বাম হাতের উপর রেখে দিলেন।

(ইবনে মাজাহ নাসাঈ)

তাকবীরে তাহরীমার পর যাহা পড়িবে

২৭৭. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ؟ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ- اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ (متفق عليه)

২৭৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা এবং কেরাতের মধ্য সময় খানিকটা চুপ থাকিতেন। একদিন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, আপনি যে কেরাত ও তাকবীরের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকেন উহাতে কি পাঠ করেন? হুজুর (সাঃ) বলিলেন, আমি বলি হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দাও যেভাবে তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়াছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হইতে নির্মল রাখ যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হইতে নির্মল রাখা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে পানি, বরফ এবং বারিধারা দ্বারা ধুইয়া ফেল। (বুখারী, মুসলিম)

২৭৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ ـ (رواه ترمذيو ابوداؤد)

২৭৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করিতেন তখন বলিতেন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তোমার প্রশংসার সহিত; তোমার নাম মঙ্গলময়। তোমার কৃতিত্ব সুমহান, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে বা নামাজের বাহিরে যে সমস্ত দোয়া পড়িয়াছেন ইসলামের পরিভাষায় এই সবগুলিকে দোয়ায়ে মাসূরা" বলে। এই পর্যায়ে তাকবীরে তাহরীমার পর কেরাতের আগে পড়ার জন্য হাদীসে বিভিন্ন দোয়ায়ে মাসূরার উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী যখন নামাজ পড়িতেন তাহার এ জাতীয় নামাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া পড়িয়াছেন বলিয়া হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ইমাম শাফী (রহঃ)-এর মতে ফরজ, সুন্নত ও নফল প্রত্যেক নামাজেই ঐ সকল দোয়ার কোন একটি বা একাধিক দোয়া পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে ফরজ নামাজে শুধু সুবহানাকা

পড়াই সুন্নত। অন্যান্য দোয়াসমূহ যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি সুন্নত ও নফল নামাজের জন্য। হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফরজ নামাজে শুধু সুবহানাকাই পড়িতেন। সুতরাং আমাদের মাঝেও ইহাই প্রচলিত।

নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া

٢٧٩. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا ـ

২৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই তাহার নামাজ হয় নাই। (মোত্তাঃ) মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি উম্মুল কোরআন এবং ততোধিক কিছু পড়ে নাই। (তাহার নামাজ শুদ্ধ হয় নাই)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়েত মতে ইমামের পিছনে মুকতাদিদের সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। বর্ণিত হাদীসই তাহাদের দলীল। তাহারা হাদীসের না-বাচক উক্তি দ্বারা না জায়েয হওয়ার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন ফরজ পরিত্যাগ হইলেই নামাজ না জায়েয হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রাহঃ)-এর প্রসিদ্ধ মতে নামাজে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমামের পিছনে পড়া জায়েয নাই। তাহাদের দলীল কোরআনের আয়াত فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ কোরআনের যাহা তোমাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব তাহাই পড়। তাই হানাফীগণ বিশেষ কোন সূরাকে নির্দিষ্ট না করিয়া কেবল কেরাত পাঠকে ফরজ বলিয়াছেন। ইহা ছাড়াও দেখা যায় যে নবী করীম (সাঃ)-একদা এক বেদুইনকে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার সময় বলিয়াছেন যেখান হইতে পাঠ করা সহজ মনে কর সেখান থেকেই পড়। এতদভিন্ন উক্ত হাদীসখানি হইল খবরে ওয়াহিদ। মূলতঃ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন আদেশ ফরজ হইতে পারে না। হানাফীগণ ইমাম শাফেয়ীর জবাবে বলেন না-বাচক শব্দের দ্বারা নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার অর্থ নহে বরং ইহার অর্থ পরিপূর্ণ না হওয়া। ওয়াজিব ও সুন্নাত ত্যাগ করিলেই নামাজ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

٢٨٠. عَنْ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَاتَفْعَلُوْا اِلَّابِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهٗ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِهَا ـ (رواه ابوداؤد والترمذى والبخارى فى جزء القراءة)

২৮০. অনুবাদ ঃ হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা ফজরের নামাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম।

তিনি কেরাত পড়িতেছিলেন, কিন্তু কেরাত পাঠ করা তাহার নিকট ভারীবোধ হইতেছিল। যখন তিনি নামাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কেরাত পড়। আমরা বলিলাম হাঁ! হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলিলেন, এইরূপ করিও না। অবশ্য ফাতিহা পড়িবে। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তাহার নামাজ হয় না। (আবু দাউদ, তিরমিযি, বোখারী)

٢٨١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا- (رواه مسلم)

২৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করিয়া নামাজ পড়িবে তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ একথাটি তিনবার বলিয়াছেন। (মুসলিম)

মুক্তাদির জন্য কেরাত না পড়া

٢٨٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ - (رواه مسلم)

২৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে খুতবা দিলেন। খুৎবাতে আমাদের জন্য আমাদের সুন্নতসমূহের বয়ান করিলেন এবং আমাদিগকে নামাজ শিক্ষা দিলেন। হুজুর (সাঃ) বলিলেন, যখন তোমরা নামাজ পড়িবে প্রথমে তোমাদের কাতার সোজা করিবে। অতঃপর যেন তোমাদের একজন ইমামতি করে। যখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলিবেন তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলিবে। আর যখন তিনি গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন বলিবেন, তখন তোমরা বলিবে "আমীন।" আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন। অতঃপর যখন তিনি তাকবীর বলিয়া রুকু করিবেন তোমরাও তাকবীর বলিয়া রুকু করিবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাইবেন এবং তোমাদের আগেই মাথা উঠাইবেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা উহার পরিবর্তে। অর্থাৎ তোমরা যেই পরিমান দেরীতে রুকুতে গেলে ঠিক সেই পরিমাণ দেরীতে মাথা উঠাইবে। আর ইমাম যেই পরিমাণ তোমাদের আগে রুকুতে গেলেন ঠিক সেই পরিমাণ তোমাদের আগেই মাথা উঠাইবেন। ফলে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের রুকু সমান সমান হইয়া গেল। (মুসলিম)

٢٨٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَءَ فَأَنْصِتُوْا ـ (ابوا داؤد والنسائى)

২৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইমাম এই জন্যই নির্ধারিত হইয়াছেন, যেন তাহার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম আল্লাহু আকবার বলিবে তোমরাও আল্লাহু আকবার বলিবে। এবং যখন তিনি কুরআন পাঠ করিবেন তখন তোমরা চুপ থাকিবে। (আবু দাউদ নাসাঈ ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইমাম নিযুক্ত হওয়ার মানেই হইল নামাজের যাবতীয় দায়িত্ব তাহারই। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, যাহার ইমাম রহিয়াছেন তাহার ইমামের কেরাতই তাহার কেরাত। ইমামের পিছনে মুকতাদির কেরাত না পড়ার সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ও ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের সমর্থন করে।

٢٨٤. عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَءُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَءَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ قَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا ـ (رواه مسلم)

২৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ পড়িলেন। এক ব্যক্তি তাহার পিছনে ছাব্বি হিছমা রাব্বিকাল আ'লা সূরা পড়িতে লাগিল। নামাজ শেষে হুজুর ফিরিয়া বলেন, তোমাদের কে পড়েছ অথবা পাঠকারী তোমাদের কে? এক ব্যক্তি বলিল আমি। তখন হুজুর (সাঃ) বলিলেন আমি ধারণা করিয়াছি যে তোমাদের কেহ আমার কেরাত পড়াতে বাঁধার সৃষ্টি করিয়াছ। (মুসলিম)

٢٨٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ـ (طحاوى والدار قطنى)

২৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ইমাম রহিয়াছে, ইমামের কেরাতই তাহার কেরাত। (তাহাবী, দারকুতনী)

ইমাম ও মুকতাদির আওয়াজ করে ও চুপে চুপে আমীন বলা

٢٨٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ (متفق عليه)

২৮৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন ইমাম আমীন বলিবেন, তখন তোমরাও আমীন বলিবে। কেননা যাহার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হইবে তাহার বিগত যত গুনাহ আছে তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (বুখারী মুসলিম)

٢٨٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ لَاتُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَاكَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْاوَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ (رواه مسلم)

২৮৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। হুজুর (সাঃ) বলিতেন তোমরা ইমামের আগে বাড়িও না। ইমাম যখন তাকবীর বলিবেন তোমরাও তাকবীর বলিও এবং ইমাম যখন বলিবেন "ওয়ালাদ্দাল্লীন" তখন তোমরা বলিবে 'আমীন'। ইমাম যখন রুকু করিবেন তখন তোমরাও রুকু করিবে এবং ইমাম যখন বলিবেন "ছামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" তখন তোমরা বলিবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ। (মুসলিম)

٢٨٨. عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِا لْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

(رواه مسلم)

২৮৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হইতে দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে খুৎবা দিয়াছেন, আমাদের জন্য সুন্নতের বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদেরকে নামাজ শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) বলেন তোমরা যখন নামাজ পড়িবে প্রথমে তোমরা কাতার সোজা করিবে। অতঃপর তোমাদের একজন ইমামতি করিবে। ইমাম যখন তাকবীর বলিবেন তোমরাও তাকবীর বলিবে এবং ইমাম যখন বলিবেন, "গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" তখন বলিবে আমীন, আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন। (মুসলিম)

٢٨٩. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَرَءَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَأَخْفٰى بِهَا صَوْتَهٗ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ ـ

(رواه احمد والترمذى)

২৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়েছেন, যখন পড়িলেন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন আমীন বলিলেন, আমীন বলার সময় আওয়াজকে নীচ করিলেন। এবং ডানহাতকে বামহাতের উপর রাখিলেন, এবং ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফিরাইলেন। (আহমদ তিরমিযি, আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য যে, নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহার সমাপ্তিতে আমীন বলা মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন ইমাম 'আমীন' বলিবে না। কেবলমাত্র মুকতাদিগণই বলিবে। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে ইমাম বলিবে وَلَا الضَّالِّيْنَ এবং মুকতাদিগণ বলিবে اٰمِيْنَ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, ইমামও আমীন বলিতে হইবে।

যেই নামাজের কেরাত চুপেচুপে পড়িতে হয় সেই নামাজে আমীনও চুপে চুপে পড়িতে হইবে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু প্রকাশ্য কেরাতের আমীন বলার মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন সর্বাবস্থায় ইমাম এবং মুকতাদি উভয়ই আমীন চুপেচুপে পড়িবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রাহঃ) বলেন, নামাজী ইমাম হন কিংবা মুকতাদি "আমীন" প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে হইবে। ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন ইমাম প্রকাশ্য কেরাতে আমীন বলিবে না, বরং চুপেচুপে কেরাতে আমীনও চুপেচুপে বলিবে।

٢٩٠. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَرَءَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ - رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ـ (رواه ابوداؤد والترمذى)

২৯০. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়িলেন তখন আমীন বলিলেন। আমীন বলিতে আওয়াজকে উচ্চ করিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

٢٩١. عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَوَ سَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَحَفِظَ سَمُرَةُ وَاَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبْنَا فِىْ ذَالِكَ اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ اِلَيْهِمَا اَوْفِىْ رَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ ـ (رواه ابوداؤد)

২৯১. অনুবাদ ঃ হযরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। সামুরা ইবনে জুনদুব ও ইমরান ইবনে হোসাইন পরস্পরে আলোচনা করিলেন তখন সামুরা (রাঃ) বলিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হিফজ করেছেন দুইটি সিকতা একটি সিকতা হইল যখন তাকবীর বলেছেন। আর একটি সিকতা হলো যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়ে অবসর হয়েছেন। সামুরা (রাঃ) স্মরণ রেখেছেন এবং ইমরান

বিন হোসাইন তা অস্বীকার করেছেন। অতঃপর উভয়ে এ ব্যাপারে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) এর নিকটে লিখিয়াছেন হযরত উবাই (রাঃ) তাদের জবাবে লিখেন হযরত সামুরা (রাঃ) হেফজ করেছেন (অর্থাৎ তার কথাই সত্য, হুজুর (সাঃ) দুইটি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। প্রথমটি নীরবতা ছিল "সুবহানাকা" পড়ার জন্য আর দ্বিতীয় নীরবতা ছিল আমীন বলার জন্য।

সূরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়া

٢٩٢. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَالَايُطِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ ـ (متفق عليه)

২৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য আরো দুইটি সূরা পাঠ করিতেন এবং শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করিতেন। তিনি মাঝে মধ্যে কখনও কখনও আমাদিগকে আয়াত শুনাইয়া পাঠ করিতেন। আর তিনি প্রথম রাকাতে কেরাত এত দীর্ঘ করিতেন যাহা দ্বিতীয় রাকাতে করিতেন না। এইভাবে তিনি আছর এবং ফজর নামাজেও করিতেন। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রথম রাকাতে কেরাত দীর্ঘায়িত করার কারণ, যাহাতে মুক্তাদিগণ নামাজে শরীফ হওয়ার সুযোগ পায়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ মালেক ও হানাফীদের মধ্যে ইমাম মোহাম্মদ (রাহঃ) সহ প্রায় সমস্ত ইমামগণই বলেন, সকল নামাজেই প্রথম রাকাতে কেরাত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকাতে খাটো করিয়া পড়াই উত্তম। এই হাদীসই তাহাদের দলীল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রাহঃ) বলেন, ফজর নামাজ ব্যতীত সকল নামাজে উভয় রাকাতে সমানভাবে দীর্ঘ কিংবা হ্রাস হওয়া উত্তম। মূলতঃ ফজরের সময় হইল নিদ্রা ও অসচেতনের সময়। তাই মুকাতাদিগণের সহানুভূতির লক্ষ্যে কিরাত লম্বা করা বাঞ্ছনীয়। আর কেরাতের মধ্যে ইভয় রাকাতের মর্যাদা সমান। কাজেই উভয় রাকাতেই সমপরিমাণ হওয়া উচিত। যেমন- অন্য হাদীসে আছে রাসূল (সাঃ) ফজরের প্রত্যেক রাকাতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করিতেন। আর প্রথম রাকাতে দীর্ঘ করিতেন মানে, বিস্‌মিল্লাহ আউযুবিল্লাহ ছানা ইত্যাদির দরুন প্রথম রাকাত দীর্ঘায়িত হইত।

٢٩٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ـ (رواه ابوداؤد واحمد وابو يعلى وابن حبان)

২৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামাজে) সূরা ফাতিহা ও যাহা সহজ হয় তাহা পড়িতে আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (আবু দাউদ, আহমদ)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জুমা এবং দুই ঈদের নামাজে নবীজীর কেরাত

٢٩٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى - وَفِي الْعَصْرِ ذَالِكَ وَ فِي الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ - (رواه مسلم)

২৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজে সূরায়ে লাইল পড়িতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি সূরায়ে "আলা" পাঠ করিতেন এবং আসরেও অনুরূপ সূরা পাঠ করিতেন। কিন্তু ফজরের নামাজে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ লম্বা সূরা পাঠ করিতেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তারাবীহ ব্যতীত এক রাকাতে একটি পূর্ণ সূরা পাঠ করাই সুন্নত। অংশবিশেষ পড়াও জায়েয তবে সুন্নত বা উত্তম নহে।

٢٩٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِحٰمٓ الدُّخَانِ - (رواه النسائى)

২৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরীবের নামাজে হা-মীম আদ্দুখান এই সূরাটি পাঠ করিয়াছেন। (নাসায়ী)

٢٩٦. عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَءُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ - (متفق عليه)

২৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত জুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের নামাজে সূরায়ে 'তুর' পড়িতে শুনিয়াছি। (বুখারী, মুসলিম)

٢٩٧. عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحٰرِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَءُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا - (متفق عليه)

২৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারেছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের নামাজে সূরা "মুরসালাত" পড়িতে শুনিয়াছি। (বুখারী, মুসলিম)

٢٩٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى الْمَغْرِبَ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ - (رواه النسائى)

২৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে আরাফ দ্বারা মাগরীবের নামাজ আদায় করিলেন এবং উক্ত সূরাটিকে উভয়র রাকাতে ভাগ করিয়া পড়িলেন। (নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মাগরীবের নামাজে লম্বা কেরাত পড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস বা নিয়ম ছিল না বরং তিনি ছোট ছোট সূরা দ্বারাই মাগরীবের নামাজ আদায় করিতেন। কোন বিশেষ নামাজে বিশেষ সূরা পড়া জরুরী নহে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নির্দিষ্ট করিয়া পড়েন নাই। বরং একই নামাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরা পড়িয়াছেন। তবে হুজুর (সাঃ) যে নামাজে যে সূরা অধিকাংশ সময় পড়িয়াছেন আমাদেরও সেই নামাজে অধিকাংশ সময় তাহাই পড়া উত্তম। অনুরূপভাবে নবী (সাঃ) মুক্তাদিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনও কখনও কেরাত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন আবার কখনও সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

٢٩٩. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ ـ (متفق عليه)

২৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেম আমি একবার এশার নামাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা "তীন" পড়িতে শুনিয়াছি। আমি তাঁহার চাইতে উত্তম মধুর কণ্ঠস্বর আর কাহারও শুনি নাই। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর আকর্ষণীয়। তিনি নামাজের মধ্যে দীর্ঘ লম্বা কেরাত পাঠ করিলে ও মুসল্লিগণ বিরক্তি বা অস্থিরতাবোধ করিতেন না বরং মনে হইত এইমাত্র শুরু করিয়া অল্পতেই সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাহাদের আরো অধিকক্ষণ শোনার আকাংখা থাকিয়া যাইত।

٣٠٠. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ ـ (رواه النسائى)

৩০০. অনুবাদ ঃ হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একমাত্র অমুকের পিছনে ছাড়া আর কাহারও পিছনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের ন্যায় নামাজ পড়ি নাই। সুলাইমান বলেন, আমি তাহার (আবু হোরায়রা) পিছনে নামাজ পড়িয়াছি। তিনি জোহরের প্রথম দুই রাকাতে (কিয়াম ও কেরাত) দীর্ঘ করিতেন এবং শেষ দুই রাকাতকে সংক্ষেপে পড়িতেন। আর তিনি আসরের নামাজকে সংক্ষিপ্ত করিতেন এবং মাগরীবের নামাজে কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ পাঠ করিতেন। আর এশার নামাজে আওসাতে মুফাস্সাল সূরাসমূহ হইতে পাঠ করিতেন এবং ফজরের নামাজে তেওয়ালে মুফাস্সাল বা দীর্ঘ সূরা হইতে পাঠ করিতেন। (নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সূরা লামইয়াকুন হইতে নাস পর্যন্ত সূরাগুলিকে কিসারে মুফাস্সাল বলা হয়। সূরা বুরুজ হইতে লামইয়াকুন পর্যন্ত সূরাগুলিকে আওসাতে মুফাস্সাল বলা হয়। সূরায়ে হুজরাত হইতে সূরায়ে বুরুজ পর্যন্ত সূরাগুলিকে তেওয়ালে মুফাস্সাল বলা হয়। কোন বিশেষ নামাজে বিশেষ সূরা পড়া জরুরী নহে। বরং একই নামাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরা পড়িয়াছেন। তবে ফজর ও জোহর নামাজে তিওয়ালে মুফাস্সাল হইতে আছর ও এশার নামাজে আওসাতে মুফাস্সাল হইতে এবং মাগরীবের নামাজে কেসারে মুফাস্সাল হইতে কেরাত পড়া মুস্তাহাব।

٣٠١. عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَءَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ (رواه مسلم)

৩০১. অনুবাদ ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ বিন আবু রাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খলীফা মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে মদিনায় তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। এসময় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জুমার নামাজে আমাদের ইমামতি করিলেন এবং উহাতে তিনি প্রথম রাকাতে সূরায়ে জুমা এবং অপর রাকাতে সূরা মুনাফিকুন পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমার দিনে এই দুইটি সূরা পড়িতে শুনিয়াছি। (মুসলিম)

٣٠٢. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِى الصَّلٰوتَيْنِ ـ (رواه مسلم)

৩০২. অনুবাদ ঃ হযরত নোমান বিন বাশির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে এবং জুমার নামাজে সূরায়ে আ'লা এবং সূরায়ে গাশিয়াহ পাঠ করিতেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, যদি ঈদ ও জুমা একই দিনে হইত তিনি এই দুই সূরাই উভয় নামাজে পাঠ করিতেন। (মুসলিম)

٣٠٣. عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَاكَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ـ (رواه مسلم)

৩০৩. অনুবাদ ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিত্‌রের নামাজে কি পাঠ করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন। নবী (সাঃ) উভয় ঈদেই সূরা কাফ্‌ এবং ইক্‌তারাবা তিস্‌সায়া পাঠ করিতেন। (মুসলিম)

কেরাত হালকা করার নির্দেশ ও দীর্ঘ করার নিষেধ

٣٠٤. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِىْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْالَهُ أَنَا فَقْتَ يَافُلَانُ؟ قَالَ لَاوَاللّٰهِ وَلَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَ خْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ اَنْتَ؟ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالضُّحٰى- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى -(متفق عليه)

৩০৪. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জমাতে নামাজ পড়িতেন। অতঃপর নিজ মহল্লায় যাইয়া মহল্লাবাসীদের ইমামতি করিতেন। একদা রাত্রে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এশার নামাজ পড়িলেন এবং ইহার পর নিজ মহল্লায় যাইয়া তাহাদের ইমামতি করিলেন এবং নামাজে পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করিতে শুরু করিলেন। (প্রায় আড়াই পাড়া) ইহাতে অসহ্য হইয়া এক ব্যক্তি সালাম ফিরাইয়া জমাত হইতে আলাদা হইয়া গেল। এবং একাকী পৃথকভাবে নামাজ পড়িয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা তাহাকে বলিল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হইয়া গেলে? উত্তরে সে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি মোনাফেক হয় নাই। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ক্ষেতে- মাঠে পানি সেচনকারী লোক। সারাদিন সেচের কাজে পরিশ্রম করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় মুয়ায আপনার সহিত এশার নামায পড়িয়া নিজ মহল্লায় আসিয়া সূরা বাকারা দিয়া এশার নামাজ শুরু করিয়া দিলেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মুয়ায! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি এশার নামাজে সূরা ওয়াশ শামস্‌ ওয়াদ্দুহা ওয়াল্‌লায়ল, ও সূরা আলার ন্যায় (ছোট সূরা) পড়িবে। (বুখারী, মুসলিম)

রুকু করার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় সিজদা ও সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের সময় এবং উভয় রাকাত থেকে দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানো প্রসঙ্গে

٣٠٥. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السُّجُوْدِ ـ (متفق عليه)

৩০৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আরম্ভ করার সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করিতেন। যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলিতেন তখনও হাত উঠাইতেন এবং যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখনও অনুরূপভাবে হাত উঠাইতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলিতেন। কিন্তু সেজদায় এইরূপ করিতেন না। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসের পরিভাষায় এই হাত উঠানোকে "রফে ইয়াদাঈন" বলে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন তাকবীরে তাহরীমার পরও নামাজের মধ্যে দুই জায়গায় হাত উত্তোলন করা সুন্নত। রুকুতে যাইতে এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইতে। আলোচ্য হাদীস তাহার দলীল। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, তাকবিরে তাহরীমা ব্যতীত নামাজের মধ্যে আর কোন অবস্থায় "রফে ইয়াদাঈন নাই। হাত না উঠানোর পক্ষেও অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই সম্পর্কে অল্প কথায় ইহা বলা যায় যে, রফে ইয়াদাঈনের সবগুলি হাদীসই মনসুখ হইয়া গিয়াছে।

٣٠٦. عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ صَلَاتِهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ ـ (رواه النسائى)

৩০৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত মালেক বিন হুয়াইরিস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলিতেন তখন দুই হাত তাহার কান পর্যন্ত উত্তোলন করিতেন। এবং যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখন বলিতেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তখনও এইরূপ করিতেন। এমনকি হাত কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করিতেন। (নাসাঈ)

٣٠٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ ـ (رواه ابن ماجه)

৩০৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজে তাকবীরের সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইতে দেখিয়াছি এবং যখন রুকু করিতেন ও যখন সিজদা করিতেন তখনও এমন করিতে দেখিয়াছি। (ইবনে মাজাহ)

٣٠٨. عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَالِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - (رواه البخارى)

৩০৮. অনুবাদ ঃ হযরত নাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) যখন নামাজ আরম্ভ করিতেন তখন দুই হাত উত্তোলন করিয়া তাকবীর বলিতেন। আর যখন রুকু করিতেন তখনও দুই হাত উঠাইতেন, যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিতেন, তখনও দুই হাত উঠাইতেন। এবং যখন দুই রাকাত পড়িয়া দাঁড়াইতেন তখন দুই হাত উঠাইতেন। ইবনে উমর এই হাদীসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া বর্ণনা করেন। (বুখারী)

তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যস্থানে রফে ইয়াদাইন না করা

٣٠٩. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ - (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائ)

৩০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আলকামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) আমাদিগকে বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত নামাজ পড়িয়া দেখাইব না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়িলেন। অথচ নামাজ আরম্ভ করাকালীন তাকবীর বলার সময় একবার ব্যতীত আর হস্তদ্বয় উঠাইলেন না। (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদীসের ভিত্তিতে হানাফীগণ বলেন, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত দুই হাত উত্তোলন করা সুন্নত নহে।

রুকু করিতে ও সিজদা করিতে ও সেজদা থেকে উঠিতে তাকবীর

٣١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ عَنِ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ

يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِي الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ ـ (متفق عليه)

৩১০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজের উদ্দেশে দাঁড়াইয়া তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলিতেন অতঃপর রুকু করা হইতে পিঠ সোজা করিয়া উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিতেন অতঃপর দাঁড়াইয়া বলিতেন رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অতঃপর যখন নীচের দিকে ঝুঁকিতেন অর্থাৎ সিজদায় যাইতেন তখন তাকবীর বলিতেন আবার সিজদা হইতে মাথা তুলিবার সময় তাকবীর বলিতেন। অতঃপর তাকবীর বলিয়া সিজদায় যাইতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলিতেন। এইভাবে তিনি নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সমগ্র নামাজেই এইরূপ করিতেন। আর দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া বৈঠক শেষে যখন দাঁড়াইতেন তখনও তাকবীর বলিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের মধ্যে এক অবস্থা হইতে আরেক অবস্থায় যাওয়ার সময় যে তাকবীর উচ্চারণ করা হয় উহাকে বলা হয় তাকবীরে ইন্‌তেকালিয়া। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সাঃ) যেই যেই জায়গায় তাকবীর বলিতেন সমস্ত তাকবীরগুলি বলা সুন্নত। অবশ্য প্রথমে যেই তাকবীর বলিয়া নামাজে প্রবেশ করিতে হয় উহাকে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা। উহা ফরজ।

রুকু ও সিজদা পূর্ণ করা

٣١١. عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُجْزِئُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ـ (رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى)

৩১১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারো নামাজ যথেষ্ট হইবে না যতক্ষণ না সে রুকু ও সিজদাতে তাহার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করিবে। (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের রুকু ও সিজদাকে ধীরস্থিরভাবে সম্পাদন করাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় "তাদীলে আরকান"। নামাজে তাদীলে আরকান ওয়াজিব।

٣١٢. عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلٰوةِ عَبْدٍ لَايُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا ـ (رواه احمد)

৩১২. **অনুবাদ ঃ** হযরত তালক বিন আলী হানাফী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার নামাজের প্রতি সুনজর রাখেন না যে বান্দাহ নামাজের রুকু ও সিজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা রাখে না। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রুকু ও সিজদাতে পিঠ এমনভাবে সমান্তরাল রাখিবে যেন রুকুতে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত এবং সিজদাতে কোমর হইতে ঘাড় পর্যন্ত একটি সরল রেখার ন্যায় দেখায়। অনেক লোককে দেখা যায় রুকুতে মাথা খুব বেশী নীচু করিয়া ফেলে এবং আবার অনেকে সিজদায় পাছার দিকটাকে খুব বেশী উপরে তুলিয়া রাখে। কাজেই উভয়টির মধ্যবর্তী একটি অবস্থা অবলম্বন করাই শরীয়তের নির্দেশ।

٣١٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلَايَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ ـ (متفق عليه)

৩১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সিজদায় তাদীল রক্ষা কর। অর্থাৎ ঠিক ঠাকমত ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর। আর তোমাদের কেহ যেন সিজদার সময় কুকুরের মত মাটিতে হাত বিছাইয়া না দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

٣١٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوْ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ـ (متفق عليه)

৩১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মালেক ইবনে বুহাইনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করিতেন তখন হস্তদ্বয় অর্থাৎ উভয় বাহু পাঁজর হইতে দূরে রাখিতেন এমনকি তাহার দুই বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রকাশ পাইত। (বুখারী, মুসলিম)

٣١٥. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ (رواه ابوداؤد)

৩১৫. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি যখন সিজদা করিতেন তখন তিনি তাহার দুই হাতকে মাটিতে রাখার আগে দুই হাটুকে মাটিতে রাখিতেন এবং যখন সিজদা হইতে উঠিতেন তখন দুই হাটু উঠানোর আগে উভয় হাত উঠাইতেন।

(আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শরীরের যে অঙ্গ যমীনের নিকটবর্তী, সিজদা করিবার সময় যথাক্রমে সেই অঙ্গকে আগে রাখিতে হইবে। এবং উঠিবার সময় যেই অঙ্গ জমিন হইতে দূরবর্তী উহাকে আগে উঠাইতে হইবে। যেমন সিজদা করিবার সময় প্রথমে হাঁটু, পরে হাত তারপর নাক ও সর্বশেষে কপাল রাখিবে। আর উঠাইবার সময় উহার বিপরীত প্রথমে কপাল পরে নাক তারপর উভয় হাত ও সর্বশেষে হাঁটু উঠাইবে। ইহাই সুন্নত।

٣١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَانَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ ـ (متفق عليه)

৩১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি সাতটি হাড় (অঙ্গ) দ্বারা সিজদা করি। কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের মাথা আর কাপড় ও চুল যেন না গোছাই। (বুখারী মুসলিম)

রুকু ও সিজদাতে যাহা বলিবে

٣١٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّانَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ ـ (رواه ابوداؤد وابن ماجه والدارمى)

৩১৭. অনুবাদ ঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফাছাব্বিহ্ বিস্‌মি রাব্বিকাল আযীম আয়াত নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাকে তোমরা তোমাদের রুকুর অন্তরভুক্ত করিয়া লও। আর যখন সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আলা" নাযিল হইল তখন তিনি বলিলেন ইহাকে তোমরা তোমাদের সিজদার অন্তরভুক্ত কর। (আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)

٣١٨. عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ـ (رواه النسائى)

৩১৮. অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাজ পড়িয়াছেন, হুজুর (সাঃ) রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এবং সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলিতেন। (নাসাঈ)

٣١٩. عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهٗ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْتَمَّ سُجُوْدُهٗ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ ـ

(رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجه)

৩১৯. অনুবাদ ঃ হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ রুকু করে এবং রুকুতে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম বলে তখন তাহার রুকু পূর্ণ হয়। আর ইহা হইল উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর যখন সে সিজদা করে এবং উহাতে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলে, তখন তাহার সিজদা পূর্ণ হয় আর ইহাই হইল উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রুকু এবং সিজদায় তাসবীহ তিন তিনবার পড়া হইল ফযিলতের সর্বনিম্নস্তর। অন্যথায় একবার বলিলেও সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। মূলতঃ পূর্ণতার জন্য তিনটি স্তর রহিয়াছে, সর্বোচ্চ সাত তাসবীহ, মধ্যম পাঁচ তাসবীহ এবং সর্বনিম্ন তিন তাসবীহ।

٣٢٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ (رواه مسلم)

৩২০. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় বলিতেন سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ আল্লাহ অতি পাক ও পবিত্র, তিনি ফেরেশতাদের প্রতিপালক এবং রুহ অর্থাৎ জিব্রাঈল ফেরেশতারও প্রতিপালক। (মুসলিম)

٣٢١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ـ (متفق عليه)

৩২১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার রুকু সিজদায় খুব বেশী বেশী বলিতেনঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ। হে খোদা আমি তোমারই প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। হে খোদা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। নবী (সাঃ) কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ীই তিনি এই আমল করিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

٣٢٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ (رواه مسلم)

৩২২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানা হইতে হারাইয়া ফেলিলাম, অর্থাৎ বিছানায় পাইলাম না। অতঃপর আমি তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম অর্থাৎ অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিলাম তখন আমার হাত তাহার দুই পায়ের তালুতে ঠেকিল। তখন তিনি মসজিদে অর্থাৎ নামাজে রত এবং উভয় পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় সিজদায় রত ছিলেন, আর বলিতেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ হে আল্লাহ!

আমি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার শাস্তি হইতে রেহাই চাহিতেছি। আর তোমারই রহমতের দ্বারা তোমার আক্রোশ হইতে পানাহ চাহিতেছি, আমি তোমার প্রশংসা করার সাধ্য রাখিনা বরং তুমি তাহাই; যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করিয়াছ। (মুসলিম)

٣٢٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ ـ (رواه مسلم)

৩২৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় (এই দোয়া) পড়িতেন-اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ হে খোদা! তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। ছোট, বড় পূর্বের পরের, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব ক্ষমা করিয়া দাও। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিষ্পাপ মাসুম ছিলেন ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই, তবু তিনি আধ্যাত্মিক আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশার্থে এবং উম্মতের শিক্ষা নিমিত্তে ফরজ নামাজ ব্যতীত অপরাপর নফল নামাজে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করিতেন তন্মধ্যে ইহাও একটি।

রুকু এবং সিজদায় কোআন পড়া মানা

٣٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَءَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ ـ (رواه مسلم)

৩২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সাবধান! আমাকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কোরআন পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা রুকুতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিবে এবং সিজদায় অতি মনোনিবেশের সহিত অনুনয় বিনয় সহকারে দোয়া প্রার্থনা করিবে। আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে। (মুসলিম)

কওমাতে ও দুই সিজদার মাঝখানে যাহা বলিবে

٣٢٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (متفق عليه)

৩২৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইমাম যখন সামি আল্লাহু লিমান

হামিদাহ' বলিবেন, তখন তোমরা বলিবে আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ নিশ্চয় যাহার বলা ফেরেশতাদের বলার অনুরূপ হইবে। তাহার পূর্ববর্তী (ছোট খাটো) গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (বুখারী মুসলিম)

অন্য হাদীসে "আল্লাহুম্মা" শব্দটি উল্লেখ নাই। উহাই হানাফীদের মাযহাব।

٣٢٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ (رواه مسلم)

৩২৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আউফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসায় পরিপূর্ণ আকাশসমূহ পরিপূর্ণ এই পৃথিবী এবং অনাগত ভবিষ্যতে তুমি যাহা চাও তাহাও পরিপূর্ণ। (মুসলিম)

٣٢٧. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَائَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلًا ـ (رواه البخاری)

৩২৭. অনুবাদ ঃ হযরত রিফাআহ বিন রাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাজ পড়িতেছিলাম। তখন তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া বললেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ তখন তাহার পিছনে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ হে প্রভু! সকল প্রশংসা তোমারই, অনেক অনেক প্রশংসা পূত ওপবিত্র প্রশংসা, বরাকাত ও কল্যাণময় প্রশংসা। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দোয়াটি কে পড়িয়াছে? লোকটি বলিল, আমি। হুযুর (সাঃ) বলিলেন আমি ৩৩জন ফেরেশতার চেয়েও বেশী ফেরেশতাকে দেখিলাম প্রতিযোগিতামূলক দৌড়াইতেছে কে এই দোয়াটিকে প্রথমে লিখিবে। (বুখারী)

٣٢٨. عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ـ (رواه النسائ والدارمی)

৩২৮. অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলিতেন رَبِّ اغْفِرْلِيْ হে খোদা! আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন নাসাঈ, দারেমী।

৩২৯. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ـ (رواه الترمذى وابو داؤد)

৩২৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলিতেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ হে খোদা! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

৩৩০. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى نَقُولَ قَدْاَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُوَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُولَ قَدْاَوْهَمَ ـ (رواه مسلم)

৩৩০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলিতেন দাঁড়াইতেন, এতদীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে আমাদের ধারণা হইত হয়তো তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর সিজদা করিতেন এবং দুই সিজদার মাঝে এত দীর্ঘ সময় বসিয়া থাকিতেন যে আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও কওমা ও জলসাতে এত বেশী দেরী করিতেন যে সাহাবায়ে কেরাম সন্দেহে পড়িয়া যাইতেন হয়তো হুজুর (সাঃ) নামাজের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ এমন হইত না। সচরাচর স্বাভাবিকভাবেই পড়িতেন। তবে ইমামের জন্য মুসল্লীদের অবস্থার উপর খিয়াল রাখা উচিত।

বৈঠক ও উহাতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা

৩৩১. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِيْ تَلِى الْاِبْهَامَ فَدَعَابِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتَيْهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا ـ (رواه مسلم)

৩৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজের মধ্যে বসিতেন দুইহাত দুই হাঁটুর উপর রাখিতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর কাছের আঙ্গুলীটি (অর্থাৎ তর্জনী) উত্তোলন করিতেন। আর তদ্বারা দোয়া করিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপরে খোলা বিছানো অবস্থায় থাকিত। (মুসলিম)

৩৩২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَاَنَّهُ كَانَ يَرٰى عَبْدَاللّٰهِ بْنِ عُمَرَيَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَايَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ

السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُاللّٰهِ بْنِ عُمَرَوَ قَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِى الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ قَالَ اِنَّ رِجْلَاىَ لَاتَحْمِلَانِىْ - (رواه البخارى)

৩৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে, তিনি তাহার পিতা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-কে দেখিতেন যে তিনি নামাজে চারজানু হয়ে অর্থাৎ আসন পেতে বসিতেন (তিনি বলেন আব্বার অনুকরনে) আমিও এমন করিতে লাগিলাম। অথচ তখন আমি অল্প বয়স্ক যুবক। তখন তিনি আমাকে নামজে এভাবে আসানপেতে বসিতে নিষেধ করিলেন। এবং বলিলেন, নামাজে বসার সুন্নত তরীকা হইল তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখিবে এবং বাম পাকে বিছাইয়া দিবে। আমি বলিলাম আপনিতো আসন পেতে বসেন তখন তিনি বলিলেন, আমি উজরের দরুন এমন করিয়া বসি কারণ আমার পা এখন আমার বোঝা বহন করিতে পারেনা। (বুখারী)

٣٣٣. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ - اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - (متفق عليه)

৩৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়াছেন আমার হাতলী তখন তাঁহার দুই হাতলীর মধ্যে এমতাবস্থায় কোরআন শরীফের সূরা শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় আমাকে তাশাহ হুদ শিক্ষা দিয়াছেন। (বুখারী মুসলিম)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

٣٣٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ - (رواه ابو داؤد والترمذى)

৩৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিতেন, তাশহহুদ পড়াতে সুন্নত তরীকা হইল আস্তে আস্তে বা গোপনে পড়া। (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

৩৩৫. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهٗ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ - (رواه ترمذى والنسائى)

৩৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকাতে বৈঠকের পর এত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসিয়াছেন। (তিরমিযি, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ عبده ورسوله পর্যন্ত পাঠ করিতেন। ইহার অধিক দরূদ বা দোয়া কিছুই পড়িতেন না বরং তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া যাইতেন। কাজেই আমাদের জন্য ইহাই সুন্নত।

নবী (সাঃ)-এর উপর দরূদ পড়া

৩৩৬. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ - (متفق عليه)

৩৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা কিভাবে আপনার উপর ও আপনার পরিবারের উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করিব? অবশ্য আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন কিভাবে আপনার প্রতি সালাম পেশ করিব। এবার হুজুর (রাঃ) বলিলেন তোমরা এইভাবে বলিবে- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ الخ হে আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ কর যেইভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছ। অবশ্যাই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (বুখারী, মুসলিম)

৩৩৭. عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيْ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - (متفق عليه)

৩৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বলিবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ الخ হে আল্লাহ! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাহার পত্নীগণ এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ। আর মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বিবিগণ এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি তোমার কল্যাণ নাযিল কর, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিজনের প্রতি কল্যাণ নাযিল করিয়াছ। অবশ্য তুমি মহাপ্রশংসিত ও মর্যাদাবান (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদিও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীকুলের শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই, তথাপি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পূর্বপুরুষ পিতৃতুল্য ছিলেন বলিয়া হুজুর (সাঃ)-কে তাঁহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর ইহাও অনস্বীকার্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহের প্রস্রবন ঘটিয়াছে। অবশেষে তিনি ইমামুল উম্মাত পদে উন্নীত হইয়াছেন, তাই বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয় নাই।

নামাজের মধ্যে দোয়া

٣٣٨. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهٖ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّااَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (متفق عليه)

৩৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি আমার নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করিতে পারি। তখন হুজুর বলিলেন আপনি বলুন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ الخ হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অসংখ্য অবিচার করিয়াছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করিবার মত আর কেহই নাই। সুতরাং তুমি তোমার নিজগুণে আমার অপরাধ মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত দোয়াটি "দোয়ায়ে মাসূরা" নামে প্রসিদ্ধ। আমরা হানাফীগণ শেষ বৈঠকের দরূদের পর এই দোয়াটি পাঠ করিয়া থাকি।

সালাম ফিরানো

٣٣٩. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ - وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ

-(رواه ابوداؤد والنسائى والترمذى)

৩৩৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ডানদিকে এমনভাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলিয়া সালাম ফিরাইতেন যাহাতে তাঁহার ডান গন্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যাইত, অনুরূপভাবে বামদিকেও আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলিয়া সালাম ফিরাইতেন যাহাতে তাহার বামগালের শুভ্রতাও দেখা যাইত। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি)

সালামের পর দোয়া ও যিকির

٣٤٠. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ (متفق عليه)

৩৪০. **অনুবাদ ঃ** হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে বলিতেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ الخ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই তিনি এককক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাহারই সার্বভৌমত্ব, যাবতীয় প্রশংসা তাঁহারই, তিনিই সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান কর তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না। আর তুমি যাহা রোধ কর কেহ তাহা দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাহার উপকার করিতে পারে না, সম্পদতো তোমার হাতেই। (বুখারী, মুসলিম)

٣٤١. عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ عَنْ صَلٰوتِهٖ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - (رواه مسلم)

৩৪১. **অনুবাদ ঃ** হযরত সওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করিতেন এবং পরে এই দোয়া পাঠ করিতেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

السَّلَامُ الخ হে খোদা! তুমি স্বয়ং শান্তি, তোমা হইতে উৎসারিত যত শান্তি। হে প্রভাবশালী হে সম্মানের অধিকারী! তুমি কল্যাণকর। (মুসলিম)

٣٤٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ - (رواه مسلم)

৩৪২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দোয়া সর্বাগ্রে কবুল করা হয়? তিনি বলিলেন, শেষ রাত্রের দোয়া এবং ফরজ নামাজসমূহের পরের দোয়া। (মুসলিম)

٣٤٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ يَامُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَاتَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ - رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

৩৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে মুয়ায! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন হুজুর (সাঃ) বলিলেন তাহা হইলে তবে তুমি প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়াগুলি বলা ছাড়িও না- رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ الخ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ করিতে, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে এবং তোমার এবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে সাহায্য কর। (আহমদ আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٣٤٤. عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - (رواه البخارى)

৩৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ সন্তানদিগকে এ বাক্য কয়টি শিক্ষা দিতেন এবং বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের শেষে এই বাক্যগুলি পাঠ করিয়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাহিতেন। اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভীরুতা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আরও আশ্রয় চাহিতেছি কৃপণতা হইতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জরাজীর্ণ বার্ধক্য হইতে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই পার্থিব ও কবরের শাস্তি হইতে। (বুখারী)

٣٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِكُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ- غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ – (رواه مسلم)

৩৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার ইহাতে মোট নিরানব্বই বার হইবে এবং একশত পূর্ণ হওয়ার জন্য বলিবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু লাহুলমুলকু অলাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদির। তাহার বিগত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে, যদিও তাহা আধিক্যের দিকদিয়া সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়। (মুসলিম)

দোয়াতে হাত উঠানো

٣٤٦. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا – (رواه ابوداود وابن ماجهوالترمذى)

৩৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দাতা, বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়ার জন্য হাত উঠায় তখন তার হাতকে খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (আবু দাউদ: ইবনে মাজাহ, তিরমিযি)

নামাজের মধ্যে যাহা করা জায়েয ও যাহা করা জায়েয নহে

٣٤٧. عَنْ مُعَيْقِيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً – (متفق عليه)

৩৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়াইকিব (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমান করে। হুজুর (সাঃ) তাহাকে বলিলেন, যদি তোমার এইরূপ করার প্রয়োজনই হয়, তবে শুধুমাত্র একবার করিবে। (বুখারী, মুসলিম)

٣٤٨. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحُ الْحِصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهٗ –

(رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى)

৩৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যার গেফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তাহার সম্মুখের কাঁকর ইত্যাদি মুছিবার চেষ্টা না করে কারণ, আল্লাহর রহমত তাহার সম্মুখে থাকে। (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহর রহমত সম্মুখে থাকার অর্থ- যখন কোন নামাজী নিবিষ্টচিত্তে নড়াচড়া না করিয়া একাগ্রতার সহিত নামাজ আদায় করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। কিন্তু নামাজী অন্যমনস্ক হইলে আল্লাহর রহমতের বিশেষ দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া নেন।

৩৪৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ - (رواه البخارى)

৩৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজের মধ্যে আড় চোখে এদিক ওদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, ইহাতো ছোঁ মারিয়া নেওয়া। শয়তান বান্দার নামাজের কিছু অংশ (অর্থাৎ কিছু সওয়াব) ছোঁ মারিয়া নিয়া যায়। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ চোখের কিনারা দ্বারা আড় চোখে এদিক ওদিক চাইলে নামাজের রুহ অর্থাৎ নম্রতা ও একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। নামাজ আদায় হইলেও পূর্ণত্ব থাকেনা বরং সওয়াবের ঘাটতি হয়। আড় চোখে এদিক ওদিক তাকাইলে নামাজ মাকরূহ হয় না। মাথা ফিরাইয়া একদিকে তাকাইলে নামাজ মাকরূহ হয় এবং ঘাড় বা বক্ষ ফিরাইয়া তাকাইলে নামাজ ফাসেদ হইয়া যায়।

৩৫০. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ لَا فِى الْفَرِيْضَةِ - (رواه الترمذى)

৩৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাইবে না। কেননা নামাজে এদিক ওদিক তাকানো ধ্বংসের কারণ। একান্তই যদি তাকাইতে হয় তবে নফল নামাজে, ফরজ নামাজে নয়। (তিরমিযি)

৩৫১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْحَظُ فِى الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَايَلْوِىْ عُنُقَهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ - (ترمذى)

৩৫১. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে ডানদিকে ও বামদিকে চোখের কিনারা দ্বারা দেখিতেন, কিন্তু ঘাড় পিছনে পিঠের দিকে ফিরাইতেন না। (তিরমিযি)

নামাজে সাপ বিচ্ছু মারা

৩৫২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ - (رواه احمد والترمذى وابوداؤد)

৩৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই কালো (শত্রু) কে নামাজের মধ্যে মারিতে পার। সাপ ও বিচ্ছু। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের মধ্যে থাকিয়া সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদিকে তখনই মারার অনুমতি আছে যদি খুব বেশী হাটাহাটি করার প্রয়োজন না হয়। যেমন উর্ধে তিন কদম অথবা একাধারে তিনবার আঘাত করা ইত্যাদি। কিন্তু যদি এর বেশী হাঁটিতে হয় কিংবা তিনবারের বেশী আঘাত করিতে হয় তবে নামাজ ফাসেদ হইয়া যাইবে।

আমলে কালীল নামাজ ভাঙ্গে না

৩৫৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ -(رواه ابوداؤد والترمذى)

৩৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাজ পড়িতে ছিলেন, তখন ঘরের দরজা ভিতরের দিক হইতে বন্ধ ছিল, আমি বাহির হইতে আসিলাম এবং দরজা খোলা ইতে চাহিলাম। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু হাঁটিয়া আসিয়া আমার জন্য দরজা খুলিয়াছিলেন। অতঃপর পুনরায় জায়নামাজে ফিরিয়া গেলেন (এবং একই নামাজ পড়িতে লাগিলেন) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, দরজাটি অবশ্য কিবলার দিকেই ছিল। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

৩৫৪. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا - (متفق عليه)

৩৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের ইমামতি করিতে দেখিয়াছি, অথচ তখন আবুল আসের কন্যা উমামাহ তাহার কাঁধের উপরে ছিল। যখন তিনি রুকু করিতেন তখন তিনি তাহাকে নীচে নামাইয়া রাখিতেন, আর যখন সিজদা হইতে মাথা তুলিতেন তখন পুনরায় তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া বসাইতেন। (বুখারী, মুসলিম)

নামাজে সুবহানাল্লাহ বলা ও তালি বাজানো

৩৫৫. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَابَهُ شَيْئٌ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ - (متفق عليه)

৩৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত সহল বিন সা'দ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কাহারও নামাজের মধ্যে কোন ব্যাপার ঘটে তবে সে যেন "সুবহানাল্লাহ" বলে আর তালি বাজানো মেয়েলোকের জন্য নির্দিষ্ট। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে সুবহানাল্লাহ বলা পুরুষের কাজ আর হাতে তালি বাজানো মেয়েলোকের কাজ। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের মধ্যে কিছু ঘটার অর্থ হইল, যেমন কোন ব্যাপারে ইমামকে নামাজের মধ্যে সতর্ক করিতে হইবে। অথবা কোন লোক তাহাকে নামাজের বাহির হইতে ডাকা ডাকি করিতেছে ইত্যাদি। "সুবহানাল্লাহ" বলা একটি সংকেত বিশেষ। যাহাতে অন্যলোক বুঝিতে পারে যে লোকটি নামাজে রত আছে বা ইমাম অন্যমনস্ক থাকিলে সচেতন হইয়া যাইবে। আর মহিলাদের গলার স্বর ভিন্ন পুরুষকে শুনানো নিষেধ। তাই তাহারা তালি বাজাবে। তবে তালি বাজানোর নিয়ম হইল ডান হাতের বুক বাম হাতের পিঠের উপর মারিবে এবং শব্দ সৃষ্টি করিবে। তবে হাতের বুকে বুকে তালি বাজানো নিষেধ কারণ উহা খেল তামাশার তালি।

ইমামকে লোকমা দেওয়া

৩৫৬. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً قَرَأَ فِيْهَا فَلَبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِاُبَيٍّ اَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ - (رواه ابوداؤد والطبرانى)

৩৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নামাজে কেরাত পড়িলেন, কেরাত পড়িতে তাহার সন্দেহ হয়ে গেল যখন নামাজ পড়িয়া অবসর গ্রহণ করিলেন, হযরত উবাই (রাঃ) কে বলিলেন, আপনি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়িয়াছেন? হযরত উবাই (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, আপনাদের সাথে নামাজ পড়িয়াছি, হুজুর বলেন লোকমা দিতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? (অর্থাৎ তুমি কেন লোকমা দিলে না? তোমার লোকমা দেওয়া উচিত ছিল) (আবু দাউদ তিবরানী)

নামাজে কথাবার্তা নিষেধ

৩৫৭. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهٗ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ - (رواه مسلم)

৩৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হইবে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাজের ভিতরে কথাবার্তা বলিতাম, পরস্পরে কথাবার্তার ন্যায় একব্যক্তি তার পার্শ্বের নামাজী ব্যক্তির সাথে কথা বলতো, এমতাবস্থায় নাযিল হয়েছে قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তোমরা নামাজে শান্ত ও স্থির হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর আমাদেরকে নামাজে নীরব ও শান্ত থাকিতে হুকুম করা হইল এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হইল। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজে কথা বলার হাদীস উক্ত আয়াতের দ্বারা মানসুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। হানাফী ইমামগণ বলেন, নামাজে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জানিয়া শুনিয়া কিংবা ভুলবশতঃ যে কোনভাবেই কথাবার্তা বলিবে, চাই কথা কম হউক বা বেশী হউক নামাজ ফাসেদ হইয়া যাইবে।

٣٥٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ نَاْتِىَ اَرْضَ الْحَبْشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ اَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحَدِّثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ اَنْ لَاتَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذَالِكَ شَانُكَ – (رواه ابوداؤد)

৩৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবশা (আবিসিনিয়া) গমনের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার নামাজে থাকা অবস্থায় সালাম করিতাম, আর তিনিও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু যখন আমরা হাবশা হইতে (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তাহাকে নামাজ পড়া অবস্থায় পাইলাম, তখন আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না যতক্ষণ না নামাজ শেষ করিলেন। নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছানুসারে নতুন হুকুম জারি করেন। এবার তিনি যে সকল নতুন আদেশ জারি করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি হইল, তোমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলিবে না। অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন নামাজ শুধু কোরআন পাঠ ও আল্লাহর যিকির করার জন্যই। সুতরাং তোমরা যখন নামাজে থাকিবে তোমার কাজও এইরূপই হওয়া চাই। (আবু দাউদ)

এই হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরামগণ বলেন যে, নামাজের মধ্যে কেহ সালাম করিলে তখন তো জবাব দেওয়া জায়েয নাই, তবে নামাজের পর সালামের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে মলমূত্র ত্যাগের পর খাওয়া দাওয়ার পর কুরআন পাঠের পর জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা এই সময় সালাম করার নিয়ম নাই।

নামাজে হাই তোলা

٣٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَااسْتَطَاعَ وَلَايَقُلْ هَا فَاِنَّمَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ - (رواه البخارى)

৩৫৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন তোমাদের কাহারও নামাজের মধ্যে হাই আসে তখন সে যেন উহাকে যথাসাধ্য বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করে। এবং হা বলবে না (অর্থাৎ হা মেরে মুখ বড় করে খোলে দিবে না) কারণ ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং এতে শয়তান হাসে। (বোখারী)

নামাজের মধ্যে হদস হওয়া

٣٦٠. عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَافَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ - (رواه البخارى)

৩৬০. **অনুবাদ ঃ** হযরত তালক বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নামাজের মধ্যে বাতকর্ম (পশ্চাৎ বায়ু নিগর্ত) করে, সে যেন নামাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এবং অজু করিয়া পুনরায় নামাজ পড়ে। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃত "হদস" (অজু ভঙ্গের কোন কারণ) করিলে নামাজকে প্রথম হইতে পড়িতে হইবে। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। কিন্তু যদি অনিচ্ছা বশতঃ হদস হইয়া যায় তখন ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (রাহঃ) বলেন এই অবস্থায়ও নামাজ প্রথম হইতে পড়িতে হইবে। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন, নামাজ প্রথম হইতে পড়িতে হইবে না, বরং "বেনা" (অর্থাৎ) যে পর্যন্ত পড়া হইয়াছিল তাহার পর হইতে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করিলে চলিবে। অবশ্য ইহার জন্য শর্ত হইল অজু ভঙ্গের সাথে সাথেই অজু করার জন্য যাইতে হইবে, কোন প্রকারের কথাবার্তায় কিংবা নিষ্প্রয়োজন কোন কাজে লিপ্ত হইতে পারিবে না এবং হদসটিও অনিচ্ছাকৃত হইতে হইবে। আর আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, শুরু হইতে নামাজ পড়ার নির্দেশ ওয়াজিব হিসাবে নয় বরং মোস্তাহাব পর্যায়ের। অথবা উত্তম তার জন্য ছিল। অথবা মুসল্লির মানসিক প্রবোধ ও প্রশান্তির জন্য ছিল।

ইস্তিঞ্জার বেগ চাপিয়া রাখা

٣٦١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ - (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائى)

৩৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন যখন নামাজের ইকামত বলা হয় তখনও যদি তোমাদের কাহারও ইস্তেঞ্জার বেগ হয় তাহলে প্রথমে ইস্তেঞ্জা সেরে নিবে। (অতঃপর নামাজ আদায় করবে)

(তিরমিযি, আবু দাউদ নাসাঈ)

٣٦٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنِّیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاصَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَاوَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ – (رواه مسلم)

৩৬২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, খাবার উপস্থিত অবস্থায় নামাজ পড়িবে না। এবং প্রস্রাব পায়খানার বেগ চেপে রেখেও নামাজ পড়িবে না।

(মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পেটের ক্ষুধা এবং খাবারও হাজির নামাজেরও সময় আছে এমতাবস্থায় পেটে ক্ষুধা নিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ। তেমনিভাবে প্রস্রাব পায়খানার চাপ নিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ।

নামাজে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সিজদায়ে ছাহু করা

٣٦٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَكَّ فِیْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ –

(رواه احمد وابو داؤد والنسائ والبيهقى)

৩৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও নামাজে সন্দেহ হইলে সে যেন সালামের পর দুইটি সেজদা করিয়া নেয়। (আহমদ আবু দাউদ, নাসাঈ, বাইহাকী)

٣٦٤. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ – رواه ابن ماجه وابو داؤد)

৩৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন, সালাম ফিরানোর পর প্রত্যেকটি ভুলের জন্য দুইটি সিজদা দিতে হয়। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

٣٦٥. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِی الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِیَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنِ اسْتَوٰی قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ –

(رواه ابوا داؤد وابن ماجه)

৩৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরাহ বিন শোবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন ইমাম প্রথম দুই রাকাত পড়ার পর না বসিয়া দাঁড়াইয়া যায়, তখন যদি সে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বে স্মরণ করে তাহা হইলে সে যেন পুনঃ বসিয়া পড়ে। হাঁ যদি সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যায় তবে যেন না বসে। আর (এই ভুলের জন্য) দুইটি সহু সিজদা করে। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ভুলে নামাজের কোন অঙ্গকে যথাস্থানে সম্পাদন না করা অথবা আদৌ সম্পাদন না করা। ইহার জন্য শেষ তাশাহ্‌হুদে বা শেষ বৈঠকে দুইটি সিজদা অতিরিক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এক বা একাধিক ভুলের জন্য সহু সিজদা একবারই দিতে হয়। ইহা কোন ওয়াজিবের ব্যাপারে অনুমোদিত। কিন্তু কোন ফরজ বাদ পড়িয়া গেলে, সহু সিজদা করিলে চলিবে না, বরং নামাজ শুরু হইতে পুনরায় পড়িতে হইবে। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতের পর একদিকে সালাম ফিরাইয়া দুইটি সিজদা করিবে। অতঃপর তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করিয়া নামাজ সমাপ্তির সালাম ফিরাইবে।

মুসাফিরের নামাজ পর্ব

সফরে নামাজ কসর পড়া

٣٦٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى -

৩৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে নামাজ দুই রাকাত করিয়াই ফরজ হইয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) হিজরত করিলেন নামাজও চাররাকাত করা হইল। এবং সফরকালীন নামাজকে প্রথম ফরজের নিয়মেই রাখিয়া দেওয়া হইল। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি কোন ব্যক্তি ন্যূনতম ৪৮ মাইল বা ততোর্ধের নিয়তে বাহির হয়, যদিও সে এইপথ আধুনিক কালের যান্ত্রিক যানবাহনের দ্বারা স্বল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে তবু সে মুসাফির গণ্য হইবে। মুসাফির ফরজ নামাজ চারি রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়িবে। শরীয়তের ভাষায় ইহাকে কসর বলা হয়। মুসাফিরের জন্য কসর পড়া ইমাম আবু হানিফার নিকট ওয়াজিব। অর্থাৎ কসর না করিয়া ইচ্ছাকৃত পূর্ণ চার রাকাত পড়িলে গুনাহগার হইবে।

٣٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ -

(رواه ابن ماجه)

৩৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত বইনে আব্বাস ও হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় দুই রাকাত নামাজ পড়ার প্রথা চালু করিয়াছেন, এই রাকাতেই (সওয়াবের দিক দিয়া) পূর্ণ নামাজ, অপূর্ণ নয়। ইহা ছাড়াও সফরে বিতর নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অর্থাৎ সফরের মাঝেও বিতর নামাজ পড়া সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত। (ইবনে মাজাহ)

সফরে নফল পড়া

٣٦٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - (رواه الترمذى)

৩৬৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফর অবস্থায় জোহরের (ফরজ) নামাজ দুই রাকাত পড়িয়াছি। এবং উহার পর দুই রাকাত (সুন্নত) পড়িয়াছি। (তিরমিযি)

٣٦٩. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ-

(رواه ابو داؤد والترمذى)

৩৬৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত বারা বিন আয়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠার (১৮) সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। কোন সফরেই আমি তাহাকে সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া যাওয়ার পর এবং জোহরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকাত (নফল) নামাজ ছাড়িয়া দিতে দেখি নাই। (আবু দাউদ, মিরমিযি)

٣٧٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ يُوْمِىْ اِيْمَاءً صَلٰوةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ - (متفق عليه)

৩৭০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের (নফল) নামাজ নিজের সওয়ারীর উপরেই ইশারায় পড়িতেন, তাহাকে লইয়া সওয়ারী যেই দিকেই চলিত না কেন। তবে তিনি ফরজ নামাজ এইভাবে পড়িতেন না। অবশ্য বিতর নামাজও আপন সওয়ারীর উপর পড়িতেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সফরে নফল নামাজ পড়াও জায়েয এবং সওয়ারীর পিঠের উপর সর্বরকমের নফল পড়া জায়েয আছে।

সফরে দুই ওয়াক্ত নামাজকে একত্রে আদায় করা

٣٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (رواه البخارى)

৩৭১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর অবস্থায় থাকিতেন তখন জোহর ও আসর নামাজকে একত্রে পড়িতেন এবং অনরূপভাবে মাগরিব ও এশাকেও একত্রে পড়িতেন। (বোখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ "দুই নামাজকে একত্রে পড়িতেন" ব্যাপারটি দুই ধরনের হইতে পারে (১) একটিকে বলা হয় جَمْعِ حَقِيْقِى অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণ। (২) দ্বিতীয়টিকে বলা হয় جَمْعِ صُوْرِى অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। যেমন– জোহর ও আসরকে একত্র করিয়া আসর ওয়াক্তে উভয় নামাজকে এবং মাগরিব ও এশাকে এশার ওয়াক্তে উভয় নামাজকে একত্রে পড়া ইহা হইল জময়ে হাকীকী বা প্রকৃত একত্রিকরণ। আর দ্বিতীয়টি হইলঃ জোহরকে বিলম্ব করিয়া একেবারে উহার শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং আসরকে শীঘ্র করিয়া একদম প্রথম ওয়াক্তে পড়া। ইহাকে বলা হয় জময়ে সুরী বা আপাতঃ দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একত্রিকরণের মধ্যে কাহার ও মতভেদ নাই, কেননা প্রত্যেকটি নামাজ আপন আপন ওয়াক্তেই পড়া হইয়াছে। আর বিশেষ কোন কারণে এই পদ্ধতিতে দুই নামাজকে একত্রিকরণ জায়েয আছে। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণের মধ্যেও কিছু কিছু একত্রিকরণ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। যেমনঃ ৯ জিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসর এবং সেই দিনকার মাগরিব ও এশার নামাজ মুযদালিফায় জায়েয আছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন স্থানে কোন অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামাজকে একই ওয়াক্তে একত্রিকরণ জায়েয নাই। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর মাযহাব। কোন কোন ইমাম সফরে বা প্রয়োজনে জায়েয বলেন।

٣٧٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخِرَ الظُّهْرِ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ -

(متفق عليه)

৩৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে যদি সফরে রওয়ানা হইতেন তাহা হইলে জোহরের নামাজকে আসর পর্যন্ত বিলম্ব করিতেন অতঃপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করিয়া জোহর ও আসর নামাজকে একত্রে পড়িতেন। আর সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ঢলিয়া যাইত তাহলে প্রথমে জোহর নামাজ পড়িয়া নিতেন অতঃপর সওয়ারীতে সওয়ার হইতেন। (বুখারী মুসলিম)

٣٧٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُقَدِّمُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ -

(رواه الطحاوى واحمد والحاكم)

৩৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে জোহর নামাজকে বিলম্ব করিয়া এবং আসরের নামাজকে শীঘ্র করিয়া পড়িতেন। তেমনিভাবে মাগরিবের নামাজকে দেরী করিয়া এবং এশার নামাজকে শীঘ্র করিয়া (প্রথম ওয়াক্তে) পড়িতেন। (তোয়াহাবী, আহমদ, হাকেম)

বাড়িতে দুই নামাজকে একত্রে পড়া

٣٧٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ اَنْ لَايُحْرِجَ اَحَدًا مِنْ اُمَّتِهٖ - (رواه مسلم)

৩৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে জোহর ও আসরের নামাজকে একত্রে পড়েছেন। ভয়হীন অবস্থায় ও সফরহীন অবস্থায়। (বিনা ওজরে) আবু জুবাইর বলেন আমি সাঈদকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর (স) কেন এমন করিলেন, তখন হযরত সাঈদ আমাকে বলিলেন তুমি যেভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমিও এভাবে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আব্দুল্লাহ বিন আবাস বলেন, তাঁহার উম্মতের যেন কোন কষ্ট না হয়। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সম্ভবত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জময়ে সুরী অর্থাৎ আপাতঃ দৃষ্টিতে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজকে যার যার ওয়াক্তেই পড়িয়াছেন। এক ওয়াক্তের শেষ সময়ে এবং অপর ওয়াক্তের প্রথম সময়ে।

নফল নামাজের পর্ব

নফলের দ্বারা ফরজের ত্রুটি পূরণ করা হয়

٣٧٥- عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قُبَيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَأَلْتُ اللّٰهَ يَرْزُقَنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهٖ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِىْ عَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهٖ مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ اَعْمَالِهٖ عَلٰى ذَالِكَ - (رواه الترمذى والنسائى)

৩৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত হুরাইস বিন কুবায়ছা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদিনাতে গেলাম অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন নেককার সাথী মিলাইয়া দিন, বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নিকট যাইয়া বসিলাম, তারপর আমি বলিলাম, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করিয়াছি আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে একজন নেককার সাথী মিলাইয়া দেন। কাজেই আপনি হুজুর (স) হইতে শুনিয়াছেন এমন কোন হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করুন হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকে উহা দ্বারা উপকৃত করিবেন। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাজের হিসাব হইবে। যদি তাহার নামাজ ঠিক হইল তবে সে কামিয়াব হইবে ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যদি তাহার নামাজ ঠিক না হইল তবে সে নাকামিয়াব ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি ফরজ নামাজে কিছুটা ত্রুটি বাহির হয় তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন এই বান্দার কিছু নফল আছে কিনা দেখ। যদদ্বারা ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হইবে, তারপর বান্দার অন্যান্য আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হইবে। (তিরমিযি, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল, প্রত্যেকের নিকট নফলেরও পুঁজি থাকা উচিত। কেননা ফরজে ঘাটতি হইলে নফল দ্বারা উহার ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

পাঁচ ওয়াক্তের নফল নামাজ

৩৭৬- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهٖ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَءَ وَهُوَقَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ - وَكَانَ اِذَا قَرَءَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ - (رواه مسلم وزاد ابوداؤد ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر)

৩৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন হুজুর (স) আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়িতেন। অতপর মসজিদের দিকে বাহির হইতেন

এবং লোকদের নামাজ পড়াইতেন। পরে আমার ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন। এইরূপে তিনি লোকদিগকে মাগরীবের নামাজ পড়াইতেন এবং পরে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। অতঃপর লোকদিগকে এশার নামাজ পড়াইতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন। আর তিনি রাত্রে নয় রাকাত নামাজ পড়িতেন তন্মধ্যে বিতর নামাজও থাকিত। তিনি কোন কোন সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেন, আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় বসিয়াও নামাজ পড়িতেন। কিন্তু যখন দাঁড়াইয়া কেরাত পাঠ করিতেন তখন রুকু সিজদাও দাঁড়াইয়া করিতেন এবং যখন বসিয়া বসিয়া কেরাত পাঠ করিতেন তখন রুকু সিজদাও বসিয়াই করিতেন। আর যখন সুবহে-সাদেক হইত তখন তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন (মুসলিম) কিন্তু আবু দাউদের বর্ণনায় আরো কিছু বাড়ানো হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি মসজিদের উদ্দেশে বাহির হইতেন এবং লোকদিগকে ফজরের নামাজ পড়াইতেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, "সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ" নামাজ বার রাকাতই। তন্মধ্যে জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ ইমাম আবু হানিফার মাযহাব। আর রাত্রের নামাজ অর্থ তাহাজ্জুদের নামাজ। সুতরাং হানাফী মাযহাব মতে দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত সুন্নত বা নফল এবং শেষের তিন রাকাত বিত্‌র এবং সুবহে সাদেকের পরে যেই দুই রাকাত পড়িতেন, তাহা ছিল ফজরের সুন্নাত।

٣٧٧- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ - (رواه الترمذى)

৩৭৭. **অনুবাদ** ঃ হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে (ফরজ ব্যতীত) বার রাকাত নামাজ পড়িবে তাহার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর নির্মাণ করা হইবে জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত ও ইহার পরে দুই রাকাত, মাগরীবের ফরজের পর দুই রাকাত। এশার ফরজের পর দুই রাকাত এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত মোট বার রাকাত। (তিরমিযি)

٣٧٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ -

৩৭৮. **অনুবাদ** ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দশরাকাত নামাজ স্মরণ রাখিয়াছি, জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, ও পরে দুই রাকাত, মাগরীবের পর দুই রাকাত ঘরে আসিয়া এবং এশার পরে ঘরে আসিয়া দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বলেন জোহরের পূর্বে সুন্নত দুই রাকাত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেন জোহরের পূর্বে সুন্নত হইল চার রাকাত। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ)-এর হাদীস তাহাঁর দলীল। উক্ত হাদীসের জবাবে বলা হয় প্রকৃতপক্ষে নবী (স) ঘর হইতে চার রাকাত সুন্নতই পড়িয়া আসিতেন। এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িতেন।

ফজরের দুই রাকাত

٣٧٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (رواه مسلم)

৩৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ফজরের দুই রাকাত সুন্নত, দুনিয়া ও তার মধ্যে যাহাকিছু আছে এর চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়া ও উহার সমস্ত সম্পদের মূল্যের চাইতে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত অধিক মূল্যবান। অথবা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করিলে যাহা সওয়াব পাওয়া যাইবে, ফজরের দুই রাকাতের সওয়াব উহার চাইতেও অনেক বেশি। সমস্ত সুন্নতের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হইল ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নত।

٣٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدَعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ - (رواه ابو داؤد)

৩৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নতকে ছাড়িবে না। যদিও তোমার অবস্থা এই হয় যে, ঘোড়া তোমাকে দৌড়াচ্ছে। (অর্থাৎ যদি তুমি সফরে থাক এবং ঘোড়ার পিঠে বসে খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করিয়া চল তবুও ফজরের সুন্নত ছাড়িবে না)। (আবু দাউদ)

٣٨١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - (متفق عليه)

৩৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত ও নফল নামাজের মধ্যে কোন নামাজকেই এত বেশি ইহ্‌তিমাম করিতেন না যেমন ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের ইহতিমাম করিতেন। বুখারী, মুসলিম)

٣٨٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ -

৩৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সময় মত ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িতে পারে নাই সে যেন সূর্য্য উঠার পর এ দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া নেয়। (তিরমিযি)

জোহরের নামাজের পূর্বে ও পরে নফল পড়া

٣٨٣- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ - (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

৩৮৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। জোহরের ফরজের পূর্বে এক সালামে চার রাকাত সুন্নত নামাজ, উহার জন্য আকাশের দরজা খোলে দেওয়া হয়। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

٣٨٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا - (رواه الترمذى)

৩৮৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে যদি চার রাকাত সুন্নত পড়িতে না পারতেন তাহা হইলে জোহরের ফরজের পর তিনি তাহা পড়িয়া নিতেন। (তিরমিযি)

٣٨٥- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - (رواه احمد والترمذيو ابو داؤد و النسائى وابن ماجه)

৩৮৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন। যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বের ও পরের চার রাকাতকে হেফাজত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)

আছরের নামাজের পূর্বে নফল

٣٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا - (رواه ابو داؤد والترمذى واحمد)

৩৮৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন যে আছরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়িয়াছে।(আবু দাউদ ,তিরমিযি ও আহমদ)

মাগরীবের পর নফল নামাজ

٣٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَاَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَقَالَ رَاَيْتُ حَبِيْبِيْ ﷺ يُصَلِّيْ بَعْدَ

الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَقَالَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (رواه الطبرانی)

৩৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত মোহাম্মদ বিন আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ)কে মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি। নামাজ শেষে তিনি বলিয়াছেন আমি আমার হাবীব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়িবে তাহার সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে যদিও তাহার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (তিবরানী)

ইশার নামাজের পর নফল নামাজ

৩৮৮- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ اِلَّا صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ - (رواه ابو داؤد)

৩৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এশার নামাজ পড়েন নাই যে, নামাজের পর আমার ঘরে প্রবেশ করে চার রাকাত বা ছয় রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ সর্বদাই এশার নামাজের পরে ঘরে আসিয়া চার বা ছয় রাকাত নামাজ পড়িতেন। (আবু দাউদ)

বিতরের নামাজ পর্ব

বিতরের নামাজের নির্দেশ ও এর তাকিদ

৩৮৯- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - (رواه ابو داؤد)

৩৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, বিত্‌র নামাজ অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিত্‌র পড়িবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিত্‌র অপরিহার্য, যে ব্যক্তি বিতর পড়িবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। বিত্‌র নামাজ অপরিহার্য। যে ব্যক্তি বিত্‌র পড়িবে না সে আমার দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ) (বিত্‌র নামাজ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে অত্র হাদীস একটি স্পষ্ট দলীল)।

৩৯০- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- (رواه الترمذی وابو داؤد)

৩৯০. অনুবাদ ঃ হযরত খারিজা বিন হুযাফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা একটি নামাজ দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা তোমাদের জন্য লাল রংয়ের উঠ হইতেও উত্তম। তাহা হইল বিত্‌র নামাজ। আল্লাহ তায়ালা উহা তোমাদের জন্য এশার নামাজ এবং সুবহে সাদেক উদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

٣٩١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ اِسْتَيْقَظَ -(رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه)

৩৯১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিত্‌র নামাজ না পড়িয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে অথবা বিত্‌র পড়তে ভুলিয়া গিয়াছে সে যেন স্মরণ হইলে অথবা ঘুম থেকে উঠলে বিত্‌র নামাজ পড়িয়া নেয়। (তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(অর্থাৎ সময় মত বিত্‌র নামাজ আদায় করিতে না পারিলে পরে তাহার কাজা করিতে হইবে)।

٣٩٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - (رواه مسلم)

৩৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন। তোমরা বিত্‌র নামাজকে রাতের সর্বশেষ নামাজ বানাও। অর্থাৎ সম্ভব হইলে শেষরাত্রে সুবহে-সাদেকের পূর্ব মুহূর্তে বিত্‌র নামাজ পড়া উত্তম। (মুসলিম)

বিত্‌র নামাজের রাকাত প্রসঙ্গে

٣٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَّثَلَاثٍ وَّسِتٍّ وَّثَلَاثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلَاثٍ وَّعَشْرٍ وَّثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ - (رواه ابو داؤد)

৩৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু কায়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাত বিত্‌র পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি কখনও চার রাকাতের সহিত তিন রাকাত পড়িয়া বেজোড় করিতেন কখনও ছয় রাকাতের সহিত তিন রাকাত কখনও আট রাকাতের সহিত তিন রাকাত আবার কখনও দশ রাকাতের সহিত তিন রাকাত পড়িতেন। তবে তিনি কখনও (তাহাজ্জুদসহ) সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক বিত্‌র পড়িতেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদীস হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বিত্‌র নামাজ তিন রাকাত। আর চার, ছয়, আট ও দশ রাকাত হইল তাহাজ্জুদ। ইহাই হানাফীদের মায্‌হাব।

٣٩٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ -

৩৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত দ্বারা বিত্‌র পড়িতেন। (তিরমিযি)

বিতর নামাজের সময়

٣٩٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرُ وَاقَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا - (رواه مسلم والترمذى النسائى وابن ماجه)

৩৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সকাল হওয়ার আগে অর্থাৎ সুবহে সাদেকের আগে তোমরা বিত্‌র পড়। (মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

٣٩٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ - (رواه مسلم)

৩৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির এই আশংকা রহিয়াছে যে, শেষ রাত্রিতে উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সে যেন প্রথম রাত্রিতেই বিত্‌র নামাজ আদায় করিয়া ফেলে, এবং যাহার শেষ রাত্রে উঠার ভরসা আছে সে যেন রাত্রেই (তাহাজ্জুদের পর) বিত্‌র পড়ে। কেননা শেষ রাত্রের নামাজে (আল্লাহর রহমত লইয়া) রহমতের ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর ইহাই হইল উত্তম। (মুসলিম)

٣٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهٖ وَاٰخِرِهٖ وَانْتَهٰى وِتْرُهٗ اِلَى السَّحْرِ (متفق عليه)

৩৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের প্রত্যেক ভাগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাজ পড়িয়াছেন। রাত্রের প্রথমভাগে, উহার মধ্যভাগে এবং উহার শেষভাগে। তাঁহার বিত্‌রের শেষ সময় ছিল রাত্রের শেষ অংশ (অর্থাৎ ভোর হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ এশার নামাজের পর হইতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বিত্‌রের নামাজের ওয়াক্ত। সুতরাং ইহার মধ্যে যে কোন সময়ে পড়িলেই আদায় হইয়া যায়।) (মোত্তাঃ)

বিত্‌র নামাজের কেরাত পাঠ

٣٩٨- عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِ هِنَّ وَيَقُوْلُ يَعْنِى بَعْدَ التَّسْلِيْمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثًا - (رواه النسائى)

৩৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত উবাই বিন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করিতেন। এবং শেষ রাকাতে সালাম ফিরাইতেন এবং সালাম ফিরানোর পর বলিতেন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ। (আমি পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেই মহাসম্রাটের যিনি অতিপবিত্র) এই দোয়া তিনবার পড়িতেন। (নাসাঈ)

٣٩٩- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْئٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ - (رواه الترمذى وابو داؤد)

৩৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল আজীজ বিন জুরাইজ (রহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সূরা দ্বারা বিত্‌র নামাজ পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাকাতে সূরা আলা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস ও মুয়াবিবযাতাইন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিতেন।

বিত্‌রের নামাজে দোয়ায়ে কুনুত পড়া

٤٠٠- عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ - (رواه ابن ماجه والنسائى)

৪০০. অনুবাদ ঃ হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাজের তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে দোয়ায়ে কুনুত পড়িতেন। (ইবনে মাজাহ নাসাঈ)

٤٠١- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - (رواه الترمذى، ابو داؤد، نسائى وابن ماجه والدارمى)

৪০১. **অনুবাদ ঃ** হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু বাক্য শিখাইয়াছেন যাহা আমি বিত্‌র নামাজে দোয়ায়ে কুনুতে পাঠ করিয়া থাকি। তাহা হইল- اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ الخ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর। এবং তাহাদের অন্তরভুক্ত কর যাহাদিগকে তুমি পথ প্রদর্শন করিয়া শান্তি দান কর। এবং তাহাদের দলভুক্ত কর যাহাদিগকে তুমি শান্তি দান করিয়াছ। তুমিই আমার অভিভাবক হও, তাহাদের অন্তরভুক্ত কর যাহাদের তুমি অভিভাবক হইয়াছ। তুমি যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছ তাহাকে আমার জন্য কল্যাণকর কর। আর যাহাতে তুমি অকল্যাণ নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছ উহার অকল্যাণ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দান কর, কিন্তু তোমার উপর আদেশ করা যাইতে পারে না। নিশ্চয় যাহাকে তুমি বন্ধু ভাবিয়াছ সে কখনও অপমানিত হয় না। হে আমার প্রতিপালক! তুমি কল্যাণময় ও মহীয়ান।

(তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারীমী)

٤٠٢- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - (رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه)

৪০২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিত্‌র নামাজের শেষ দিকে পাঠ করিতেন اللهم انى اعوذبك الخ হে আল্লাহ আমি পানাহ চাহিতেছি তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা তোমার অসুন্তুষ্টি হইতে। তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি হইতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি তোমার (অভিসম্পাত) হইতে আমি তোমার প্রশংসার হিসাব নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। তুমি তদ্রূপই যতটা তুমি তোমার প্রশংসা করিয়াছ।

(আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)

বিত্‌রের পর দুই রাকাত

٤٠٣- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ - (رواه الترمذى)

৪০৩. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্র নামাজের পর দুই রাকাত (নফল) নামাজ পড়িতেন। (তিরমিযি)

٤٠٤- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ -

(رواه احمد والطحاوى)

৪০৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পর বসিয়া বসিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িতেন। এই দুই রাকাতে তিনি যথাক্রমে সূরা ইযাজুলযিলাত ও সূরা কাফিরুন পাঠ করিতেন। (আহমদ তোহাবী।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিতর নামাজের পর দুই রাকাত নফল বসিয়া পড়ার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পাওয়া যায়। তাই হানাফী ইমামগণ উহা পড়া জায়েয মনে করেন।

রাত্রের নামাজ প্রসঙ্গ

রাত্রের নামাজ ও উহার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি

٤٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلَاةُ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ - (رواه مسلم)

৪০৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। ফরজ নামাজের পর সব চাইতে উত্তম নামাজ হইল রাত্রের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ (মুসলিম)।

٤٠٦- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَاَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ - (رواه الترمذى)

৪০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমরা রাত্রে জাগিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়াকে বাধ্যতামূলক করিয়া লও। কারণ ইহা তোমাদের পূর্বকার নেক লোকদের নিয়ম বা অভ্যাস, এবং তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায় গুনাহ সমূহের কাফ্যারা এবং অপরাধ হইতে প্রতিরোধকারী। (তিরমিযি)

٤٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا

السَّمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৪০৭. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন সেই ব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়াছে এবং নামাজ পড়িয়াছে অতঃপর নিজের স্ত্রীকেও জাগাইয়া দিয়াছে এবং সেও নামাজ পড়িয়াছে আর যদি সে উঠিতে অস্বীকার বা অনীহা প্রকাশ করিয়াছে তখন তাহার চোখে মুখে পানি ছিটাইয়া দিয়াছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেন সেই মহিলার প্রতি যে রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়াছে এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়াছে এবং নিজের স্বামীকেও জাগাইয়াছে। ফলে সেও নামাজ পড়িয়াছে। আর যদি সে উঠিতে অস্বীকার করিয়াছে তখন তাহার চোখে মুখে পানি ছিটাইয়া দিয়াছে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

৪٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيْهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُ لَهُ - (متفق عليه)

৪০৮. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। আমাদের প্রভু কল্যাণময় ও সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক রাত্রেই নিকটবর্তী অর্থাৎ দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন যখন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে এবং বলিতে থাকেন। কে আছ, যে আমাকে ডাকিবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাহিবে আর আমি তাহাকে তাহা দান করিব? এবং কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব? (বোখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে উহার কাজা করা

٤٠٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً -

৪০৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে রাত্রের নামাজ ছুটিয়া যাইত তাহা হইলে দিনে তিনি বার রাকাত নামাজ কাজা করিয়া নিতেন। (মুসলিম)

٤١٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - (رواه مسلم)

৪১০. অনুবাদ ঃ হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তাহার নিয়মিত কাজ (ইবাদত) অথবা উহার কিয়দংশ সম্পন্ন করিতে পারে নাই। অতঃপর উক্ত অযিফা ফজর ও জোহর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করিয়াছে। তাহার জন্য তাহার অজিফা এমন ভাবে গণ্য হইবে যেন সে উহা রাত্রেই পাঠ করিয়াছে। (মুসলিম)

রাত্রের নামাজের রাকাত সংখ্যা

٤١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ - (رواه مسلم)

৪১১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে তের রাকাত নামাজ পড়িতেন, তন্মধ্যে বিত্‌র ও ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও থাকিত। (মুসলিম)

٤١٢- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - (رواه البخاری)

৪১২. অনুবাদ ঃ হযরত মাসরুক (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ফজরের দুই রাকাত ব্যতীত উহা সাত, নয় ও এগার রাকাত ছিল। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে হইত। ইহা সময় ও স্বভাবগত রুচির উপরে নির্ভর করিত। তবে তের রাকাতের বেশী পড়িয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাত্রের নামাজে নবী (সা.) হিদায়াত

٤١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيْ اِفْتَتَحَ صَلَاتَهٗ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - (رواه مسلم)

৪১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে নামাজ পড়িতে উঠিতেন তখন দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা উহা আরম্ভ করিতেন। (মুসলিম)

٤١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ فَقَرَأَ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ

حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ كُلَّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا - (رواه مسلم)

৪১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি (তাহার খালা হযরত মায়মুনার ঘরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘুমাইলেন। তিনি দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। এবং মিসওয়াক ও অজু করিলেন, অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিলেন إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ নিশ্চয় আসমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে সূরার শেষ নাগাদ পাঠ করিলেন। অতঃপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। এই দুই রাকাতের কিয়াম রুকু ও সিজদা খুব দীর্ঘায়িত করিলেন। নামাজ শেষ করিয়া তিনি পুনরায় নিদ্রা গেলেন। এমন কি তাঁহার নাক ডাকিতে লাগিল। এইভাবে তিনি তিনবার করিলেন। যাহাতে মোট ছয় রাকাত হইল। প্রত্যেক বারই তিনি মিসওয়াক করিলেন, অজু করিলেন এবং উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করিলেন এবং পরে তিন রাকাতের মাধ্যমে বিত্‌র নামাজ শেষ করিলেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন আযান দিলেন অতঃপর তিনি নামাজের জন্য বাহির হইলেন ও বলিতে লাগিলেন اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا الخ হে আল্লাহ। তুমি আমার অন্তরে আলো দান কর। আমার রসনায় নূর দান কর আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দান কর। আমার চোখে নূর বা আলো দান কর। আমার পশ্চাতে আলো দান কর। আমার সামনে আলো দান কর। আমার উপরে নূর দান কর। আমার নিচে নূর দান কর। হে আল্লাহ আমাকে নূর দান কর। (মুসলিম)

٤١٥ . عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا - (رواه ابو داؤد)

৪১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামাজের কেরাত ছিল (ভিন্ন ধরনের) কখনও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন আবার কখনও নিম্ন স্বরে পাঠ করিতেন।(আবু দাউদ)

(অর্থাৎ একই নামাজের মধ্যে কণ্ঠস্বর কখনও উঁচু আবার কখনও নিচু করিতেন। অবশ্য এত বেশী উঁচু করা জায়েয নাই, যদ্দরুন অন্য কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে)।

এশরাক ও চাশতের নামাজ

٤١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ
سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ
صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا
مِنَ الضُّحٰى -(رواه مسلم)

৪১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থি বা হাড়ের জন্য একটি সদকা (দান) করা আবশ্যক হয়। তবে জানিয়া রাখিবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবিহ এক একটি সদকা, প্রত্যেকটি তাহমীদ তথা আল্‌হামদুলিল্লাহ বলা এক একটি সদকা, প্রত্যেকটি তাহলীল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা এক একটি সদকা, প্রত্যেক বার আল্লাহু আকবার বলা একটি সদ্‌কা, এবং ভাল কাজের আদেশ করাও একটি সদ্‌কা, এবং খারাপ কাজ হইতে নিষেধ করাও একটি সদকা। এবং এই সবের পরিবর্তে চাশতের দুই রাকাত নামাজ পড়াই যথেষ্ট হয়। (মুসলিম)

٤١٧- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّهٗ قَالَ يَابْنَ آدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ
اَكْفِكَ آخِرَهٗ - (رواه الترمذى)

১১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা ও আবু যার গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাকাত নামাজ পড়। ফলে আমি দিনের শেষাংশ (পর্যন্ত) যথেষ্ট হইব। (তিরমিযি)

٤١٨- عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ
قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ
الضُّحٰى لَايَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَلَهٗ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ
الْبَحْرِ - (رواه ابو داؤد)

৪১৮. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন আনাস আলজুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ শেষ করিয়া এশরাক নামাজ পর্যন্ত আপন নামাজের স্থানে বসিয়া থাকিবে এবং দুই রাকাত এশরাক নামাজ পড়িবে এবং ইত্যবসরে উত্তম কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিবেনা তাহার যাবতীয় ছোট খাটো গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার শির চাইতেও অধিক হয়। (আবু দাউদ)

٤١٩- عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلَاةَ الضُّحٰى ؟ قَالَتْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ -

৪১৯. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়াযাহ (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাজ কত রাকাত পড়িতেন? তিনি বলিলেন চার রাকাত। তবে যখন আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তখন আরো কিছু বেশীও পড়িতেন। (মুসলিম)

٤٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ - (رواه مسلم)

৪২০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (নবী (স) আমাকে তিনটি জিনিষের অছিয়ত করিয়াছেন। (১) প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখার জন্য (২) চাশতের দুই রাকাত নামাজ পড়ার জন্য ও (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্‌র নামাজ পড়ার জন্য। (মুসলিম)

জুমআ পর্ব

জুমার দিনের ফজিলত

٤٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - (رواه مسلم)

৪২১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যেই দিনগুলিতে সূর্য উদয় হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হইল জুমার দিন। এই দিনই হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দিনই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইয়াছে এবং এই দিনই তাহাকে উহা হইতে বাহিরও করা হইয়াছে আর কেয়ামতও জুমার দিন ব্যতীত সংঘটিত হইবে না। (মুসলিম)

٤٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ - (متفق عليه)

৪২২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় জুমআর এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে যদি কোন মুসলমান বান্দাহ ঐ সময়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয় উহা দান করেন। (মোত্তাঃ)

জুমুআর নামাজের জন্য কঠোরতা

٤٢٣- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا عَلٰى اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ اَوْصَبِيٍّ اَوْ مَرِيْضٍ - (رواه ابو داؤد)

৪২৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত তারেক বিন শিহাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। জুমুয়ার নামাজ যথার্থভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ জামায়াতের সাথে। কিন্তু চার ব্যক্তি বাদ– ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও রুগ্নব্যক্তি। (আবু দাউদ)

٤٢٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لِيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - (رواه مسلم)

৪২৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে বলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের কাঠের উপরে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, লোকেরা হয় তো জুমুআর নামাজ তরক করা হইতে বিরত থাকিবে, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরের উপর মোহর অংকিত করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহারা গাফেলদের অন্তরভুক্ত হইয়া যাইবে। (মুসলিম)

٤٢٥- عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ - (رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه)

৪২৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু জা'দ জমিরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ পরপর তিন জুমুয়ার নামাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে মোহর অঙ্কিত করিয়া দিবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

জুমআর দিন ও নামাজের ফজিলত

٤٢٦- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهٖ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَا كُتِبَ لَهٗ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلَّا غُفِرَلَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى - (بخارى)

৪২৬. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করিবে এবং সামর্থানুযায়ী উত্তম রূপে পরিচ্ছন্নতা লাভ করিবে, অতঃপর নিজের সঞ্চিত তৈল হইতে তৈল মাখিবে, তারপর ঘরে সুগন্ধি থাকিলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করিবে, অতঃপর মসজিদের দিকে রওয়ানা করিবে। এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করিবে না, তৎপর যাহা তার পক্ষে সম্ভব সুন্নত নফল নামাজ পড়িবে। অতঃপর ইমাম যখন খুৎবা দিতে থাকেন তখন সে চুপ করিয়া শুনিবে। নিশ্চয় তাহার এই জুমুয়া ও পরবর্তী জুমুয়ার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হইবে। (বুখারী)

٤٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّلَامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ -

(رواه ابن ماجه)

৪২৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমাদের কাহারও উপরে কোন দোষ বর্তাইবেনা যদি সে তোমার নিজের কাজকর্মের কাপড় চোপড় ব্যতীত সামর্থ থাকিলে আরও দুইটি কাপড় পৃথকভাবে জুমুয়ার নামাজের জন্য বানাইয়া লয়। (ইবনে মাজাহ)

জুমুআর নামাজের খুৎবা

٤٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - (رواه مسلم)

৪২৮. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুৎবা দান করিতেন, এবং উভয় খুৎবার মাঝখানে একবার বসিতেন। তিনি খুৎবায় কুরআন শরীফ হইতে পাঠ করিতেন এবং লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার নামাজ হইত মধ্যম ধরনের এবং খুৎবাও হইত মধ্যম ধরনের। (মুসলিম)

٤٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى - (رواه مسلم)

৪২৯. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুৎবা দান করিতেন তখন তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া যাইত এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া যাইত এবং তাহার রাগ চরমে পৌঁছিয়া যাইত। মনে হইত নিজের সৈন্যদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে সতর্ক করিতেছেন এবং বলিতেছেন।

এই ভোরেই শত্রু তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে, এই সন্ধ্যায়ই তোমাদের উপরে হামলা করিবে। তিনি আরও বলিতেন আমি কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হইয়াছি যেমন এই দুই আঙ্গুলী রহিয়াছে। এই সময় তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যম আঙ্গুল দ্বয়কে একত্র করিয়া দেখাইতেন। (মুসলিম)

জুমুআর আগে ও পরে নফল নামাজ

٤٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا - (رواه الطبرانى فى الكبير)

৪৩০. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর পূর্বে চার রাকাত ও জুমুআর পরে চার রাকাত নামাজ পড়িতেন। (তিবরানী)

٤٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا - (رواه مسلم)

৪৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমাদের কেহ যখন জুমুআর নামাজ পড়িবে সে যেন জুমুআর পরে চার রাকাত নামাজ পড়িয়া নেয়। (মুসলিম)

দুই ঈদ পর্ব

দুই ঈদের শুরু

٤٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَاهٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمُ الْفِطْرِ - (رواه ابو داؤد)

৪৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করিলেন, তখন তাহাদের অর্থাৎ মদিনাবাসীদের দুইটি দিন নির্ধারিত ছিল, যেই দিনগুলিতে তাহারা খেলাধুলা ও রঙ্গতামাশা করিতাম, হুজুর (স) লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই দুইটি দিন কিরূপ? লোকেরা বলিল, আমরা জাহিলিয়াত যুগে এই দুই দিনে খেলাধুলা ও রঙ্গ তামাশা করিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এই দিনদ্বয়ের পরিবর্তে উহার চাইতেও উত্তম দুইটি দিন তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তাহা হইল ঈদুল আযহা ও ঈদুলফিত্‌র। (সুতরাং তোমরা জাহেলী যুগের সেই দিন দুইটিকে বর্জন করিয়া এই দিন দুইটিকে পালন কর)। (আবু দাউদ)

প্রাঙ্গঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদীস হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাহেলী যুগের কোন উৎসব পর্ব পালন করা কিংবা অমুসলিমদের কোন শিয়ার বা প্রতীক ইত্যাদি মুসলমানদের রক্ষা করা নিষেধ বরং হারাম। মুসলমানদের তাহাতে যোগদান করা জায়েয নাই।

ঈদের দিনে কিছুটা সাজসজ্জাকরা

٤٣٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيْدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ - (رواه الطبرانى فى الاوسط)

৪৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে লাল (ডোরা কাটা চাদর পড়িতেন)। (তীবরানী ফিল আওছাত)

ইদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার আগে এবং ঈদুল আযহারে নামাজের পরে পানাহার করা মুস্তাহাব

٤٣٤- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّىَ - (رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

৪৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের উদ্দেশে বাহির হইতেন না। যতক্ষণ না তিনি কিছু খাইতেন। আর ঈদুল আযহার দিন কিছুই খাইতেন না ঈদের নামাজ যতক্ষণ না আদায় করিতেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও দারিমী)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু মিষ্টি জিনিস খাইয়া ঈদ গাহের দিকে যাওয়া যেমন সুন্নত। অনুরূপভাবে কুরবানীর ঈদের দিন নামাজের পূর্ব পর্যন্ত কিছু না খাওয়া নামাজের পর কুরবানীর গোশত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করাও তেমনি সুন্নত। কেননা কুরবানী হইল আল্লাহ তায়ালার শিয়াফত। তাই আল্লাহ তায়ালার যিয়াফতের মর্যাদা তখনই রক্ষা পায় যখন সেই বস্তু দ্বারা সর্বাগ্রে খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এই কারণেই ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম। কারণ এই দিনে রোযা রাখিলে আল্লাহর যিয়াফতের অবমাননা হইতে বাধ্য।

খুৎবার পূর্বে ঈদের নামাজ

٤٣٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَيْئٍ يَبْدَءُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَاْسًا قَطَعَهُ اَوْ يَاْمُرُ بِشَيْئٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - (متفق عليه)

৪৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন ঈদ গাহের দিকে বাহির হইতেন, প্রথম কাজ তিনি যাহা করিতেন তাহা হইল নামাজ। নামাজ হইতে অবসর হইয়া তিনি জনতার সম্মুখে দাঁড়াইতেন। জনতা তখন নিজ নিজ সারিতে বসা থাকিত। নবী (স) তখন তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিতেন। যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করিতেন, তাহাদিগকে অভিযাত্রার নির্দেশ করিতেন। অথবা যদি কাহাকেও কোন বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার থাকিত সেই নির্দেশ দিতেন। ইহাই ছিল নবী (স) এর খুৎবা। খুৎবা সমাপ্তির পর বাড়ী ফিরিতেন।

(বোখারী মুসলিম)

ঈদের নামাজ আজান ও ইকামাত ব্যতীত

٤٣٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ - (رواه مسلم)

৪৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের বিন ছামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুই ঈদের নামাজ একবার নয়, দুইবার নয়, বরং বহু বার পড়িয়াছি আজান ও ইকামাত ব্যতীত। (মুসলিম)

ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে নফল নামাজ নাই

٤٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - (متفق عليه)

৪৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন দুই রাকাত ঈদের নামাজ পড়িলেন। কিন্তু এই দুই রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন নামাজ পড়েন নাই। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ "ঈদের নামাজের পূর্বে বা পরে কোন নামাজ পড়েন নাই" ইহার অর্থ ঈদের দিনের ঈদের নামাজের পূর্বে ঘরেও কোন নফল নামাজ পড়েন নাই অথবা ঈদগাহে আসিয়াও পূর্বে ও পরে কোন নামাজ পড়েন নাই। এই হাদীসের ভিত্তিতে হানাফীগণ বলেন ঈদের দিন ঘরে ও পরে ঈদগাহে অন্য কোন নফল নামাজ পড়া মাকরুহ।

দুই ঈদের নামাজে যাহা পড়িবে

٤٣٨- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِىَّ مَا كَانَ يَقْرَءُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَءُ فِيْهِمَا بِقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ - وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - (رواه مسلم)

৪৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকেদ লাইছী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কি পড়েছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, দুই ঈদের নামাজে সূরা কাফ্ওয়াল কুরআনিল মাজিদ। ও ইকতারা বাতিচ্ছায়াহ পড়িতেন। (মুসলিম)

٤٣٩- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَءُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَءُ بِهِمَا اَيْضًا فِى الصَّلَاتَيْنِ - (رواه مسلم)

৪৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত নোমান বিন বাশির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাজে এবং জুমার নামাজে সূরা আ'লা ও গাশিয়া পড়িতেন। আরও বলেন, যখন ঈদ ও জুমুয়া একই দিনে অনুষ্ঠিত হইত তখনও ঈদ ও জুমুয়ার নামাজে উল্লিখিত দুই সুরাই পাঠ করিতেন। (মুসলিম)

সদকায়ে ফিত্‌র

٤٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ -(متفق عليه)

৪৪০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন এক 'সা' খুরমা অথবা একসা' যব গোলামের উপর আজাদের উপর পুরুষের উপর নারীর উপর ছোটদের উপর বড়দের উপর সকলেই মুসলমান হইতে হইবে। এবং আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন লোকজন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই যেন আমরা তাহা আদায় করিয়া দেই। (বোখারী, মুসলিম)

٤٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ -(رواه ابو داؤد)

৪৪১. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা নির্ধারণ করিয়াছেন রোজার ভুলত্রুটি বেহুদা কাজকর্ম ও অশ্লীল কাজকর্মের পবিত্রতার জন্য এবং মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। (আবু দাউদ)

কুরবানী ও উহার প্রতিফল

٤٤٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَا الصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ -

(رواه احمد وابن ماجه)

৪৪২. **অনুবাদ ঃ** হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই কোরবানী কি? জবাবে হুজুর (স) বলিলেন ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নত। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহর রাসূল! ইহাতে আমাদের কি (সওয়াব) রহিয়াছে? জবাবে হুজুর (স) বলিলেন, কুরবানীর জন্তুর প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী রহিয়াছে। তাহারা আবারো জিজ্ঞাসা করিলেন, পশম ওয়ালা পশুদের জন্য কি হইবে (ইহাদের পশমতো অনেক বেশী হুজুর (স) বলিলেন, পশম ওয়ালা পশুর (ভেড়া দুম্বা) প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী রহিয়াছে (অর্থাৎ আল্লাহর দানের ভান্ডার কি তোমরা সংকীর্ণ মনে করিতেছে?) (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

٤٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمِ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৪৪৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কুরবানীর দিনে কোন বনী আদম (মানুষ) এমন কাজ করিতে পারেনা যাহা আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ কুরবানী করা) অপেক্ষা প্রিয়তর হইতে পারে। নিশ্চয় কেয়ামতের দিন (কুরবানী দাতার পাল্লায়) কুরবানীর পশু উহার শিং, উহার পশম, এবং উহার খুর সমেত আসিয়া হাযির হইবে। এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার কাছে সম্মানিত স্থানে পৌঁছিয়া যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্লচিত্তে কুরবানী কর। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

٤٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ - (رواه الترمذى)

৪৪৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বৎসর মদিনাতে অবস্থান করেছেন (প্রতি বৎসরই) কুরবানী করেছেন (তিরমিযি)

٤٤٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ

السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - (رواه احمد ابو داؤد وابن ماجه والدارمى)

৪৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর দিনে, দুইটি শিং ওয়ালা ধূসর বর্ণের খাশী দুম্বা জবেহ করিলেন। তিনি দুম্বাদ্বয়কে কেবলামুখী করিলেন অতঃপর বলিলেন اِنِّىْ وَجَّهْتُ الخ অর্থ আমি আমার মুখ মন্ডলকে সেই সত্ত্বার দিকে ফিরাইলাম যিনি আকাশ সমূহ ও জমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল দিক হইতে বিমুখ হইয়া এবং নিজেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আর আমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নহি। উপরন্তু আমার নামাজ, আমার কুরবানী আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে যিনি দুই জাহানের প্রতিপালক তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আমি ইহারই জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমর্পণকারীদের অন্তরভুক্ত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাহার উম্মতগণের পক্ষ হইতে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলিয়া যবেহ করিলেন। (আহমদ, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ দারিমী)

কুরবানী করিতে কোন রকমের জানোয়ার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে

٤٤٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ اَلْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ اَلْبَيِّنُ عَوْرُهَا اَلْمَرِيْضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لَاتُنْقِىْ - (رواه مالك احمد او الترمذى و النسائى ابن ماجه والدارمى)

৪৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত বারাবিন আযেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কুরবানীর ব্যাপারে কোন ধরনের জানোয়ার হইতে বাচাঁ উচিত। হুজুর (স) হাতের দ্বারা চার আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, চার রকমের পশু হইতে। (১) খোঁড়া যাহার খোড়ামী স্পষ্ট (২) কানা যাহার কানামী স্পষ্ট (৩) রোগা যাহার রোগ স্পষ্ট (৪) দুর্বল যাহার হাড়ের মধ্যে মজ্জা নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। (মালেক, আহমদ, তিরমিযি, নাসাঈ ইবনে মাজাহ দারিমী)

٤٤٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُضَحِّيَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ - (رواه ابن ماجه)

৪৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শিংভাঙ্গা ও কানকাটা জন্তু দ্বারা কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (ইবনে মাজাহ)

কুরবানী ঈদের নামাজের পর

٤٤٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَءُ بِهٖ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّيَ فَاِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهٖ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ - (متفق عليه)

৪৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর ঈদে আমাদের মাঝে খুৎবা দিয়াছেন। খুৎবাতে তিনি বলেন, আজকের দিনের বিশেষ কাজের মধ্যে প্রথম কাজ হইল আমরা প্রথমে ঈদের নামাজ পড়ব। অতঃপর বাড়িতে ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবেই করিল সে আমাদের সুন্নত মোতাবিক আমল করল। আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে যারা কুরবানী করল (তার কুরবানী আদায় হইবে না) সে যেন নিজের পরিবারের লোকদের গোশত খাবারের জন্য বকরী জবেহ করিল। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। (বোখারী, মুসলিম)

٤٤٩- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَرٰى لَحْمَ اَضَاحِيْ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ اَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى - (متفق عليه)

৪৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুরবানীর ঈদের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির ছিলাম, তিনি নামাজ থেকে ফারেগ হইতেই তাহার দৃষ্টি কুরবানীর গোশতের উপর পড়ল, যা নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বেই জবেহ করা হয়েছে। অতঃপর হুজুর (স) বললেন যারা নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বেই কুরবানী করে নিয়েছে তারা যেন এর পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানী করিয়া নেয়। (মোত্তাঃ)

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফজিলত

٤٥٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ اَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشَرَةِ - (رواه البخاري)

৪৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নাই যাহাতে কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়তর এই দশদিন অপেক্ষা। (বুখারী)

٤٥١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا - (رواه مسلم)

৪৫১. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ তারিখ আরম্ভ হয় আর তোমাদের কেহ কুরবানী করার আশা পোষণ করে সে যেন নিজের চুল না ছাটায় এবং নখসমূহ না কাটে। (মুসলিম)

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ

٤٥٢- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ -(متفق عليه)

৪৫২. অনুবাদ ঃ হযরত মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় যে দিন তাঁহার ছেলে ইব্রাহীমের ইনতেকাল হয়েছে সেই দিন সূর্যগ্রহণ লেগেছে। ইহাতে কেউ কেউ বলিতে শুরু করল যে, ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কাহারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে লাগে না। (বরং ইহা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের একটি নিদর্শন মাত্র) অতএব তোমরা যখন সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ দেখিবে তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিপদের আশংকা দেখা দিলে বিশেষ করিয়া সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এবং যাবত না উহা ছাড়িয়া যাইত সাহাবীগণকে লইয়া নামাজ ও দোয়া কালামে মশগুল থাকিতেন। জাহেলী যুগে আরবদের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে চলিয়া আসিতেছিল যে, কোন মহাপুরুষের মৃত্যুর কারণে মানুষ যেমন শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়ে, চন্দ্র সূর্য ও অনুরূপভাবে শোকাতুর হইয়া পড়ে এবং তাহা সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের আকারে প্রকাশ পায়। ঘটনাচক্রে দশম হিজরীতে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু দিবসে সূর্য গ্রহণ হইয়াছিল। ফলে হুজুর (স)-এর কতিপয় সাহাবী ও তাহাদের পূর্বেকার ধারণা অনুযায়ী এমন কিছু ভাবিতে লাগিলেন যে, আল্লাহ নবীর পুত্রের মৃত্যুর কারণে এই মহা ঘটনা ঘটিতেছে। তখন আল্লাহর নবী তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন গ্রহণ কাহারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং ইহা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহিঃ প্রকাশ।

٤٥٣- عَنْ قُبَيْصَةَ الْهِلَالِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَّتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৫৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত কাবিছাতুল হেলালী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ লাগিল, হুজুর (স) তখন বিচলিত অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে বাহিরে তাশরিফ আনিলেন, আমি সেদিন মাদিনাতে তাঁহার সাথে ছিলাম, হুজুর দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। এতে দীর্ঘ কিয়াম করিলেন। অতঃপর নামাজ হইতে ফারেগ হইলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পরিষ্কার হইয়া গেল অর্থাৎ গ্রহণ ছুটিয়া গেল। অতঃপর হুজুর (স) (লোকদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, এই নিদর্শনসমূহের উদ্দেশ্য হইল ইহার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি করা। কাজেই তোমরা যখন এমন নিদর্শন দেখিবে তখন তোমরা নামাজ পড়িবে। যেমন ফরজ নামাজ তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে পড়িয়াছ। (অর্থাৎ ফজরের নামাজের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ সূর্য গ্রহণের সময়ও পড়িয়া নিবে।) (আবু দাউদ, নাছাই)

٤٥٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَامِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهُ اَوْتَزْنِىَ اَمَتُهُ - يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ - (متفق عليه)

৪৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একবার সূর্য গ্রহণ লাগিল। তখন হুজুর (স) লোকদেরকে নিয়া নামাজ পড়িলেন, দীর্ঘ কিয়াম করিলেন, অতঃপর রুকু করিলেন, দীর্ঘ রুকু করিলেন। অতঃপর কিয়াম করিলেন, ও দীর্ঘ কিয়াম করিলেন তবে ইহা প্রথম কিয়াম হইতে কম। অতঃপর রুকু করিলেন। এবং রুকু দীর্ঘায়িত করিলেন তবে প্রথম রুকুর চেয়ে কম করিলেন অতঃপর সিজদা করিলেন এবং খুব লম্বা সিজদা করিলেন, অতঃপর প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করিলেন। নামাজ হইতে ফারেগ হইলেন। ততক্ষণে সূর্য দীপ্তমান হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশে খুৎবা দান করিলেন, এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন ও বলিলেন নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কাহারো মৃত্যুর কারণে বা জন্মের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। সুতরাং তোমরা যখন উহা দেখিবে তখন আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া কামনা করিবে। এবং আল্লাহু আকবার তাকবির বলিবে। নামাজ পড়িবে এবং দান ছদকা করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদের উম্মৎগণ খোদার কসম! আল্লাহ অপেক্ষা গায়রতকারী আর কেহ নাই। তিনি গায়রত করেন তাঁহার সেই বান্দার উপরে যে যিনা করে এবং সে বান্দীর উপরে যে যিনা করে। হে মুহাম্মদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমরা নির্ঘাত কম হাসিতে এবং বেশী বেশী কাঁদিতে। অতঃপর তিনি বললেন, সাবধান! আমি কি কথা পূর্ণভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছি? (মাত্তাঃ)

বৃষ্টির নামাজ

٤٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَاءَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَاِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ - (رواه ابو داؤد)

৪৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিল। তখন তিনি একটি মিম্বর স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন, অতঃপর তাঁহার জন্য ঈদগাহে মিম্বর রাখা হইল, এবং তিনি লোকদের নিকট কথা দিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট একদিন ঈদগাহের দিকে বাহির হইবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সূর্যের কিনারা উদয় হইতেই ঈদগাহের দিকে বাহির হইলেন এবং মিম্বরের উপর বসিলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার মহিমা ঘোষণা করিলেন, এবং তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা (তোমাদের শহরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে) তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টির মৌসুম অতিক্রান্ত হওয়ার পর ও বৃষ্টি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করিয়াছ। আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমরা তাহাকে ডাক, এবং তিনি তোমাদের সাথে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর নবী (স) বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الخ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। দয়াময় ও অতিশয় দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তুমি অমুখাপেক্ষী, আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী ফকীর। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর যাহা বর্ষণ করিবে তাহা আমাদের জন্য শক্তি ও কল্যাণের কারণ বানাও। যাহাতে আমরা উহার দ্বারা দীর্ঘদিন যাবত উপকৃত হইতে পারি। অতঃপর তিনি নিজের হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন। এতটা উত্তোলন করিলেন যে, তাহার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তারপর জনতার দিকে পিঠ ঘুরাইলেন এবং নিজের চাদর উলটাইয়া দিলেন তখনও তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তোলিত ছিল। তারপর জনতার দিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং মিম্বর হইতে নামিলেন। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ পড়াইলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা একখণ্ড মেঘ সৃষ্টি করিলেন। মেঘ গর্জন করিল এবং বিদ্যু চমকাইল। তারপর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষিত হইল। আল্লাহর নবী তাহার মসজিদে আসিতে না আসিতেই বৃষ্টির পানির ঢল নামিল। এ সময় তিনি যখন লোকদিগকে তাড়াহুড়া কর আশ্রয়ের দিকে দৌড়াইতে দেখিলেন, হাসিয়া দিলেন এমন কি তাহার সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাহার রাসূল। (আবু দাউদ)

٤٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلّٰى لِيَسْتَسْقِىَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - (متفق عليه)

৪৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকজন লইয়া ঈদগাহের দিকে বাহির হইলেন এবং তাহাদের সমেত দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। এই দুই রাকাতে কেরাত সশব্দে পাঠ করিলেন। এই সময় তিনি কেবলামুখী হইয়া দোয়া করিলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন। যখন তিনি কেবলামুখী হইলেন তখন নিজের চাদরকে ঘুরাইয়া দিলেন। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জমহুর ইমামগণ বলেন, চাদর ঘুরাইয়া দেওয়া সুন্নত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে চাদর ঘুরানো সুন্নত নয়। তাহারা বলেন ছহী বর্ণনা মতে শুধু নামাজ, দোয়া ও ইস্তিগফারের কথা বর্ণিত হইয়াছে তবে চাদর ঘুরানোও জায়েয।

٤٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجه)

৪৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতে বাহির হইলেন সাধারণ পোষাকে (কাজ কর্মের কাপড় পড়িয়া) বিনয়সহকারে ভয়-বিহবল অবস্থায় কাতরভাবে ফরিয়াদ করিতে করিতে। (তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সভাসমিতি কিংবা ঈদ মসজিদে যাওয়ার সময় যে সব উত্তম পোষাক পরিধান করা হয়, ইস্তিসকার নামাজে গমন করিতে উহা ত্যাগ করিয়া সাধারণ পোষাক তথা নিত্য ব্যবহার্য জামা কাপড় পরিধান করিয়া হাসি ঠাট্টা বর্জন করতঃ খুব বিনয়ের সাথে বাহির হইতে হয়।

তাওবার নামাজ

٤٥٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ - (رواه الترمذى)

৪৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবুবকর আমাকে বর্ণনা করিয়াছেন, আর হযরত আবু বকর সত্যই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন গুনাহ করিবে, অতঃপর উঠিয়া অজু-গোছল দ্বারা আবশ্যক পবিত্রতা লাভ করিবে এবং কিছু নফল নামাজ পড়িবে। তারপর আল্লাহ তায়ালার দরবারে (অনুতপ্ত হৃদয়ে) মাগফিরাত প্রার্থনা করিরে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর হুজুর (স) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করিলেন وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ এবং যাহারা কোন পাপের কাজ করে অথবা নিজের প্রতি অবিচার করে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কাজের জন্য মাগফিরাত কামনা করে (আলে ইমরান)। (তিরমিযি)

সালাতুল্ হাজাত

٤٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৪৫৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ তায়ালার কাছে অথবা কোন আদম সন্তানের কাছে কোন হাজত রহিয়াছে (অর্থাৎ দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজন আছে) সে যেন প্রথমে অজু করে এবং উত্তমভাবে অজু সম্পন্ন করে। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে। তারপর আল্লাহ তায়ালার কিছু গুণগান করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করে এবং তারপর যেন এই দোয়া পড়ে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনি অত্যন্ত ধর্যশীল ও দয়ালু, আমি সেই মহান আরশের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমার সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি দুজাহানের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন কাজ প্রার্থনা করি যাহার বদৌলতে তোমার রহমত আমার উপর অবধারিত হইবে, এবং এমন কাজের সংকল্প করিতে প্রার্থনা করি যাহার উছিলায় তোমার ক্ষমা অবধারিত হইবে। প্রত্যেকটি ভাল কাজের উপকারিতা প্রার্থনা করি এবং প্রত্যেকটি গুনাহের কাজ হইতে

শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। সে সকল অনুগ্রহকারীর মহান অনুগ্রহকারী আল্লাহ! তুমি আমার কোন অপরাধকেই ক্ষমা ব্যতীত ছাড়িও না। আমার যে কোন প্রয়োজন যাহা তোমার সন্তোষলাভের কারণ হয় তাহা পূর্ণ করা ব্যতীত বাকী রাখিও না। (তিরমিযি ইবনে মাজাহ)

٤٦٠- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى - (رواه ابو داؤد)

৪৬০. অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন দুঃখ বা বিপদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত করিয়া তুলিত তখন তিনি কিছু নফল নামাজ পড়িতেন। (নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তয়ালার সাহায্য কামনা করিতেন) (আবু দাউদ)।

ইস্তিখারার নামাজ

٤٦١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ؟ اَوْقَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ قَالَ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهٗ - (رواه البخارى)

৪৬১. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে প্রত্যেক কাজে আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করার নিয়ম ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদিগকে কুরআন শরীফের কোন সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করিবে তখন সে যেন ফরজ নামাজ ছাড়া দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে। অতঃপর বলে হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার নিকট ভাল দিক জ্ঞাত হওয়া প্রার্থনা

করিতেছি। তোমারই কুদরত ও ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট উহা অর্জনের ক্ষমতা চাহিতেছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ হইতে ভিক্ষা মাগিতেছি, কেননা তুমি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। অথচ আমি কোন কিছুতেই ক্ষমতা রাখি না। তুমি (আমার ইঙ্গিত বস্তুর উপর) জ্ঞান রাখ, অথচ আমি উহার কিছুই জানি না। তুমি (আমার অদৃশ্য ও অজ্ঞাত) গায়েবসমূহ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমি যেই কাজটি করিতে চাই যদি এই কাজটি আমার পক্ষে ভাল হইবে বলিয়া জান, আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা তিনি বলিয়াছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে তাহা হইলে তুমি উহা আমার জন্য ব্যবস্থা কর। এবং উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। অতঃপর আমার জন্য উহাতে কল্যাণ দান কর। আর যদি এই কাজ আমার জন্য খারাপ বা অকল্যাণকর জান, আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা হুজুর (স) বলিয়াছেন, আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে তাহা হইলে তুমি উহা আমা হইতে ফিরাইয়া রাখ এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর উহা যেখানেই আছে। অতঃপর তুমি আমাকে তোমার দেওয়া কল্যাণের উপর সন্তুষ্ট রাখ। অতঃপর হুজুর (স) বলেন, সে (প্রার্থনাকারী) যেন নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম করে। (অর্থাৎ তার প্রয়োজনের উল্লেখ করে দোয়া করে) (বুখারী)।

সালাতুত্‌ তাস্‌বীহ্‌

٤٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا اُعْطِيْكَ اَلَا اَمْنَحُكَ اَلَا اُخْبِرُكَ اَلَا اَفْعَلُ بِكَ عَشَرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ عَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَءُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ

تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمْرِكَ مَرَّةً (رواه ابو داؤد وابن ماجه والبيهقى)

৪৬২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ)কে বলিলেন, হে আব্বাস! হে চাচা জান! আমি কি আপনাকে দিব না? আমি কি আপনাকে দান করিব না? আমি কি আপনাকে সংবাদ দিব না? আমি কি আপনার সহিত এই দশটি কাজ করিব না? (অর্থাৎ আমি কি আপনাকে এ দশটি তাসবীহ্ শিক্ষা দিব না?) যখন আপনি উহা আমল করিবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার আগের পরের পুরানো নূতন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সগীরা ও কবীরাহ গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল প্রকারের গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। আপনি চার রাকাত নামাজ পড়িবেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করিবেন এবং উহার সহিত যে কোন একটি সুরা মিলাইবেন। প্রথম রাকাতে যখন কেরাত পাঠ সম্পন্ন করিবেন তখন ঐ দাঁড়ানো অবস্থায় পনর বার বলিবেন। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। অতঃপর রুকু করিবেন এবং রুকুর তাসবীহ শেষ করিয়া ঐ অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি বলিবেন দশবার। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইবেন এবং সামিয়াল্লাহর পর সেই দাঁড়ানো অবস্থায় তাসবীহটি বলিবেন দশবার। অতঃপরে নীচের দিকে সিজদায় যাইবেন এবং সিজদার তাসবীহ শেষ করিয়া ঐ তাসবীহটি বলিবেন দশবার। তারপর সিজদা হইতে মাথা উঠাইবেন এবং বসিয়া উহা বলিবেন দশবার। ইহার পর দ্বিতীয় সিজদায় যাইবেন এবং পূর্বের ন্যায় সিজদার তাসবীহ শেষ করিয়া ঐ অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি পড়িবেন দশবার। অতঃপর উঠিয়া সোজা হইয়া বসিবেন এবং উক্ত তাসবীহটি বলিবেন দশবার। সুতরাং এইভাবে প্রত্যেক রাকাতে ইহা হইল পঁচাত্তর বার। এইভাবে চার রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে এইরূপ করিবেন। (চার রাকাতে সর্বমোট তাসবীহ হইবে তিনশত বার)।

যদি আপনি প্রত্যেক দিন একবার এইরূপ নামাজ পড়িতে পারেন, পড়িবেন। যদি তাহা করিতে না পারেন তাহা হইলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করিবেন। যদি তাহাও করিতে না পারেন, তবে প্রত্যেক মাসে একবার করিবেন। যদি তাহাও করিতে না পারেন তবে বৎসরে একবার করিবেন। আর যদি তাহাও না করিতে পারেন তাহা হইলে অন্ততঃ নিজের জীবনে একবার করিবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

নামাজে জানাযাহ ও তার আগে পরে

মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কলেমার তালকীন দেওয়া ও তাহার উপর সুরায়ে ইয়াসীন পাঠ করা।

٤٦٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (رواه مسلم)

৪৬৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাইদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকীন কর। (মুসলিম)

٤٦٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رواه ابو داؤد)

৪৬৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হইবে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে বেহেশতে যাইবে। (আবু দাউদ)

٤٦٥- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا سُوْرَةَ يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ - (رواه احمد ابو داؤد وابن ماجه)

৪৬৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু শর্যায় শায়িত ব্যক্তির পার্শ্বে সূরা ইয়াসিন পাঠ কর। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মৃত্যুর জন্য বিলাপ করা গালে থাপ্পর মারা ও পকেট ছিড়া

٤٦٦- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لَا نَنُوْحَ - (رواه البخارى)

৪৬৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বায়আত করার সময় আমাদের নিকট হইতে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমরা যেন মুর্দারের জন্য বিলাপ না করি। (বুখারী)

٤٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعٰى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - (رواه البخارى)

৪৬৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ সকল লোক আমাদের দলভুক্ত নয় যারা মৃত্যুর জন্য মুখমণ্ডলে থাপ্পর মারে পকেট বা কাপড় ছিড়িয়া ফেলে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে। (বুখারী)

যে ব্যক্তি মৃত্যুর উপর ছবর করে পুণ্যের আশা করে তার ফজিলত

٤٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهٗ اِلَّا الْجَنَّةَ - (رواه البخارى)

৪৬৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি

যখন কোন মোমিন বান্দার প্রিয় সন্তানকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেই আর সে সওয়াব পাওয়ার আশায় ছবর করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নাই। (বোখারী)

٤٦٩- عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهٗ مَاتَ لَهٗ اِبْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَوَ رَزَقْنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ - فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ - الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهٖ فِىْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ وَقَبَضَهٗ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنْ اِحْتَسَبْتَهٗ فَاصْبِرْوَ لَا يُحِيْطُ جَزْعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزْعَ لَا يَرُدُّ مَيِّتًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَقَدْ كَانَ - وَالسَّلَامُ - (رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط)

৪৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার তার এক ছেলের ইনতিকাল হইল এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে একটি শোকনামা লিখিয়া পাঠাইলেন। আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ (স)-এর পক্ষ হইতে মুয়াজ বিন জাবালের নামে। আস্‌সালামু আলাইকুম। সর্বপ্রথম আমি তোমার পক্ষ হইতে ঐ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই। অতঃপর দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন এই মুছিবতের উপর তোমাকে মহা সওয়াব দান করেন। এবং তোমার অন্তরে ছবর করার তাওফিক দান করেন। আমাদেরকে ও তোমাকে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান করেন। বাস্তব কথা হইল আমাদের জান, আমাদের মাল এবং আমাদের পরিবার পরিজন এইসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার মহাদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। (এই ধারা অনুযায়ী তোমার সন্তানও তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার আমানত ছিল) আল্লাহ তায়ালা যতদিন চাইলেন এর দ্বারা তোমাদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন আর যখন চাইলেন সেই আমানতকে তোমার থেকে উঠাইয়া নিলেন এতে তিনি তোমাকে মহা প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তায়ালার খাছ দয়া রহমত এবং হেদায়াতের (সুসংবাদ) যদি তুমি সওয়াবের আশায় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির আশায় সবর কর। (হে মুয়াজ!) সবর কর, এমন যেন না হয় তোমার হায়হুতাশ তোমার সকল সওয়াব নষ্ট করিয়া দিবে তখন তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। (দুঃখও পাইলাম সওয়াব হইতেও মাহরুম হইলাম)। জেনে রাখ হায় হুতাশ করার দ্বারা কোন মুর্দা ফিরে আসিবে না এবং এর দ্বারা কষ্টও দূর হইবে না। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে যা হুকুম হয় তা হয়েই থাকিবে। বরং নিশ্চয় তাহা হইয়া গিয়াছে। ওয়াস্‌সালাম। (তিবরানী)

শোক প্রকাশের ফজিলত

٤٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৪৭০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তির শোক বা সহানুভূতি করিয়াছে, তাহাকে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে। তিরমিযি (ইবনে মাজাহ)

কাফন দাফনে জলদি করার নির্দেশ

٤٧١- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَجٍ اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ فَقَالَ اِنِّىْ لَا اَرٰى طَلْحَةَ اِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُوْنِىْ بِهٖ وَعَجِّلُوْا فَاِنَّهٗ لَايَنْبَغِىْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ اَهْلِهٖ - (رواه ابو داؤد)

৪৭১. **অনুবাদ ঃ** হযরত হুছাইন ইবনে ওয়াহওয়াজ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তালহা বিন বারাহ (রাঃ) অসুস্থ হইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখার জন্য সেবার জন্য তাশরিফ আনিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তিনি অন্যান্য লোকদিগকে বলিলেন, আমার মনে হইতেছে যে, তার মৃত্যুর সময় অতি নিকটবর্তী। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তোমরা আমাকে খবর দিবে এবং তাহার কাফন দাফন তাড়াতাড়ি করিবে। কারণ কোন মুসলমান মুর্দারের জন্য উচিত নয়। সে তার পরিবারের মাঝে বেশিক্ষণ থাকিবে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত হাদিস হইতে বুঝা গেল যে, মৃত্যুর পরে মুর্দারের কাফন ও দাফনের ব্যাপারে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করা উচিত। অধিক বিলম্ব না করাই উত্তম।

মুর্দারের গোসল ও কাফন

٤٧٢- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اِبْنَتَهٗ فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَاهُ اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهٗ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا اَوْخَمْسًا اَوْسَبْعًا وَابْدَاْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ - (متفق عليه)

৪৭২. **অনুবাদ ঃ** হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মেয়েকে (হযরত যরনবকে)গোসল দিতেছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ আনিলেন। এবং আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা তাহাকে বড়ি পাতার গরমকৃত পানির দ্বারা তিন বার অথবা পাঁচবার প্রয়োজন মনে করিলে এর চেয়েও বেশি গোসল করাও এবং শেষ বার কর্পুর মিশিয়ে দিবে। তোমরা গোসলের কাজ শেষ করবার পর আমাকে খবর দিবে। (উম্মে আতিয়া বলেন) আমরা যখন গোসল হইতে ফারেগ হইলাম তখন আমরা তাঁহাকে খবর দিলাম। তখন তিনি নিজের লুঙ্গি আমাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, সর্বপ্রথম ইহা তাহাকে পরিয়ে দাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, তোমরা তাহাকে বেজোড় সংখ্যা পরিমাণ গোসল দিবে। তিনবার পাঁচবার অথবা সাতবার ডান দিক থেকে এবং অজুর স্থান থেকে শুরু করিবে। (মোত্তাঃ)

٤٧٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلَاعِمَامَةٌ ـ (متفق عليه)

৪৭৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তিনটি সাদা ইয়ামানী কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছে। ছাহুল এলাকার কাপড় ছিল। এই তিন কাপড়ের মধ্যে কুর্তা ও পাগড়ী ছিল না। (মোত্তাঃ)

٤٧٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ - (رواه مسلم)

৪৭৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যখন তোমরা তোমাদের কোন ভায়ের কাফন দিবে, উত্তম কাফন দিবে। (মুসলিম)

٤٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ -

(رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجه)

৫৭৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করিবে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম কাপড়। এবং সাদা কাপড়ের দ্বারা তোমাদের মুর্দারদেরকে কাফন কর। (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

٤٧٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُغَالُوْا فِى الْكَفَنِ فَاِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا - (رواه ابو داؤد)

৪৭৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাল্লাম বলিয়াছেন খুব বেশি মূল্যের কাপড় দ্বারা কাফন দিবে না। কারণ এগুলি অতিতাড়াতাড়ি খতম হইয়া যাইবে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও একেবারে অল্পমূল্যের কাপড় দ্বারা কাফন দিবে না বরং মধ্যম রকমের কাপড় দ্বারা কাফন দিবে। আবার সামর্থ্য থাকলেও খুববেশি মূল্যের কাপড়ের দ্বারাও কাফন দিবে না। বরং তাওফিক অনুযায়ী মানানসই কাপড় দ্বারা কাফন পরাইবে।

জানাজার সাথে যাওয়া ও জানাজার নামাজ পড়ার ফজিলত

٤٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - (متفق عليه)

৪৭৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে কোন মুসলমানের জানাজার সাথে যায়। নামাজ পড়া পর্যন্ত ও দাফন থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে তাহা হইলে সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রত্যেক কিরাত উহুদ পাহাড় বরাবর হইবে। এবং যে ব্যক্তি কেবল জানাজার নামাজ পড়েই ফিরে আসবে। (দাফন পর্যন্ত সাথে থাকবে না) তাহা হইলে সে এক কিরাত সওয়াব নিয়া ফিরিবে। (মোত্তাঃ)

জানাজা নিয়া জলদি চলা প্রসঙ্গে

٤٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْرَعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ - وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - (متفق عليه)

৪৭৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন জানাজা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলিবে যদি সে নেককার হয় তাহলে কবর তার জন্য উত্তম, তোমরা তাড়াতাড়ি তাহাকে সেখানে পৌছাইয়া দিবে। আর যদি ইহার বিপরীত হয় তাহ হইলে খারাপ। ইহাকে তোমাদের গর্দান হইতে সরিয়ে দিবে। (মোত্তাঃ)

জানাজার নামাজে মুর্দারের জন্য দোয়া

٤٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ - (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

৪৭৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমরা কোন মুর্দারের জানাজার নামাজ পড়িবে তখন পূর্ণ এখলাছের সাথে তার জন্য দোয়া করিবে।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজ্জাহ)

٤٨٠- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَالِكَ الْمَيِّتَ -(رواه مسلم)

৪৮০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আওফা বিন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুর্দারের জানাজার নামাজ পড়লেন, সেই নামাজে তিনি মুর্দারের জন্য যে দোয়া করিয়াছেন তাহা আমার স্মরণ আছে। তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিতেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই বান্দাহকে ক্ষমা করিয়া দাও। তাহার উপর রহম কর। তাহাকে সুখে রাখ এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। ইজ্জতের সাথে তাহার মেহমানী কর। তাহার কবরকে তাহার জন্য প্রশস্ত বানাইয়া দাও। পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা তাহাকে গোসল করাইয়া দাও। গোনাহের দুর্গন্ধ হইতে তাহাকে পবিত্র করিয়া দাও। যেভাবে উজ্জ্বল সাদা কাপড়কে ময়লা হইতে পরিষ্কার করিয়াছ। তাহাকে দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে আখেরাতে উত্তম ঘর দান কর এবং দুনিয়ার পরিবার হইতে উত্তম পরিবার দান কর। জীবন সঙ্গীর পরিবর্তে উত্তম জীবন সঙ্গী দান কর। এবং তাহাকে বেহেশতে পৌছাইয়া দিন। এবং তাহাকে কবরের আজাব হইতে এবং দোযখের আজাব হইতে তাকে পানাহ দাও। বর্ণনাকারী বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত দোয়া শুনিয়া আমার অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে যে, আফসোস! এই মুর্দার যদি আমি হইতাম। (মুসলিম)

٤٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ - اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ - (رواه احمد، ابو داؤد والترمذى وابن ماجه)

৪৮১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানাজার নামাজ পড়িতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন। - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا الخ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিতদের এবং মৃতদের উপস্থিত ব্যক্তিদের ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ছোটদের ও বড়দের পুরুষদের ও নারীদের সকলের গুনা

ক্ষমা করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাহাকে আপনি জীবিত রাখেন তাহাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এবং আমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আপনি মৃত্যু দিবেন তাহাকে ঈমান অবস্থায় মৃত্যু দিবেন। হে আল্লাহ! এই মুর্দারের মৃত্যুর ওজরত হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। এবং এই দুনিয়াতে তাহার পরে আমাদিগকে কোন ফিতনা ও পরীক্ষাতে ফেলিবেন না। (আহমদ, আবু দাউদ)

٤٨٢- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ - وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (رواه ابو داؤد و ابن ماجه)

৪৮২. অনুবাদ ঃ হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মাঝে কোন এক মুসলমানের জানাজার নামাজ পড়াইলেন। ইহাতে এই দোয়া পড়িতে আমি শুনিয়াছি। اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الخ হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুক তোমার বান্দাহ তোমার জিম্মাদারীতে ও তোমার আশ্রয়ে আছে। তুমি তাহাকে কবর আজাব হইতে ও দোযখের আজাব হইতে মুক্তি দান কর। তুমিতো ওয়াদা পূরণকারী ও সত্যিকারের খোদা। হে আল্লাহ! তুমি এই বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাঁহার উপর রহমত করুন। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল দয়ালু। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মুসলমানদের বড় জমাতের নামাজের শাফায়াত কবুল হওয়া

٤٨٣- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِعُوْا فِيْهِ - (رواه مسلم)

৪৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যে মুর্দারের জন্য মুসলমানদের একটি বড় জমাত নামাজ পড়ে যাহাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই মুর্দারের জন্য সুপারিশ করে (অর্থাৎ তাহার মাগফিরাত ও রহমতের জন্য দোয়া করে) তাহা হইলে তাহাদের দোয়া ও সুপারিশ অবশ্যই কবুল করা হইবে। (মুসলিম)

٤٨٤- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ اِبْنٌ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ اُنْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدْ اِجْتَمَعُوْا لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُ

هُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَايُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - (رواه مسلم)

৪৮৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর আজাদকৃত গোলাম ও খাছ খাদেম হযরত কুরাইব (রাহঃ) বর্ণনা করেন যে, কাদীদ অথবা উসকান স্থানের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলের ইনতিকাল হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, যে সকল লোক (জানাযার জন্য) একত্রিত হইয়াছে তুমি তাহাদিগকে একটু দেখিয়া আস। কুরাইব (রাহঃ) বলেন আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম অনেক লোক জমা হইয়া গিয়াছে। আমি ফিরিয়া গিয়া তাহাকে এই খবর দিলাম। তিনি বলিলেন, ৪০ জন হইবে বলে তুমি মনে কর কি? আমি বলিলাম হাঁ (৪০ জন অবশ্যই হইবে) এবার ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এখন জানাযা বাহিরে নিয়ে এস। আমি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমানের ইনতিকাল হইবে এবং তাহার জানাযার নামাজ এমন চল্লিশ জন লোক পড়িবে যাহাদের জীবন শিরক হইতে মুক্ত (এবং তাহারা নামাজে এই মুর্দারের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করিবে) তাহলে আল্লাহ তায়ালা এই মুর্দারের ব্যাপারে তাহাদের সুপারিশ অবশ্য কবুল করিবেন। (মুসলিম)

٤٨٥- عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ - (رواه ابو داؤد)

৪৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত মালিক বিন হুবায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই এরশাদ শুনিয়াছি যে, যে কোন মুসলমানের ইনতেকাল হইবে এবং মুসলমানদের তিন কাতার তাহার জানাজার নামাজ পড়িবে। (এবং তাহার জন্য মাগফিরাত ও জান্নাতের দোয়া করিবে) তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এই বান্দার জন্য (মাগফিরাত ও জান্নাত) ওয়াজিব করিয়া দিবেন। মালিক ইবনে হুবায়রা (রাঃ)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি জানাজা নামাজের লোকদের সংখ্যা স্বল্প মনে করিতেন তখন তিনি উক্ত হাদীসের দরুন তাহাদিগকে তিন কাতারে ভাগ করিয়া দিতেন। (আবু দাউদ)

কবরে মুর্দাকে কিভাবে রাখা হইবে

٤٨٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا اَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - (رواه احمد والترمذى وابن ماجه وابو داؤد)

৪৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মুর্দাকে কবরে রাখিতেন তখন বলতেন بِسْمِ اللّٰهِ الخ আমরা এই বান্দাকে আল্লার নামে ও আল্লাহর সাহায্যে তাহার নবীর তরিকায় মাটির সোপর্দ করিলাম। (আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

٤٨٧- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِبْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ اِلْحَدُوْلِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصَبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رواه مسلم)

৪৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর ছেলে হযরত আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস নিজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় অছিয়ত করিলেন। আমার জন্য তোমরা বগলী কবর বানাইবে এবং ইহাকে বন্ধ করার জন্য কাঁচা ইট দাড় করাইয়া দিবে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য করা হইয়াছিল। (মুসলিম)

٤٨٨- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَثٰى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَاَنَّهٗ رَشَّ عَلٰى قَبْرِابْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ - (رواه البغوى فى شرح السنة)

৪৮৮. অনুবাদ ঃ ইমাম জাফর সাদেক স্বীয় পিতা মোহাম্মদ বাকের হইতে এর-সাল তরিকায় বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুর্দারের দাফনের সময় তাহার কবরে দুই হাত একত্রিত করিয়া তিন মুষ্টি মাটি দিলেন। এবং তিনি তাহার ছেলে ইব্রাহীমের কবরের উপর পানি ছিটাইলেন ও ইহার উপর বালুকণা ঢেলে দিলেন। (শরহে সুন্নাহ)

দাফনের পর মুর্দারের মাথার নিকট সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াতসমূহ ও পায়ের কাছে শেষ আয়াতসমূহ পড়া হইবে

٤٨٩- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ وَيُقْرَءُ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ মারা যায় তাহাকে দীর্ঘক্ষণ ঘরে রাখিও না। তাহাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছাইতে এবং দাফন করিতে তাড়াতাড়ি কর। দাফনের পর তাহার মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রাথমিক আয়াত মুফলিহুন পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে শেষের আয়াত আমানার রাসূল হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। (বায়হাকী)

কবরের উপর চুনা করা, ঘর বানানো এবং কবরের উপর বসা এবং ইহার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া নিষেধ

٤٩٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ - (رواه مسلم)

৪৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে চুন কাম করিতে এবং ইহার উপরে ঘর বানাইতে এবং ইহার উপর বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। (মুসলিম)

٤٩١- عَنْ اَبِىْ مُرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلَيْهَا - (رواه مسلم)

৪৯১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু মুরসাদ গানাভী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কবরের উপর বসিবে না এবং কবরের দিকে মুখ করিয়া নামাজও পড়িবে না। (মুসলিম)

কবর জিয়ারাত করা ও কবরবাসীদেরকে সালাম দেওয়া

٤٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ - (رواه ابن ماجه)

৪৯২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম এখন (অনুমতি দিতেছি) তোমরা কবর জিয়ারত করিবে. কারণ, ইহাতে দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। (ইবনে মাজাহ)

٤٩٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ - نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - (رواه مسلم)

৪৯৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন. যখন তাহারা কবরস্থানে যাইবে তখন যেন এইভাবে বলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِالخ তোমাদের উপর সালাম হে মুমিন মুসলমান কবরবাসী। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হইব। আমরা তোমাদের জন্য ও আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুখ-শান্তির দোয়া করি। (মুসলিম)

٤٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ - (رواه الترمذى)

৪৯৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার কয়েকটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি তাহাদের দিকে মুখ করিলেন এবং বলিলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ الخ। হে কবরবাসী তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ও আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন, তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী দল; আমরা তোমাদের পিছনে আসিতেছি।

যাকাত পর্ব

যাকাত ফরজ ও ইসলামের তৃতীয় রুকন

٤٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ - (متفق عليه)

৪৯৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামন দেশে (কাজী অথবা আমীর নিযুক্ত করিয়া) পাঠাইলেন এবং বলিলেন তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছ। তুমি তাহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তাহারা তোমার এই কথা মানিয়া নেয় তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা এক দিবা রাত্রে তাহাদের উপর পাঁচটি নামাজ ফরজ করিয়াছেন। তাহারা যদি ইহাও মানিয়া নেয় তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর যাকাত ফরজ করিয়াছেন। যাহা তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদের প্রতি ফেরত দেওয়া হইবে। তাহারা যদি এই কথাটিও মানিয়া নেয়, তবে সাবধান! তুমি তাহাদের ভাল ভাল মালসম্পদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং মজলুমের অভিশাপকে ভয় করিবে, কেননা তাহাদের ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যে কোন আড়াল নাই।

(মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল বর্ধিত হওয়া, পবিত্র করা। তাই বলা হয় যে ধন সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তাহা একদিকে পবিত্র হয় ও অপর দিকে সেই সম্পদ বাড়িয়া যায়।

আর শরীয়তের পরিভাষায় ঃ কোন কিছুর বিনিময় ব্যতিরেকে শরীয়তের নির্দেশিত খাতে বা ব্যক্তিকে নেসাব অনুযায়ী কোন সম্পদ এমনভাবে প্রদান করা, যাহাতে সে ব্যক্তির ব্যবহারিক মুনাফা লাভের অধিকার পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে, এরূপ প্রদানকৃত সম্পদকে যাকাত বলা হয়। যাকাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ। ইমান ও নামাজের পরেই যাকাতের স্থান। পূর্বকালের প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপরই সমানভাবে নামাজ ও যাকাত আদায় করার কঠোর নির্দেশ ছিল। যাকাতের ফরজিয়্যতকে অস্বীকার করা কুফুরী। যাকাত একটি আর্থিক এবাদত। যাকাত মানুষকে লোভ থেকে মুক্ত রাখে, যাকাত মানুষকে দান ও ব্যয় করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলে। যাকাত দ্বারা যাকাত দানকারী আল্লাহ তায়ালার চরিত্রে ভূষিত হয়। যাকাত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যাকাত জাগতিক নেশার নিরাময় করে। যাকাত ধনবানের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভালবাসার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি যাকাত আদায় করার মাধ্যমে অবশিষ্ট মালের হেফাজত হয়।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

٤٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ (يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ) ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ ... الاية -
(رواه البخارى)

৪৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে মাল সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে উহার যাকাত আদায় করে নাই, কেয়ামতের দিন তাহার সম্পদকে তাহার জন্য মাথায় টাকপড়া একটি বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করা হইবে যাহার চক্ষুর উপরে দুইটি কাল বিন্দু থাকিবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তাহার গলদেশে বেড়ীস্বরূপ পেঁচানো হইবে। অতঃপর সর্পটি তাহার মুখের দুইদিকে কামড় দিয়া ধরিবে তারপর বলিবে, আমি তোমার ধন সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। ইহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। অর্থাৎ এবং আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়া যাহাদিগকে ধন সম্পদ দান করিয়াছেন, উহা পাইয়া যাহারা কৃপণতা করে, তাহারা যেন না ভাবে যে, ইহা তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। বস্তুতঃ ইহা হইবে তাহাদের পক্ষে অকল্যাণকর। যাহা লইয়া তাহারা কার্পণ্য করিয়াছে অচিরেই কেয়ামতের দিন তাহাদের গলায় উহা বেড়ীর ন্যায় জড়ানো হইবে। (বুখারী)

যাকাত মাল পবিত্র করে ও অবশিষ্ট মাল বর্ধিত করে

٤٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ - كَبُرَ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ اِلَّا لِيَطِيْبَ مَابَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَايَكْنِزُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ -

(رواه ابو داؤد)

৪৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অর্থ যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সংরক্ষণ করে, আয়াতের শেষ পর্যন্ত" নাযিল হইল, মুসলমানদের কাছে উহা ভারী বোধ হইল। তখন উমর (রাঃ) বলিলেন আমি আপনাদের দুশ্চিন্তার অবসান করিয়া দিব। এই বলিয়া তিনি গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের কাছে খুবই ভারী ঠেকিতেছে। উহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এ জন্যই যাকাত দেওয়া ফরজ করিয়াছেন যাহাতে তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মাল সম্পদকে পবিত্র করিয়া লন এবং মিরাস ফরজ করিয়াছেন এবং আরও একটি কথা বলিয়াছেন যাহাতে সেই সম্পদ তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। বর্ণনাকারী বলেন ইহা শুনিয়া হযরত উমর আল্লাহ আকবর" ধ্বনী দিয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব না যে, মানুষ যাহা কিছু সংরক্ষণ করে তাহার মধ্যে উত্তম জিনিস কি? আর তাহা হইল পুণ্যবতী স্ত্রী। যখন তাহার দিকে তাকায় তখন সে তাহাকে সন্তুষ্ট করে এবং যখন তাহাকে আদেশ করে সে উহা পালন করে। আর যখন সে তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকে সে তাহার অধিকার সংরক্ষণ করে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উল্লেখিত আয়াতটিকে মুসলমানেরা এইজন্য ভারী মনে করিল যে, তাহারা মনে করিয়াছিল সোনা রুপা সংরক্ষণ করাই বিপজ্জনক। ইহার পরিণামে জাহান্নামের আগুনের ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। অথচ কম বেশ প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু সোনা-রুপা অবশ্যই আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই সংশয় ও দুশ্চিন্তার অবসান এইরূপে করিলেন যে, সোনা-রুপা কিংবা অন্যান্য মাল সম্পদ সঞ্চয় করা কোন দূষণীয় বস্তু নয় তবে উহা তখনই দূষণীয় বা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে যদি উহার হক তথা যাকাত আদায় না করা হয়।

যাকাতের নেসাব

٤٩٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ مِنَ التَّمَرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ –

(متفق عليه)

৪৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন পাঁচ অসকের কম খেজুরে যাকাত নাই। পাঁচ আওকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাত নাই এবং পাঁচের কম সংখ্যক উটের যাকাত নাই। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এক অসক সমান ষাট সা'। আর এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক সুতরাং পাঁচ অসক সমান আমাদের দেশীয় প্রায় ২৮ মন। চল্লিশ দেরহাম সমান এক উকিয়া। সুতরাং পাঁচ আউকিয়া সমান তৎকালীন দুইশত দেরহাম। দুইশত দেরহাম সমান আমাদের দেশীয় সাড়ে বায়ান্ন তোলা। সাড়ে বায়ান্ন তোলা সমান ৬১২.১৫ গ্রাম।

ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজীব

٤٩٩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ – (رواه ابو داؤد)

৪৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেসব জিনিস বিক্রির জন্য প্রস্তুত রাখি, যেন তাহার যাকাত প্রদান করি। (আবু দাউদ)

অলংকারের যাকাত

٥٠٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنَةٍ لَهَا فِىْ يَدِ اِبْنَتِهَا مُسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا؟ قَالَتْ لَا قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنَ النَّارِ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ – (رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه)

৫০০. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রাঃ) তাহার পিতার মাধ্যমে তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা একজন স্ত্রীলোক তার একটি মেয়েকে নিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসিল। এ সময় তাহার মেয়ের হাতে স্বর্ণের দুইটি পুরো বালা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ইহার যাকাত আদায় কর? সে বলিল না। হুজুর বলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কেয়ামতের দিনে আগুনের বালা পরাইবেন? এ কথা শুনে মহিলাটি বালা দুইটি খুলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে বলিলেন এ দুইটি আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের জন্য। (আবু দাউদ তিরমিযি)

٥٠١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكٰوتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ - (رواه مالك وابو داؤد)

৫০১. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের বালা পরিধান করিতাম, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি গুপ্তধনের অন্তর্গত? তখন তিনি বলিলেন, যাহা যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং উহার যাকাত আদায় করা হয় তাহা গুপ্তধন বা কান্‌য নহে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, মহিলাদের ব্যবহারের অলংকার ও নেসাব পরিমাণ হইলে যাকাত দিতে হইবে। যখন ব্যবহারে অলংকারের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব তখন অব্যবহারিক অলংকারেও যাকাত ওয়াজিব হইবে।

মালে মুস্তাফাদের যাকাত

٥٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكٰوةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - (رواه الترمذى)

৫০২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির বৎসরের মাঝে নতুন মাল হস্তগত হইল, তাহাতে বৎসরপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য্য হয় না। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বৎসরের মাঝখানে যে কোন সময় মূলধন ব্যতীত নতুনভাবে কোন মাল হস্তগত হইলে, উহাকে মালে মুস্তাফাদ বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন মালে মুস্তাফাদ আসল মালের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং আসল মালের বর্ষপূর্তি হইলেই উহার সাথে মুস্তাফাদ মালসহ সমুদয় মালের যাকাত দিতে হইবে। হযরত উসমান (রাঃ)-এর হাদীস তাঁহার দলিল।

অগ্রিম যাকাত

٥٠٣- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَالِكَ - (رواه ابو داؤد والترمذى)

৫০৩. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ষপূর্তির পূর্বে আগাম নিজের যাকাত দেওয়া যাইবে কিনা? তখন তিনি তাহাকে উহার অনুমতি দিলেন।
(আবু দাউদ-তিরমিযী)

যাকাতের খাতসমূহ

٥٠٤- عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهٖ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ - (رواه ابو داؤد)

৫০৪. অনুবাদ ঃ হযরত যিয়াদ বিন হারেস আস্‌সুদায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিলাম। রাবী বলেন অতঃপর যিয়াদ এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন একবার জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল আমাকে এই যাকাত হইতে কিছু দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোন নবী বা অন্য কাহারও নির্দেশের অপেক্ষা করেন নাই, বরং তিনি নিজেই সেই সম্পর্কে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন এবং উহাকে আট প্রকারের হকদারের জন্য আটভাগে ভাগ করিয়াছেন। সুতরাং যদি তুমি এই ভাগসমূহের মধ্যে কোন এক ভাগের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি তোমাকেও প্রদান করিব।

٥٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَيُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (متفق عليه)

৫০৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মিসকিন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে যাহাকে এক দুই গ্রাস খাদ্য ও দুই একটি খেঁজুর দেওয়া হয়, বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কাছে এই পরিমাণ সংস্থান নাই যাহা তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে বিরত রাখে এবং তাহাকে নিঃস্ব বলিয়া চিনাও যায় না যে, তাহাকে লোকে দান সদকা করিবে। আর সে নিজে যাইয়া লোকদের কাছে কিছু প্রার্থনাও করে না। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাকাতের মাছরাফ বা খাতসমূহ ঃ (১) গরীব (২) মিসকীন (৩) যারা ইসলামী হুকুমাতের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত (৪) গোলামকে

মুক্ত করার উদ্দেশ্যে (৫) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে (৬) আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থাৎ গাজী ও মোজাহিদদের জন্য অথবা সেই ব্যক্তি যার উপর একসময় হজ ফরজ হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তার কাছে হজ আদায়ের মত অর্থকরী নেই। অথবা এমন গরীব তালেবে এলেম যে দ্বীনী এলেম শিক্ষায় নিয়োজিত। (৭) মুসাফিরকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সফরে বাহির হইয়া গরীব হইয়া পড়িয়াছে। যদিও নিজ বাড়ীতে তাহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারে এ পরিমাণ।

যাহাদের জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয নহে

٥٠٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ لَا لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ - (رواه الترمذى)

৫০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ধনী ব্যক্তি ও সবল সুঠাম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। (তিরমিযি আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সবল সুঠাম ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হইলে তাহার জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর মতে উক্ত হাদীসের শেষ অংশটুকু বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে।

٥٠٧- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ رَجُلَانِ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ حَجِّ الْوِدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا النَّظَرَ وَخَفَضَهُ فَرَاٰنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৫০৭. অনুবাদ ঃ তাবেয়ী হযরত উবাইদুল্লাহ বিন আদী বিন খেয়ার হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে দুইজন লোকে জানাইয়াছে যে, তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন এই সময় তিনি বিদায় হজের সফরে ছিলেন এবং তিনি যাকাতের মাল বন্টন করিতেছিলেন এবং তাহারা উভয়েই তাঁহার কাছে উক্ত মাল হইতে কিছু চাহিলেন। তখন তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলিয়া থাকাইলেন এবং দৃষ্টি অবনত করিলেন, তিনি আমাদিগকে কর্মক্ষম দেখিয়া বলিলেন, যদি তোমারা চাও আমি তোমাদিগকে দিতে পারি, তবে ধনী ও সবল উপার্জনক্ষম লোকদের কোন অংশ নাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হানাফীদের মতে সবল উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য সদকা যাকাত গ্রহণ করা মাকরুহ। তবে জায়েয আছে।

٥٠٨- عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ - (رواه مسلم)

৫০৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল মোত্তালিব বিন রাবীয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন এই যাকাত বস্তুতঃ মানুষের মাল সম্পদের ময়লা আবর্জনাই। আর নিশ্চয় ইহা মোহাম্মদ (স) ও মোহাম্মদ (স)-এর পরিবারের জন্য হালাল নয়। (মুসলিম)

কাহার জন্য হাত পাতা জায়েয ও কাহার জন্য জায়েয নহে

٥٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ -(رواه مسلم)

৫০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাল বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে সে যেন প্রকৃত পক্ষে দোযখের অঙ্গার মাগিল। এবার চাই সে অল্প করুক অথবা বেশী করুক। (মুসলিম)

٥١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْئَلَتُهُ فِىْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ -

(رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى ابن ماجه والرازى)

৫১০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কোন কিছু সওয়াল করে অথচ তাহার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ আছে যাহা তাহাকে পর মুখাপেক্ষী হইতে বিরত রাখে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার সওয়াল তাহার মুখ মণ্ডলে ক্ষতবিক্ষত স্বরূপ হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহর রাসূল! কি পরিমাণ মাল তাহাকে অমুখাপেক্ষী রাখে? তিনি বলিলেন পঞ্চাশ দিরহাম বা উহার সমমূল্যের স্বর্ণ। (আবু দাউদ, তিরমিযি নাসাঈ ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নিষ্প্রয়োজনে কাহারো কাছে হাত পাতিলে কিয়ামতের দিন চরম লাঞ্ছিত হইবে।

সওয়াল করা থেকে বাছিয়া থাকা

٥١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِىَ السَّائِلَةُ -

(متفق عليه)

৫১১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই সময় তিনি মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি ছদকা খাওয়ার ও সওয়াল করা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে উপদেশ দিতে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তাহা হইলে, উপরের হাত দাতার, আর নিচের হাত ভিক্ষুকের। (মোত্তা ঃ)

٥١٢- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهٗ فَيَاْتِىْ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهٗ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ - (رواه البخارى)

৫১২. অনুবাদ ঃ হযরত যোবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ রশি লইয়া লাকড়ীর বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহিয়া আনিবে এবং উহা বিক্রি করিবে, ফলে আল্লাহ তায়ালা ইহার দ্বারা তাহার ইজ্জত রক্ষা করিবেন। ইহা তাহার পক্ষে ঐ কাজ হইতে উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিবে আর লোকেরা তাহাকে হয়ত কিছু দিবে অথবা নিষেধ করিবে। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পাহাড় জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া পিঠে বহন করিয়া বাজারে আনিয়া বিক্রি করা কাহারো কাছে হাত পাতার চাইতে অনেক উত্তম।

٥١٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْاَلُهٗ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ فَقَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ وَنَبْسُطُ بَعْضَهٗ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ - فَقَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ فَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ قَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَأْتِنِىْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا اُرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِىْءَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ -

৫১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদা জনৈক আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিয়া তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? সে বলিল জি হাঁ! একখানা কম্বল আছে। উহার এক অংশ আমরা পরিধান করি এবং অপর অংশ বিছাইয়া থাকি। আর একটি পেয়ালা আছে, যাহাতে আমরা পানি পান করি। হুজুর বলেন তুমি সেই জিনিস দুইটি আমার কাছে লইয়া আস, সে উভয়টি তাঁহার কাছে লইয়া আসিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বস্তু দুইটিকে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন এই বস্তু দুইটি কে খরিদ করিবে? এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, আমি এই জিনিস দুইটি এক দেরহামের বিনিময়ে লইতে পারি। তখন হুজুর দুই অথবা তিন বার বলিলেন, কে এক দেরহামের বেশি দিতে পারে? এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, আমি উভয়টি দুই দেরহামে নিতে পারি। তখন তিনি উভয়টি তাহাকেই দিলেন এবং দুই দেরহাম লইলেন। এইবার তিনি দেরহাম দুইটি উক্ত আনসারীর হাতে দিয়া বলিলেন, এক দেরহাম দ্বারা খাদ্য খরিদ করিয়া তোমার পরিবারকে দাও এবং অপর দেরহাম দিয়া একখানা কুড়াল খরিদ কর এবং উহা আমার কাছে নিয়া আস। নির্দেশ মোতাবেক সে উহা লইয়া আসিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে উহাতে কাঠের বাট লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন তুমি ইহা লইয়া যাও এবং পাহাড়ে জঙ্গলে যাইয়া কাঠ কাট এবং বিক্রি কর। তবে আমি যেন পনর দিনের আগে তোমাকে না দেখি। লোকটি চলিয়া গেল এবং কাঠ কাটিতে ও বিক্রয় করিতে লাগিল। অতঃপর সে পনের দিন পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিল, তখন সে দশ দেরহামের মালিক। এইবার সে উহার কিছু দিয়া কাপড় ও কিছু দ্বারা খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ইহা তোমার জন্য কিছু চাওয়া হইতে অনেক উত্তম। বস্তুতঃ ভিক্ষা কেয়ামতের দিন তাহার মুখ মণ্ডলে জখম স্বরূপ হইবে। মূলতঃ তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে কিছু সওয়াল করা উচিত নয়। তাহা হইল, মাটিতে মিশাইয়া দেয় এমন কাংগাল। চরম লাঞ্ছিত দেনাদার এবং পীড়াদায়ক রক্তপণ। (আবু দাউদ)

٥١٤- عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسْأَلِ الصَّالِحِيْنَ - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৫১৪. অনুবাদ ঃ তাবেয়ী ইবনুল ফেরাসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা ফেরাসী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি কাহার ও কাছে কিছু সওয়াল করিতে পারি? অর্থাৎ ভিক্ষা চাইতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। তবে যদি তোমার একান্ত কিছু চাইতে হয় তাহা হইলে নেককার লোকদের নিকট চাহিবে। (আবু দাউদ নাসাঈ)

٥١٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْ شَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى اٰجِلٍ - (رواه ابو داؤد والترمذى)

৫১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভাবে পড়িল, আর উহা

তাহাকে মানুষের কাছে নামাইয়া ছাড়িল, তাহার অভাব মোচন হইবে না। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের অভাব মোচনের জন্য নিবেদন করিল অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাহাকে অমুখাপেক্ষী করিবেন। অচিরেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে অথবা বিলম্বে তাহাকে মালদার করিয়া দেওয়া হইবে। (আবু দাউদ তিরমিযি)

٥١٦- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ اَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৫১৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত সাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কে আমার কাছে যামিন হইতে পার যে, সে মানুষের কাছে কিছুই চাহিবে না। আমি তাহার জন্য বেহেশতের যামিন হইব। হযরত সাওবান বললেন আমি পারিব। ইহার পর হযরত সাওবান (রাঃ) কোনদিন কাহারো কাছে কিছুই চাহেন নাই। (আবু দাউদ নাসাঈ)

স্বেচ্ছায় দেওয়া মাল নিয়া নিবে

٥١٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَ مَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ - (متفق عليه)

৫১৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু মাল দিতে চাহিতেন, তখন আমি বলিলাম, আমার চাইতে অভাবী অন্য কাউকে আপনি উহা প্রদান করুন। এই সময় তিনি বলিলেন, তুমি উহা গ্রহণ কর এবং নিজের মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লও আর উহা হইতে দান ছদকা কর বস্তুতঃ যেই সম্পদ তোমার কাছে এইভাবে আসে অথচ তুমি উহা পাওয়ার জন্য লালায়িত নহে এবং সওয়াল কর না তখন উহা লইতে পার। আর যাহা এইভাবে আসে না উহার পিছনে স্বীয় মনকে নিয়োজিত করিও না। (মোত্তাঃ)

যাকাত ছাড়াও মালে অন্যান্য হক আছে

٥١٨- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا - لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْاٰيَةَ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৫১৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় মালের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্য হক রয়েছে। অতপর তিনি পাঠ করেন আয়াত– অর্থ, তোমরা (নামাজে) পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইবে ইহাই কেবল নেক কাজ নহে.। (তিরমিযি ইবনে মাজাহ)

দানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য

٥١٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - (متفق عليه)

৫১৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন হে আদম সন্তান তুমি (আমার উদ্দেশে) ব্যয় কর, আমি তোমাকে দান করিব। (মোত্তাঃ)

٥٢٠ - عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِى اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ - (متفق عليه)

৫২০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আছমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, খরচ করিতে থাক, হিসাব করিও না, হিসাব করিয়া দিতে থাকিলে আল্লাহও তোমাকে হিসাব করিয়া দিবেন। মাল বাধিয়া রাখিও না। তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালাও তোমার ব্যাপারে বাধিয়া রাখিবেন। যৎকিঞ্চিত হইলেও সামর্থে যাহা সম্ভব হয় তাহা দানখরচ করিতে থাক। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্র হাদীসে দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ যেমন অকাতরে প্রদান করিতেছেন, বান্দার পক্ষেও অকাতরে দান করা উচিত। দানের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

٥٢١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ - (رواه الترمذى)

৫২১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় দান আল্লাহ তায়ালার ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরিমিযি)

٥٢٢ - عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ - (رواه احمد)

৫২২. **অনুবাদ ঃ** হযরত মারসাদ বিন আব্দুল্লাহ (রাহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী বলিয়াছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ঈমানদারের ছায়া হইবে তাহার দান সদকা। (আহমদ)

٥٢٣ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الصَّدَقَةَ مَا هِىَ قَالَ اَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللّٰهِ الْمَزِيْدُ - (رواه احمد)

৫২৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আবু যর (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী! ছদকার কি ছওয়াব? তিনি বলেন, ইহার অনেকগুণ (দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত) এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহারও অধিক। (আহমদ)

কোন প্রকারের দান উত্তম ও বেশী নেকী

٥٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - (متفق عليه)

৫২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সওয়াবের দিক দিয়া কোন দান সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বলিলেন যখন তুমি দান কর তখন তোমার অবস্থা এই যে, তুমি সুস্থ, মালের প্রতি লোভী, দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা পোষণ কর। আর তুমি এ ব্যাপারে অলসতা করিও না, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলিবে এই মাল অমুককে দাও, এই মাল অমুককে দাও এই মাল অমুককে দাও। অথচ তখন মাল অমুকের জন্য হইয়া যায়। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ধন সম্পদের প্রতি লোভ থাকা মানুষের জন্মগত স্বভাব। অপরদিকে সুস্থ থাকাকালীন মৃত্যুর কথাও স্মরণ থাকে না। আরো অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবে এই ধারণায় মাল-সম্পদ সঞ্চয় করার প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকে। কাজেই এই সময় লোভ লালসা ত্যাগ করিয়া দান করিতে পারিলেই দানের যথার্থ মূল্যায়ন হয়।

٥٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (رواه ابو داؤد)

৫২৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একবার তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দান সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন, গরীবের কষ্টের দান। আর প্রথমে তাহাকে দান করিবে, যে তোমার পোষ্য। (অর্থাৎ যাহাকে তুমি পালন কর।)

(আবু দাউদ)

সওয়াবের নিয়তে স্বীয় পরিবারের জন্য খরচ করা সদকা

٥٢٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً -(متفق عليه)

৫২৬. অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান স্বীয় পরিবারের জন্য কোন কিছু খরচ করে এবং উহাতে সওয়াবের আশা করে উহা তাহার জন্য সদকা স্বরূপ হইবে। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় জরুরতে খরচ করা সদকার মধ্যে গণ্য। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের নামে অপচয় করা সওয়াবের কাজ নহে।

নিকটাত্মীয়কে দান সদকা ও ছেলায়ে রেহমী

٥٢٧- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ - (رواه احمد والترمذى والنسائى وابن ماجه)

৫২৭. অনুবাদ ঃ হযরত সুলাইমান বিন আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গরীবের প্রতি দান করা হইল শুধু দান আর আপন গরীব আত্মীয়ের প্রতি করা হইল দুই প্রকারের কাজ, একটি দান অপরটি আত্মীয়তা রক্ষা। (আহমদ, তিরমিযি, নাসাঈ ইবনে মাজাহ)

মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে সদকা

٥٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا - اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ اَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا - (رواه البخارى)

৫২৮. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত সায়াদ বিন উবাদা (রাঃ)-এর আম্মা ইনতেকাল করিয়াছেন, তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা যখন ইনতেকাল করেন তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। এবার আমি যদি তাহার পক্ষ হইতে কিছু সদকা করি তাহলে ইহার দ্বারা তাহার কোন উপকার হইবে কি? হুজুর বলেন হাঁ। (উপকার হইবে) তিনি বলেন আমি আপনাকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমার মেখরাফ নামক বাগানটি তাহার জন্য দান করিয়া দিলাম। (বোখারী)

٥٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ - (رواه ابن جرير فى تهذيب الاثار)

৫২৯। অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমার আব্বা ইনতেকাল করিয়াছেন এবং মাল রাখিয়া গিয়াছেন, অসিয়ত করিয়া যান নাই। আমি তাহার পক্ষ থেকে সদকা করিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে কি? তিনি বলেন হাঁ। (ইবনে জারির)

রোযা পর্ব

৫৩০– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ـ (متفق عليه)

৫৩০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমজান মাস আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়, অপর এক বর্ণনায় আছে রহমতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। (ঐকমত্য)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শয়তান আবদ্ধ থাকিলে রমজানে মানুষ পাপ করে কেন? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, এক শ্রেণীর শয়তানকে বাঁধা হয়। সকলকে নহে। পাপ ও কুকর্ম যেমন শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে, তেমনি কু-প্রবৃত্তি তথা নফসে আম্মারা, বদ অভ্যাস, মন্দ পরিবেশ ও মানব রূপী শয়তান দ্বারাও হইয়া থাকে। ফলে প্রকৃত শয়তান শৃংখলিত হইলেও মানুষরূপী তাহার শিষ্যদেরকে আবদ্ধ করা হয় না, তাহারাই নিত্যকারের মত রমজানেও পাপ ছড়াইতে থাকে।

৫৩১– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ – (رواه احمد والنسائى)

৫৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের নিকট রমজানের বরকতময় মাস আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা উহার রোযা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন। এই মাসে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দোযখের দরজাগুলি বন্ধ রাখা হয়। ইহাতে অবাধ্য শয়তান সমূহকে শৃংখলিত করা হয়। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমতের জন্য ইহাতে এমন একটি রাত্রি রহিয়াছে যাহা হাজার মাস (৮৩ বৎসর ৪ মাস) অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি উহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। (আহমদ ও নাসাঈ)

৫৩২– عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً

وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهٖ وَعِتْقُ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمَرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৩২. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবান মাসের শেষ তারিখে আমাদের উদ্দেশে ভাষণদান করিলেন এবং বলিলেন, হে মানব সকল! একটি মহান মাস একটি কল্যাণময় মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। ইহা এমন একটি মাস যাহাতে এমন একটি রাত রহিয়াছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেয়! আল্লাহ তায়ালা এই মাসের রোযাসমূহ (তোমাদের জন্য) ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রিতে নামাজ পড়াকে পুণ্যের কাজ নির্ধারণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে একটি নফল কাজ করিবে সে ঐ ব্যক্তির সমান হইবে যে অন্য কোন মাসে একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করিল। আর যেই ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করিল সে ঐ ব্যক্তির সমান হইবে যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করিল। ইহা ধৈর্য্যের মাস। আর ধৈর্য এমন একটি গুণ যাহার প্রতিদান হইল জান্নাত। ইহা পারস্পরিক সহানুভূতির মাস। ইহা সেই মাস যাহাতে মোমিনের রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই মাসে যেই ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করাইবে ইহা তাহার পক্ষে তাহার গুণাহসমূহের জন্য ক্ষমাস্বরূপ হইবে এবং তাহার নিজকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তির কারণ হইবে। অবশেষে তাহাকে রোযাদার ব্যক্তির সমান সওয়াব দান করা হইবে, অথচ রোযাদারের সওয়াব হইতে কিছুমাত্রও কমানো হইবে না।

বর্ণনকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিতো এমন সামর্থ রাখে না যাহা দ্বারা সে রোজাদারকে ইফতার করাইতে পারে?

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহতায়ালা এই সওয়াব ঐ ব্যক্তিকেও দান করিবেন যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে এক চুমুক দুধ দ্বারা অথবা একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা ইফতার করাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পরিতৃপ্তির সহিত খানা খাওয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আমার হাউজ (কাউসার) হইতে পানীয় পান করাইবেন। ফলে বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে কখনো তৃষ্ণার্থ হইবে না। ইহা এমন একটি মাস, যাহার প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ ক্ষমা এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হইতে মুক্তি। যে ব্যক্তি এই মাসে আপন দাস-দাসীদের (অধীনস্থদের) কর্মভার হালকা করিয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন এবং পরিশেষে তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করিবেন। (বায়হাকী)

٥٣٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ اِنْ صَامَهُ - (رواه احمد الترمذى وابن ماجه)

৫৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ওযর বা রোগ ব্যতীত রমজানের একটি রোযা ভাঙ্গিবে তাহার সারা জীবনের রোযায় উহার ক্ষতিপূরণ হইবে না। যদিও সে সারা জীবন রোযা রাখে। (আহমদ তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ফকীহগণ বলেন, একটি ফরজ রোযা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিলে উহার কাফ্যারায় ষাটদিন এক নাগারে রোযা রাখিলে উহার ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু রমযান মাসের যে বিশেষ ফযিলত উক্ত মাসের মধ্যে নিহিত আছে, বাকী এগার মাসের সব দিনগুলিতেও তাহা অর্জিত হইবে না। তাই বলা হইয়াছে সারা জীবনের রোযাও উহার পরিপূরক হইবে না।

٥٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (متفق عليه)

৫৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্বে কৃত সমুদয় (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হইবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমযানের রাত্রি এবাদতে কাটাইবে তাহার কৃতপূর্বের গুনাসমূহ মাফ করা হইবে। আর যেই ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রি এবাদতে কাটাইবে তাহার পূর্বকৃত সমুদয় গুনাহ মাফ করা হইবে। (মোত্তাঃ)

٥٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন রোজা এবং কুরআন (কিয়ামতের দিন) বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে হে প্রভু! আমি তাহাকে দিনের বেলায় পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি হইতে বাধা প্রদান করিয়াছি, সুতরাং তাহার স্বপক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলিবে আমি তাহাকে রাত্রিকালে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি। সুতরাং তাহার স্বপক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন তাহাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হইবে। (বায়হাকী)

রোযাদারের প্রতিদান

٥٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ -(متفق عليه)

৫৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন রোযা ব্যতীত। (অর্থাৎ রোযা উহার ব্যতিক্রম) কেননা রোযা একমাত্র আমারই জন্য আর আমিই উহার প্রতিফল দান করিব। (অর্থাৎ যত ইচ্ছা দিব) বান্দার স্বীয় প্রবৃত্তির দাবীকে অগ্রাহ্য করা এবং পানাহার পরিহার করা আমারই জন্য হইয়া থাকে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে একটি তাহার ইফতারের সময় আর অপরটি (পরকালে) তাহার পরওয়ার দেগারের সাথে বেহেশতে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার নিকট কস্তুরির সুগন্ধি হইতেও অধিক সুগন্ধময়। আর রোযা হইল ঢাল স্বরূপ সুতরাং যখন তোমাদের কাহারো রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে অনর্থক শোরগোল না করে যদি কেহ তাহাকে কটু কথা বলে, অথবা ঝগড়া করিতে চায় সে যেন বলিয়া দেয় আমি একজন রোযাদার। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সর্বপ্রকার এবাদতইতো আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, আর উহার প্রতিদানও তিনিই দিবেন। সুতরাং "রোযা আমারই জন্য" হাদীসের এ অংশটির তাৎপর্য কি? ইহার জবাবে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন (১) রোযা ব্যতীত যাবতীয় এবাদত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয় তথা উহার বাস্তবায়ন লোক চোখে প্রকাশ পায়, ফলে সেইগুলিতে রিয়া বা লৌকিকতা থাকার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু রোযা হইল সেই সবের ব্যতিক্রম উহার সাথে শরীরের সম্পর্ক থাকিলেও গভীর সম্পর্ক থাকে আত্মার সাথে আর অন্তরের ব্যাপারটি হইল লোকদৃষ্টি হইতে গোপন। (২) রোযা হইল আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। (৩) রোযা মানুষের মধ্যে ফেরেশতা সুলভ গুণকে সুদৃঢ় করে এবং পাশবিক চরিত্রকে দুর্বল করে, ফলে মানবাত্মাকে পরিষ্কার করিতে এবং স্বভাবকে সমুন্নত করিতে রোযার জুড়ি নাই। তাই বলা হইয়াছে "রোযা আমার জন্য"। (৪) পানাহার ও যৌনসঙ্গম হইতে মুক্ত থাকা আল্লাহ তায়ালার অন্যতম সিফাত আর রোজার দ্বারা উহা লাভ হয়। (৫) রোযাকে আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্কিত করিয়া উহাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করা হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা

٥٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ -

(رواه البخارى)

৫৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যেই ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং অনুরূপ কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করে নাই, তাহার পানাহার পরিত্যাগ করার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নাই। (বোখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করাই রোযার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বরং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল কৃচ্ছ্রতা ও সংযম সাধনের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সর্বপ্রকার গোনাহ ত্যাগের অভ্যাস গড়িয়া তোলা এবং খোদাভীতির মহান গুণাবলী অর্জন করা। রোযা পালনের মাধ্যমে এই গুণাবলী অর্জন করিতে না পারিলে রোযার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

٥٣٨- عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا قِيْلَ بِمَا يَخْرِقُهَا قَالَ بِكَذْبٍ اَوْ غِيْبَةٍ -(رواه الطبرانى فى الاوسط)

৫৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। যতক্ষণ উহাকে ফাঁড়িয়া না ফেলা হয়। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন রোযা কিভাবে ফাটিয়া যায়? হুজুর উত্তর করেন মিথ্যা এবং গীবতের দ্বারা। (তিবরানী)

٥٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ- (رواه الطبراني)

৫৩৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন অনেক রোযাদারেরই রোযার দ্বারা কেবল ক্ষুধা ও পিসাসাই লাভ হয় এবং অনেক রাত্রি জাগরণকারীর কেবল নিশি জাগরণই হাসিল হয় (অন্য কিছু নয়) (তিবরানী)

٥٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (رواه البخاري)

৫৪০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর তালাশ করিবে। (বোখারী)

٥٤١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَايَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ - (رواه مسلم)

৫৪১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম রমযানের শেষ দশকের এবাদতে এত অধিক পরিশ্রম করিতেন যাহা অন্য সময়ে করিতেন না।

٥٤٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيْزَرَهُ وَاَحْيَى لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ - (متفق عليه)

৫৪২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবাদতের জন্য কোমড়ে কাপড় বাধিয়া ফেলিতেন, তিনি সারা রাত্র জাগিয়া এবাদত করিতেন এবং নিজের পরিবার পরিজনকে ইবাদতের জন্য জাগাইয়া দিতেন। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ "কোমড়ে কাপড় বাধিয়া ফেলিতেন" অর্থাৎ রমজান মাসের শেষ দশকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের মাধ্যমে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিতেন। অথবা তিনি সেই দশকে বিবিদের সাথে সহবাস করা হইতে বিরত থাকিতেন।

٥٤٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (رواه البيهقي)

৫৪৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কদরের রাত্রি আরম্ভ হয় তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতাদের দলসহ দুনিয়াতে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ তায়ালার এমন সব বান্দাহদের জন্য দোয়া করিতে থাকেন যাহারা দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া আল্লাহর যিকির করিতে থাকে। (বায়হাকী)

শবে কদরে পড়িবার দোয়া

٥٤٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِن عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ - (رواه احمد والترمذى)

৫৪৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সত্যিকারভাবে শবে কদর পাইয়া যাই তবে কি দোয়া করিব? হুজুর বলিলেন এই দোয়া পড়িও হে খোদা! তুমি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাস, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, তিরিমিযি)

রমযানের শেষ রাত্রি

٥٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهِ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرُهُ اِذَا قَضٰى عَمَلَهُ - (رواه احمد)

৫৪৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিহি ওয়াস সাল্লাম বলিয়াছেন তাঁহার উম্মতকে রমজানের শেষ রাত্রে মাফ করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কদরের রাত্রি? তিনি বলিলেন না, বরং এই কারণে যে, কর্মশেষেই কর্মচারীর পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়। (আহমদ)

শেষ দশকে এ'তেকাফ

٥٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ -

৫৪৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবরই রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করিতেন যে পর্যন্ত না আল্লাতায়ালা তাঁহাকে ওফাত দান করিয়াছেন। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার বিবিগণ এ'তেকাফ করিয়াছেন। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথা হইতে বুঝা যায় রযমানের এ'তেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তাই তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ'তেকাফ করিয়াছেন। ইহাই হানাফী উলামায়ে কেরামের অভিমত।

٥٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ - (رواه الترمذى)

৫৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করতেন কিন্তু এক বৎসর তিনি এ'তেকাফ করিতে পারেন নাই। অতঃপর যখন পরবর্তী বৎসর আসিল, তখন তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করিলেন (তিরমিযি)

٥٤٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمُسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ - (رواه ابو داؤد)

৫৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ'তেকাফকারীর পক্ষে এই সুন্নত পালন করা আবশ্যক যে, সে কোন রোগীকে দেখিতে যাইবেন জানাযায় হাজির হইবে না। স্ত্রী সহবাস করিবে না। তাহার সাথে মিলামিশাও করিবে না। যাহা না হইলে নয় এমন প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে বাহির হইবে না। রোজা ব্যতীত এ'তেকাফ হয় না এবং জামে মসজিদ ছাড়াও এ'তেকাফ হয় না।

চাঁদ দেখে রোযা ও ইফতার

٥٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ - (متفق عليه)

৫৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন রমযান মাসের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখিও না আর শাওয়াল মাসের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ইফতার করিও না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে তবে সাবান মাসের দিনগুলি পূর্ণ করিয়া নিবে। (বুখারী মুসলিম)

٥٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

৫৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া রোজা ছাড়িবে। যদি মেঘের কারণে উহা গোপন থাকে তখন শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করিবে। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উল্লেখিত হাদিসগুলিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রোযা আরম্ভ করা এবং রমযান শেষে এক মাস পর রোযার সিলসিলা ভঙ্গ করিয়া ইফতার করার ব্যাপারে উভয় অবস্থায় চাঁদ দেখার তথা চাঁদ উদিত হওয়ার প্রমাণ সাপেক্ষে শর্ত রাখিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর মতে চাঁদ উদয়ের স্থল মেঘে বা ধুলায় আবৃত থাকিলে রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণ হওয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

শাবান মাসের হিসাব

٥٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - (رواه الترمذى)

৫৫১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন রমযান মাসের হিসাব নির্ভুল করার জন্য তোমরা শাবানের চাঁদের হিসাব রাখিবে। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শাবানের চাঁদের হিসাব নির্ভুল হইলে রমযানের হিসাবও নির্ভুল হইবে। কেননা শাবানের শেষ ও রমযানের প্রথম তারিখ নির্ধারণের মধ্যে সমস্যা নিহিত। তাই ফকীহগণ বলিয়াছেন শাবান, রমযান, শাওয়াল ও জিল্‌হজ্জের চাঁদ কবে উঠিতেছে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলের উপর ওয়াজিব। কারণ রোযা ঈদ ও হজ্জ ইত্যাদি চাঁদের হিসাবের সাথেই সম্পৃক্ত।

٥٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهٖ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ - (رواه ابو داؤد)

৫৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের এত হিসাব রাখিতেন যাহা অপর মাসের রাখিতেন না। অতঃপর রমযানের চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিতেন। যদি মেঘমালার কারণে চাঁদ গোপন থাকিত তবে শাবান মাস ত্রিশ দিনে হিসাব করিতেন, অতঃপর রোযা রাখিতেন। (আবু দাউদ)

সাক্ষ্যর দ্বারা চাঁদের প্রমাণ

٥٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِىْ هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا - (رواه ابو داؤد والترمذى)

৫৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বেদুঈন আসিয়া বলিল আমি

রমযানের নূতন চাঁদ দেখিয়াছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই? সে বলিল হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে মোহাম্মদ আল্লার রাসূল? সে বলিল হাঁ! অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন হে বিলাল! লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও যেন তাহারা আগামীকাল রোযা রাখে। (আবু দাউদ তিরমিযি)

٥٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ تَرَاۤاَ النَّاسُ الْـهِلَالَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهٗ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهٖ -(رواه ابو داؤد)

৫৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সমবেত বহু লোকেরা চাঁদ দেখিতে ও পরস্পরকে দেখাইতে লাগিল তখন আমি গিয়া রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখিয়াছি। ইহাতে নিজেও তিনি রোযা রাখিলেন এবং লোকদিগকেও রোযা রাখিতে নির্দেশ দিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ রোযার চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য।

রোযা রাখিতে তাড়াহুড়া করা নিষেধ

٥٥٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الْيَوْمَ - (متفق عليه)

৫৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন অবশ্যই তোমাদের কেহ যেন রমযানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে রোযা না রাখে। তবে হাঁ যদি কাহারও পূর্ব হইতেই এই দিনে রোযা রাখার নিয়ম চলিয়া আসে তবে সে ঐ দিন রোজা রাখিতে পারে।

٥٥٦- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ - (رواه ابو داؤد والترمذى)

৫৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখিয়াছে সে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। (আবু দাউদ তিরমিযি নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আকাশ মেঘলা বা ইত্যাকার কারণে শা'বান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে পরবর্তী দিনকে "ইয়াও মুশ্ শক" বা সন্দেহের দিন বলে। ইহা শাবানের শেষ তারিখও হইতে পারে এবং রমযানের প্রথম তারিখও হইতে পারে। সুতরাং সর্বসাধারণের জন্য ঐ তারিখে রোযা রাখা মাকরুহ। যেই ব্যক্তি সপ্তাহের কোন একদিন নিয়মিত রোযা রাখার অভ্যাস করিয়া নিয়াছে এবং ঘটনাচক্রে ঐ দিন তাহার অভ্যাস মাফিক "বার" হয় তাহার পক্ষে এবং বিশিষ্ট আলেম ও মোত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে নফলের নিয়তে রোযা রাখা জায়েয আছে। এছাড়া সাধারণ মানুষ দুপুর পর্যন্ত চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিবে। কোন সংবাদ না পাইলে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং পরে এই দিন রমযান বলিয়া সাব্যস্ত হইলে উহা কাযা করিবে, কাফ্ফরা দিতে হইবে না।

সেহরী খাওয়ার ফজিলত

৫৫৭- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً - (متفق عليه)

৫৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তোমরা সেহরী খাইবে, কেননা সেহরীর মধ্যে বরকত রহিয়াছে। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শেষ রাত্রের খাওয়াকে সেহরী বলে, সেহরী খাওয়া সুন্নত। এই খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাই প্রয়োজন না থাকিলেও কিছু পানাহার করিতে হয়, নতুবা মাকরূহ হইবে।

৫৫৮- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحْرِ - (رواه مسلم)

৫৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাদের রোযা ও আহলে কিতাব (ইহুদী নাসারা)দের রোযার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মে রোযার প্রচলন ছিল, আজ ও তাহারা রোযার সাদৃশ্যে উপবাস যাপন করে, কিন্তু সেহরী খায় না। তাই আমাদের প্রতি নির্দেশ আমরা সেহরী খাইয়া যেন তাহাদের সাদৃশ্য হইতে আলাদা হইয়া পড়ি।

শীঘ্র ইফতার ও দেরীতে সেহরী

৫৫৯- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْاِ فْطَارَ وَاَخَّرُوا السَّحُوْرَ - (رواه احمد)

৫৫৯। অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত তত কাল কল্যাণের সাথে থাকিবে যতকাল তাহারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করিবে ও দেরীতে সেহরী খাইবে। (আহমদ)

৫٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا - (رواه الترمذى)

৫৬০। অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে তাহারাই অধিকতর প্রিয় যাহারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করে (তিরমিযি)

٥٦١- عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالسَّحُوْرِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً - (متفق عليه)

৫৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী খাইলাম অতঃপর নামাজের জন্য গেলাম, আমি বললাম আজান ও সেহরীর মধ্যখানে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল। তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত তেলায়াত করা যায় সেই পরিমাণ। (বুখারী, মুসলিম)

খেজুর দিয়া ইফতারে উৎসাহ

٥٦٢- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ ـ (رواه احمد ابو داؤد والترمذى وابن ماجه)

৫৩২. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান বিন আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ইফতার করে সে যেন খেজুর (খুরমা) দ্বারা ইফতার করে। কেননা ইহাতে বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে)। আর খেজুর যদি না পাওয়া যায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা উহা হইল পবিত্রকারী। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

٥٦٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَاحَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ - (رواه الترمذى وابو داؤد)

৫৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরীবের) নামাজের পূর্বেই কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকিত তবে শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করিতেন। যদি শুকনা (খেজুর ও না থাকিত; তবে কয়েক কোষ পানি পান করিতেন। (তিরমিযি)

ইফতারের সময় দোয়া

٥٦٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ - (رواه البوداؤد)

৫৬৪. অনুবাদ ঃ তাবেয়ী হযরত মুয়াজ ইবনে যোহরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করিতেন তখন বলিতেন হে আল্লাহ! আমি তোমার (সন্তুষ্টির) জন্যই রোযা রাখিয়াছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিক দ্বারা রোযা খুলিয়াছি। (আবু দাউদ)

٥٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - (رواه ابو داؤد)

৫৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করিতেন তখন বলিতেন, পিপাসা দূর হইল, শিরা উপশিরা সিক্ত হইল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব নির্ধারিত হইল। (আবু দাউদ)

রোযাদারের ভুলে পানাহার প্রসঙ্গে

٥٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ -(متفق عليه)

৫৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুল করিয়া কিছু খাইয়াছে অথবা পান করিয়াছে সে যেন তাহার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ কিছু খায় কিংবা পান করে অথবা সহবাস করে তাহার রোযা নষ্ট হইবে না। ফলে কাযা বা কাফ্ফারাও আদায় করিতে হইবে না।

ইচ্ছাকৃত রমযানের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলা

٥٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ (وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ) قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ) اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهٗ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ - (متفق عليه)

৫৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁহার কাছে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হইয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছি। হুজুর বলেন, তোমার কাছে এমন কোন গোলাম আছে কি যাহা তুমি আযাদ করিতে পার? সে বলিল-না। অতঃপর হুজুর বলেন তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখি বার শক্তি রাখ? সে বলিল, না। এবার তিনি বলিলেন, আচ্ছা! তোমার কি এমন সঙ্গতি আছে যে তুমি ষাটজন মিছকিনকে খানা খাওয়াইতে পার? সে বলিল, না। হুজুর বলিলেন তুমি বস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন আর আমরাও ঐ অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি (হাদিয়া) দেওয়া হইল। উহাতে প্রচুর খেজুর ছিল। তিনি বলিলেন প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলিল, আমি (হাজির)। তিনি বলেন, ইহা লইয়া যাও এবং (গরীবদের মধ্যে) ছদকা করিয়া দাও। সে বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি উহা আমার চাইতে গরীবকে দিব? আল্লাহর কছম! মদীনার এই দুই প্রস্তরময় পাহাড়ের মধ্যবর্তী আমার পরিবারের চাইতে অধিকতর গরীব পরিবার আর কেউ নাই। ইহা শুনিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া দিলেন যাহাতে তাহার সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা তবে তুমি ইহা তোমার নিজের পরিবারের লোকজনকেই খাওয়াও। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কোন ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব কাফ্ফারা বস্তু আপন পরিবারস্থ লোকদেরকে খাওয়ানো জায়েয নাই ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, অসামর্থতা বা অপারগতার কারণে কাফফারা মাফ হয় না। এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করায় নবীজী তাহাকে সাময়িকভাবে স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মূলতঃ ইহা কাফ্ফারা নহে, পরিবারের আশু অভাব নিবারণ। সামর্থ হইলে পরে যে কোন সময়ে এমন ব্যক্তির কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। (দরিদ্রতার কারণে কাফ্ফারা রহিত হইবে না।

চুম্বন দেওয়ার অনুমিত প্রসঙ্গে

٥٦٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَرَاَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَاْسَ قَالَ فَمَهْ -(رواه ابو داؤد)

৫৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছি, অতএব আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর হুজুরের দরবারে যাইয়া বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ একটি মারাত্মক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি রোযা রাখিয়া বিবিকে চুম্বন করিয়াছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বলতো তুমি যদি রোযা রাখা অবস্থায় পানি নিয়া কুলি কর তবে কি হইবে? আমি বলিলাম কোন ক্ষতি হইবে না। হুজুর বলিলেন এসব কথা বন্ধ কর (অর্থাৎ তোমার রোযা নষ্ট হয় নাই)। (আবু দাউদ)

٥٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ (رواه ابو داؤد)

৫৬৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি রোযাদারের (তাহার) স্ত্রীর সহিত দৈহিক মেলামিশা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন অতঃপর আর এক লোক আসিয়া তাঁহাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি তাহাকে ইহা করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ যাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। আর যাহাকে নিষেধ করিয়াছেন সে ছিল যুবক। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি বীর্যপাত কিংবা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার বিপর্যয় হইতে বাঁচিয়া থাকার দৃঢ় আস্থা না থাকে তবে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, কোলাকুলি ও যৌনকেলি ইত্যাদি করা জায়েয। তবে দৃঢ় আস্থা থাকিলে এসব কিছু করার মধ্যে কোন দোষ হইবে না।

٥٧٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحَجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ - (رواه الترمذى)

৫৭০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলিয়াছেন, তিন জিনিস রোযাদারের রোযা ভঙ্গ করে না। শিংগা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ শিঙ্গা লাগানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না, তবে মাকরুহ হয়। অনিচ্ছাকৃত বমির দ্বারা রোযা নষ্ট হইবে না। তবে ইচ্ছাকৃত মুখ ভরিয়া বমি করিলে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি রোযাদারের স্বপ্নদোষ হয় এতে তাহার রোযা নষ্ট হইবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বপ্নদোষটি স্ত্রী সহবাসের সমতুল্য ও সদৃশ। কেননা স্বপ্নদোষ হওয়া, তাহার আওতা বা এখতিয়ারের বহিঃর্ভূত কাজ।

٥٧١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اشْتَكَيْتُ عَيْنِىْ أَفَأَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ - (رواه الترمذى)

৫৭১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল হুজুর! আমার চোখে ব্যথা করে, আমি কি রোযা অবস্থায় উহাতে সুরমা লাগাইতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ, পার। (তিরমিযি)

٥٧٢- عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ - (رواه مالك)

৫৭২. অনুবাদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কোন একজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "আরজ" নামক স্থানে দেখিয়াছি। তিনি পিপাসায় অথবা গরমের কারণে রোযা অবস্থায় নিজ মাথায় পানি ঢালিতেছেন। (মালেক আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রোযাদারের সুরমা, আতর ও তৈল ইত্যাদি ব্যবহারে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। অনুরূপ যদি স্বাভাবিক প্রয়োজন রোযাদার গায়ে, মাথায় পানি ঢালে উহাতেও রোযার কোন ক্ষতি হইবে না।

ছফর অবস্থায় রোযা

٥٧٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ - (متفق عليه)

৫৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হামজা বিন আমর আসলামী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হুজুর! আমি কি ছফরে থাকা অবস্থায় রোযা রাখিতে পারিব? তিনি খুব বেশি রোযা রাখিতেন, জবাবে হুজুর বলিলেন যদি চাও তবে রোযা রাখিতে পার আর যদি চাও, রোযা ভাঙ্গিতেও পার। (অর্থাৎ ছফরে রোযা রাখা না রাখা উভয়টিরই অনুমতি আছে। (মোত্তাঃ)

٥٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلَى يَدِهٖ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَالِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ- (متفق عليه)

৫৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের বৎসর রমযান মাসে) মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন এবং "উস্ফান" নামক স্থানে পৌছা পর্যন্ত রোযা রাখিলেন। অতঃপর তথায় পানি আনাইলেন এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশে আপন হাতের সীমা পর্যন্ত উহা উপরে উঠাইলেন এবং পানি পান করিয়া রোযা ভাঙ্গিলেন অতঃপর মক্কায় আসিয়া পৌছা পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গিতে রহিলেন। আর ইহা ছিল রমযান মাসের ঘটনা। অতএব হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছফর অবস্থায়) রোযা রাখিয়াও ছিলেন এবং ছাড়িয়াও ছিলেন। সুতরাং যে চাহে রোযা রাখিতেও পারে এবং যে চাহে ছাড়িতেও পারে। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ছফররত অবস্থায় রোযা রাখা না রাখা উভয়টিই জায়েয। তবে সক্ষম ও শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে ছফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম।

٥٧٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسِتِّ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ -

৫৭৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমযানের ষোল তারিখ পর্যন্ত আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ জেহাদে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযা রাখিয়া ছিলেন এবং কেহ কেহ রোযা ভাঙ্গিয়া ছিলেন, কিন্তু রোযাদার বেরোযাদারীর উপর কিংবা বেরোযাদারী রোযাদারের উপরে কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই। (মুসলিম)

٥٧٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْاَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ - (متفق عليه)

৫৭৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক ছফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল রোযাদার ও কিছু লোক ছিল বে-রোযাদার। প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা এক মঞ্জিলে অবতরণ করিলাম। তখন রোযাদারগণ (কাতর হইয়া) পড়িয়া রহিলেন এবং বে-রোযাদারীগণ উঠিয়া তাঁবু খাটাইলেন এবং বাহন পশুগুলিকে পানি পান করাইলেন (এই অবস্থা দেখিয়া) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ সব সওয়াব বে-রোযাদারগণই লইয়া গেল। (বুখারী মুসলিম)

٥٧٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا؟ قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ - (متفق عليه)

৫৭৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক জায়গায়) কতিপয় লোকের ভীড় দেখিতে পাইলেন, জনৈক ব্যক্তির উপরে ছায়া দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? লোকেরা বলিল এক রোযাদার ব্যক্তি (গরমের দরুন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে) তখন তিনি বলিলেন ছফরে রোযা রাখা পূর্ণের কাজ নহে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি ছফর অবস্থায় রোযা রাখাতে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে তখন রোযা রাখতে কোন নেকী নাই। মোট কথা "সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নহে"। ইহা সর্বাবস্থায় সকল ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে। বিশেষ ঘটনায় বিশেষ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

নফল রোযা

শাবান মাসে বেশী নফল রোযা রাখা

৫৭৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِىْ شَعْبَانَ - (متفق عليه)

৫৭৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রায়শঃ এমনভাবে এক নাগারে) রোযা রাখিতে থাকিতেন যাহাতে আমরা (মনে মনে) বলিতাম যে, তিনি এই মাসে আর রোযা ছাড়িবেন না। আবার তিনি এমনভাবে রোযা ছাড়িতে থাকিতেন যাহাতে আমরা বলিতাম যে, তিনি এই মাসে আর রোযা রাখিবেন না। (তিনি আরও বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান মাস ছাড়া আর কখনও পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে দেখি নাই। আর তাহাকে শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত বেশি রোযা রাখিতে দেখি নাই।

(বুখারী মুসলিম)

শাবান মাসের ছয় রোযা

৫৭৯- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (رواه مسلم)

৫৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু আয়্যুব আনছারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখিয়াছে অতঃপর সাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখিবে সে যেন পূর্ণ বৎসর রোযা রাখিল। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে লোক একটি পূর্ণ কাজ করে তাহার জন্য সর্বনিম্ন দশগুণ সওয়াব রহিয়াছে। এই হিসাবে ৩৬০ দিনে এক বৎসর ধরিলে রমযানে ৩০ দিন। সুতরাং ৩০ × ১০ = ৩০০ দিন। সুতরাং ৩০ × ১০ = ৩০০ এবং শাওয়ালের ৬ × ১০ = ৬০ দিন একুনে ৩৬০ দিন বা এক বৎসর হইল।

প্রতি মাসে তিন রোযা ও সাওমে দাউদ

৫৮০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ

عَلَيْكَ حَقًّا - لَاصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ - صَوْمُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ - صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَءِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ - قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ - صَوْمُ دَاوٗدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ وَاقْرَءْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذَالِكَ - (متفق عليه)

৫৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আব্দুল্লাহ! আমাকে কি খবর দেওয়া হয় নাই যে, তুমি (প্রত্যহ) সারাদিন রোযা রাখ এবং সারারাত নফল নামাজ পড়? তখন আমি বলিলাম জি হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এইরূপ করিও না। বরং রোযাও রাখ আবার বেরোযাও থাক। (রাত্রে) নামাজ পড় আবার (কিছু সময়) নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপরে তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপরে তোমার চোখের হক আছে। তোমার উপরে তোমার স্ত্রীরও হক আছে এবং তোমার উপরে তোমার সাক্ষাৎকারী মেহমানের হক আছে। যে সারা বৎসর রোযা রাখিয়াছে সে (প্রকৃতপক্ষে) রোযাই রাখে নাই। প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযাই সারা বৎসরের রোযা। সুতরাং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখ এবং প্রত্যেক মাসে একবার কুরআন খতম কর। তখন আমি বলিলাম, আমি তো ইহার চাইতে অনেক বেশী করিতে পারি। হুজুর বলিলেন তবে তুমি উত্তম নিয়মে রোযা রাখিবে। আর উহা হইল হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযা। যাহা একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা। আর প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করিবে। ইহার অতিরিক্ত কিছুই করিবে না। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সময় হইলেও ইবাদতের মধ্যে অধিক বাড়াবাড়ি করা ঠিক নহে। সব সময়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।

٥٨١. عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ - قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ - (رواه مسلم)

৫৮১. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়াযাতুল আদুভিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখিতেন? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলেন, হাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম মাসের কোন কোন তারিখে তিনি রোজা রাখিতেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন তারিখ নির্দিষ্ট করিবার ব্যাপারে তিনি কোন পরোয়া করিতেন না। (অর্থাৎ সর্বদা নির্দিষ্ট কোন তারিখে রাখিতেন না। সুবিধামত তারিখে একবার রাখিয়া নিতেন।) (মুসলিম)

আইয়ামে বীজের রোযা

٥٨٢ - عَنْ قَتَادَةَ ابْنِ مِلْحَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ وَقَالَ هُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ - (رواه ابو داؤد والنسائى)

৫৮২. অনুবাদ ঃ হযরত কাতাদা বিন মিলহান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বীজের রোযা রাখিতে নির্দেশ দিতেন বীজ হইল মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ এবং বলতেন ইহাই সারা বৎসর রোযা রাখার সদৃশ । (আবু দাউদ নাসাঈ)

আশুরার রোযা

٥٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَيْنَا اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ - (متفق عليه)

৫৮৩.অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, ইহুদীগণ আশুরার দিন রোযা রাখে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে দিন যাহাতে তোমরা রোযা রাখ ইহার কারণ কি? তাহারা বলিল ইহা একটি মহান দিন। এই দিন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁহার কওমকে মুক্তি দিয়াছেন এবং ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং হযরত মুসা (আঃ) ইহার শুকরিয়াস্বরূপ এইদিনে রোযা রাখিয়াছিলেন ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা হযরত মুসা (আঃ)-এর অধিকতর আপন অধিকতর হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিন নিজেও রোযা রাখিলেন এবং আমাদিগকেও রোযা রাখার আদেশ করিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মহররম মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলে। ইসলামের প্রথম যুগে আশুরার রোযা ওয়াজিব ছিল। অবশ্য রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার পর উহার ওয়াজিব হওয়ার বিধি রহিত হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে নফল বা সুন্নত পর্যায়ে রহিয়াছে।

৫৮٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ - (متفق عليه)

৫৮৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আশুরার দিন এবং এই রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোযা রাখাকে এত অধিক খেয়াল রাখিতে এবং উহাকে অন্যান্য দিনসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে দেখি নাই। (অর্থাৎ তিনি রমযানের রোযা ও আশুরার রোযাকে খুব বেশি গুরুত্বসহকারে পালন করিতেন)।

৫৮৫- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - (رواه مسلم)

৫৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোযা রাখিলেন এবং অন্যান্যদেরকে ঐদিন রোযা রাখিতে আদেশ করিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা এমন একটি দিন যাহাকে ইহুদী ও নাসারাগণ সম্মান প্রদর্শন করে। (সুতরাং ঐ দিন রোযা রাখা কি আমাদের জন্য উচিত হইবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ইনশাআল্লাহু আগামী বছর এই দিনে এবং নবম দিনে আমরা রোযা রাখিব। কিন্তু আগামী বৎসর এমন দিন আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে চির বিদায় হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইহুদী নাসারাদের সহিত দ্বীনী কাজ-কর্মে সামঞ্জস্যতা পরিহার করে চলার জন্য বিভিন্ন হাদীসে নির্দেশ রহিয়াছে। তাহারা মহররমের দশম তারিখে রোযা রাখে সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আমি বাঁচিয়া থাকিলে ইনশাআল্লাহ আগামী বৎসর নবম ও দশম তারিখে দুই দিন রোযা রাখিব, তাহা হইলে উহাদের সাথে সামঞ্জস্য থাকিবে না। অবশ্য পরবর্তী মহররম পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁচিয়া থাকেন নাই, তবে তিনি ঐ তারিখেও রোযা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন তাই নবম তারিখেও রোযা রাখা সুন্নত।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের রোযা

৫৮৬- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - (رواه الترمذى)

৫৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের এবাদত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন এবাদত নাই। উহার প্রতিটি দিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমতুল্য আর প্রত্যেক রাত্রির এবাদত শবে কদরের এবাদতের সমতুল্য। (তিরমিযি)

আরাফার দিনের রোযা

٥٨٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ - (رواه الترمذى)

৫৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে আরাফাত দিবসের রোযা সম্পর্কে আশা রাখি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৎসরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। (তিরিমিযি)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

٥٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ - (رواه الترمذى)

৫৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (সপ্তাহের প্রতি) সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহ (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। অতএব, আমি চাই যে আমার আমল পেশ করা হউক যখন আমি রোযাদার থাকি। (তিরমিযি)

٥٨٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ - (رواه الترمذى والنسائى)

৫৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখিতেন। (তিরমিযি নাসাঈ)

দুই ঈদের দিনে রোযা রাখা নিষেধ

٥٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ - (رواه مسلم)

৫৯০। অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইদিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন। (মুসলিম)

৫৯১- عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ - (رواه مسلم)

৫৯১. অনুবাদ ঃ হযরত নুবাইশা হুযালী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন "আইয়্যামে তাশরীক" হইল পানাহার ও আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার দিন (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তাশরীক অর্থ শুকাইয়া লওয়া। তৎকালীন আরবগণ তাহাদের কোরবানীর গোশতকে চুলায় অথবা রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইত। কোরবানীর পর তিন দিন এই কাজ করিত। ঈদুল আযহার পরের তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই তিন দিন গোশত শুকানোর দিন বলিয়া আজ পর্যন্ত হাদীসের ভাষায় উহাকে "আইয়্যামে তাশরীক" বলা হইয়া আসিতেছে। এই তিন দিনও ঈদের দিনের ন্যায় আল্লাহ তায়ালার জিয়াফতের দিন, এই তিন দিনও কোন প্রকারের রোযা জায়েয নাই। মোট কথা গোটা বৎসরে মোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম।

ছওমে বেছাল (উপর্যুপরি রোযা)

৫৯২- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ - (متفق عليه)

৫৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ছওমে বেছাল" করিতে নিষেধ করিয়াছেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বেছাল করেন। তখন তিনি বলিলেন তোমাদের মধ্যে কে আমার মত? আমি রাত্রি যাপন করি তখন আমার পরওয়ারদেগার আমাকে খাওয়ান এবং পান করান। (মোত্তাঃ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুই বা ততোধিক দিন মধ্যখানে পানাহার না করিয়া একাধারে রোযা রাখাকে শরীয়তে ছওমে বেছাল বলে। উম্মতের জন্য তা মাকরূহ।

প্রশ্ন হইতে পারে যদি আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেকোন প্রকারে পানাহার করাইয়া থাকেন তবে "ছওমে বেছাল" হইল কিরূপে? জবাবে বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মধ্যে এমন পরিতৃপ্তি ও সতেজতা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে খাদ্য ও পানীয় কিছুরই মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। অথবা বলা যাইতে পারে যে, এখানে পানাহার শব্দটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ হইল আমি না খাইলেও আমার দৈহিক বা আত্মীক শক্তিতে হ্রাস হয় না। আল্লাহ তায়ালার এবাদতই আমার খাদ্য ও পানীয়। মূলতঃ আধ্যাত্মিক খাদ্য পার্থিব খাদ্য হইতে অনেক শক্তিশালী।

নফল রোযাদার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন

٥٩٣- عَنْ أُمِّ هَانِى قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلٰى يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِى عَنْ يَمِيْنِهِ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِى فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا -
(رواه ابو داؤد والترمذى والدارمى)

৫৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মেহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ফাতেমা (রাঃ) আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম দিকে বসিলেন আর আমি উম্মেহানী বসিলাম তাহার ডান দিকে। এ সময় একটি বালিকা এক পাত্র পানীয় লইয়া আসিল এবং সে উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে দিল, তিনি উহা হইতে পান করিলেন, অতঃপর তিনি উহা উম্মেহানীর হাতে দিলেন। উম্মেহানীও উহা হইতে পান করিলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম আমি তো রোযা রাখিয়াছিলাম! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা রাখিতেছিলে? তিনি বলিলেন, না। হুজুর বলেন যদি নফল রোযা হয় তবে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযি, দারামী)

٥٩٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اِقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ - (رواه الترمذى)

৫৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও হাফ্‌সা রোযা রাখিয়া ছিলাম। এ সময়ে আমাদের নিকট এমন কিছু খানা উপস্থিত করা হইল যাহা আমরা খুব পছন্দ করি। (অর্থাৎ উহা খাওয়ার প্রতি আমাদের লোভ হইল) সুতরাং আমরা উহা হইতে খাইলাম। অতঃপর বিবি হাফসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুইজন রোযাদার ছিলাম, এ অবস্থায় আমাদের নিকট কিছু খানা উপস্থিত করা হইল যাহা আমরা খুব পছন্দ করি। ফলে আমরা উহা হইতে খাইয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, উহার স্থলে অপর একদিন কাযা রোযা রাখিও। (তিরিমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নফল রোযা রাখা বা না রাখার মধ্যে স্বাধীনতা আছে বটে। কিন্তু রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কাযা করা ওয়াজীব।

اَبْوَابُ الْحَجِّ

হজ্জ অধ্যায়

٥٩٥- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَ رَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَالِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - (رواه الترمذى)

৫৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন . রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পরিমাণ পাথেয় এবং বাহনের মালিক হইয়াছে যাহা তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে, অথচ সে হজ্জ করে নাই, সে ইহুদী কিংবা নাসারা হইয়া মৃত্যুবরণ করুক, ইহাতে (আল্লাহর) কিছু আসে যায় না। আর ইহা ঐ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, মানুষের প্রতি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরজ, যে সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ লাভ করিয়াছে। (তিরিমিযি)

٥٩٦- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا - (رواه الدرامى)

৫৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহাকে তীব্র অভাব, অত্যাচারী শাসক কিংবা গুরুতর রোগ হজ্জ আদায় করিতে বাধা দেয় নাই এমতাবস্থায় সে মারা গিয়াছে, অথচ হজ্জ করে নাই, এবার চাই সে ইহুদী হইয়া মরুক বা নাসারা হইয়া মরুক। (দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উপরোক্ত হাদীস সমূহে যাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে তাহাদিগকে হজ্জ আদায়ের জন্য কঠোর তাগিদ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত তা ফরজ হিসাবে পালন হইয়া আসিতেছে। হজ্জকে অস্বীকার করা বা এর সমালোচনা করা কুফুরী। হজ্জ আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক এবাদতের সমষ্টির এক যৌগিক এবাদত। হজ্জ স্ত্রী-পুত্র, স্বজন-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের প্রেম-প্রীতি স্নেহ-মমতা ও অর্থ-সম্পদের অহেতুক মোহ কাটাইয়া সসীম জগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব উপলব্ধি করাইয়া মানুষকে অসীমের আহ্বানে সাড়া দিতে শিক্ষা দেয়। সর্বোপরি একটি কবুল হজ্জের পুরস্কার নিশ্চিত জান্নাত।

٥٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا - فَقَالَ رَجُلٌ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُكُمْ فَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَئٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَئٍ فَدَعُوْهُ - (رواه مسلم)

৫৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালা হজ্জ ফরজ করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ করিবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি প্রত্যেক বৎসর? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন এমনকি সে তিন বার জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন যদি আমি হাঁ বলিতাম তবে উহা তোমাদের জন্য (প্রতি বৎসর আদায় করা) ফরজ হইয়া যাইত যাহা আদায় করা তোমাদের সাধ্য হইত না। অতঃপর তিনি বলিলেন দেখো! যে বিষয় আমি তোমাদেরকে কিছু বলি নাই, সে বিষয়ে সেইরূপ থাকিতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা (নবীদেরকে) বেশী বেশী প্রশ্ন করার কারণেই ধ্বংস হইয়াছে। অতএব আমি যখন তোমাদিগকে কোন কিছু করার নির্দেশ দিব তখন যথাসম্ভব উহা করিবে এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করিব তাহা পরিহার করিবে। (মুসলিম)

হজ্জের ফজিলত ও বরকতসমূহ

٥٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - (متفق عليه)

৫৯৮। অনুবাদ ঃ হযর আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি (আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশে) হজ্জ করিয়াছে এবং হজ্জ করা কালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় নাই, সে সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

٥٩٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ - (رواه الترمذى والنسائى)

৫৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা সাথে সাথেই আদায় কর কেননা এই দুই কাজে দারিদ্র ও গুনাহ এমনভাবে দূর করে যেমন হাপর লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা দূর করিয়া দেয়। আর কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নহে। (তিরমিযি, নাসাঈ)

٦٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ - (رواه ابن ماجه)

৬০০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন হজ্জ ও উমরার যাত্রী হইল আল্লাহর দাওয়াতী মেহমান দল। সুতরাং তাহারা যদি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন তিনি ইহা কবুল করেন এবং যদি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহেন তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

٦٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ - (رواه احمد)

৬০১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাৎ পাইবে তখন তাহাকে সালাম করিবে মুছাফাহা করিবে এবং তিনি তাহার গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতে অনুরোধ করিবে। কেন না (সদ্য প্রত্যাবর্তনকারী)হাজী হইলেন ক্ষমাপ্রাপ্ত পাক ব্যক্তি। (আহমদ)

ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ

٦٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا - (متفق عليه)

৬০২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করিয়াছেন "যুল হুলাইফাকে" সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফাকে নজদ বাসীদের জন্য "কারনুল মানাযিল" এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য "ইয়ালামলামকে। এই স্থানগুলি সেই সকল স্থানের লোকদের জন্য এবং এই পথ দিয়া যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য যাহারা হজ্জ ও উমরার ইচ্ছা রাখে। আর যাহারা মীকাতগুলির অভ্যন্তরে বসবাস করে তাহাদের নিজ নিজ

বাসস্থানই মীকাত বা ইহরাম বাধিবার স্থান। এইভাবে ক্রমান্বয়ে যাহারা যত নিকটে হইবে। এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা হইতেই ইহরাম বাধিবে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মক্কার উত্তরের অধিবাসীদের জন্য মীকাত "জুল হোলাইফা" বর্তমানে ইহাকে বীরে আলী বলে। ইহা মদীনা হইতে আগমনকারীদের মীকাত। সিরিয়া হইল মক্কা হইতে উত্তর-পূর্বে। ইরাক জর্দানসহ তাহাদের মীকাত হইল জোহফা ইহাকে "যাতে ইরক" ও বলে। পূর্বদিকের যথা নজদবাসীদের মিকাত হইলে "কারণে মানাযিল" দক্ষিণ দিকের লোকদের মীকাত হইল "ইয়ালামলাম"। আর পশ্চিমে গোটা আফ্রিকা, তাহাদের মীকাত হইল ইয়ালামলাম বা যাতে ইরক। তাহারা এই দুই পথে আগমন করে। আমাদের বাংলা দেশী হাজীদের ইহরাম বাঁধার স্থান স্থানীয় হাজীক্যাম্প। অন্যথা জিদ্দা বিমান বন্দরে বাঁধিতে হইবে।

ইহরামের জন্য গোছল করা

٦٠٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِاِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ - (رواه الترمذى والدارمى)

৬০৩. অনুবাদ ঃ হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরামের উদ্দেশে গোছলের জন্য কাপড় খুলিতে এবং গোসল করিতে দেখিয়াছেন। (তিরমিযি দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসটির আর এক অর্থ হইল "তাঁহাকে ইহরামের জন্য গোসলবিহীন কাপড় পরিতে এবং গোছল করিতে দেখিয়াছেন। ইহরামের জন্য গোসল করা এবং ইহরাম খোলা পর্যন্ত সেলাইবিহীন একখানা তাহবন্দ ও একখানা চাদর পরিধান করা সুন্নত।

মোহরেমের জন্য কোন প্রকারের পোষাক পরিধান করা জায়েয এবং কোন প্রকার জায়েয নাই

٦٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَاتَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَاالْخِفَافَ اِلَّا اَحَدٌ لَايَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَاوَرْسٌ - (متفق عليه)

৬০৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, মোহরিম কোন ধরনের পোষাক পরিধান করিবে? তিনি বলিলেন, জামা পরিবে না, পাগড়ী পরিবে না, পায়জামা পরিবে না, টুপী পরিবে না এবং মোজা ব্যবহার করিবে না। তবে যদি কাহারও চপ্পল না জুটে সে যেন মোজা পরে কিন্তু পায়ের গোড়ালী গিটের নিচে হইতে মোজা কাটিয়া ফেলিবে এবং এমন কাপড় যেন পরিধান না করে যাহাতে জাফরানের রং এবং অরসের রং রহিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইহরাম বাঁধার সাথে মুহরিমের প্রতি এক ধরনের পোষাক ব্যতীত অন্যান্য পোষাক পরিচ্ছদ এবং কতক কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ইহাকে শরীয়তের পরিষাভায় "মামনুয়াতে মুহরিম বলে। বিশেষ করিয়া মুহরিমের পক্ষে সেলাইকৃত কাপড় ও রঙ্গীন পোষাক পরিধান করা নিষেধ।

মহিলাদের ইহরাম

٦٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَالِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ اَوْ خَزٍّ اَوْ حُلِيٍّ اَوْ سَرَاوِيْلَ اَوْ قَمِيْصٍ اَوْ خُفٍّ - (رواه ابو داؤد)

৬০৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনিয়াছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদিগকে তাহাদের ইহরামে হাতমুজা ও বোরকা এবং যে কাপড় ওয়ার্স (তথা হলুদ রং) ও জাফরানে রঞ্জিত তাহা পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার পরে তাহারা যেকোন রংয়ের পরিতে পারে যাহা পছন্দ করে। কুসুমী হউক বা রেশমী অথবা যে কোন অলংকার, পায়জামা, জামা কিংবা মোজা। (আবু দাউদ)

মোহরিমের তালবিয়্যাহ পাঠ

٦٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ - لَايَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ -(متفق عليه)

৬০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথায় চুল জড়ানো অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, অর্থঃ হে প্রভু তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়া আমি হাজির আছি। তোমার কোন শরীক নাই, এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাজির আছি। হাজির আছি। সকল প্রশংসা এবং সকল নেয়ামত তোমারই। এই ঘোষণা দিতেও আমি হাজির আছি। তিনি এই কয়েকটি বাক্যের অধিক আর কিছুই বলেন নাই।

(বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আমাদের হানাফী মাজহাব মতে ইহরামের সময় তালবিয়াহ পড়া ওয়াজিব অন্যথা ইহরাম হইবে না। হাদীসে তালবিয়ার যে কয়টি শব্দ উল্লেখ আছে ইহা হইতে কোন শব্দ বাদ দিয়া পড়া বা কম পড়া মাকরুহ। বাড়াইয়া পড়া জায়েয।

তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়া

٦٠٧- عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ اَوِ التَّلْبِيَةِ - (رواه مالك والترمذى وابو داؤد)

৬০৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত খাল্লাদ বিন সায়েব (রাঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, আমি যেন আমার সাথীদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতে আদেশ করি। (মালেক, তিরিমিযি, আবু দাউদ নাসায়ী ইবনে সাজা।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা সুন্নাত। তবে গলা ফাটা চিৎকার করিয়া নহে বরং মধ্যমস্বরে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে। মহিলারা নিজে শুনে এইমত উচ্চৈঃস্বরে পড়িবে।

তালবিয়া শেষে দোয়া

٦٠٨. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ- (رواه الشافعى)

৬০৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমারতা বিন খোযাইমা বিন সাবেত (রাঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, নবীজী যখন তালবিয়া পাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন তখন আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁহার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার কাছে তাঁহার রহমতের উসিলায় জাহান্নামের আগুন হইতে ক্ষমা চাহিতেন। (শাফেয়ী)

মক্কা প্রবেশ তাওয়াফ ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বন

٦٠٩. عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَايَقْدِمُ مَكَّةَ اِلَّابَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّىَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَاِذَا نَفَرَمِنْهَا مَرَّ بِذِىْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ - (متفق عليه)

৬০৯. **অনুবাদ ঃ** তাবেয়ী নাফে (রাহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) যখনই মক্কায় প্রবেশ করিতেন যীতুয়া নামকস্থানে রাত্রি যাপন করিতেন একেবারে ভোর পর্যন্ত। অতঃপর গোসল করিতেন ও নফল নামাজ পড়িতেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করিতেন। আবার যখন তিনি মক্কা হইতে রওয়ানা হইতেন তখনও তিনি যী-তুয়া হইয়াই রওয়ানা হইতেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করিতেন ভোর পর্যন্ত এবং তিনি বলিতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিতেন। (বুখারী মুসলিম)

٦١٠. عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا -
(رواه مسلم)

৬১০. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় পৌছিলেন তখন হাজরে আছওয়াদের নিকট গমন করিলেন এবং উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর উহার ডানদিকে ঘুরিয়া তিন চক্কর জোরে পদক্ষেপ এবং চারি চক্কর স্বাভাবিক গতিতে চলিলেন। (মুসলিম)

٦١١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَاشَاءَ وَيَدْعُوْ -

৬১১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করিলেন। অতঃপর হাজরে আস্‌ওয়াদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং উহাকে চুমা দিলেন। তারপর বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিলেন। ইহার পর সাফার উপর আসিলেন যাহাতে তিনি বায়তুল্লাহ দেখিতে পাইলেন। অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং যতটুকু চাহিলেন আল্লাহর যিকির ও দোয়া করিতে রহিলেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাজারে আসওয়াদের কোণ হইতে ডানদিকে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই কোণ পর্যন্ত পৌছিলে এক শাওত হয়। এইরূপ সাতশওত বা চক্কর এক তাওয়াফ। প্রত্যেক হাজীকে ন্যূনতম তিন তাওয়াফ করিতে হয়। হেরেম শরীফ পৌছিয়া সর্বপ্রথম একবার তাওয়াক করা। ইহাকে বলা হয় তাওয়াফে কুদুম, ইহা সুন্নত। দ্বিতীয় ঃ দশ, এগার বা বার তারিখের আসরের পূর্বে মিনা হইতে আসিয়া তাওয়াফ করা। ইহাকে তাওয়াফে এফাযা বা যিয়ারত বলে। ইহা ফরজ। তৃতীয় ঃ মক্কা ত্যাগ করলে। ইহাকে বলে তাওয়াফে ছদর বা তাওয়াফুল বিদা, ইহা ওয়াজিব। তবে মনে রাখিতে হইবে মক্কায় অবস্থান কালে অন্যান্য যাবতীয় নফল এবাদত অপেক্ষা তাওয়াফই উত্তম এবাদত।

তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার ফজিলত

٦١٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ اِلَّا اَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ اِلَّا بِخَيْرٍ - (رواه الترمذى والنسائى والدارمى)

৬১২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। বায়তুল্লাহ শরীফের চারিদিকে তাওয়াফ করা নামাজের মতই, তবে পার্থক্য এই যে, ইহাতে তোমরা কথাবার্তা বলিতে পার। সুতরাং যে উহাতে কথাবার্তা বলিতে চায় সে যেন ভাল কথা ছাড়া অন্য কথা না বলে। (তিরমিযি, নাসায়ী, দারমী)

٦١٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَسْحَهُمَا (اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِى) كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اُسْبُوْعًا فَاَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَايَضَعُ قَدَمًا وَلَايَرْفَعُ اُخْرٰى اِلَّاحَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً - (رواه الترمذى)

৬১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন নিশ্চয় হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা গুনাহের কাফ্যারা। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে সাত চক্কর যথাযথভাবে তাওয়াফ করিবে একটি গোলাম আযাদের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে। আমি তাঁহাকে আরও বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন তাওয়াফ করার সময় প্রত্যেকটি কদমে কদমে একটি করিয়া গুনাহ্ মাফ হয় ও একটি করিয়া নেকী লেখা হয়। (তিরমিযি)

٦١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُبِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ - (رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

৬১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, নিশ্চিত আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন উহাকে এমনভাবে উঠাইবেন যে, তখন উহার দুইটি চক্ষু হইবে উহার দ্বারা সে দেখিবে এবং উহার একটি জিহবা হইবে, যাহার দ্বারা উহা কথা বলিবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত উহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজা দারমী)

٦١٥. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَاتَنْفَعُ وَلَاتَضُرُّ وَلَوْلَا اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَاقَبَّلْتُكَ - (متفق عليه)

৬১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবেস বিন রাবীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রাঃ) কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। আর তিনি তখন এই কথাটিও বলিয়াছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কাহারও উপকার করিতে পার না এবং ক্ষতি সাধনও করিতে পার না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে কখনও চুম্বন করিতাম না। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিবে বা উহাকে স্পর্শ করিবে কিয়ামতের দিন উহা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, তাহলে হযরত উমর (রাঃ)-এর একথার অর্থ কি? জবাবে বলা হয় যে, জাহিলিয়তের যুগে মুশরিকরা উক্ত পাথরকে তাহাদের অন্যান্য দেবতার মত একটি অন্যতম দেবতা মনে করিত। দেবতার পূজা না করিলে তাহারা ভক্তের উপর নারাজ হইয়া তাহাদের ক্ষতি সাধন করিবে এই ধরনের ভ্রান্ত আকিদা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কেও তাহারা এই ধারণা পোষণ করিত। হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে কিছু নওমুসলিমও সেখানে ছিল। হয়ত তাহারা ইসলামের পূর্বের আকিদা অনুযায়ী এই ধারণা করিতে পারে যে, ইসলামের মধ্যেও জাহেলিয়তের যুগের ধারণা অনুযায়ী চুমা দেওয়া হইতেছে। তাই হযরত উমর (রাঃ) পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন, হে পাথর! তোমাকে জাহিলিয়তের যুগের সেই ধারণা ও আকিদায় চুমা দিতেছি না বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণেই চুম্বন করিতেছি। অর্থাৎ নিঃশর্ত ও প্রশ্নাতীতভাবে রাসূলের অনুকরণ ও অনুসরণই আমার চুম্বনের কারণ। বস্তুতঃ সমান ও ইসলামের অন্তর নিহিত অর্থই হইল। আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের হেতু কারণ ইত্যাদি জানিতে না চাওয়া। বরং নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে মানিয়া নেওয়া।

তাওয়াফের ভিতরে দোয়া

٦١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَابَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (رواه ابوداؤد)

৬১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি। অর্থ- হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদিগকে দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে মঙ্গল দান কর। আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাইয়া রাখো। (আবু দাউদ)

আরাফাতে অবস্থান ও মিনার দিনগুলি

٦١٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنٰى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ --(رواه الترميذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجه والدارمى)

৬১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়ামার দায়লী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, আরাফার মাঠে অবস্থানের নাম হইল হজ্জ। যে ব্যক্তি নয় জিলহজ্জের দিপ্রহর হইতে ১০ই জিল হজ্জের সুবহে ছাদেক পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও

আরাফাতে অবস্থান করিয়াছে সে ব্যক্তি হজ্জ পাইয়াছে। মিনার দিন তিন দিন, তবে যে ব্যক্তি দুইদিন অবস্থান করিবে তার জন্য কোন ক্ষতি নাই। আর যে ব্যক্তি তিনদিন অবস্থান করিবে তারও কোন ক্ষতি নাই (বরং ইহাই উত্তম)।

(তিরমিযি, আবু দাউদ নাসাঈ ইবনে মাজা,হ দারামী)

٦١٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يَّعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهٗ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةُ فَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ - (رواه مسلم)

৬১৮. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন দিন নাই যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার বান্দাহদিগকে দোযখ হইতে অধিক মুক্তি দিয়া থাকেন আরাফাতের দিন অপেক্ষা। তিনি সেই দিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাহাদেরকে নিয়া ফেরেশতাদেব নিকট গর্ব করেন এবং বলেন এসমস্ত লোকেরা কি চায়? (মুসলিম)

মিনার দিনসমূহে কংকর নিক্ষেপ

٦١٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدُ ذَالِكَ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - (متفق عليه)

৬১৯. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরবানীর দিন সকালে কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন সূর্য যখন ঢলিয়া গিয়াছে তখন। অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পরে। (বুখারী, মুসলিম)

٦٢٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ اِنْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهٖ وَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - (متفق عليه)

৬২০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জামরাতুল কুবরার নিকটে পৌছিলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দিককে বামে এবং মিনার দিককে ডানে রাখিয়া উহাতে সাতটি কংকর মারিলেন ও প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপ করার সাথে তাকবির বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, এইরূপেই কংকর নিক্ষেপ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যাহার উপর সূরায়ে বাকারা অবতীর্ণ হইয়াছে। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সম্পূর্ণ কোরআনইতো হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এখানে সূরা বাকারাকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার বৈশিষ্ট্য কি? উত্তরে বলা হয় যে হজ্জের অধিকাংশ হুকুম সূরা বাকারায় আলোচিত হইয়াছে বিধায় তিনি সূরা বাকারার উল্লেখ করিয়াছেন।

٦٢١. عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّيْ لَاأَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَاأَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ - (رواه مسلم)

৬২১. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন আপন সোয়ারীতে থাকিয়া কংকর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। আর তখন তিনি বলিতেছেন, তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকামাদি শিখিয়া লও। সম্ভবতঃ আমার এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করিতে পারিব না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সওয়ারীতে থাকিয়া কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয।

٦٢٢. عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى إِثْرِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ طَوِيْلًا وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُهُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلًا ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ - (رواه البخاري)

৬২২. **অনুবাদ ঃ** হযরত ছালেম (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জামরায়ে দুনিয়াতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের পর তাকবীর বলিতেন। অতঃপর সামনের দিকে আগাইয়া কেবলামুখী হইয়া দীর্ঘ সময় হাত উঠাইয়া দোয়া করিতেন। অতঃপর জমরায়ে বুছতাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের পর তাকবীর বলিতেন। অতঃপর দক্ষিণদিকে সড়িয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া হাত তুলিয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া মুনাজাত করিতেন। তারপর বাতনে অদী জাতে উকবাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের পর তাকবীর বলিতেন এবং সেখানে দাঁড়াইতেন না। অতঃপর চলিয়া যাইতেন এবং বলিতেন আমি এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করিতে দেখিয়াছি। (বোখারী)

٦٢٣. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رواه الترمذي والدارمي)

৬২৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। (তিরমিযি, দারামী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কংকর নিক্ষেপ কিভাবে আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠা করে? এক সময় হযরত ইব্রাহিম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাইল (আঃ)কে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানী করিতে চাহিলে 'জামরায়ে উলার' কাছে শয়তান আসিয়া বাঁধা দিতে চেষ্টা করে তখন তিনি সাতটি পাথর মারিয়া শয়তানকে তাড়াইলেন। এবার জামরায়ে বুস্তার কাছে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে ইসমাইল (আঃ)-কে। তিনিও সাতখানা পাথর মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন শয়তানকে। অবশেষে সে ধোকা দিতে আসে বিবি হাজেরাকে তিনিও তাহাকে বিতাড়িত করিলেন জমরায়ে আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া। মোট কথা একজন হাজীকে তিন দিনে এই তিন স্থানে স্বরণ করাইয়া দেয় হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও বিবি হাজেরার অনুস্বরণে শয়তানের ধোঁকাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীতে অবিচল থাকার মহান দৃষ্টান্ত। তাই বলা হইয়াছে কংকর নিক্ষেপের দ্বারা আল্লাহর জিকির প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনুরূপভাবে সাফা মারওয়ার সায়ী শিশু ইসমাঈল ও মা হাজেরার করুণ অবস্থা ও যমযম কূপের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

কোরবানী ও কোরবানীর দিন

٦٢٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (قال ثوروهويوم الثانى) قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَاُ - رواه ابو داؤد)

৬২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন কুরত (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় মহান দিনসমূহের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট কোরবানীর দিনই সবচেয়ে মহান দিন। অতঃপর ইয়াওমুল কারর, সাওর বলেন উহা হইল কোরবানীর দ্বিতীয় দিন। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ বলেন ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঁচটি কি ছয়টি উট আনা হইল। আর উটগুলি নিজেদেরকে হুজুরের নিকট পেশ করিতে লাগিল হুজুর কোনটিকে প্রথমে কোরবানী করিবেন। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কোরবানীর পশুগুলি নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নবীর পবিত্র হাতে নিজের জান উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তাই উটগুলি নিজেদেরকে আল্লাহর নবীর কাছে প্রতিযোগিতা করিয়া পেশ করিতেছিল, প্রতিটি উট চাহিতেছিল আমি আগে কোরবানী হই। বস্তুতঃ ইহা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অন্যতম মুজিযা।

٦٢٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِّسَائِهٖ بَقَرَةً فِىْ حَجَّتِهٖ - (رواه مسلم)

৬২৫. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিদায় হজ্জে বিবিদের পক্ষ হইতে একটি গরু কোরবানী করিয়াছেন। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একটি গরু সাতজনের পক্ষ হইতে কোরবানী করা যাইতে পারে অথচ হুজুরের বিবিগণ তখন ছিলেন নয়জন সুতরাং একটি গুরু সকলের পক্ষ হইতে কিভাবে হইতে পারে? হুজুর সকল বিবিদের পক্ষ হইতে নফল কোরবানী দিয়াছেন। যেমন অন্য হাদীসে আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত উম্মাতের পক্ষ হইতে একটি পশু কোরবানী দিয়াছেন।

٦٢٦. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهٖ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَاَجِلَّتِهَا وَاَنْ لَّا اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا - (متفق عليه)

৬২৬. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাঁহার কোরবানীর উটগুলি দেখাশুনা করিতে এবং উহার গোশত চামড়া ও গদী বন্টন করিয়া দিতে এবং উহা হইতে কসাইকে কিছু না দিতে এবং বলিয়াছেন কসাইকে আমরা নিজের পক্ষ হইতে দিব। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কোরবানীর পশুর সাথে যাহা কিছু থাকে তাহা সদকা করিয়া দিতে হবে। চামড়া নিজে ব্যবহার করা জায়েয তবে বিক্রয় করিলে সমুদয় মূল্য ফকির মিছকিনকে সদকা করিয়া দিতে হইবে।

কোরবানীর পর মাথা কামানো বা চুলকাটা

٦٢٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى مِنٰى فَاَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ اَتٰى مَنْزِلَهٗ بِمِنٰى وَنَحَرَ نُسُكَهٗ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهٗ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصٰرِىَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ فَحَلَقَهٗ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ -(متفق عليه)

৬২৭. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আসিয়া প্রথমে জামরায় গেলেন এবং উহা সাতখানা কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর মিনায় তাঁহার অবস্থানগাহে আসিলেন এবং নিজের কোরবানীর পশু যবাই করিলেন। তারপর নাপিত ডাকাইলেন এবং নিজের মাথার ডানদিক বাড়াইয়া দিলেন। সে উহা মুড়াইল। অতঃপর হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) কে ডাকাইলেন এবং তাহাকে কেশগুচ্ছ প্রদান করিলেন, তারপর মাথার বামদিক আগাইয়া দিলেন এবং এই কেশগুলিও হযরত আবু তালহা (রাঃ) কে দিলেন ও বলিলেন লোকদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দাও। (বুখারী, মুসলিম)

٦٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ - (متفق عليه)

৬২৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি মস্তক মুন্ডনকারীদের প্রতি রহম কর। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা মাথার চুল ছাটিয়াছে তাহাদের প্রতিও। হুজুর বলেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথামুন্ডনকারীদের প্রতি অনুগ্রহ কর। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা মাথার চুল ছাটিয়াছে তাহাদের প্রতিও। এবার তৃতীয়বারে হুজুর বলেন এবং মাথার চুল যারা ছাটে তাদের প্রতিও। (মোত্তাফাকুন আলাইহি)

কোরবানীর গোশত

٦٢٩. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلَايُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِىْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِى؟ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذَالِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَاَرَدْتُّ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهِمْ - (متفق عليه)

৬২৯. অনুবাদ ঃ হযরত সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে লোক কোরবানী করিবে তিনদিনের পর তাহার ঘরে যেন কোরবানীর গোশত কিছু না থাকে। সালামা বলেন যখন পরবর্তী বৎসর আসিল সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা রাসূলাল্লাহ্! গত বৎসর আমরা যেইরূপ করিয়াছিলাম এই বৎসরও কি সেইরূপ করিব? তিনি বলিলেন (না) নিজেরা খাও অন্যকেও খাওয়াও এবং (ইচ্ছা করিলে) সঞ্চয় করিয়া রাখ। কেননা গত বৎসর লোকেরা কষ্টের মধ্যে ছিল আর আমি চাহিয়া ছিলাম যে তোমরা তাহাদের সাহায্য করিবে। (মোত্তা ঃ)

٦٣٠. عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاْكُلُوْا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ جَاءَ اللّٰهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا اَلَاوَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ - اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ - (رواه ابوداؤد)

৬৩০. অনুবাদ ঃ হযরত নুবাইশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। গত বৎসর আমি তোমাদিগকে কোরবানীর গোশত তিনদিনের বেশী খাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, যাহাতে উহা সচ্ছলতা আনিয়া দেয়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরা খাও। সঞ্চয় কর এবং (দান করিয়া) নেকী অর্জন কর। তবে মনে রাখিও এই দিনগুলি হইল পানাহার ও আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার দিন। (আবু দাউদ)

তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফে বিদা

٦٣١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمَلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ اَفَاضَ فِيْهِ – (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

৬৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে এফাজার সময় সাত পাক করেন নাই। (আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)

٦٣٢. عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اِلَى اللَّيْلِ – (رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجه)

৬৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত রাত্রি পর্যন্ত দেরী করিয়াছেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দশ তারিখের তাওয়াফ জোহরের পূর্বে আদায় করে নেওয়া সুন্নত। তবে রাত্র পর্যন্ত আদায় করিলেও জায়েয হইবে।

٦٣٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِىْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْفِرَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ اِلَّا اَنَّهٗ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ – (متفق عليه)

৬৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন হজ্জ সমাপ্তির পর লোকেরা চতুর্দিক দিয়া স্বদেশের উদ্দেশে চলিয়া যাইত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কেহই শেষ বারের মত বায়তুল্লাহ শরীফের সহিত সাক্ষাত না করিয়া যেন স্বদেশের দিকে না ফিরে। তবে ইহা হায়েজ ওয়ালী স্ত্রীলোকদের হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জমহুর উলামাদের মতে বহিরাগত হাজীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। তবে ঋতুবতী মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নহে।

٦٣٤. عَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِىِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ – (رواه احمد)

৬৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত হারেস ছাকাফী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ বা উমরা করিবে তাহার সর্বশেষে কাজ যেন তাওয়াফ করা হয়। (আহমদ)

বিদায় হজ্জের বিবরণ

٦٣٥. عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهٖ اِلٰى رَأْسِىْ فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ
زِرِّىَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ
مَرْحَبًابِكَ يَا بْنَ اَخِىْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَاَعْمٰى وَحَضَرَ وَقْتُ
الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِىْ نَسَّاجَةٍ مُلْتَحِفًابِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ
رَجَعَ طَرْفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاءُهُ عَلٰى جَنْبِهٖ عَلَى الْمِشْجَبِ
فَصَلّٰى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِىْ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ
تِسْعًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى
النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ
كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهٖ
فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا ذَالْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتِ عُمَيْسٍ
مُحَمَّدَبْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ
اِغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى
الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ
وَنَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ بَصَرِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ مِثْلَ
ذَالِكَ وَعَنْ يَسَارِهٖ مِثْلَ ذَالِكَ وَمِنْ خَلْفِهٖ مِثْلَ ذَالِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ
شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهٖ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ
لَكَ لَبَّيْكَ-اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَهَلَّ النَّاسُ
بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهٖ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ- قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلَّاالْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَأَ - وَاتَّخَذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ وَلَا اَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ اِلَّاعَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ يَقْرَءُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - وَقُلْ يَااَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ - ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنٰى مِنَ الصَّفَا قَرَءَاِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - أَبْدَءُ بِمَا بَدَءَ اللّٰهُ بِهِ - فَبَدَءَ بِالصَّفَا فَرَقٰى عَلَيْهِ حَتّٰى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَالِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشٰى اِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا- حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادٰى وَهُوَعَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسِ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْاَنِّىْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ -

لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لَابُدَّ - فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِى الْاُخْرٰى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ لَابَلْ لِاَبَدٍاَبَدٍ - وَقَدِمَ عَلَى الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا

فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ اَمَرَنِىْ بِهٰذَا قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ
اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلٰى فَاطِمَةَ لِلَّذِىْ صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا
لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ - فَاَخْبَرْتُهُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ ذٰلِكَ
عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ - قَالَ
قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ
فَلَاتَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهٖ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ
وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا
النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا اِلٰى
مِنٰى فَاَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَسَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَاتَشُكُّ
قُرَيْشٌ اِلَّا اَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ
فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ
ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا۔ حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ
فَرُحِلَتْ لَهُ فَاَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَ كُمْ
وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ
بَلَدِكُمْ هٰذَا - اَلَاكُلُّ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِىْ مَوْضُوْعٌ -
وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ
بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ -
وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ - فَاتَّقُو اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ - وَاِنَّكُمْ

أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ - وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَلَكُمْ
عَلَيْهِمْ أَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ
فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ
كِتَابَ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تُسْئَلُوْنَ عَنِّيْ - فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا نَشْهَدُ
أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى
السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ أَذَّنَ (بلال) ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ
بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ
إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ
يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتّٰى غَابَ
الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ
الزِّمَامَ حَتّٰى أَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى -
أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةُ السَّكِيْنَةُ كُلَّمَا أَتٰى حَبْلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخٰى
لَهَا قَلِيْلًا حَتّٰى تَصْعَدَ وَدَفَعَ حَتّٰى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -
ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ
بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ - ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى
أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ
وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ

بِهٖ ظُعُنٌ يَجْرِيْنَا فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهٗ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهٗ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخِرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهٗ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخِرِ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ فَصَرَفَ وَجْهَهٗ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخِرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى اَلَّتِىْ تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَا هَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا- مِثْلَ حَصَى الْخَذَفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بُدْنَةً بِيَدِهٖ ثُمَّ اَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاَشْرَكَهٗ فِىْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَمَرَمِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاَتٰى عَلٰى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اِنْزِعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْ لَا اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سَقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ - (رواه مسلم)

৬৩৫. অনুবাদ ঃ জাফর বিন মোহাম্মদ (রাঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা বলেন আমরা জাবের বিন আব্দুল্লাহর নিকটে গেলাম। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার নিকটে চলিয়া আসিলেন, আমি বলিলাম, আমি মোহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন। অতঃপর তাঁহার হাত দিয়া আমার মাথা স্পর্শ করিলেন তারপর প্রথমে আমার উপরের বুতাম ও পরে নিচের বুতাম খুলিলেন। অতঃপর তাঁহার হাতকে আমার বুকের উপর রাখিলেন। সে সময় আমি যুবক। অতঃপর বলিলেন মারহাবা হে ভাতিজা! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাও জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি অন্ধ। নামাজের সময় হইয়াছে।

অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ না করিয়া মদীনায় নয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর দশম বৎসরে মানুষের মধ্যে হজ্জ সম্পর্কে ঘোষণা করাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৎসর হজ্জে যাইবেন। সুতরাং মদিনায় বহুলোক আগমন করিল। অতঃপর আমরা তাঁহার সহিত হজ্জে রওয়ানা হইলাম, যখন আমরা যুলহোলাইফায় পৌছিলাম তখন (হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর স্ত্রী) হযরত আসমা বিনতে উমাইশ পুত্র মোহাম্মদ বিন আবু বকরকে প্রসব করিলেন। তখন

হযরত আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, এখন আমি কি করিব? তিনি বলিলেন তুমি এখন গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দ্বারা কষিয়া লেঙ্গুট পর, তারপর ইহরাম বাঁধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দুই রাকাত ইহরামের নামাজ পড়িলেন, অতঃপর কাসওয়া উটনীতে সওয়ার হইলেন অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে তাঁহাকে লইয়া উটনী সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন আমি আমার দৃষ্টি পর্যন্ত তাঁহার সামনে ওষ্ঠারোহী ও পদাতিক লোকজন দেখিলাম তাঁহার ডানদিকে সেই পরিমাণ, তাঁহার বাম দিকে সেই পরিমাণ তাঁহার পিছনের দিকেও সেই পরিমাণ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যখানে এবং তাঁহার উপর কোনআন অবতীর্ণ হইত। তিনি উহার অর্থ বুঝিতেন এবং হুজুর যাহা আমল করিতেন আমরাও তাহার উপর আমল করিতাম। অতঃপর তিনি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ সম্বলিত এই তালবীয়াহ পাঠ করিলেন। লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিমাতা লাকা ওয়ালমুলক। লাশারীকা লাক। লোকজন তাঁহার ন্যায় তালবীয়াহ পাঠ করিয়াছে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে কোন রকমের বাঁধা দেন নাই। তালবীয়াহ পড়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবশ্যক করিয়া দিলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া আর কিছুই নিয়ত করি নাই। বস্তুত আমরা উমরার কথা জানিতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁহার সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে আসিলাম তখন তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করিয়া চুমা দিলেন। অতঃপর সাত চক্কর বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিলেন, তিন চক্কর জোরে জোরে (রমল) ও চার চক্কর হাটিয়া স্বাভাবিকভাবে প্রদক্ষিণ করিলেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কোরআনের এই আয়াত পাঠ করিলেন। অর্থ– মাকামে ইব্রাহীমকে নামাজের স্থানে পরিণত কর। এই সময় তিনি মাকামে ইব্রাহীমকে তাঁহার ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিলেন। আমার আব্বা বলিতেন হুজুর সেই দুই রাকাতে কুলহু আল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" পড়িয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাজারে আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং উহাকে চুমা দিলেন, তারপর দরজা পথে সাফা পাহাড়ের দিকে বাহির হইলেন এবং যখন সাফার নিকটে পৌঁছিলেন তখন কোরআনের এই আয়াত পাঠ করিলেন অর্থ নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আর বলিলেন আল্লাহ তায়ালা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন আমিও সেখান হইতে আরম্ভ করিব। সুতরাং সাফা হইতে আরম্ভ করিলেন এবং উহার উপরে উঠিলেন যাহাতে বায়তুল্লাহকে দেখিতে পাইলেন। কেবলমুখী হইয়া আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণা করিলেন ও তালবিয়াহ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন অর্থ ঃ– আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই তিনি একক তাঁহার কোন শরিক নাই। তাঁহারই সার্বভৌমত্ব। তাঁহারই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সবকিছুতেই সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত কুফুরী শক্তিকে পরাভূত করিয়াছেন। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন এবং ইহার মাঝখানে কিছু দোয়া করিলেন। অতঃপর সাফা হইতে অবতরণ করিলেন এবং মারওয়া অভিমুখে হাটিয়া চলিলেন যতক্ষণ না তাঁহার পবিত্র পদযুগল উপত্যকার মধবর্তী সমতলে ঠেকিল। অতঃপর দৌড়াইয়া চলিলেন যাবৎ না উপত্যকা অতিক্রম করিলেন। যখন উপরে উঠিলেন

তখন স্বাভাবিকভাবে হাটিয়া চলিলেন মারওয়া পৌঁছা পর্যন্ত। মারওয়াতে তিনি তাহাই করিলেন যাহা করিয়াছিলেন সাফাতে।

এমনকি তিনি যখন শেষ চক্কর পূর্ণ করিয়া মারওয়াতে পৌঁছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যদি প্রথমেই আমার খেয়ালে একথাটি আসিত যাহা পরে আসিয়াছে তাহা হইলে আমি মদীনা হইতে কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়া আসিতাম না। বরং এই তাওয়াফ ও ছায়ীকে উমরা বানাইয়া নিতাম। এখন তোমাদের যাহাদের সাথে কোরবানীর জন্তু নাই সে যেন তাহার ইহরাম খতম করে দেয় এবং যাহা করিয়াছে তাহাকে উমরা বানাইয়া নেয়। একথা শুনিয়া হযরত সুরাকা বিন মালেক (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হুকুম কি এ বৎসরের জন্যই খাছ নাকি সর্বদার জন্যই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিলেন উমরা হজ্জের ভিতরে ঢুকিয়া গেল, দুইবার বলিলেন। সর্ব সময়ের জন্য উমরা হজ্জের ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

হযরত আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে নবীজীর জন্য কোরবানীর জন্তু নিয়া মক্কায় পৌঁছিলেন। তিনি স্বীয় স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ)কে দেখিলেন যে তিনি ইহরাম খুলিয়া ফেলিয়াছেন, রঙ্গিন কাপড় পরিধান করিয়াছেন এবং সুরমাও ব্যবহার করিয়াছেন। আলী (রাঃ) ইহাতে নারাজ হইলেন। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আব্বাজী আমাকে এমন করিতে বলিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রাঃ) ইরাকীদিগকে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের নিকট যাইয়া ফাতেমা যাহা করিয়াছেএ ব্যাপারে ফতোয়া তলব করিব, আমি হুযুর (স) কে ফাতেমার উপর আমার নারাজীর কথার খবর দিলাম। হুজুর বলিলেন, ফাতেমা সত্য বলিয়াছে, সত্য বলিয়াছে। হজ্জের নিয়ত করিবার সময় তুমি কি বলিয়াছিলে? আলী (রাঃ) বলেন, আমি বলিয়াছিলাম, হে আল্লাহ! আমি ঐ ইহরাম বাঁধিতেছি যে ইহরাম তোমার নবীজী বাঁধিয়াছেন। হুজুর (স) বলেন, আমি যেহেতু কোরবানীর জন্তু সাথে আনিয়াছি তাই আমি হালাল হইতে পারিব না। অতএব তুমিও হালাল হইতে পারিবে না। বর্ণনাকারী বলেন কোরবানীর জন্তু যাহা হযরত আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে আনিয়াছেন এবং যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে নিয়া আসিয়াছেন সর্বমোট একশত হইল। হুজুর (স) এর এই কথা অনুযায়ী যাহারা কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়া আসে নাই তাহারা সকলেই ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হইয়া গেলেন। সাফা মারওয়ার সায়ী করিয়া মাথা মুন্ডাইলেন। তবে নবী করীম (স) এবং যাহাদের সাথে হাদী বা কোরবানী জন্তু ছিল তাহারা ইহরাম ভাঙ্গিলেন না।

অতঃপর যখন আট তারিখ আসিল। তখন সকলেই মিনা যাইতে তৈয়ার হইল। এবং ইহরাম বাধিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সোয়ারীতে উঠিলেন। সকলেই মিনাতে পৌঁছলেন। এবং মিনাতে যোহর, আছর, মাগরীব, এশা ও ফজরের নামাজ যাথারীতি আদায় করিলেন। অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করিলেন। এবার তিনি আরাফাতের দিকে রওয়ানা হইলেন। এবং তিনি সাহাবাদিগকে হুকুম দিয়া দিলেন। পশমের বানানো তাঁবু যেন তাহার জন্য নামিরাতে টানা হয়। কোরাইশদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আরাফাতে অবস্থান না করিয়া মাশয়ারে হারামে অবস্থান করিবেন। যেমন– কোরাইশরা জাহেলী যুগে মাশয়ারে হারামে অবস্থান করিত। অতঃপর হুজুর (স) তাহারে অতিক্রম করিয়া আরাফাতে যাইয়া পৌঁছিলেন, সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাহার নির্দেশ মুতাবেক নামিরাতে তাবু খাটানো পাইলেন, তিনি সেই তাঁবুতে অবতরণ করিলেন। সূর্য ঢলিয়া পড়িলে তিনি কাছওয়াতে কাজ ওয়া রাখিতে হুকুম দিলেন,

সোয়ারীতে কাজ ওয়া রাখা হইল। তিনি সোয়ারীতে আরোহণ করিয়া, বাতনে ওয়াদি নামক ময়দানে আসিলেন। তিনি উটনীর উপরে থাকিয়াই খুৎবা বা ভাষণ দান করিলেন, তিনি বলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ الخ হে লোক সকল! তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মাল তোমাদের উপর হারাম। (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কাহাকেও খুন করা এবং নাজায়েয পথে সম্পদ খরচ করা তোমাদের জন্য চিরদিনের জন্য হারাম করা হইল) যেমন এই মাসের আজকের দিন তোমাদের উপর হারাম। অর্থাৎ আজকের দিনে তোমরা যেমন অন্যায়ভাবে খুন করাকে হারাম মনে কর তেমনিভাবে।

খবরদার! জাহেলিয়্যাতের সকল কাজ আমার পায়ের নীচে রাখা হইল। অর্থাৎ সবকিছুকে খতম করিয়া দেওয়া হইল। জাহেলী জমানার খুনকেও বাতিল ঘোষণা করা হইল। অর্থাৎ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের খুনের মধ্যে প্রথম খুন যাহা আমি ক্ষমা করিতেছি তাহা হইল ইবনে রাবিয়া বিন হারেস (রাঃ) এর খুন। যে ছায়াদ কবিলাতে দুধ পান করার জন্য থাকিত, হুজাইল তাহাকে কতল করিয়াছে। জাহেলী যুগের সুদকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। প্রথম সুদ যাহা আমি ক্ষমা করিতেছি তাহা হইল আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের সুদ। তাহা সম্পূর্ণ বাতিল বা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। কারণ তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আমানত হিসাবে নিয়াছ। এবং তাহাদের লজ্জাস্থান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ও কানুন অনুযায়ী তোমরা হালাল করিয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের বিশেষ হক হইল, তাহারা যেন তোমাদের বিছানাতে এমন কাহাকেই বসিতে না দেয় যাহাদের বসাকে তোমরা পছন্দ কর না। যদি তাহারা এমন করে তাহলে তাহাদেরকে হালকা ধরনের শাস্তি দিবে। এবং তোমাদের উপর তাহাদের বিশেষ হক হইল, তোমরা উত্তম পন্থায় তাহাদের খাওয়া দাওয়া ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবে।

নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রাখিয়া যাইতেছি? যদি তোমরা ইহাকে মজবুত করিয়া আকড়িয়া ধর তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। ইহা হইল কিতাবুল্লাহ বা কোরআন শরীফ। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তোমরা আমার সম্পর্কে কি বলিবে? উপস্থিত সকলে বলিলেন, আমরাও সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার পয়গাম ও তাহার আহকাম আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন, তাবলীগের হক আদায় করিয়াছেন এবং আমাদিগকে পূর্ণভাবে নছিহত করিয়াছেন। এবার হুজুর (স) নিজের শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠাইয়া মানুষের দিকে ইশারা করিয়া তিনবার বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অতঃপর বিলাল (রাঃ) আজান দিলেন এবং ইকামত বলিলেন, হুজুর (স) জোহরের নামাজ পড়িলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন, আছরের নামাজ পড়িলেন। এর মধ্যে অন্যকোন (নফল ইত্যাদি) নামাজ পড়িলেন না। অতঃপর সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন এবং আরাফাতের বিশেষ অবস্থানের স্থানে তাশরিফ আনিলেন। এবং সাওয়ারীর পেট বড় বড় পাথরের দিকে করিয়া দিলেন এবং পায়দল মাজমাকে নিজের সামনে রাখিলেন, এবং তিনি কেবলামুখী হইলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিলেন। সূর্য পূর্ণভাবে অস্ত যাওয়ার পর তিনি মুযদালাফার দিকে রওয়ানা হইলেন। হযরত উসামা (রাঃ)কে পিছনে বসাইলেন। মুযদালাফা পৌঁছিয়া এক আজান ও দুই একামতে মাগরিব ও এশার নামাজ পড়িলেন, এর ভিতরে কোন তাছবীহ পড়েন নাই। অতঃপর সুবহে সাদেক পর্যন্ত তিনি শুইয়া রহিলেন, সুবহে সাদেক স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি আজান ও ইকামত দিয়া ফজরের নামাজ পড়িলেন, অতঃপর উটনীর উপর সওয়ার হইয়া

মাশয়ারে হারাম নামক স্থানে পৌঁছিলেন। অতঃপর কেবলামুখী হইয়া দোয়া করিলেন তাকবীর বলিলেন, যিকির করিলেন। আল্লাহর তাওহীদের বর্ণনা করিলেন, আলো ফর্সা হওয়া পর্যন্ত এভাবে কাটাইলেন। সূর্য উঠার পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হইলেন। স্বীয় উটনীর পিছনে হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) কে বসাইলেন, ফজল ইবনে আব্বাস সাদাঘন সুন্দর চুল ওয়ালা ও সুন্দর চেহারা ওয়ালা ছিলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওয়ানা হইলেন অনেক মহিলাও আমাদের সাথে চললো। ফজল মহিলাদের দিকে দেখিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাত ফজলের চেহারাতে রাখিলেন। ফজল চেহারা অন্যদিকে ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরদিক হইতে নিজ হাত ফিরাইয়া ফজলের চেহারাতে রাখিলেন। ফজলও চেহারাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। এভাবে বতনে মুহাচ্ছার নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন। তিনি উটনীকে কিছু দ্রুত চালাইলেন। অতঃপর মধ্যরাস্তা দিয়া চলিলেন যাহা বড় জমারাতে পৌঁছে বৃক্ষের নিকট বড় জমরাতে পৌঁছিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন, প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলিলেন, কংকরগুলি হযফের পাথর কনার ন্যায় ছোট ছিল। যাহা তিনি বাতনে ওয়াদি বা নীচ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতঃপর কোরাবানীর স্থানে তাশরীফ নিলেন। সেখানে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি কোরবানী করিলেন। অবশিষ্টগুলি হযরত আলী (রাঃ) এর সোপর্দ করিলেন, হযরত আলী অবশিষ্ট কোরবানীগুলি করিলেন। তিনি এগুলিকেও নিজের কোরবানীতে শরীক করিলেন। অতপর কোরবানীকৃত প্রত্যেক উট হইতে এক টুকরা গোশত লওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। টুকরাগুলি একটি ডেকচিতে রাখিয়া পাকানো হইল। রাসূলুল্লাহ (স) ও হযরত আলী এই গোশত হইতে কিছু খাইলেন ও কিছু ঝুল পান করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠনীতে আরোহণ করিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করার জন্য বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হইলেন। মক্কাতে জোহরের নামাজ পড়িলেন। অতঃপর আব্দুল মোত্তালিব সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন, যাহারা মানুষকে যমযমের পানি পান করাইতে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বনী আব্দুল মোত্তালিব! তোমরা পানি উঠাইতে থাক। যদি এই আশংকা না হইতে যে অন্য লোকেরা প্রভাব বিস্তার করিয়া তোমাদের হইতে এই খেদমত ছিনিয়া নিয়া যাইবে, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে পানি উঠাইতাম। অতঃপর তাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বালতি দিলেন, হুজুর বালতি হইতে যমযমের পানি পান করিলেন। (মুসলিম)

কোরবানীর দিনে রসূল (স.) ভাষণ

٦٣٦. عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ اِسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اِثْنٰى عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ وَقَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ فَقُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِاِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَالْحَجَّةِ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ

هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ -

(متفق عليه)

৬৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোরবানীর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন যমানা আবার সেই অবস্থার দিকেই ঘুরিয়া আসিতেছে। উহার সেই তারিখের ক্রমিকতা অনুযায়ী যে দিন আল্লাহ তায়ালা আসমানসমূহ ও যমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বৎসর বার মাস তন্মধ্যে চার মাস হারাম বা সম্মানিত। তিনমাস পরপর একসাথে, যথা যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহররম। আর চতুর্থ মাস মুদার গোত্রের রজব মাস। যাহা জমাদিউস সানী ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী।

অতঃপর নবীজী বলিলেন ইহা কোন মাস? জবাবে আমরা বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলই অধিক অবগত। হুজুর কতক্ষণ চুপ রহিলেন, যাহাতে আমরা ভাবিলাম সম্ভবতঃ তিনি এই নামের (পূর্ব নাম ছাড়া) অন্য কোন নাম করিবেন। তারপরে বলিলেন ইহা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বলিলাম জি-হাঁ। ইহার পর তিনি বলিলেন ইহা কোন শহর আমরা বলিলাম আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। এবারও তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, যাহাতে আমরা ভাবিলাম যে, সম্ভবতঃ তিনি উহার নাম ছাড়া অন্যকোন নাম করিবেন। তৎপর বলিলেন, ইহা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বলিলাম জি-হাঁ।

অতঃপর তিনি বলিলেন ইহা কোন দিন? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক অবগত। এবারও তিনি কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন যাহাতে আমরা মনে করিলাম যে, সম্ভবতঃ তিনি ইহার নাম ছাড়া অন্যকোন নাম করিবেন। তারপর বলিলেন ইহা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বলিলাম জি-হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ তোমাদের জান তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত একে অপরের প্রতি হারাম বা পবিত্র। যেমন- তোমাদের এই দিন, এই শহর ও এই মাস হারাম বা পবিত্র। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সহিত মিলিত হইবে, তখন তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাবধান! আমার (ওফাতের) পর তোমরা বিপথগামী হইওনা। একে অপরের জীবন নাশ করিও না। বল দেখি আমি কি তোমাদিগকে (আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে) পৌঁছাইয়া দিয়াছি? সাহাবীগণ (সমস্বরে) বলিলেন জি-হাঁ। হুজুর বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। তিনি আরও বলিলেন প্রত্যেক উপস্থিত

ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (এই কথাগুলি) পৌঁছাইয়া দেয়। কেননা এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহাকে পরে পৌঁছানো হয় সে মূল শ্রোতা হইতে অধিক উপলব্ধিকারী রক্ষণাবেক্ষণকারী হইয়া থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর ঘর ও আল্লাহর শহরের ফজিলত

٦٣٧. عَنْ عَيَّاشِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوْا ذَالِكَ هَلَكُوْا - رواه ابن ماجه

৬৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আইয়্যাশ বিন আবু রাবীয়া মাখযুমী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই উম্মত কল্যাণের সাথে থাকিবে যাবৎ তাহারা মক্কার হেরেমের সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখিবে। আর যখন তাহারা ইহা বিনষ্ট করিবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। (ইবনে মাজাহ)

٦٣٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَايُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَايَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَايُخْتَلٰى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا الْاِذْخَرُ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخَرُ - (متفق عليه)

৬৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন। এখন আর হিজরত নাই, তবে বাকি আছে শুধু জিহাদ ও সংকল্প। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জেহাদের জন্য বাহির হইতে বলা হইবে তখন তোমরা বাহির হইয়া পড়িবে। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পুনরায় বলিলেন, এই শহরকে আল্লাহ তায়ালা মহা সম্মানিত করিয়াছেন সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকিবে। ইহা এমন শহর যাহাতে আমার পূর্বে কাহারও জন্য যুদ্ধ হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় ব্যতীত হালাল নয়। ইহা হারাম বা সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত। উহার কাটাযুক্ত গাছ পর্যন্ত কাটা যাইবে না, উহাতে শিকার করা যাইবে না। উহার মাটিতে পড়িয়া থাকা জিনিস কেহ উঠাইতে পারিবে না ঘোষণাকারী ব্যতীত। আর উহার ঘাসও কাটা চলিবে না। তখন (আমার পিতা) আব্বাস

বলিয়া উঠিলেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইযখার ব্যতীত কেননা উহা তাহাদের কর্মকারদের জন্য এবং ঘরের ছাদের জন্য একান্তই প্রয়োজন। তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা-ইযখার ব্যতীত। (মোত্তা ঃ)

٦٣٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنِّيْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৬৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আদি বিন হামরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হারুরা' স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন (হে মক্কার জমিন) খোদার কছম আল্লাহর জমিনের মধ্যে তুমি হইলে উত্তম জমিন। আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয় জমিন যদি আমাকে তোমার থেকে বাহির করে না দেওয়া হইত তাহলে নিশ্চয় আমি বাহির হইতাম না। (তিরমিযি ইবনে মাযা)

মদীনা শহরের ফজিলত

٦٤٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَاِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَابَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لَايُهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَايُحْمَلَ فِيْهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطَ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلَّالِعَلَفٍ - (رواه مسلم)

৬৪০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ছায়ীদ খুদুরী (রাঃ) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে সম্মানিত করিয়া হারাম করিয়াছেন। আর আমি মদীনাকে উহার দুই সীমানার মধ্যবর্তী স্থলকে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করিলাম। উহাতে রক্তপাত করা যাইবে না, উহাতে যুদ্ধের অস্ত্র বহন করিয়া নেওয়া যাইবে না এবং আলাফ বা পশুর খাদ্য ব্যতীত উহাতে বৃক্ষের পাতা ঝরানো যাইবে না। (মুসলিম)

٦٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَصْبِرُ عَلَى لَاْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِىْ اِلَّا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৪১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি মদীনায় অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিবে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হইব। (মুসলিম)

٦٤٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَاِنِّىْ اَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا -

৬৪২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদিনাতে থাকিয়া মরিতে সামর্থ রাখে, সে যেন মদিনাতেই মরে। কেননা, যে তথায় মরিবে আমি তাহার জন্য (বিশেষভাবে) সুপারিশ করিব। (আহমদ, তিরমিযি)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের ফজিলত

٦٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سَوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ - (متفق عليه)

৬৪৩. অনুবাদ ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে নামাজ পড়া অন্য মসজিদে এক হাজার নামাজ পড়ার সমতুল্য তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। (বোখারী মুসলিম)

٦٤٤. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سَوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِىْ هٰذَا - (رواه احمد)

৬৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই (মদিনার) মসজিদে নামাজ পড়া ইহা ছাড়া অন্যকোন মসজিদে এক হাজার নামাজ পড়ার সমতুল্য। তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। আর মসজিদে হারামে নামাজ আমার এই মসজিদে একশত নামাজ হইতেও উত্তম। (আহমদ)

٦٤٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدِىْ اَرْبَعِيْنَ صَلٰوةً لَاتَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ - (رواه احمد والطبرانى فى الاوسط)

৬৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে একাধারে নাগাহ ব্যতীত ৪০ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি, এবং আজাব হইতে মুক্তি ও মুনাফেকী হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে। (আমহদ, তিবরানী)

٦٤٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ - متفق عليه)

৬৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হইল বেহেশতের টুকরা। আর আমার মিম্বর হইল হাউজের উপর।

٦٤٧. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ اِلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُشَدُّالرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا - (متفق عليه)

৬৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াতে কেবল তিনটি মসজিদ আছে এইগুলি ব্যতীত অন্যকোন মসজিদে এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করিবেন না। (১) মসজিদে হারাম (২) মসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদাস) (৩) আমার মসজিদ (মসজিদে নববী)। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উক্ত তিনটি মসজিদের ঐ বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত যে, এবাদত করার নিয়তে এগুলিতে সফর করা জায়েয বরং আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি বা সন্তুষ্টির উসিলা। এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যকোন মসজিদের এই সম্মান বা বৈশিষ্ট্য নেই বরং এগুলির জন্য সফর করার নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। এই হাদিসের সম্পর্ক কেবল মসজিদের সাথে। এই হাদীসের আলোকে উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যকোন মসজিদে এবাদত করার জন্য সফর করা জায়েয নাই। তবে দ্বীন ও দুনিয়ার অন্যান্য জায়েয মাকসাদের জন্য সফর করা জায়েয। যেমন ব্যবসা, এলমে দ্বীন অর্জন, নেককারের সুহবত ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত

٦٤٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان والطبرانى فى الكبير والاوسط)

৬৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করিল, অতঃপর আমার ইনতিকালের পর আমার কবর জিয়ারত করিল, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে জিয়ারত করিল। (বায়হাকী ও তাবরানী)

٦٤٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَقَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ (رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَالدَّارِقُطْنِىِّ وَالْبَيْهَقِى)

৬৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করিয়াছে তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (ইবনে খুযাইমা, দারেকুতনী ও বায়হাকী)

اَبْوَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

বিবাহের অধ্যায়

বিবাহের ফজিলত ও উহার প্রতি উৎসাহ দান

٦٥٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(متفق عليه) -

৬৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যাহার বিবাহের সামর্থ আছে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখার এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। আর যে সামর্থের অধিকারী নয় সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তাহার জন্য নির্বীর্যকরণ স্বরূপ। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বিবাহের চারটি স্তর রহিয়াছে। যথা-সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব, মুবাহ ও মাকরূহ। (১) স্বাভাবিক অবস্থায়. যেমন অবৈধ কাজে তথা যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা নাই এবং স্ত্রীর ভরণ পোষণে সক্ষম, এই অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (২) রিপুর তাড়নায় যিনার লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল, তখন বিবাহ করা ওয়াজিব। (৩) স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার তথা দাম্পত্য জীবন যাপনে যাবতীয় দায় দায়িত্ব ও ভার সাম্যতা রক্ষা করার আশংকা থাকে, তখন বিবাহ করা মুবাহ। (৪) স্ত্রীর ভরণ পোষণে অসমর্থ তখন বিবাহ করা মাকরূহ।

٦٥١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاصَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ

(رواه احمد) -

৬৫১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। ইসলামে বৈরাগ্যতা নাই। (আহমদ)

٦٥٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاتَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِاسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ -

(رواه البيهقى فى شعبالايمان)

৬৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বান্দাহ যখন বিবাহ করিল তখন সে তাহার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করিল। আর অর্ধেক অর্জনের জন্য সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মানুষকে সাধারণতঃ দুইটি জিনিসেই বিপথগামী করে। একটি পেট, এবং অপরটি লজ্জাস্থান। সুতরাং ইহাকে দমন করিতে পারিলে সে অর্ধেক ঈমান রক্ষা করিল।

٦٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ فِطْرَتِىْ فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِىْ وَاِنَّ مِنْ سُنَّتِى النِّكَاحُ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৬৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার স্বভাবধর্মকে পছন্দ করে সে যেন আমার সুন্নতের অনুসরণ করে। আর আমার সুন্নতসমূহের মধ্যে বিবাহ করা একটি অন্যতম সুন্নত। (বায়হাকী)

٦٥٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اَنْ لَّاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ - (رواه الترمذى)

৬৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের নিকট এমন সব নারীর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয় যাহাদের দ্বীন ও চরিত্রের উপর তুমি সন্তুষ্ট তাহা হইলে তাহাদেরকে বিবাহ করিয়া নাও। যদি বিবাহ না কর জমিনে ফিতনা ছড়িয়ে পড়িবে ও বৃহৎ ফাসাদ সৃষ্টি হইবে। (তিরমিযি)

নেককার মহিলার প্রতি উৎসাহ দেওয়া

٦٥٥. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ زَوْجَتٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ - (رواه ابن ماجه)

৬৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাকওয়া বা খোদাভীতি ব্যতীত সতী সাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা একজন ঈমানদার ব্যক্তি অধিক উত্তম আর কোন নিয়ামত লাভ করিতে পারে না। যদি তাহাকে কোন কাজের আদেশ করে তৎক্ষণাৎ সে তাহা পালন করে। তাহার দিকে তাকাইলে সে স্বামীকে খুশী করিয়া দেয়। যদি স্বামী তাহার বিষয়ে কোন শপথ করে তবে সে স্বামীকে শপথমুক্ত করে। আর যদি স্বামী তাহার নিকট হইতে দূরে কোথাও চলিয়া যায় তখন সে তাহার নিজের বিষয়ে এবং স্বামীর মাল-সম্পদের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একজন মুমিনের কাছে তাকওয়া অপেক্ষা উত্তম নিয়ামত আর কিছুই নাই। তবে হাঁ একজন সতী নেককার স্ত্রী উহার সমপর্যায়ের হইতে পারে।

যেই স্ত্রীর মধ্যে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীর কথা বলা হইয়াছে এইগুলি বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই স্ত্রীর মাধ্যমেই তাহার স্বামীর মধ্যে তাকওয়া অর্জিত হইতে সহায়ক হয়। "স্বামীকে খুশী করে" অর্থাৎ সে হামেশা হাস্যমুখে স্বামীর মনকে সন্তুষ্ট রাখে। অভাব অনটনেও স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না।

কবির ভাষায় ঃ প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাধনে মিলি যবে পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।

٦٥٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - (متفق عليه)

৬৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (কোন পুরুষ সাধারণতঃ) চারটি গুণের কারণে কোন নারীকে বিবাহ করে। অর্থাৎ চারটি গুণের যে কোন একটি কারণে কোন নারীকে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়। নারীর ধন-সম্পদের কারণে, অথবা বংশ মর্যাদার কারণে, অথবা রূপ সৌন্দর্যের কারণে, অথবা ধর্মপরায়ণতার কারণে। অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি লাভবান হইতে চাও তবে ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ কর। আরে বোকা! তোমার হস্তদ্বয় ধুলায় ধূসরিত হউক। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ উল্লেখিত চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদারীর দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কেননা, ধন-সম্পদের বাহাদুরী ও রূপসৌন্দর্যের চাকচিক্য সাময়িক ব্যাপার। আর ভাল বংশেও মন্দের জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বীনদারী মানুষকে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই লইয়া যায়। ফলে পরবর্তীতে সন্তানের মধ্যেও উহার প্রতিফলন ঘটে।

٦٥٧. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْءَةُ الصَّالِحَةُ - (رواه مسلم)

৬৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়ার সবকিছুই ভোগের সামগ্রী। তবে সব সম্পদের তুলনায় সতী সাধ্বী রমণীই হইল সর্বোত্তম সম্পদ। (মুসলিম)

অত্যধিক পতিভক্তি অধিক সন্তান প্রসবকারিণীর প্রতি উৎসাহ

٦٥٨. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ - (رواه ابوداؤد والنسائى)

৬৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। তোমরা অত্যধিক পতিভক্তি ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী রমণীকে বিবাহ কর। কেননা কেয়ামতের দিন আমি অন্যান্য উম্মতের সম্মুখে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গর্ব করিতে আগ্রহী। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কোন মহিলা পতিভক্তা ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী হইবে তাহার মা, খালা, ভগ্নি ইত্যাদির স্বভাব চরিত্রের দ্বারা তা অনুমান করা যায়। ইসলামের

দৃষ্টিতে অধিক সন্তান লাভ প্রশংসার বিষয় এবং উহা বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রমাণিত। বর্তমান যুগে "সন্তান কমাও" বা ছোট পরিবার সুখী পরিবার, ইত্যাদি শ্লোগান মানুষের কৃতকর্মের ও অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার কুফল মাত্র। নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা কুফুরী শ্লোগান ও ইসলাম বিরোধ মতবাদ।

বিবাহের প্রস্তাবিতা পাত্রীকে দেখা

৬৫৯. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَلْقَى اللّٰهُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ اِمْرَأَةٍ فَلَا بَاْسَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا -

(رواه احمد وابن ماجه)

৬৫৯. অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে সালমাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে কোন রমণীর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ঢেলে দেন তাহলে তাহার জন্য উক্ত রমণীকে দেখে নেওয়া কোন দোষের নয়। (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যেই নারীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, প্রস্তাবের আগে তাহাকে একবার দেখিয়া লওয়া মুস্তাহাব। ইহাতে উদ্দেশ্য এই থাকিতে হইবে যে, দেখা যাক তাহার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণীয় গুণ আছে কিনা যাহার কারণে তাহাকে বিবাহ করা যায়। পাত্রী দেখার পর পসন্দ না হইলে খুব সতর্কতার সহিত সরিয়া পড়িবে, যাহাতে পাত্রীর কোন ক্ষতি না হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র পরপুরুষ তাই পাত্রীর হাতের কবজী, মুখমণ্ডল, পায়ের পাতা ও হাতের কনুই ইত্যাদির বেশী কিছু দেখা জায়েয নাই।

বিবাহের এলান ও সাক্ষী হাজির থাকা

৬৬০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَا ضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ -(رواه الترمذى)

৬৬০. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ও মসজিদে বিবাহের কাজ সম্পাদন কর এবং উহাতে দফ বাজাও। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রকাশ্যে ও লোকজনের জানাজানির মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করা জমহুরে উলামাদের মতে মুস্তাহাব। কেননা চুপচাপের বিবাহে যিনার পথ পরিষ্কার করে। এই জাতীয় হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, প্রকাশ্য ঘোষণা বা এলান করা বিবাহ সম্পাদন বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ বলেন বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দুইজন বালেগ পুরুষের সাক্ষ্য হওয়াই শর্ত। এলান করা মুস্তাহাব। দারেকুতনীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে "সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ জায়েয হয় না।

"দফ" ইহা একটি বাদ্যযন্ত্র। আকৃতিতে ঢোলের মতই। তবে উহার একদিকের মুখ সম্পূর্ণবন্ধ এবং অপর মুখ খোলা। উহাতে আঘাত করিলে প্রতিধ্বনি কিংবা সুর সৃষ্টি হয় না। কেবলমাত্র একটি শব্দ হয়। সভা-সমিতি, জায়গা জমি দখলের সময় উহা বাজানো হয়। বিবাহ, আকীকা, অলীমা কিংবা অন্যকোন আনন্দ উৎসবে উহা বাজানো শরীয়তে জায়েয আছে। কিন্তু দফের বৈধতার সুযোগে অনৈসলামিক সংস্কৃতি অবলম্বনে

ঢোল নাকারা ইত্যাদি সম্বলিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা তথা ব্যান্ড পার্টির বাজনা বাজানো না জায়েয। হাদীসে হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক জায়গায় বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনিয়া নবী (স) কানে আঙ্গুল দিয়াছিলেন।

٦٦١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا الَّتِى يَنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ – (رواه الترمذى)

৬৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রকৃত ব্যভিচারিনী তাহারাই যাহারা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয়। (তিরমিযি)

বিবাহের খুৎবাহ পাঠ

٦٦٢. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَاهَادِىَ لَهُ- وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ – يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَأَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا – يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُو اللّٰهَ وَقُوْلُوْاقَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا – (رواه ابوداؤد واحمدو الترمذى)

৬৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে প্রয়োজনের খুৎবা শিক্ষা দিয়েছেন-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَنَسْتَعِيْنُهُ الخ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, ও তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি আমাদের স্বীয় কুপ্রবৃত্তির কুচিন্তা হইতে। আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত দান করে তাহাকে কেহ গোমরাহ করিতে পারেনা। আর যাহাকে তিনি গোমরাহ করেন, তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (স) তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল। (বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর তিনি নিম্নের তিনটি আয়াত পাঠ করেন)

(১) অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা প্রকৃতভাবে আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না।

(২) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা একে অন্যের নিকট আপন অধিকার দাবী কর। এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

(৩) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। ইহাতে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীকে ত্রুটিমুক্ত করিবেন (অর্থাৎ কবুল করিবেন) এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইয়াছে সে বড় রকমের কৃতকার্য হইয়াছে। (আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিযি)

স্বল্প খরচের বিবাহ সর্বাপেক্ষা বরকতময়

٦٦٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৬৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বল্প খরচের বিবাহ সর্বাপেক্ষা বরকতময়। (বায়হাকী, শোয়াবে ঈমান)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে আমাদের দেশ ও সমাজে অযথা খরচের মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করিয়া তোলা হইতেছে। ফলে আনন্দদায়ক বস্তুকে কষ্টদায়ক করা হইতেছে এবং দেখা যাইতেছে পরিণামে উহা অকল্যাণই ডাকিয়া আনিতেছে। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ (স,) স্বীয় মেয়ে ফাতিমার বিবাহে যে সব মালামাল দিয়াছিলেন

٦٦٤.عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ - فِىْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا اِذْخِرٌ - (رواه النسائى)

৬৬৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহে জাহিয বা মালপত্র হিসাবে একটি চাদর একটি মশক ও ইযখির গাছের ছালভর্তি একটি বালিশ দিয়াছিলেন। (নাসায়ী)

অলীমা বা বৌভাত

٦٦٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثْرَصَفْرَةٍ فَقَالَ مَاهٰذَا؟ قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ - (متفق عليه)

৬৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-এর শরীরে বা কাপড়ে জাফরানী তথা হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? (ইহা কিসের চিহ্ন) তিনি বলিলেন, আমি একটি খেজুর দানার ওজন স্বর্ণ বিনিময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তখন নবী (স) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার বিবাহে বরকত দান করুন। একটি বকরী দ্বারা হইলেও তুমি অলীমা কর।

(বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অলীমা অর্থ মিলন। বিবাহের পর বাসর রজনীতে দম্পতির মিলনের পরদিন লোকজনকে কিছু খাওয়ানোকে অলীমার খানা বলা হয়। অবশ্য আধুনিক কালে ইসলামী পরিভাষা পরিবর্তন করিয়া এই খানাকে বৌভাত বলার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ উলামাদের মতে ইহার আয়োজন বা ব্যবস্থা করা সুন্নত। ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ ও স্বচ্ছলতার উপর ইহার আয়োজনের পরিমাণ নির্ভর করে। সামর্থের বাহিরে ঋণকর্জ করিয়া ইহার আয়োজন করা, কিংবা অলীমার জন্য কাহাকেও বাধ্য করা অথবা লোকজনের কাছে সুনাম অর্জন করার উদ্দেশে ইহা করা গোনাহের কাজ। শরীয়তের বিধানের বহির্ভূত আড়ম্বর করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। অথচ আজকাল ইহার বহুক্ষেত্রে সীমালংঘন অপব্যয় ও অপচয় কার্য করিতে উৎসাহ দেখা যায়।

হালাল উপার্জন করা ও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা

٦٦٦. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ - (رواه البخارى)

৬৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত মিকদাম বিন মাদিকারাবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ কখনও নিজের হাতের উপার্জিত খাদ্য হইতে উত্তম খাদ্য খায় নাই। নিশ্চয় আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করিয়া খাইতেন। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে স্বহস্তে উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা হইল উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন ইহা আল্লাহ তায়ালার পয়গাম্বর হযরত দাউদ (আঃ)-এরও সুন্নত। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে তিনি যুদ্ধের পোষাক তৈয়ার করিতেন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে উহাকেই তিনি স্বীয় জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানাইয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের দ্বারা নিজ হাতে কাজ কর্মকরার উচ্চ মর্যাদাও প্রমাণিত হইল।

٦٦٧. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ- (رواه احمد)

৬৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহর রাসূল! কোন উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র ও উত্তম? উত্তরে হুজুর বলেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেকটি পবিত্র ও সততাপূর্ণ ব্যবসা। নিজ হাতের উপার্জনের মধ্যে হালাল ব্যবসা সবচেয়ে উত্তম। (আহমদ)

٦٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৬৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ফরজ (এবাদত বন্দেগীর) পর হালাল পথে উপার্জন করাও ফরজ। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং নামাজ, রোজা ইত্যাদি যাহা ইসলামের প্রথম ও মৌলিক পর্যায়ের এবাদত এগুলি আদায়ের পর হালাল বা বৈধ পথে রুজী রোজগারের ফিকির ও চেষ্টা তদবীর করা ইহাও ইসলামী শরীয়তে ফরজ বলা হইয়াছে। মানুষ যদি ইহাতে গাফলতি করে তাহা হইলে হারাম খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর হারাম খাদ্যের পরিণতি যে কি ভয়াবহ তাহা কাহারও অজানা নয়। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে হারাম উপার্জন ও হারাম খাদ্য হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

٦٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّاطَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَالْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَآاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِن طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يَطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ - (رواه مسلم)

৬৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি এ সম্পর্কে স্বীয় নবীদিগকে যাহা হুকুম করিয়াছেন ঠিক তাহাই মুমিনদিগকে হুকুম করিয়াছেন। নবীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে পয়গাম্বরগণ! তোমরা হালাল খাদ্য খাও ও নেক আমল কর। এবং ঈমানদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে ঈমানদার বান্দারা! তোমরা আমার দেওয়া রিজিক হইতে হালাল রিজিক খাও। (এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাক) অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিলেন যে দীর্ঘ সফর করিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাহার চুলগুলি এলোমেলো ও ময়লা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার কাপড়গুলি ধুলি মলিন হইয়া গিয়াছে। সে আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া দোয়া করিতেছে, হে আমার প্রভু! হে আমার রব! অথচ অবস্থা হইল এই যে, তাহার খাদ্য হারাম, তাহার পান করা হারাম তাহার পোষাক হারাম এবং হারামের দ্বারা সে লালিত পালিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার দোয়া কিভাবে কবুল হইবে? । (মুসলিম শরীফ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসের মতলব হইল, আল্লাহ তায়ালা বড়ই পাক পবিত্র, তিনি এমন সদকা ও দান খয়রাত কবুল করেন যাহা পাক পবিত্র তথা হালাল মাল দ্বারা করা হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাম উপার্জনে আল্লাহর তায়ালার নির্দেশের কথা উল্লেখ করিয়া মুমিনদিগকে সাবধান করেন যে, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানকেই হালাল পথে উপার্জন করিতে হইবে এবং হারাম হইতে বাঁচিতে হইবে। অতঃপর হুজুর বলেন, হারাম মাল এতই ক্ষতিকর যে হারাম খাইয়া কেহ যদি কোন পবিত্র স্থানে যাইয়া অসহায় অবস্থায় ও আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন দোয়া করে তবু তাহার সেই দোয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হইবে না।

٦٧٠. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ - (رواه احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

৬৭০. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ গোশত ও শরীর বেহেশতে যাইবে না যাহা হারামের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং যে সকল গোশত বা শরীর হারামের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে জাহান্নামই তাহার জন্য উত্তম ও যোগ্য। (আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাহারা হারাম পথে উপার্জন করে ও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে তাহাদের জন্য উক্ত হাদীসে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী দেওয়া হইয়াছে। যাহারা হারাম খাইয়া তথা সুদ, ঘুষ, জুয়া ও অন্যায় অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইবে তাহারা জান্নাত হইতে বঞ্চিত থাকিবে ও জাহান্নাম হইবে তাহাদের আবাসস্থল। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে হেফাজত করুন।

ব্যবসাতে ধোঁকা দেওয়ার উপর কঠোরতা

٦٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا - (رواه مسلم)

৬৭১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যবসায়ীর খাদ্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি স্তুপের ভিতরে স্বীয় হাত ঢুকাইয়া দিলেন এতে আঙ্গুলে সিক্ততা অনুভব করিলেন। হুজুর (স) বলিলেন, হে খাদ্যের মালিক ইহা কি? সে উত্তর করিল হে আল্লাহর রাসূল (স) ইহাতে বৃষ্টির পানি পড়িয়াছে। হুজুর বলেন এই ভিজা খাদ্য তুমি উপরে রাখ নাই কেন? যেন ক্রেতা তাহা দেখিয়া নিতে পারে৷শুনিয়া রাখ! যে ব্যক্তি ধোকাবাজি করে সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা

٦٧٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (رواه الترمذى والدارمى والدار قطنى)

৬৭২। অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে থাকিবে। (তিরমিযি, দারেমী ও দারেকুতনী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ব্যবসা বাণিজ্য বড়ই পরীক্ষার বস্তু। ব্যবসায়ীর সামনে বারবার এমন অবস্থা আসে, সে যদি তখন আল্লাহর হুকুম মুতাবিক সততা ও আমানত দারী বজায় রাখতে চায় তাহা হইলে জাহেরীভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তখন যদি সে সততা ও আমানত-দারীর খেয়াল না করিয়া ব্যবসার সার্থের দিকে চাহিয়া চলে তবে সে হাজার হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যবসায়ী ব্যবসার লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করিয়া আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী ঈমানদারীর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করিবে সে হইবে আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষায় সফলকাম। হাদীসের মধ্যে এমন ব্যবসায়ীদের জন্যই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহারা আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দাহ তথা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ইহা হইল তাহাদের সততা, আমানতদারী ও ঈমানদারীর পুরস্কার।

ব্যবসাতে সহজ ও নরম ব্যবহারের ফজিলত

٦٧٣. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى - (رواه البخارى)

৬৭৩। অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ বান্দাহকে রহম করুন, যে বান্দাহ ক্রয় বিক্রয়ের সময় এবং স্বীয় হক উসুল করিবার সময় নরম ব্যবহার করে। (বুখারী)

٦٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَعَنَّا قَالَ فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -(متفق عليه)

৬৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি মানুষকে কর্জ দিত। যখন স্বীয় গোলামকে তাকাদার জন্য ও কর্জ উসুল করিবার জন্য পাঠাইত তখন সে বলিয়া দিত তুমি যখন কর্জ উসুল করিবার জন্য কোন গরীব ও অভাবী লোকের কাছে যাইবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে; হয়তো আল্লাহ তায়ালা এই উসিলায় আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন মৃত্যুর পর সে যখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হইল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

٦٧٥. عَنْ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ - (رواه مسلم)

৬৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবুল ইয়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে ব্যক্তি কোন অভাবী গরীব করজদারকে সময় দিবে কিম্বা ক্ষমা করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের ছায়াতে স্থান দিবেন। (মুসলিম)

٦٧٦. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ اَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ - (رواه احمد)

৬৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর কোন হক (করজ ইত্যাদি) আছে সে যদি করজদারকে অবকাশ দেয় তাহলে প্রতিদিনের পরিবর্তে সে সদকার সওয়াব লাভ করিবে। (আহমদ)

শ্রমিকের হক ও উহা জলদি আদায়ের নির্দেশ

٦٧٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطُوا الْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ - (رواه ابن ماجه)

৬৭৭। অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা শ্রমিকের পাওনা বা মজদুরী তাহার শরীরের ঘাম শুকাইয়া যাইবার পূর্বেই আদায় করিয়া দাও। (ইবনে মাজাহ)

ঋণ আদায়ে কঠোরতা

٦٧٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنُ - (رواه مسلم)

৬৭৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শহীদগণ আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করিবার দরুন তাহাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে তবে ঋণ তাহা ক্ষমা করা হইবে না (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইখলাছের সাথে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া এমন এক মকবুল আমল যে ইহাতে মানুষের যাবতীয় গুনাহের কাফ্যারা হইয়া যায় এবং ইহার বরকতে সকল গুনাহ ক্ষমা হইয়া যায়, তবে যদি তাহার উপর কোন বান্দার পাওনা ঋণ থাকে সেই ঋণ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন না কারণ তাহা বান্দার হক। ইহা হইতে মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ হইল ঋণ আদায় করিয়া দেওয়া। অথবা পাওনাদার তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

٦٧٩. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ (فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْاَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهُ - (رواه احمد)

৬৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ) হইতে (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তাঁহার কছম করিয়া বলিতেছি যদি কেহ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়া শহীদ হন, শহীদ হওয়ার পর আবার জীবিত হন, অতঃপর জেহাদে শরীক হইয়া শহীদ হন, আবার জীবিত হইয়া শহীদ হন, অতঃপর জীবিত হইয়া আবারও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়া শাহাদাত বরণ করেন অতঃপর আবার জীবিত হন এবং তাহার জিম্মাতে কর্জ থাকে ঋণ থাকে, তাহা হইলে সে এই ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত জান্নাতে যাইতে পারিবে না। (আহমদ)

আখলাক ও চরিত্রের বর্ণনা

উত্তম আখলাকের ফজিলত ঃ

٦٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا - متفق عليه

৬৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে তাহারাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যাহারা উত্তম আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাহারা উত্তম আখলাকের অধিকারী তাহারা মানুষের মধ্যে উত্তম। উত্তম আখলাকের মূলভিত্তি হইল আল্লাহ তায়ালার ভয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া জীবনের কর্মব্যবস্থা রচনা করে এবং তাহার উপর আমল করে সে উত্তম মানুষ। খোদাভীরু উত্তম মানুষ আল্লাহর নিকট সম্মানিত। যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত সে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব।

٦٨١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (رواه ابوداؤد والدارمى)

৬৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার হইল যাহারা উত্তম আখলাক বা চরিত্রের অধিকারী। (আবু দাউদ ও দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বান্দা যখন আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন সে তাহার বিশ্বাসের শক্তিতে বলিয়ান হইয়া আমল ও আখলাক দুরস্ত করে। আমল ও আখলাক সুন্দর ও সুসজ্জিত করার সাধনা খুবই কঠিন এবং এই কঠিন কাজে যে যতটুকু অগ্রসর তার ঈমান ততটুকু মজবুত ও কামিল। ঈমান ও আখলাক এক সুতার দুইটি প্রান্ত। যার ঈমান কামিল হইবে তার আখলাকও ভাল হইবে যার আখলাক যত ভাল হইবে তিনি তত কামেল ঈমানের অধিকারী হইবেন। এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার হইল যাহারা উত্তম আখলাকের অধিকারী।

٦٨٢. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ -(رواه ابوداؤد والترمذى)

৬৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মুমেন ব্যক্তির মিযানে (পাল্লায়) সবচেয়ে ভারী যে বস্তু রাখা হইবে তাহা হইল উত্তম আখলাক। (আবু দাউদ তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কেয়াতের দিন মুমিন ব্যক্তির আমলনামায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হইবে তাহার সুন্দর আখলাক। কিয়ামতের দিন এমন লোকও আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির করা হইবে যার আমলনামার মধ্যে নামাজ, রোজা যাকাত প্রভৃতি নেক আমল থাকিবে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি তার মন্দ আচরণের জন্য আল্লাহর কাছে নালিশ করিবে। আল্লাহ তায়ালা নালিশকারীদের মধ্যে তাহার নেক আমল বন্টন করিয়া দিবেন। মন্দ আমল তার নেক আমলের তুলনায় ভারী হইবে। তাই আল্লাহ তায়ালা অভিযোগকারীদের গুনাহ তার উপর চাপাইয়া দিবেন। মনে রাখিতে হইবে মন্দ আমল, অসংযত কথাবার্তা ও ব্যবহার সৎকর্মকে ধ্বংস কারিয়া দেয়।

٦٨٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ- (ابوداؤد)

৬৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছ। ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম আখলাকের দ্বারা রাতের এবাদতকারী এবং দিনের বেলা রোযা পালনকারীর অনুরূপ মর্যাদা লাভ করিবে। (আবু দাউদ)

দয়া ও নম্র ব্যবহার

٦٨٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَايُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَايُعْطِىْ عَلٰى مَاسَوَاهُ - (رواه مسلم)

৬৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা দয়ালু এবং দয়া ভালবাসেন। তিনি দয়া ও নম্রতার জন্য যাহা দান করেন তাহা কঠোরতার জন্য দান করেন না। এমন কি যাহা দয়া ও নম্রতার জন্য দান করেন তাহা অন্যকোন কিছুতেই দান করেন না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালা অতি দয়ালু। রহম করম তাঁহার গুণ। মা তাহার সন্তানকে যত ভালবাসে তার চেয়ে তিনি অনেক বেশী ভালবাসেন তাঁহার মাখলুককে। কারণ তিনিই তামাম প্রাণীর বুকে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই জন্য তাঁহার চেয়ে বেশী ভালবাসার গুণ কেহই পাইতে পারে না। কোন সন্তানের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলে তাহার পিতা মাতা দয়া প্রদর্শনকারীর প্রতি যতটুকু খুশী হয় তার চেয়েও বেশী খুশী হন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দার প্রতি অন্য বান্দার দয়া প্রদর্শনের জন্য। তিনি কঠোরতা অপছন্দ করেন এবং যে বান্দাহ কঠোরতার দ্বারা উদ্দেশ্য সফল করিতে চায় তিনি তাহাকেও অপছন্দ করেন। তিনি দয়ালু তাই তিনি কঠোর এবং নিষ্ঠুর বান্দাহকে তাঁহার নেয়ামত হইতে দুনিয়ার জিন্দিগিতে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু নম্র ও দয়ালু বান্দাহকে তিনি যাহা দান করেন তাহা তিনি কঠোর স্বভাবের বান্দাহকে দান করেন না।

তিনি দয়ালু বান্দার প্রতি বিশেষ আচরণ করেন। তাহার সমস্যার সমাধান করেন। মানুষের অন্তরে তাহার জন্য স্নেহ ভালবাসার সৃষ্টি করেন। তিনি আখেরাতের জিন্দিগীতে ও তাহাকে যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহার প্রতি মহব্বত ও রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

٦٨٦. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ - (رواه ابوداؤد والترمذى)

৬৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির খবর দিব না যে দোযখের জন্য হারাম এবং যাহার জন্য দোযখের আগুন হারাম। প্রত্যেক অনাড়ম্বর, ভদ্র, মিশুক (মানুষের নিকটবর্তী) এবং বিনম্র ব্যক্তি। (আবু দাউদ তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসে বর্ণিত চারটি শব্দ নরম মেজাজ এবং মিশুক ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়। আল্লাহ তায়ালা সরল সুন্দর এবং বিনম্র ব্যক্তিকে ভালবাসেন ও মহব্বত করেন এবং তাহাকে দোযখের আগুন হইতে হেফাজত করেন। অবশ্য এ ধরনের ব্যক্তির ঈমান থাকিতে হইবে এবং হালাল হারাম তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। বিনম্রতা, খোশ মেজাজ, ভদ্রতা প্রভৃতি মুমিন ব্যক্তির অপরিহার্য গুণাবলী। মুমিন ব্যক্তি আপাদ মস্তক ভালবাসা ও মহব্বতে পরিপূর্ণ। তিনি কঠোর, কর্কশ এবং অবিবেচক নন। তিনি সরল, বিনম্র ও সহানুভূতিশীল। তাই মানুষ তাহার দ্বারা বেশী উপকৃত হয়। তাহারা খুব সহজে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার উন্নত চরিত্র ও আখলাক হইতে তাহারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর দ্বীন মহান ও কল্যাণকর। নম্রতার দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা, শত্রুকে বন্ধু বানান এবং কঠিন কাজ সহজে সমাধা করা সম্ভব। কর্কশ মেজাজ এবং কঠোর নীতির দ্বারা মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাইতে পারে, সাময়িকভাবে তাহাদেরকে বশ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদের মন জয় করা সম্ভব নয়। মোট কথা সরল, ভদ্র, মিশুক এবং বিনম্র ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ খুব সহজে লাভ করিতে পারেন।

٦٨٧. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَاالْجَعْظَرِيُّ - (رواه ابوداؤد)

৬৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত হারেসা বিন ওয়াহ্‌হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অহংকারী ও বদস্বভাবের লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবেনা। (আবু দাউদ)

٦٨٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - (رواه البخارى)

৬৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম কথাবার্তা সদকা। (বুখারী)

দয়া ও রহম করা

٦٨٩. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

৬৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রহমকারীদের প্রতি পরম রহমশীল (আল্লাহ তায়ালা) রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম কর, আসমানে অবস্থানকারী তোমাদিগকে রহম করিবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করার অর্থ শুধু মানুষ পর্যন্ত সীমিত নয়। মানুষকে অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে এবং তার সাথে সাথে দুনিয়াতে অবস্থানকারী তামাম মাখলুকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। কাহারো প্রতি অন্যায় ও জুলুম করা যাইবে না। দুনিয়ার তামাম মাখলুকের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। তাই তামাম সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ খুশী হন। দয়া প্রদর্শনকারীকে মহব্বত করেন, তাহার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করেন। তাহার কষ্ট লাঘব করেন এবং বিভিন্নভাবে তাহাকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উত্তম আখলাকের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

٦٩٠. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ - فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ فَقَالَ نَعَمْ - فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ -(متفق عليه)

৬৯০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা চলাকালে খুব পিপাসা বোধ করিল। অতঃপর একটি কুয়া পাইল, সে তাতে নামিল ও পানি পান করিল। অতঃপর কুয়া হইতে বাহির হয়ে দেখিল, একটি কুকুর তৃষ্ণায় জিহবা বাহির করিয়া কাদা মাটি খাইতেছে। লোকটি নিজে নিজে ভাবল কুকুরটির যেইরূপ পিপাসার যন্ত্রণা লাগিয়াছে আমারও সেইরূপ লাগিয়াছিল। অতঃপর সে কুয়াতে নামিল ও জুতায় পানি ভরিয়া মুখের দ্বারা ধরিয়া উপরে নিয়া আসিল এবং কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা তাহার কাজের স্বীকৃতি দিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জন্তু জানোয়ারের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রহিয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ! প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীতে সওয়াব রহিয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ছোট বড় প্রত্যেক কাজে সওয়াব রহিয়াছে। ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার মধ্যেও সওয়াব রহিয়াছে। কিন্তু সওয়াবের পরিমাণ প্রত্যেক কাজের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পাদিত কাজের জন্য যে সওয়াব রহিয়াছে অস্বাভাবিক অবস্থায় সম্পাদিত একই কাজের তার চেয়ে বেশী সওয়াব রহিয়াছে। যে সৎকাজের পিছনে আন্তরিকতা বেশী তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সওয়াবও বেশী।

٦٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ - (متفق عليه)

৬৯১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মহিলা এই জন্য জাহান্নামে গিয়াছে যে, সে একদিন মাদী বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে নিজে তাহাকে খাবার দেয়নি এবং জমিনে পোকা মাকড় খাওয়ার জন্য তাহাকে ছাড়িয়াও দেয়নি। (বুখারী মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাহাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে তাহারা কখনো জীবজন্তুর প্রতি কঠোর ও নির্মম ব্যবহার করিতে পারে না। যাহাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় নাই তাহারাই আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারে। তাই দুনিয়ার জিন্দিগীতে যাহারা আল্লাহকে ভয় করেনা এবং তাহার সৃষ্ট জীবের প্রতি নির্মম আচরণ করে কিংবা তাহাদেরকে মারিয়া ফেলে তাহারা কিয়ামতের দিন দয়ালু আল্লাহর দয়া হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

٦٩٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّامِنْ شَقِيٍّ - (رواه احمد والترمذى)

৬৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদেক, আল মাসদুক আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া কাহারও অন্তর হইতে রহমত দূরীভূত হয় না। (আহমদ তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পাষাণ হৃদয়ে ঈমান স্থান পায় না। ঈমানদার ব্যক্তি নরম ভদ্র ও দয়ালু। পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয়হীন অন্তর কঠিন ও নির্মম। যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশী সে কখনো অন্যের প্রতি নির্মম ও নির্দয় হইতে পারে না।

দান ও কৃপণতা

٦٩٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَاابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - (متفق عليه)

৬৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হইবে। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়ার তামাম সম্পদের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি মানুষকে বিভিন্ন পরিমাণে সম্পদ দান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি চান ধনী ব্যক্তি তাহার ধন দৌলত এতীম, গরীব, মিসকীনদের জন্য ব্যয় করুক। যে ব্যক্তি তাহার সম্পদকে দুঃস্থ মানবতার সাহায্যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার ব্যয়িত সম্পদের প্রতিদান লাভ করিবে। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার যিন্দেগীতে দাতা ব্যক্তিকে আরও ধন-দৌলত দান করিবেন। সে কখনও অভাব অনুভব করিবে না, নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইবে না। আখিরাতের যিন্দেগীতে আল্লাহ তায়ালা দাতা ব্যক্তিকে বহুগুণ প্রতিদান দিবেন এবং সে তাহার সাফল্যের জন্য খুশী ও গর্বিত হইবে। আফসোস! কৃপণ ব্যক্তি যদি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত।

٦٩٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - (رواه الترمذى)

৬৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ হইতে দূরবর্তী। বখিল ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে মানুষ হইতে দূরে, জান্নাত হইতে দূরে, এবং দোযখের নিকটে। একজন বখীল আবেদের চাইতে একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দানশীল ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব। মানুষ দুনিয়াতে দানশীল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে এবং তাহার মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা দানশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তাই তিনি তাহাকে কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত সফলতা দান করিবেন। তাহার দুনিয়ার কাজের প্রতিদান হিসাবে তাহাকে জান্নাত দান করিবেন।

বখিল ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ। কৃপণতার কারণে দুনিয়ার যিন্দেগীতে সে সম্পদ উপভোগ করিতে পারে না, সম্পদের দ্বারা কোনরূপ আরাম আয়েশ করাও তাহার ভাগ্যে জুটে না। কৃপণ ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন গরীব, মিসকীন, পাড়া প্রতিবেশী, এমনকি নিজের পরিবার পরিজনের অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ও কোন অর্থ ব্যয় করে না। তাই দুনিয়ার তামাম মানুষ তাহাকে ঘৃণা করে, গরীব, মিসকীনরা তাহার জন্য বদদোয়া করে। কৃপণ ব্যক্তি কোন সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে না। আল্লাহর বান্দাদের অভাব মোচন করার জন্য সে চেষ্টা করে না, সে আল্লাহর রাস্তায় কোনরূপ খরচ করেনা। তাই আল্লাহ তায়ালা কৃপণ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে অপছন্দ করেন সে জান্নাত হইতে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে থাকিবে।

٦٩٥. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَّلَا بَخِيْلٌ وَّلَا مَنَّانٌ - (رواه الترمذى)

৬৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, প্রতারক, কৃপণ এবং দয়া দাক্ষিণ্যের প্রচারকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রতারণা, কৃপণতা এবং দানের প্রচার তিনটি মন্দ অভ্যাস। এইগুলি মানুষের লক্ষণ হইল সে মানুষের কল্যাণ করিবে। জান্নাতী ব্যক্তি দানশীল। আল্লাহর পথে দান খয়রাত করিয়া সর্বদা তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করিতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করিলে সম্পদ হ্রাস পাইবে। জান্নাতী ব্যক্তি কখনো তাহার দান খয়রাতের প্রচার করেন না। সে মানুষের বাহবা কুড়ানো ও সম্মান লাভের জন্য দান খয়রাত করে না। দান প্রচারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপকার করে না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাহার এই সকল কাজের কোন প্রতিদান দিবেন না। অতএব, প্রতারক, কৃপণ, এবং ইহসান প্রচারক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার

٦٩٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَالِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَالِكَ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُضَيِّفُهٗ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى رَحْلِهٖ فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهٖ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَرِيْهِ اَنَا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى بِيَدِهٖ لِيَاْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ كَىْ تُصْلِحِيْهِ فَاَطْفِئِيْهِ فَفَعَلَتْ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ عَجَبَ اللّٰهُ اَوْضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانَةٍ - (متفق عليه)

৬৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্ত। তখন নবী করীম (স) তাঁহার কোন বিবির কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন, যিনি আপনাকে হক দ্বীনসহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ। আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি অপর বিবির কাছে খবর পাঠাইলেন। তিনিও অনুরূপ জবাব

দিলেন। এবং তাহাদের প্রত্যেকে অনুরূপ জবাব দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে এ ব্যক্তির মেহমান দাবী করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রহম করিবেন। আবু তালহা নামে এক আনসারী সাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। অতঃপর তিনি মেহমানকে তাহার ঘরে নিয়া গেলেন। তিনি তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কাছে কি মেহমানদারী করার মত কিছু আছে? স্ত্রী জবাব দিলেন, আমার বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, বাচ্চাদেরকে কোন কিছুর দ্বারা ব্যস্ত রাখ এবং ঘুম পাড়াইয়া দাও। আমাদের মেহমান আসিলে তাহাকে এইরূপভাবে দেখাও যে আমরা খাইব। মেহমান খাওয়ার জন্য হাত বাড়াইলে তুমি বাতি ঠিক করিবার ভান করিয়া বাতির কাছে যাইবে ও বাতি নিবাইয়া দিবে। তাহার বিবি তাহাই করিলেন। মেহমান খাইলেন এবং তাহারা বসিয়া থাকিলেন। তাহারা অভুক্ত রাত কাটাইলেন। ভোর হইলে আবু তালহা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নাম নিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাঁহার অমুক বান্দাহ ও তাহার স্ত্রীর উপর খুব খুশী হইয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা আল্লাহর নবী বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তাঁহার অমুক বান্দাহ ও তাহার স্ত্রীর ব্যাপারে হাসিয়াছেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রয়োজনের চাইতে আল্লাহর অভাবগ্রস্ত বান্দাহদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাসূলকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার যিন্দেগীর সামান্য আরামের চাইতে আখেরাতের যিন্দেগীর স্থায়ী কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বেশী করেন। তিনি অতি সহজে এ সকল কাজ করিতে পারেন। যখন বান্দাহ আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন কোরবানী দান করে তখন আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে তাহা কবুল করেন। সাহাবী আবু তালহা (রাঃ) এবং তাহার বিবি নিজেদেরকে এবং বাচ্চাদেরকে ভুখা রাখিয়া ক্ষুধার্ত মেহমানকে একবেলা সাধারণ খাবার দান করিয়া যে সওয়াব হাসিল করিয়াছেন সে সওয়াব স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পদের পাহাড় বিতরণ করিয়াও হাসিল করা সম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ সওয়াবের পরিমাণ বান্দার নিয়তের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

আল্লাহর জন্য মহব্বত ও শত্রুতা

٦٩٧. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ - (رواه ابوداؤد)

৬৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবুযার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকটে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হইল আল্লাহর জন্য মহব্বত এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহর জন্য মানুষকে মহব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য কাহারো সাথে শত্রুতা পোষন করা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার ছেলেকে বলিয়াছিলেন, বদরের যুদ্ধের সময় তিনি তাহাকে তলোয়ারের নীচে পাইলে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করিতেন না।

ঈমানের বুলন্দ স্তরে অবস্থানকারী হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতের জন্য আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস বিলাল (রাঃ) কে খুববেশী মহব্বত করিতেন এবং তাহাকে "সাইয়েদী" বা আমার নেতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমাদের বর্তমান

সমাজে স্বার্থের জন্য মানুষ তাহার ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাইতে দ্বিধাবোধ করে না। মোট কথা স্বার্থ, লোভ লালসা, ধন দৌলত, প্রভাব প্রতিপত্তির উন্মাদ প্রতিযোগিতায় মানুষ তাহার মানবীয় মূল্যবোধ হারাইয়া নিজেকে পশুর স্তরে নিয়া গিয়াছে। যখন মানুষ কুরআন ও হাদীসের হিদায়াত মুতাবিক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা করে তখন মানুষ চিন্তা ও কর্মের বিশৃংখলা ও তার মারাত্মক পরিণতি হইতে বাঁচিতে পারিবে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সারা দুনিয়ার মানুষকে অসন্তুষ্ট করিতে হইলে ও ইহাতে মুমিন ব্যক্তি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবে না।

٦٩٨. عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهٗ عَزَّوَجَلَّ - (رواه احمد)

৬৯৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে বান্দাহ আল্লাহর জন্য অপর বান্দাহকে মহব্বত করে সে ইজ্জত ও জালালের অধিকারী তাহার রবের সম্মান করিয়া থাকে। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার বান্দাহকে খুব মহব্বত করেন। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার বান্দাহকে ভালবাসে, তাঁহার বান্দাহর অভাব অভিযোগ দূর করে এবং বিপদকালে তাহাকে সাহায্য করে সে আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান করে। বান্দাহর খিদমত করা আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি গ্রহণযোগ্য আমল। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের আমলকারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণকারী এবং অনবরত রোযাপালনকারী বান্দাহর সমপরিমাণ মর্যাদা দান করেন। মহব্বত করার অর্থ শুধু অন্তরের মধ্যে ভালবাসা পোষণ করা বা মুখের দ্বারা তাহা প্রকাশ করা নয় বরং বাস্তব জীবনে আল্লাহর বান্দাহদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার জন্য এইরূপ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যেইরূপ পদক্ষেপ নিজের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য গ্রহণ করা হয়।

٦٩٩. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ - (رواه مالك)

৬৯৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার মহব্বত তাহাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে যাহারা আমার জন্য একে অন্যকে ভালবাসে, আমার জন্য একত্রে উপবেশন করে আমার জন্য পরস্পরে মুলাকাত করে এবং আমার জন্য পরস্পরে খরচ করে। (মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিক)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পরস্পর ভালবাসার অর্থ হইল নিজেদের জন্য যাহা পছন্দ করা হয়, অপর ভাইয়ের জন্য তাহা পছন্দ করা, নিজের জন্য যাহা অপছন্দ করা হয় তাহা অপর ভাইয়ের জন্য অপছন্দ করা, নিজের অভাব অভিযোগ যেভাবে দূর করা হয় সেইভাবে অপর ভাইয়ের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা।

একত্রে উপবেশন করার অর্থ হইল, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কুরআন হাদীসের আলোচনা করিবার জন্য বা আল্লাহ্ তায়ালাার হামদ ও সানা করিবার জন্য একত্রে বৈঠকে মিলিত হওয়া। এই কাজের গুরুত্ব এত বেশী যে, আল্লাহর রাসূল (স) অপর এক হাদীসে বলেন, সকাল সন্ধায় আল্লাহর রাস্তায় সামান্য পরিশ্রম করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সবকিছু হইতে উত্তম।

আল্লাহর জন্য পরস্পরে মুলাকাত করার অর্থ হইল, অপর ভাইয়ের সুখ দুঃখে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহার সাথে সাক্ষাত করা। বিপন্ন ভাইকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হওয়া এবং পীড়িত ভাইকে পরিচর্যা করিবার জন্য পরিদর্শন করা। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্য পরস্পর সম্পদ ব্যয় করা যেমন হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার গোটা সম্পদ মুসলমানদের উন্নতি ও অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। উপরে বর্ণিত চার শ্রেণীর বান্দাহ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তাহাদেরকে ভালবাসা তাঁহার উপর ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তিনি এ ধরনের বান্দাহকে তাঁহার মহব্বতের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাদেরকে ভালবাসেন তাহাদের যিন্দেগী চূড়ান্তভাবে কামিয়াব।

٧٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلِّىْ – (رواه مسلم)

৭০০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহারা আমার জালাল ও শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পর ভালবাসত তাহারা কোথায়? আজ আমার ছায়া ছাড়া অন্যকোন ছায়া নাই। আমি তাহাদিগকে আমার ছায়া দ্বারা ছায়া দান করিব। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে যাহারা দুনিয়ার যিন্দেগীতে পরস্পর ভালবাসত তাহারা কিয়ামতের দিন যেই সব নিয়ামত লাভ করিবেন তাহার অন্যতম নিয়ামত হইল আল্লাহর আরশের ছায়ালাভ করা। কেয়ামতের দিন ময়দান ছায়াহীন ও উত্তপ্ত হইবে। তাই আল্লাহর আরশের ছায়া যাহারা লাভ করিবে তাহারা যাবতীয় দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানী হইতে মাহফুজ থাকিবে। কিয়ামতের দিনের অমঙ্গল তাহাদেরকে স্পর্শ করিবে না। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তাহাদের হিসাব সহজ করিবেন। তাহারা জান্নাতে স্থান লাভ করিবেন।

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে মহব্বত করিয়াছে অথচ তাহাদের সাথে মিলিত হয় নাই প্রসঙ্গে

٧٠١. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ – (متفق عليه)

৭০১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল (স) আপনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কিছু সংখ্যক লোককে ভালবাসে, অথচ তাহাদের সাথে এখনও মিলিত হয় নাই। আল্লাহর রাসূল (স)-এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে সে ব্যক্তি তাহার সাথে।

– (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসে বাহ্যত প্রশ্নকারী নবী করীম (স)-এর নিকট একথাই জানতে চাহিয়াছিলেন, এক ব্যক্তির কোন আল্লাহ ভীরুলোক কিংবা দলের প্রতি ভালবাসা আছে। কিন্তু আমলের দিক হইতে সে পিছনে রহিয়াছে। তাহার পরিনাম কি হইবে। নবী করীম (স) তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, আমলের দিক হইতে পিছনে থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি তাহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রেক্ষিতে হাশর নশর তাহাদের সাথেই হইবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার সঙ্গী সাথীদিগকে ভালবাসে ভৌগলিক দূরত্বে বা যমানার ব্যবধানের কারণে দূরে অবস্থান করিলেও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার সঙ্গী সাথীদের সাথে শামীল বিবেচিত হইবে এবং পরকালেও সে নবী করীম (স)-এর জামাতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিবে।

٧٠٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا - قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ فَرَحَهُمْ بِهَا -(متفق عليه)

৭০২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ধ্বংস! তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করিয়াছ? সে বলিল, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। এছাড়া আমি অন্যকোন প্রস্তুতি গ্রহণ করি নাই। তিনি বলিলেন, তুমি যাহাকে ভালবাস তাহার সাথে থাকিবে। আনাস (রাঃ) বলিলেন, ইসলামে দাখিল হওয়ার পর মুসলমানদিগকে অন্যকোন জিনিসে এ সংবাদ হইতে বেশী খুশী হইতে দেখিনাই। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অবশ্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতও বিশ্ববাসীকে কিয়ামতের দিন দুশ্চিন্তা ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবে। তবে শুধু মৌখিক মহব্বতের দাবীদারগণ এই সুসংবাদের আওতাভুক্ত হইকে কিনা তাহা বলা মুশকিল। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার বাস্তব প্রতিফলন নিজেদের যিন্দেগিতে করিতে হইবে। আল্লাহর রাসূল (স) কে ভালবাসার অর্থ হইল, তিনি যাহা ভালবাসিয়াছেন মহব্বত করিয়াছেন রাসূলের প্রেমিককেও তাহা ভালবাসিতে হইবে। তিনি যে কাজ করিয়াছেন সে কাজ করিতে হইবে। তিনি ইবাদত বন্দেগীর যে তরীকা দিয়াছেন সে তরীকা মোতাবেক ইবাদত বন্দেগী করিতে হইবে।

হিংসা, ঘৃণা ও অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ

٧٠٣. عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَااَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ – (رواه احمد والترمذى)

৭০৩. অনুবাদ ঃ হযরত যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুন্ডনকারী রোগ হিংসা ও ঘৃণা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়া আসিতেছে। আমি চুল মুন্ডনের কথা বলিতেছিনা বরং তাহা হইল দ্বীনের মুন্ডনকারী। (আহমদ, তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হিংসা ও ঘৃণা খুবই মারাত্মক ব্যাধি। এই দুইটি মন্দ স্বভাবের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে সংঘাত ও শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছে। যখন কোন জাতির লোকজন পরস্পর দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়, তখন জাতি হিসাবে দায়িত্ব ও যিম্মাদারী পালনে তাহারা ব্যর্থ হয়। হিংসা ও ঘৃণা শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং শত্রুতা জাতির জীবনী শক্তি নিঃশেষ করিয়া দেয়।

٧٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ –(رواه ابوا داؤد)

৭০৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, হিংসা হইতে সাবধান থাক। আগুন যেভাবে কাঠকে খাইয়া ফেলে তেমনিভাবে হিংসা সৎকর্মকে খাইয়া ফেলে। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের সুখ শান্তি ও কল্যাণ পছন্দ করে না। সে মনে মনে অন্যের অমঙ্গল কামনা করে। অন্যের অমঙ্গল হইলে সে তৃপ্ত হয়। তাই মনের মধ্যে হিংসা পোষণ করিয়া সে বস্তুতঃ নিজেরই অমঙ্গল করে। আল্লাহ তায়ালা অন্যের অমঙ্গল কামনাকারীকে অপছন্দ করেন। হিংসা ও ঈমান একত্রে থাকিতে পারে না। অন্তর হইতে হিংসা দূর করিতে হইলে তাওবা ও ইস্তিগফারের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

٧٠٥. عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ – لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِاَخِيْكَ فَيُعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ – (رواه الترمذى)

৭০৫. অনুবাদ ঃ ওয়াসিলা বিন আসকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমার ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দ প্রকাশ করিও না, (এইরূপ করিলে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহা হইতে রক্ষা করিবেন এবং তোমাকে ইহাতে ফেলে দিবেন। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাহকে নানা রকমে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কোন সময় ধন-সম্পদ দিয়া, কোন সময় বালা মছিবত দিয়া বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। বালা মুছিবত নাযিল করিবার দরুন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তাওবা ইস্তিগফার ও কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিয়া ফেলে। একমাত্র মূর্খ ও অবিবেচক ব্যক্তিই অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে এবং নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনে।

রাগের বর্ণনা

٧٠٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ - (رواه البخارى)

৭০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, আমাকে অছিয়ত (বিশেষ নছিহত) করুন. আল্লাহর রাসূল (স) বলিতেন রাগ করিও না। সে একই প্রশ্ন কয়েক বার পুনরাবৃত্তি করিল এবং আল্লাহর রাসূল (স) প্রত্যেকবার বলিলেন, রাগ করিও না। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে সব জিনিস মানুষের শক্তি যোগ্যতা এবং বিবেচনা শক্তির ক্ষতি সাধন করে সে সব জিনিসের মধ্যে রাগ জঘন্যতম। রাগ মানুষের বিবেচনা শক্তিকে লোপ করিয়া দেয়। ফলে রাগান্বিত ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধের পর্যায়ে নিয়া যায় এবং রাগের অবস্থায় সে এমন সব কাজ করিয়া ফেলে যাহা তাহার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগান্বিত ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি সাধন করিবার জন্য নিজের দ্বীন ও আখলাকের ক্ষতি করিয়া ফেলে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ পরিহারের জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

রাগ প্রতিরোধের উপায়

٧٠٧. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ -
(رواه احمدو الترمذى)

৭০৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হইলে সে যেন বসিয়া যায়। যদি রাগ তার থেকে দূর হইয়া যায় (ভাল কথা) অন্যথায় সে যেন শুইয়া পড়ে। (আহমদ তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মানুষের শারীরিক অবস্থানের সাথে তাহার মানসিক চিন্তার সংযোগ রহিয়াছে। দৌড়ানোর সময় মানুষের চিন্তাশক্তি যে পর্যায়ে থাকে দাঁড়ানো অবস্থায় সেইরূপ থাকে না। আবার দাঁড়ানো অবস্থায় মানুষের চিন্তাভাবনা যেমন হয় বসা অবস্থায় সেইরূপ হয় না। আবার বসা অবস্থা যেইরূপ থাকে শায়িত অবস্থায় সেই রকম থাকে না। দাঁড়ানো অবস্থায় মানুষের যাবতীয় শারীরিক শক্তি সক্রিয় থাকে। তাই মানুষ ভালমন্দ যে কোন কাজ শক্তি সহকারে করিতে সক্ষম হয়। বসা অবস্থায় মানুষ কোন বিশেষ সমস্যার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সক্ষম। তাই রাগান্বিত ব্যক্তির বসিয়া গেলে তাহার চিন্তার মধ্যে পরিবর্তন আসবে এবং রাগের উন্মত্ততা হালকা হইয়া যাইবে। যদি রাগের

প্রভাব খুব বেশী হয় এবং বসার দ্বারা রাগের পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে শায়িত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। শায়িত অবস্থায় শারীরিক শক্তি সক্রিয় না থাকার কারণে রাগান্বিত ব্যক্তি রাগের প্রচন্ড আক্রমণ হইতে নিজেকে সহজে রক্ষা করিতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ দমন করিবার একটি বিজ্ঞান সম্মত পন্থার উল্লেখ করিয়াছেন।

٧٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا وَإِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَاغَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ -(رواه احمد والطبرانى فى الكبير)

৭০৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা দ্বীন শিক্ষাদান কর, সহজ কর, কঠিন করিও না, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ রাগান্বিত হইলে সে যেন চুপ থাকে। তোমাদের মধ্যে কেহ রাগ করিলে সে যেন চুপ থাকে। তোমাদের মধ্যে কেহ রাগান্বিত হইলে সে যেন চুপ থাকে। (আহমদ, তিবরানী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাগ দমন করিবার জন্য চুপ থাকিতে বলা হইয়াছে উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ তাহার জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলে। সে এমন কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেলে যার পরিণতি খুবই খারাপ ও মারাত্মক। তাই রাগের অবস্থায় কোন কথা বলা খুবই বোকামী। চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

উত্তেজিত হইলে অযু কর

২ ٧٠٩. عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ - (رواه ابوداؤد)

৭০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আতিয়া বিন উরওয়া সা'য়াদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রাগ শয়তান হইতে সৃষ্ট, শয়তান আগুনের দ্বারা সৃষ্ট, এবং আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত করা হয়। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাগান্বিত হইয়া যায় সে যেন অজু করে। (আবু দাউদ)

٧١٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭১০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাহার জিহ্বার হেফাজত করে আল্লাহ তায়ালা তাহার ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবেন, যে ব্যক্তি নিজের রাগ দমন করিবে আল্লাহ তায়ালার নিকট ত্রুটির মার্জনা চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার ওযর কবুল করিবেন। (বায়হাকী)

জিহ্বাকে গীবত ও পরদোষ চর্চা ইত্যাদি হইতে বাঁচাইয়া রাখা দুইটি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের নিশ্চয়তা

٧١١. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ -(رواه البخارى)

৭১১. অনুবাদ ঃ হযরত সাহাল বিন সাআদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তাহার জিহবা এবং লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা দান করিবে আমি তাহাকে জান্নাতের নিরাপত্তা দান করিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জিহবা ও লজ্জাস্থানের অপপ্রয়োগ এবং অবৈধ প্রয়োগ মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বান্দাহ তাহার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের দ্বারা অপরাধ করিয়া সমাজ জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটি জিনিস সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থানের সঠিক হেফাজত করিতে সক্ষম হয় তাহলে আশা করা যায় যে, সে জান্নাতে স্থান লাভ করিতে পারিবে।

٧١٢. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَخْوَفَ مَاتَخَافُ عَلَىَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هٰذَا- (رواه الترمذى)

৭১২. অনুবাদ ঃ সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে আপনি যাহা ভয় করেন, তাহাতে সবচেয়ে মারাত্মক কোনটি? সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (স) তাঁহার নিজের জিহ্বা ধরিলেন এবং বলিলেন, এইটা("চোগল খোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না)।

٧١٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ- (رواه البخارى)

৭১৩. অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অপরের নিন্দা করা বা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির কাছে মিথ্যা কথা বলা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। মিথ্যা প্রচার নিন্দাবাদ, মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি সমাজে শত্রুতা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা নিন্দুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। নিন্দুক ব্যক্তি তাহার অপরাধের জন্য তাওবা না করিলে জান্নাতে যাইতে পারিবে না।

٧١٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا - فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ- (رواه ابوداؤد)

৭১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার কোন সাথী যেন অন্যের কোন কথা আমার কাছে না পৌঁছায়। কেননা আমি তোমাদের কাছে মুক্ত অন্তকরণসহ আসিতে পছন্দ করি। (আবু দাউদ)

গীবতকারীর পরকালীন অবস্থা

٧١٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ - (ابوداؤد)

৭১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আমার মেরাজ হইয়াছিল তখন আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়া গিয়াছিলাম যাহাদের নখ ছিল তামার এবং তাহারা তাহা দিয়া নিজেদের চেহারা এবং বুক খামছাইয়া জখম করিতেছিল। আমি বলিলাম, হে জিব্রাইল! এই লোকগুলি কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা মানুষের গোশত খাইত এবং তাহাদের ইজ্জতের উপর হামলা করিত। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মিরাজের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বরযখের মধ্যে গীবত কারীদের অবস্থা দেখিয়াছিলেন, যাহারা দুনিয়ার জিন্দেগীতে মানুষের আবরু ও ইয্যতের উপর হামলা করে; অসাক্ষাতে অন্য মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা আখিরাতের যিন্দেগীতে ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষের ইয্যতের উপর হামলা করা মানুষের শরীরের গোশত খাওয়ার সমতুল্য।

গীবত যিনার চাইতেও নিকৃষ্ট

٧١٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা দুইজন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, গীবত যিনা হইতেও নিকৃষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত যিনার চাইতেও নিকৃষ্ট কিভাবে? তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তি যিনা করিবার পর তাওবা করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহার তাওবা কবুল করিতে পারেন, কিন্তু গীবতকারীকে ততক্ষণ ক্ষমা করা হইবে না যতক্ষণ না তাহার বন্ধু (অর্থাৎ যাহার গীবত করা হইয়াছে) তাহাকে ক্ষমা করিবে। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর হক বিনষ্ট করে সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যে বান্দার হক নষ্ট করিয়াছে বান্দার মনে কষ্ট দিয়াছে সে বান্দার হক না দেওয়া পর্যন্ত বা তাহাকে খুশী বা সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাহিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। এ দৃষ্টিকোণ হইতে নবী করীম (স) গীবতকে যিনা হইতে শক্ত অপরাধ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বিনয় ও অহংকার জান্নাতী ও জাহান্নামী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

٧١٧. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَاُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ - اَلاَاُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ -(متفق عليه)

৭১৭. অনুবাদ ঃ হযরত হারেসা বিন ওহাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতবাসী সম্পর্কে খবর দিব না? প্রত্যেক নরম ও দুর্বল ব্যক্তি যে আল্লাহর নামে কোন শপথ করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করেন। আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামবাসী সম্পর্কে খবর দিব না? প্রত্যেক কর্কশ মেজাজ, সংকীর্ণমনা, অধৈর্য্য ও অহংকারী। (বুখারী মুসলিম)

অণূপরিমাণ অহংকার জান্নাতের অন্তরায়

٧١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ- (متفق عليه)

৭১৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যাহার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার রহিয়াছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যাহার হাতে হায়াত, মউত ও রিযিকের চাবিকাঠি রহিয়াছে এবং যাহার ইঙ্গিতে সাত আসমান ও দুনিয়ার যাবতীয় নেজাম চলে অহংকার করার অধিকার একমাত্র তাঁহার। মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীবন এবং আল্লাহ তায়ালার গোলাম। আসমান জমিনের কোন ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। মানুষ তাহার জন্মমৃত্যু নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, নিজের রিযিক সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিন্দু পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় মানুষ কি করিয়া অহংকার করিতে পারে!

অহংকারী ব্যক্তি কুকুর ও শূকরের চাইতেও অধম

٧١٩. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَااَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ

تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَ فِىْ نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ– (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭১৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদিন তিনি মিম্বরের উপর হইতে ভাষণ দানকালে বলিলেন, হে জনগণ! তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উন্নত করিবেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের দৃষ্টিতে মহান হয়। আর যে অহংকার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নীচ করিয়া দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে নগণ্য এবং নিজের কাছে বিরাট হয়। এমন কি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চাইতেও অধম বলিয়া বিবেচিত হয়। (বায়হাকী)

সত্যবাদীতা, আমানতদারী ও ওয়াদাপূরণ ছয়টি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা

٧٢٠. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِضْمَنُوْا اِلَىَّ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُّمْ وَاَدُّوْا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ – (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

৭২০. **অনুবাদ ঃ** হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে তোমরা ছয়টি জিনিসের জামানত দাও, আমি তোমাদিগকে জান্নাতের জামানত দান করিব। (১) যখন কথা বলিবে সত্য বলিবে (২) যখন ওয়াদা করিবে তাহা পূরণ করিবে (৩) আমানত রাখিলে তাহা ফিরাইয়া দিবে (৪) তোমাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করিবে (৫) তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখিবে এবং (৬) হাতকে সংযত রাখিবে। (আহমদ, বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে মুমিন ব্যক্তি আরাকানে ইসলাম পালন করিয়া আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ ও বিজয়ী করিবার জন্য চেষ্টা করে এবং হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের উপর আমল করিবে সে জান্নাতে যাইবে।

٧٢١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ–

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭২১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু কুরাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অজু করিলেন। তাঁহার সাহাবীগণ তাঁহার অজুর পানির দ্বারা নিজেদের শরীর ধৌত করিতে লাগিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, এইরূপ করিতে তোমাদিগকে কোন জিনিসে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বত। নবী (স) বলিলেন, যে খুশী হয় আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতের জন্য বা পছন্দ করে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তাহাকে ভাল বাসুক, সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হইলে তাহা যেন ফিরাইয়া দেয় এবং তাহার প্রতিবেশীদের সাথে যেন সে ভাল আচরণ করে। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাসূলের প্রতি তাহাদের ভালবাসার আধিক্যের কারণে তাঁহার অজুর ব্যবহৃত পানির দ্বারা নিজেদের শরীর ধৌত করিয়াছিলেন। নবী করীম (স) তাহাদের এহেন আমলের কারণ জানিতে চাহিলেন এবং তাহাদের জবাব শুনার পর তিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে সঠিকভাবে ভালবাসার তরীকা বলিয়া দিলেন। যে সত্য কথা বলে, আমানতকারীকে আমানত ফিরাইয়া দেয় এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর প্রেমিক এবং এ ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভালবাসেন।

খিয়ানতও মিথ্যা মুমিনের স্বভাব বহির্ভূত

৭২২. عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ - (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

৭২২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, খিয়ানত ও মিথ্যা ছাড়া মুমিন ব্যক্তির স্বভাবে প্রত্যেক অভ্যাস থাকিতে পারে। (আহমদ, বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুর্বলতা মানুষের সহজাত, মুমিন ব্যক্তিও তাহার ব্যতিক্রম নহেন। মুমিন ব্যক্তি নিজের দুর্বলতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুইটি অভ্যাস মুমিনের স্বভাব বহির্ভূত। ঈমানের সাথে মিথ্যা ও আমানতের খিয়ানত একত্র হইতে পারে না। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির যত অধঃপতনই হউক না কেন তিনি মিথ্যাবাদী ও খিয়ানতকারী হইতে পারেন না। তাই নবী করীম (স) বলিয়াছেন মুমিনের সকল স্বভাব থাকিতে পারে কিন্তু মিথ্যা ও খিয়ানত থাকিতে পারে না।

ধৈর্য ও কেনায়াত

৭২৩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ - (رواه مسلم)

৭২৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কামিয়াব হইয়াছে যে ইসলাম কবুল করিয়াছে এবং জরুরত পরিমাণ রিযক দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পরিতৃপ্তি দান করিয়াছেন (মুসলিম)

অন্তরের ধনী প্রকৃত ধনী

٧٢٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ - (رواه البخارى)

৭২৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দৌলতের আধিক্য প্রাচুর্য নহে, বরং প্রাচুর্য হইল নফসের প্রাচুর্য। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ধন দৌলতের আসল উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজন পূরণ করা এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়া। দৌলতের আধিক্যের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পুরা হইতে পারে না। কারণ দৌলতের আধিক্যের সাথে সাথে বান্দার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কেনায়াত বা অল্পে তুষ্ট থাকার দ্বারাই বেনিয়াজী বা প্রাচুর্য অর্জন হইতে পারে।

যেমন চান তেমন দেন

٧٢٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَاعِنْدَهٗ قَالَ مَايَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهٗ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ- (رواه ابوداؤد)

৭২৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। কতিপয় আনসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সাহায্য চাহিল। তিনি তাহাদিগকে দান করিলেন। অতঃপর তাহারা নবীজীর কাছে আবার সাওয়াল করিল। নবীজী নিজের কাছে যা ছিল তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদেরকে দিলেন এবং বলিলেন, আমার কাছে কোন সম্পদ থাকিলে তাহা তোমাদিগকে না দিয়া কখনও সঞ্চয় করিব না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে সাওয়াল করা হইতে বিরত রাখিতে চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাক সাফ রাখিবেন। যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী করিতে চাহে না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী করেন না। যে সবর করিতে চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সবর দান করেন। এবং কোন বান্দাকে সবরের চাইতে অধিক প্রশস্ত কোন নিয়ামত কখনও দেওয়া হয়নি। (আবু দাউদ)

উপরের হাত নিচের হাত হইতে উত্তম

٧٢٦. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهٗ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ

يُبَارِكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَاَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا - (متفق عليه)

৭২৬. অনুবাদ ঃ হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাওয়াল করিলাম। তিনি আমাকে দান করিলেন। আমি পুনরায় তাঁহার নিকট সাওয়াল করিলাম, তিনি আমাকে দান করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকিম! এই সম্পদ সবুজ ও সুমিষ্ট। যে নফসের বদান্যতার সাথে তাহা গ্রহণ করে ইহাতে তাহার জন্য বরকত রহিয়াছে। যে নফসের সম্মানের জন্য তাহা গ্রহণ করে তাহাতে তাহার জন্য কোন বরকত নাই এবং তাহার অবস্থার এইরূপ যে এক ব্যক্তি খায় কিন্তু তাহার পেট ভরে না। উপরের হাত নীচের হাত হইতে উত্তম। আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যিনি হক সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম! আপনার এ দানের পর দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি আর কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিব না। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নফসের প্ররোচনায় কোন প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। অন্যের নিকট হাত পাতার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। বরং তাহাতে নানা রকমের অকল্যাণ ও অসম্মান রহিয়াছে।

٧٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِىْ مَالِهِ اَوْفِىْ نَفْسِهِ فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَغْفِرَلَهُ - (رواه الطبرانى فى الاوسط)

৭২৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন বান্দাহর মাল বা জানের উপর কোন মুসিবত পতিত হয় এবং সে তাহা গোপন করিয়া রাখে এবং মানুষের কাছে শেকায়েত না করে তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া আল্লাহর যিম্মাদারী হইয়া যায়। (তিবরানী)

লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ

٧٢٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ - (رواه احمد والترمذى)

৭২৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লজ্জা ঈমানের অংশ আর ঈমানের স্থান জান্নাত। অশ্লীলতা মন্দ আচরণ হইতে সৃষ্ট এবং মন্দ আচরণের স্থান জাহান্নাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ লজ্জা ঈমানী বস্তু। যে ব্যক্তি ঈমানী উপাদানের বিকাশ করে সে জান্নাতের রাস্তা পরিষ্কার করে। যে আল্লাহকে লজ্জা করে, মন্দ কাজ হইতে দূরে

থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের নিয়ামত দান করিবেন। অশ্লীলতা, মন্দ আচরণ, মন্দ চরিত্র হইতে সৃষ্ট। যে দুনিয়ার জীবনে মন্দ আচরণ করে সে আখিরাতের যিন্দেগীতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আগুনের আজাব দিবেন।

লজ্জা ও ঈমান একত্রে থাকে

٧٢٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭২৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হায়া ও ঈমান একত্রে থাকে। তাহাদের একটিকে উঠাইয়া নিলে অন্যটিকেও উঠাইয়া নেওয়া হয়। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ লজ্জা ও ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটির কল্পনা করা যায় না। একটির উন্নতি অপরটির উন্নতি এবং যে কোন একটির অবনতি অপরটির অবনতি। ঈমানের বিকাশ ও উন্নতি ছাড়া হায়া বা লজ্জার বিকাশ বা উন্নতি সম্ভব নয়। যখন কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি ঈমানের পক্ষ হইতে বিচ্যুত হয় তখন তাহারা হায়ার অমূল্য সম্পদ হইতেও বঞ্চিত হয়। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি বেহায়াপনা করে অশ্লীল কাজকর্মে নিজেকে লিপ্ত করে তখন সে ব্যক্তি বা জাতি ঈমানের দৌলত হইতে বঞ্চিত হয়। বান্দা যত বেশী আল্লাহকে লজ্জা করে তত বেশী সৎকর্ম করিতে পারে। বান্দাহ যতবেশী দুষ্কর্ম করে তাহার হায়া বা লজ্জা ততবেশী লোপ পায়।

٧٣٠. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَالَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ - (رواه البخارى)

৭৩০. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ পূর্ববর্তী জমানার নবুয়তের কালাম হইতে যাহা পাইয়াছে তাহা হইল, যদি তোমার হায়া না থাকে তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা কর। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি তোমার হায়া না থাকে তবে যাহা ইচ্ছা তাহা কর অর্থ হইল, যে ব্যক্তির অন্তরে হায়ার আলো নাই সে যে কোন মন্দ কাজ করিতে পারে। যাহার হায়া নাই তাহার ঈমান নাই। যাহার ঈমান নাই তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে লেলাইয়া দেন এবং শয়তান যাহার দোস্ত হইয়া যায়, সে দুনিয়ার এমন কোন অপকর্ম নাই যা সে করিতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করা ও তাঁহার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা তাওয়াক্কুলের উপকারিতা

٧٣١. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - (رواه ترمذى وابن ماجه)

৭৩১. অনুবাদ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনিয়াছি, যেভাবে তাওয়াক্কুল করিবার প্রয়োজন তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর সেভাবে তাওয়াক্কুল করিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সেইরূপ রিযিক দিতেন যেইরূপ পাখীকে দিয়া থাকেন। তাহারা সকাল বেলা খালি পেট নিয়া বাহির হয় এবং সন্ধা বেলা ভরা পেটে ফিরিয়া আসে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রিযিক ও তাহা হাসিল করিবার সকল উৎস আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি সমস্ত মাখলুককে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রিযিক দান করিয়া থাকেন। রিযিকের ব্যাপারে অন্যকোন সত্ত্বার সামান্যতম শক্তি বা ইখতিয়ার নাই। দুনিয়ার মানুষের প্রয়োজনীয় রিযিক তিনি দুনিয়ার বুকে রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের তৈরী ত্রুটিপূর্ণ বিলি বন্টন ব্যবস্থার কারণে কিছু সংখ্যক লোক প্রয়োজনের চাইতে বেশী ধন-দৌলত লাভ করে এবং বহুসংখ্যক প্রয়োজনের চাইতে কম লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা সহজে মানুষকে রিযিক দান করিতেন যদি মানুষ তাঁহার উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করিত। যেরূপ পাখী সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে রিযিক লাভ করিয়া থাকে সেইরূপ মানুষও সামান্য পরিশ্রমের মাধ্যমে রিযিক লাভ করিতে পারিত।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা পুণে কেহই বাধা দিতে পারে না

৭৩২. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَاغُلَامُ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ - رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ - (رواه احمد والترمذى)

৭৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বলিলেন হে যুবক! আল্লাহকে স্বরণ কর, তিনি তোমাকে স্মরণ করিবেন। আল্লাহকে স্মরণ কর তাহাকে তোমরা সামনে পাইবে। যখন তুমি সওয়াল কর আল্লাহ তায়ালার কাছে কর, যখন তুমি কোন সাহায্য চাও আল্লাহ তায়ালার কাছে চাও এবং জানিয়া রাখ যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করিবার জন্য সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে তা হলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাড়া তাহারা তোমাকে কিছুই দিতে পারিবে না। যদি তাহারা সম্মিলিতভাবে তোমার অমঙ্গল করিতে চাহে তা হইলে ও আল্লাহ তায়ালা যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাড়া তাহারা কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং ভাগ্যলিপির কালি শুকাইয়া গিয়াছে। (আহমদ, তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নির্বুদ্ধিতার দরুন অথবা আল্লাহ তায়ালার উপর পরিপূর্ণ আস্থা না থাকার দরুন মানুষ অপর মানুষের কাছে সাওয়াল করে। আল্লাহর মুখাপেক্ষী না

হইয়া বান্দার মুখাপেক্ষী হয়। কল্যাণ অকল্যাণ বা প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে বুনিয়াদী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আল্লাহ মানুষের জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা দুনিয়ার মানুষ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়াও পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তাই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য মানুষের সাহায্যের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। তিনি মানুষকে কল্যাণ অকল্যাণ দান করেন। তিনি ভাগ্যলিপি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করিয়া মৃত্যুপথযাত্রীকে জীবন দান করিতে পারেন বা লোকসানকে লাভে রূপান্তরিত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর পরিপূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করে, তাঁহাকে একমাত্র মদদগার ও সাহায্যকারী জ্ঞান করে, সুখে দুঃখে তাঁহার মুখাপেক্ষী হয় এবং তাহার হুকুম আহকাম পালন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই মদদ করেন।

আদম সন্তানের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

٧٣٣. عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ - (رواه احمد والترمذى)

৭৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাদের জন্য যাহা ফায়সালা করেন তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকা আদম সন্তানের সৌভাগ্য। এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে ইস্তিখারা বা কল্যাণকর কাজের পরামর্শ চাওয়ার দোআ না করা ও আল্লাহর ফয়সালার উপর বিরক্ত হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্য। (আহমদ ও তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বান্দার জ্ঞান সীমিত। ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা অসীম শক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালার সকল ফায়সালার গুরুত্ব অনুধাবন করা বান্দাহর পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশে বান্দাহ যে জিনিসকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে সে জিনিস তাহার জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। ভবিষ্যতের জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই আল্লাহর সকল ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা মহা সৌভাগ্য এবং তাঁহার ফায়সালার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হওয়া বান্দাহর চরম দুর্ভাগ্য।

এখলাছ, শোনানো ও দেখানো আমল

٧٣٤. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ - (متفق عليه)

৭৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত কাজকর্ম নিয়ত অনুযায়ীই হয়।

আর প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা নিয়ত করে তাহাই পায়। কাজেই যাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে (উদ্দেশ্যে) হইবে, ফলে তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই (পরিগণিত) হইবে। আর যাহার হিজরত দুনিয়া লাভে কিংবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহার হিজরত সেই দিকেই গণ্য হইবে, যাহার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করিয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসটি দ্বীনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বিধান। ইহার মধ্যে নিয়ত ও হিজরত ইত্যাদির আলোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। নবী (স) মুসলমানদিগকে প্রতিটি কাজে নিয়তের বিশুদ্ধতা, যাবতীয় কর্মে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের পূর্ণ নিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পরিহার করার মধ্যে যে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, দ্বীনের অন্তর্নিহিত সেই সমস্ত মূলনীতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব, আল্লাহর নিকট কোন কাজের স্বীকৃতি তথা পুরস্কার পাইতে হইলে একমাত্র নিয়তের খালেছ হওয়ার উপরই পাওয়া যাইবে, অন্যকোন উদ্দেশ্যে নয়। মোট কথা প্রত্যেক কাজের তথা ইবাদতে মাকসুদার সাওয়াব প্রাপ্তি তাহার বিশুদ্ধ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

রিয়া এক ধরনের শিরক্

٧٣٥. عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ - (رواه احمد)

৭৩৫. অনুবাদ ঃ শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য নামাজ পড়িল সে শিরক করিল, যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য রোযা রাখিল সে শিরক করিল, যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য দানখয়রাত করিল সে শিরক করিল। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি শির্ক করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খুব অপছন্দ করেন এবং তাহাকে আখিরাতে আগুনের আজাবের শাস্তি দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন। রিয়া বা লোক দেখানো সৎকাজও একধরনের শিরক। যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সৎকাজ করে তাহা হইলে তাহার ঈমান এবং নামাজ রোযা যাকাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও তাহাকে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবেনা। আল্লাহর আদালতে সে শিরকের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে। নেক আমল করিবার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

٧٣٦. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاالشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالَ اَلرِّيَاءُ - (رواه احمد)

৭৩৬. অনুবাদ ঃ মাহমূদ ইবনে লাবীদ হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ছোট শিরকের ভয় করি। সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন রিয়া। (আহমদ)

٧٣٧. عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِىْ يُرَائِى اللّٰهُ بِهٖ - (متفق عليه)

৭৩৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যকে শোনানোর জন্য কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তাহা অন্যকে শুনাইবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে দেখাইবার জন্য কিছু করে আল্লাহ তায়ালা তাহা অন্যকে দেখাইবেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অন্যকে শুনানোর জন্য বা অন্যকে দেখানোর জন্য যে কাজ করা হয় তাহাকে রিয়া বলা হয়। আর যে নেক আমলের মধ্যে সামান্যতম রিয়া রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহা কবুল করিবেন না।

সর্ব প্রথম বিচার

٧٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يَقْضِىْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَّفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَءَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَلَّمْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ - ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَلَّمْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ - قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ - (رواه مسلم)

৭৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হইবে সে হইবে একজন শহীদ। তাহাকে আল্লাহর এজলাসে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাহাকে (দুনিয়ায় প্রদত্ত্ব) নিয়ামত সমূহের কথা প্রথমে স্মরণ করাইয়া দিবেন, আর সেও তাহা স্মরণ করিবে। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ছা বলতো শুনি! এত সব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে দুনিয়াতে তুমি কি আমল করিয়াছ? উত্তরে সে বলিবে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সহিত) লড়াই করিয়াছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হইয়া গিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে লড়াই করিয়াছ যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। (আর তোমার অভিপ্রায় অনুসারে) তোমাকে দুনিয়াতে তাহাও বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হইবে, তখন তাহাকে উপুড় করিয়া টানা হেঁচড়া করিতে করিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে, যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করিয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়াছে। আর পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করিয়াছে (এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়াছে) তাহাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হইবে। তাহাকে প্রথমে নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং সেও উহা স্মরণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করিয়াছ? উত্তরে সে বলিবে, আমি নিজে স্বয়ং ইলম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করিয়াছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাক অধ্যয়ন করিয়াছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নহে, বরং তুমি এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় (এবং এই তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী) তোমাকে বিদ্যান ও ক্বারী বলাও হইয়াছে, অতঃপর (ফেরেশতাদিগকে) তাহার সম্পর্কে আদেশ করা হইবে সুতরাং তাহাকে উপুড় করিয়া টানিতে টানিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হইবে, যাহাকে আল্লাহপাক বিপুল ধনসম্পদ দান করিয়া বিত্তবান বানাইয়াছেন, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে প্রদত্ত্ব নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, আর সে তখন সমস্ত নিয়ামতের কথা অকপটে স্বীকারও করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সমস্ত নিয়ামতের শোকরিয়ায় তুমি কি আমল করিয়াছ? উত্তরে সে বলিবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করিলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে এমন একটি পথও আমি হাতছাড়া করি নাই। সুতরাং তোমার সন্তুষ্টির জন্য উহার সবকয়টাতেই আমি ধনসম্পদ ব্যয় করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নহে, বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছিলে যাহাতে তোমাকে বলা হয় সে একজন দানবীর। সুতরাং (তোমার অভিপ্রায় অনুসারে দুনিয়াতে) তোমাকে দানবীর বলা হইয়াছে। অতঃপর (ফেরেশতাদিগকে) তাহার সম্পর্কে বলা হইবে। সুতরাং নির্দেশ মোতাবেক তাহাকে উপুড় করিয়া টানিতে টানিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীস হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, রিয়াকারী বা লৌকিকতার পরিণাম ভয়াবহ। পার্থিব যশঃ ও খ্যাতির জন্য আমল করা নিষ্ফল। ইখলাছ ও নিষ্ঠা ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। নিয়ত সহীহ না হইলে আমল হয় অন্তসারশূন্য। আর অন্তসারশূন্য আমল দ্বারা দীদারে এলাহী লাভ করা যাইবে

না। সুতরাং ইখলাছ হইল সমস্ত আমলের নির্যাস। অনুরূপভাবে ইলম বা জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলাম মানুষকে জ্ঞানার্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই তবে এইরূপ কোন জ্ঞানের মর্যাদা ইসলাম দেয় না যাহা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না। রিয়া করা কঠোর হারাম।

মাতা পিতার সাথে সৎ ব্যবহার

٧٣٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ - (رواه الترمذى)

৭৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চাও তাহা হইলে তোমার পিতাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। কারণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য পিতার সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বশর্ত। পিতার অসন্তুষ্টির চূড়ান্ত পরিমাণ হইল আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি। কাজেই যে কেহ পিতাকে অসন্তুষ্ট করিবে সে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। উক্ত হাদীসে যদিও মাতার কোন উল্লেখ নাই কিন্তু অন্যান্য হাদীসে মাতার ব্যাপারেও এমনই উল্লেখ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পাইতে হইলে মাতা পিতা দুইজনকেই সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে।

٧٤٠. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ - (رواه ابن ماجه)

৭৪০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল (স) সন্তানের উপর মাতা পিতার কি হক রহিয়াছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন তাহারা তোমার জান্নাত তাহারা তোমার জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ তোমরা যদি তোমাদের পিতা মাতার আনুগত্য ও খেদমত করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পার তাহা হইলে তোমরা জান্নাতে যাইতে পারিবে এবং এর বিপরতে যদি তোমরা তাহাদের নাফরমানী কর তাহাদেরকে কষ্ট দিয়া অসন্তুষ্ট কর ও তাহাদের অন্তর ব্যথিত কর তাহা হইলে তোমাদের স্থান হইবে জাহান্নাম।

٧٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ - (متفق عليه)

৭৪১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! আমার সৎ ব্যবহার ও খেদমত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তোমার আম্মা, তারপর তোমার আম্মা, তারপর তোমার আম্মা, তারপর তোমার আব্বা, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। (বুখারীও মুসলিম)

٧٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْاَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ - (رواه مسلم)

৭৪২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহার নাক ধুলায় ধূসরিত হউক; সে লাঞ্ছিত হওক সে অপমানিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহর রাসূল কে? (লাঞ্ছিত হউক অপমানিত হউক) উত্তরে বলিলেন, ঐ হতভাগা যে মাতা পিতাকে অথবা তাহাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়াছে অথচ সে তাহাদের খেদমত করিয়া তাহাদের অন্তর খুশী করিয়া জান্নাত হাসিল করিতে পারে নাই। (মুসলিম)

আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা

٧٤٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحْمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ -
(رواه البخارى)

৭৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রেহেম রহমান হইতে নির্গত। (অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আল্লাহ তায়ালার রহমান নামের একটি শাখা) আল্লাহ তায়ালা ইহাকে বলিয়াছেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক রাখিব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব। (বুখারী)

٧٤٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَلَهُ فِىْ اِثْرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ - (متفق عليه)

৭৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কেহ তাহার রিযিকে প্রশস্ততা চায় এবং দুনিয়াতে তাহার নিদর্শন দীর্ঘদিন থাকুক কামনা করে। (অর্থাৎ হায়াত বাড়াইতে চায়) সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (তাহাদের সাথে সৎ ব্যবহার করে)।
(বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٥. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - (متفق عليه)

৭৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাইবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

স্ত্রীর সাথে মধুর ব্যবহার ঈমান পূর্ণতার পূর্বশর্ত

٧٤٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - (رواه الترمذى)

৭৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে তাহারাই কামেল মুমিন যাহাদের চরিত্র উত্তম। এবং তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ তায়ালার নিকট) তাহারাই উত্তম যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের নিকটে উত্তম। অর্থাৎ মানুষের ভাল মন্দের মাপকাঠি ও নিদর্শন হইল সে যে তাহার স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করিবে। (তিরমিযী)

٧٤٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ - (رواه الترمذى والدارمى ورواه ابن ماجة عن ابن عباس)

৭৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তাহার স্ত্রীর হক আদায়ে উত্তম। এবং আমি বিবিদের হক আদায়ে তোমাদের চাইতে উত্তম। (তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ)

٧٤٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهٗ كَسَرْتَهٗ وَاِنْ تَرَكْتَهٗ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ - (متفق عليه)

৭৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে লোক সকল স্ত্রীদের সাথে সৎ ব্যবহারের ব্যাপারে তোমরা আমার অছিয়ত মানিয়া চল। তাহাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর পাজরের হাড্ডি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাজরের উপরের অংশটি বেশী বক্র হইয়া থাকে। তোমরা যদি এই বক্র হাড্ডিকে জবরদস্তি সোজা করিতে চাও তাহা হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এবং যদি সোজা রাখিতে মোটেও চেষ্টা না কর তাহা হইলে বক্রই থাকিয়া যাইবে। তাই তোমরা স্ত্রীদের সাথে সৎ ব্যবহার করিতে আমার অসিয়ত মানিয়া চল। (বুখারী, মুসলিম)

٧٤٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا - (رواه الترمذى)

৭৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি আমি একে অপরকে সিজদার হুকুম দিতাম তাহা হইলে স্ত্রীদিগকে হুকুম করিতাম তাহারা যেন তাহাদের স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী)

٧٥٠. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ - (رواه الترمذى)

৭৫০. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক ঐ অবস্থায় ইনতিকাল করেছে যে তাহার স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট তাহা হইলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযি)

প্রতিবেশীর হক

٧٥١. عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ - (متفق عليه)

৭৫১. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে জিব্রাইল (আঃ) আমাকে সর্বদা এমন অছিয়ত ও তাকিদ করিতেছেন যে আমি ধারণা করিতেছিলাম যে হয়তোবা তাহাদেরকে আমার ওয়ারিস বানাইয়া দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ প্রতিবেশীর হক ও দায়ীত্ব এবং তাহাদের সাথে সৎ ব্যবহার করিবার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতবেশী তাকিদ করিতেন যে শেষ পর্যন্ত নবীজীর ধারণা হইয়া গেল যে, হয়তো তাহাদিগকে ওয়ারিস বানাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার ও সুসম্পর্ক রাখিবার জোর তাকিদ দেওয়া হইয়াছে।

٧٥٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّايَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ - (متفق عليه)

৭৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার অত্যাচার হইতে প্রতিবেশী নিরাপদে থাকিতে পারে না সে ব্যক্তি জান্নাতে যাইতে পারিবে না। (বুখারী, মুসলিম)

٧٥٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। ঐ ব্যক্তি (কামেল) মুমিন নয় যে পেট ভরে আহার করে অথচ তাহারই পার্শ্বে তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (বায়হাকী)

٧٥٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ - (رواه الترمذى والدارمى)

৭৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ ব্যক্তিই উত্তম সাথী যে তাহার সাথীদের মধ্যে উত্তম। এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ লোকটিই উত্তম প্রতিবেশী যে তাহার প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তম। (তিরমিযী ও দারেমী)

ছোটদের উপর বড়দের হক এবং বড়দের উপর ছোটদের হক

৭৫৫. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ - (رواه الترمذى)

৭৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে ছোট দিগকে স্নেহ করেনা এবং বড়দিগকে সম্মান করে না, এবং সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে না। (তিরমিযী)

৭৫৬. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجْلِ سِنِّهٖ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ مَنْ يُكْرِمُهٗ -(رواه الترمذى)

৭৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বয়ঃ বৃদ্ধির দরুন সম্মান করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার বৃদ্ধ বয়সে তাহার সম্মান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

বিধবা, ইয়াতিম, মিছকিন ও হাজতমন্দ লোকদের সাহায্যের প্রচেষ্টা

৭৫৭. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ - (متفق عليه)

৭৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। অসহায় বিধবা, ইয়াতীম মিসকিন ও হাজতমন্দ লোকদের সাহায্যের জন্য যাহারা চেষ্টা করিবে আল্লাহ তায়ালার নিকট সে প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীদের ন্যায় সওয়াব লাভ করিবে। আমার ধারণা হইতেছে হুজুর (স) ইহাও বলিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি কায়েমুল লাইল ও সায়েমুন্নাহার অর্থাৎ সে রাত্র জাগ্রত থাকিয়া এবাদত করিবার ও দিনের বেলা রোযা রাখিবার সওয়াব পাইবে, যে সর্বদা রাত্রে ইবাদত করে এবং যে সর্বদা দিনে অনবরত রোযা রাখে তাহাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাইবে (বুখারী মুসলিম)

٧٥٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا – (رواه البخارى)

৭৫৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ও ইয়াতীমের যিম্মাদার জান্নাতের এমনিভাবে (কাছাকাছি) থাকিব। এই বলিয়া তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়া ইশারা করিয়া বলেন এই দুই আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাক রাখিলেন। (বুখারী)

অভাবী, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের খেদমত

٧٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ – (رواه ابوداؤد والترمذى)

৭৫৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দুঃখ কষ্ট ও পেরেশানী দূর করিয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনে তাহাকে দুঃখ কষ্ট ও পেরেশানী হইতে মুক্তি দিয়া দিবেন। যেকেহ কোন অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ উসুল করিবার ব্যাপারে আসানী করিবে তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা তাহার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আসানী করিবেন, এবং যে কেহ কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি গোপন করিয়া রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন করিয়া রাখিবেন এবং যে কোন বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার কোন ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকিবে আল্লাহ তায়ালাও তাহার সাহায্য করিতে থাকিবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

٧٦٠. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ – (رواه البخارى)

৭৬০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্ষুধার্তদিগকে আহার করাও, অসুস্থদের খবর নাও (সেবা যত্ন কর) এবং বন্দীদিগকে মুক্ত করাইতে চেষ্টা তদবীর কর। (বুখারী)

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক

٧٦١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايَخْذُلُهُ وَلَايَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا (وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ) - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ - كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ - (رواه مسلم)

৭৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। (অতএব) সে নিজে অন্যের উপর জুলুম করিবে না, তাহাকে অপমানিত করিবে না। "তাকওয়া এখানে" এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় বুকের দিকে তিনবার ইশারা করিলেন, কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে কোন মুসলমান ভাইয়ের হেকারত করে তাহাকে ছোট মনে করিয়া তাহার সাথে অপমানজনক ব্যবহার করে। এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত (প্রবাহিত করা তথা খুন করা) মাল (আত্মসাৎ করা) ও ইজ্জত আবরু নষ্ট করা হারাম। (মুসলিম)

٧٦٢. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -(متفق عليه)

৭৬২. অনুবাদ ঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামাজ কায়েম করার যাকাত আদায় করার এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য বায়'আত গ্রহণ করিয়াছি। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)- কে বায়আত করিয়াছেন তখন তিনি বিশেষভাবে তিনটি জিনিসের ওয়াদা নিয়াছিলেন (১) নামাজের ইহতিমাম ও পাবন্দী করা (২) যাকাত কড়াগন্ডায় আদায় করা (৩) প্রত্যেক মুসলমানের সাথে ইখলাছের সাথে তাহার কল্যাণ কামনা করা। ইহাতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের পরস্পর সুসম্পর্কের এত বেশী গুরুত্ব দিতেন যে, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান নামাজ ও যাকাতের বায়আতের সাথে ইহারও বায়আত গ্রহণ করিয়াছেন।

٧٦٣. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ -(متفق عليه)

৭৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মুসলমানের জন্য অপর

মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রহিয়াছে। (১) সালামের জওয়াব দেওয়া (২) অসুস্থের সেবা করা (৩) জানাযার সাথে যাওয়া (৪) দাওয়াত কবুল করা (৫) হাছির জবাবে يرحمك الله বলে তাহার জন্য দোয়া করা। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ইহসান করা

٧٦٤. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - (متفق عليه)

৭৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহারা মানুষের উপর দয়া করে না আল্লাহ তাহাদের উপর দয়া করিবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٥. عَنْ اَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ -(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৭৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাাল্লাম বলিয়াছেন, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তায়ালার পরিবার। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার ঐ সৃষ্টিই উত্তম যে আল্লাহর মাখলুকের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পরিবার পরিজনের প্রতি যে উত্তম আচরণ করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সমগ্র মাখলুক হইতে অধিক মহব্বত করেন। পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণের অর্থ হইল, তাহাদের সাথে কর্কশ ব্যবহার না করা, দয়া ও রহম প্রদর্শন করা। তাহাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাহাদিগকে ভাল আখলাক ও ভাল আমল শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান করা। পরিবার পরিজনের প্রতি উত্তম আচরণকারী একমাত্র তখনই আল্লাহর মহব্বত লাভ করিতে পারেন, যখন সে নিজে আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাসী হইবে এবং আল্লাহর যাবতীয় আহকাম মানিয়া চলিবে। কোন খোদাদ্রোহী ব্যক্তি তাহার পরিবার পরিজনকে যতই ভালবাসুক না কেন সে আল্লাহর মহব্বত পাইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তাহার অবাধ্যকে কখনো ভালবাসার মর্যাদা দান করেন না।

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা

٧٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا -(رواه البخارى)

৭৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যাহা জানি তোমরা যদি তাহা জানিতে তাহা হইলে তোমরা খুব বেশী কাঁদিতে এবং খুব অল্প হাসিতে। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীকে ভয়-প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী হিসাবে পাঠাইয়াছেন। তাই মানুষকে অদৃশ্য জগতের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাঁহার নবীকে অদৃশ্য জগত অবলোকন করাইয়াছেন। মৃত্যুর পর মানুষ যে যিন্দেগীতে পদার্পণ করিবে তাহার বিভিন্ন মনজিলের বাস্তব চিত্র আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইয়াছেন। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন আখেরাতের বিভিন্ন মনজিলের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ও কঠিন। এগুলি অতিক্রম করিবার জন্য দুনিয়াতে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রতি উদাসীন নহে এবং দুনিয়ার জীবনে বেহুদা আরাম আয়েশে নিজেকে লিপ্ত করে নাই সে আখেরাতের জীবনে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী লাভ করিতে সক্ষম হইবে। হাসি তামাসা নির্ভাবনাময় জীবনের পরিচায়ক এবং কান্নাকাটি বিরাট দায়িত্ব পালন করার ব্যাকুলতার প্রতীক। তাই আখেরাতের জীবনের সঠিক জ্ঞান যাহার আছে সে কখনো হাসি তামাশার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখিতে পারেনা। সে দিনরাত আখেরাতের জীবনের কামিয়াবী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে থাকিবে।

আল্লাহর ভয়ে বাহির হওয়া চোখের পানি

٧٦٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ

- (رواه ابن ماجه)

৭৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিন বান্দাহর চোখ হইতে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে মাছির মাথা পরিমাণ (এক ফোটা) পানি বাহির হইয়া তাহার চেহারার মধ্যে যদি গড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেই চেহারাকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দোযখ আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির স্থান, আল্লাহ যাহাদের উপর নারায হন একমাত্র তাহাদিগকে সেখানে নিক্ষেপ করিবেন। মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব এবং স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টিকে অত্যন্ত মহব্বত করেন। তাই তাঁহার পথভ্রষ্ট মানুষ যখন তাহার দিকে ফিরিয়া আসে তখন তিনি খুব সন্তুষ্ট হন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাহার উপর সন্তুষ্ট, সে কিছুতেই দোযখে যাইতে পারে না।

আল্লাহর ভয়ে গুনাহ মাফ

٧٦٨. عَنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ اِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقُهَا -

(رواه البزار)

৭৬৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক মরফু হাদীসে বলা হইয়াছে যদি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কাহারো শরীরের লোম শিহরিয়া উঠে তাহার গুনা মরাগাছের পাতা ঝরার ন্যায় ঝড়িয়া পড়ে। (বাযযার)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে বান্দাহর শরীরের লোম শিহরিয়া উঠার অর্থ হইল, বান্দাহ মানবিক দুর্বলতার কারণে যাহা করিয়াছে তাহা যে মন্দ ও অন্যায় এবং তাহার কৃত অপরাধের জন্য যে তাহাকে শাস্তিদান করা হইবে তাহা সে উপলব্ধি করিয়াছে। মানুষ যখন অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হয়, মনে প্রাণে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং তাহা হইতে বাঁচিতে চায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। যাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।

٧٦٩. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى جَلَّ ذِكْرُهُ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْخَا فَنِىْ فِىْ مَقَامٍ - (رواه الترمذى والبيهقى فى كتاب البعث والنشور)

৭৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহারা আমাকে একদিনও স্মরণ করিয়াছে অথবা কোনস্থানে আমাকে ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। (তিরমিযী বায়হাকী)

আল্লাহর ভয়ে লাশ পুড়াইয়া দেওয়ার অসিয়ত

٧٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ فَوَ اللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَايُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَااَمَرَهُمْ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَافِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَارَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ - (متفق عليه)

৭৭০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার নফসের উপর জুলুম করিয়াছে। তাহার মৃত্যু হাজির হইলে সে তাহার ছেলেদিগকে অসিয়ত করিল, সে মারা গেলে তাহারা যেন তাহাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেয়। তাহার অর্ধেক যেন স্থলে ছিটাইয়া দেয় এবং বাকী অর্ধেক যেন সাগরে ভাসাইয়া দেয়। সে বলিল আল্লাহর শপথ! এরপরেও যদি আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাকরাও করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তাহাকে

এমন ভয়ানক শাস্তি দিবেন যাহা তিনি বিশ্বের কাহাকেও দিবেন না। তাহার মৃত্যু হইলে সন্তানগণ তাহার অসিয়ত অনুযায়ী কাজ করিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সাগরকে হুকুম করিলেন এবং তাহাতে যাহা ছিল একত্র হইল। স্থলকেও হুকুম করিলেন এবং তাহাতে যাহা ছিল একত্র হইল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিলেন কেন তুমি এইরূপ করিলে? সে জবাব দিল হে আল্লাহ! তুমি জান আমি তোমার ভয়ে এইরূপ করিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।(বুখারী, মুসলিম)

রাত্রের শুরুতেই যাত্রা

٧٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ من خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَاِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ -

(رواه الترمذى)

৭৭১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভয় পায় সে রাত্রের শুরুতেই যাত্রা করে এবং যে রাত্রের শুরুতে যাত্রা করে সে (নিরাপদে) মনজিলে পৌঁছিয়া যায়। স্মরণ রাখ আল্লাহ তায়ালার পণ্য খুবই মূল্যবান, স্মরণ রাখ আল্লাহ তায়ালার পণ্য হইল জান্নাত। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আরবদেশের একটি সাধারণ নিয়ম ছিল, সওদাগর, ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের কাফেলা শেষ রাত্রে যাত্রা শুরু করিত। মরুদস্যু ও ছিনতাইকারী শেষ রাত্রেই সাধারণতঃ এইসব কাফেলায় আক্রমণ করিত। এইজন্য বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার মুসাফিরেরা শেষ রাত্রের পরিবর্তে প্রথম রাত্রে রওয়ানা দিত। এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাহারা দস্যুদের দৃষ্টি এড়াইয়া নিরাপদে মনজিলে পৌঁছিয়া যাইত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন, দস্যুদের আক্রমণের ভয়ে ভীত কাফেলা যেমন রাত্রের অন্ধকারে আরাম ও ঘুম ত্যাগ করিয়া প্রথম প্রহরেই রওয়ানা দেয় এবং কঠোর প্ররিশ্রম করিয়া নিরাপদে মনজিলে মাকসাদে পৌঁছিতে সক্ষম হয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনে দোযখের ভয় করে, পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে তাহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, নিজের লোভ লালসা সংযত করে সে আখেরাতের জীবনে আল্লাহর মেহেরবানিতে কামিয়াবীর মনজিলে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে।

মৃত্যুর আলোচনা ও উহার জন্য প্রস্তুতি বুদ্ধিমানের পরিচয়

٧٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا - اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ -

(رواه الطبرانى فى المعجم الصغير)

৭৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কে? নবী (স) বলিলেন, যাহারা মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাহারাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। তাহারা দুনিয়ার শরাফত ও ইজ্জত এবং আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও কারামত লাভ করিয়াছে। (তিবরানী)

٧٧٣. عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَالْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَا هَاوَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ – (رواه الترمذى وابن ماجه)

৭৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত সাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। পক্ষান্তরে নির্বোধ ও বেওকুফ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তাই আখেরাতের জীবনের কামিয়াবীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাফল্যের জন্য মানুষ যখন তাহার বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া দিনরাত পরিশ্রম করে তখন আখেরাতের জীবনের কামিয়াবীর জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইবে তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সত্যিকার বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের তুলনামূলক বিচার করিয়া থাকেন এবং চিরস্থায়ী যিন্দেগীর কামিয়াবীর জন্য নিজেকে যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত রাখেন।

٧٧٤. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَاذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَافِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَافِيْهِ - (رواه الترمذى)

৭৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত উবাই বিন কায়াব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হইতে উঠিতেন এবং বলিতেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর, হে মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ কর। রাজিফাত বা প্রথম শিংগা ধ্বনি আসন্ন এবং রাদিফাত বা দ্বিতীয় শিংগা ধ্বনি তাহার অনুসরণ করিতেছে। এসব কিছু নিয়া মৃত্যু হাজির এসব কিছু নিয়া মৃত্যু হাজির। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদিগকে রাত্রের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য জাগ্রত করিতেন। ঘুমের গাফলত দূর করিবার জন্য আমাদের পিয়নবী (স) তাঁহার অনুসারীদিগকে কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করিতেন। এবং শেষ রাত্রে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য আহবান করিতেন। মানুষ যাহাতে ঘুমের আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য তিনি কেয়ামতের ভয়াবহতা ও মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দিতেন।

তাকওয়ার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়

৭৭৫. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ اَحْمَرَ وَلَا اَسْوَدَ اِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوٰى - (رواه احمد)

৭৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, একমাত্র তাকওয়া ছাড়া কোন লাল ও কোন কালো ব্যক্তির উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইসলাম ধন-সম্পদ, শিকল সুরত রং রূপ, কাল সাদা আরব অনারব এবং ভাষার ভিত্তিতে মানব জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ ভীরু।

৭৭৬. عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَامُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لَاتَلْقَانِىْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِىْ هٰذَاوَ قَبْرِىْ فَبَكٰى مُعَاذٌ جُشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا - (رواه احمد)

৭৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন রাসূল (স) তাহার সাথে বাহির হইলেন, মুয়ায (রাঃ) সোয়ার ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সওয়ারীর সাথে পায়ে হাটিয়া চলিতেছিলেন এবং তাহাকে অছিয়ত করিতেছিলেন, অছিয়ত বা উপদেশ দেওয়া হইতে ফারেগ হইয়া বলিলেন, হে মুয়ায! সম্ভবতঃ এই বৎসরের পর আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হইবে না। এবং তাহার পরিবর্তে সম্ভবতঃ তুমি আমার এই মসজিদ ও আমার কবর দর্শন করিবে। (একথা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদের জন্য মুয়ায (রাঃ) খুব কাঁদিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া নিলেন, এবং মদিনার দিকে চেহারা করিয়া বলিলেন, মুত্তাকী বা পরহেযগার যে কোন লোক হউক এবং যে কোন স্থানে থাকুক না কেন তাহারা আমার নিকটবর্তী মানুষ। (আহমদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ খোদার ভয় ও তাকওয়া মান মর্যাদা ও আল্লাহর রাসূলের নৈকট্যের সঠিক মাপকাঠি। যাহার মনে আল্লাহর ভয় রহিয়াছে, সে জীবনের প্রতিটি কাজ

আল্লাহর হুকুম মুতাবিক করিবার চেষ্টা করে, হালাল হারামের পার্থক্য করে এবং কোন কাজ করিলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হইবেন এবং কোন কাজ করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এ খেয়াল সদাসর্বদা নিজের মনের মধ্যে রাখে, সে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে থাকুক না কেন এবং তাহার গোত্র বংশ ভাষা ও বর্ণ যাহাই হউক না কেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী।

ছোট্ট গুনাহ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হইবে

৭৭৭. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

(رواه ابن ماجه والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

৭৭৭. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আয়েশা ছোট্ট গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এগুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

(ইবনে মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কবিরা গুনাহের তুলনায় ছগিরা গুনাহ ছোট। কিন্তু প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি বিধায় আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। তাই ছগিরা গুনাহ ছোট অপরাধ হইলেও সে সম্পর্কে মোটেও উদাসীন থাকা উচিত নয়। যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত উপদেশ ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু আসলে উম্মতে মোহাম্মদীর নারী-পুরুষ সকলের জন্যই তাহা প্রয়োজন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া ও খোদাভীতি

৭৭৮. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُدْخِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا اَنَا اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ - (رواه مسلم)

৭৭৮. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রহম করম ব্যতীত তোমাদের কোন ব্যক্তির আমল তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিবেনা এবং দোযখ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এমন কি আমি ও আল্লাহর রহমত ছাড়া দোযখ হইতে রক্ষা পাইব না এবং বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিব না। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীসের দ্বারা এই কথা বুঝানো হয় নাই যে, মানুষ নেক আমলের দ্বারা কোন ফল পাইবে না। আখেরাতের আদালতে মানুষের ভাল ও মন্দ কাজের ওযন হইবে। সে অনুপাতে মানুষকে জান্নাতে বা জাহান্নামে পাঠানো হইবে। মানুষ অনেক সৎকর্ম করিতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ত্রুটি বিচ্যুতি এত বেশী যে যদি আল্লাহ তায়ালা তাহার হিসাব নেওয়া শুরু করেন এবং দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা না করেন তাহা হইলে সে তাহার সৎকর্মের ভিত্তিতে বেহেশত লাভ করিতে পারিবে না। বেহেশ্ত উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবার জন্য যেমন মানুষ পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার উপর

ভরসা করে ও তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিন-রাত প্রচুর মেহনত করে তাহার প্রতি নবী (স) উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নবীজীকে যেসব সূরা বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে

٧٧٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - (رواه الترمذى)

৭৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, আম্মাইয়াতাছাআলুন, ও সূরায়ে তাকবীর ইযাশ শামছু কুভ্যিরাত, আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত সূরাসমূহে আখেরাত ও আখেরাতে বেইমান ও নাফরমানদের শাস্তির বিবরণ রহিয়াছে। এইসব সূরা নবী করীম (স)-এর উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যেহেতু মানুষের মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাই তাহার মানসিক অবস্থা তাহার শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বস্তুতঃ ভয় ও চিন্তা মানুষকে দ্রুত বৃদ্ধ বানাইয়া দেয়।

গুনাহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা

٧٨٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَعْمَالاً هِىَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِكُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ - (رواه البخارى)

৭৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা অনেক কাজ কর যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সরু (অতি সাধারণ ও নগণ্য) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা সেই সবকে বড় অপরাধ তথা ধ্বংসকারী জিনিস মনে করিতাম। (বুখারী)

প্রচণ্ড বাতাসে কিয়ামতের ভয়ে মসজিদে

٧٨١. عَنِ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسٍ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هٰذَا يُصِيْبُكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ اِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ الْقِيَامَةُ - (رواه ابو داؤد)

৭৮১. অনুবাদ ঃ হযরত নযর (তাবেয়ী) (রহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) এর যুগে একবার অন্ধকার সময় ধূলির ঝড় আসিয়াছিল। আমি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে হামজা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের উপর কি এমন ধূলির ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তখন বাতাস সামান্য তীব্র হইলে কেয়ামতের ভয়ে আমরা মসজিদে দৌড়াইয়া যাইতাম। (আবু দাউদ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি তাঁহার গযবকেও ভয় করিতেন। মেঘ বৃষ্টি ও ঝড় হাওয়ার দ্বারা পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণে মেঘ বৃষ্টি বা প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হইতে দেখিলে নবী করীম (স)-এর ন্যায় সাহাবায়ে কেরামও খুব ভয় পাইতেন। তাহারা মনে করিতেন হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে আযাব দেওয়ার জন্য মেঘ ও ঝড় নামাইয়া দিয়াছেন। তাই আল্লাহর কাছে তাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। বস্তুত যাহাদের অন্তরে খোদাভীতি সর্বদা জাগ্রত থাকে তাহারাই এমন করিতে পারে। আফসোস! আমাদের যুগে মানুষ বিলকুল গাফেল, আল্লাহর আযাবকে চোখের সামনে দেখিয়াও কোন রকমের সবক হাসিল করিতে চায় না।

হান্‌যালা মুনাফিক হইয়া গিয়াছে

৭৮২. عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيْدِيِّ قَالَ لَقِيَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَاحَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاتَقُوْلُ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَا رَأْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فَوَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ ذَالِكَ - فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْبَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَا رَأْىَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتَ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْتَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَاتَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ - يَاحَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (رواه مسلم)

৭৮২. অনুবাদ ঃ হযরত হানযালা বিন রাবী আল উসাইদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার সাথে মুলাকাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা

করিলেন। হে হানযালা! তুমি কেমন আছ? আমি বলিলাম হানযালা মুনাফেক হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কি বলিতেছ? আমি বলিলাম, যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকি, তিনি দোযখ ও বেহেশত সম্পর্কে আমাদিগকে উপদেশ দেন, তখন মনে হয় তাহা যেন আমাদের চোখের সামনে। যখন আমরা তাঁহার কাছ হইতে বাহির হই তখন পরিবার সন্তান ও ক্ষেত খামার আমাদিগকে মশগুল রাখে আমরা অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমিও এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হই। অতঃপর আমি ও আবু বকর (রাঃ) রাওয়ানা হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হইলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, আপনার কাছে থাকিলে আপনি যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আমাদিগকে নসিহত করেন তখন মনে হয় যেন তাহা আমাদের চোখের সামনে যখন আমরা আপনার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাই তখন পরিবারবর্গ সন্তানাদি, এবং ধন সম্পত্তি আমাদিগকে মশগুল করিয়া ফেলে। তাহাতে আমরা অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই। আল্লাহর রাসূল বলিলেন আমার জীবন যাহার হাতে তাঁহার শপথ! তোমরা যদি সর্বদা যিকির করিতে এবং আমার কাছে যে অবস্থায় থাক সে অবস্থায় থাকিতে তাহা হইলে ফিরিশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফা করিতেন। কিন্তু হে হানযালা! (সব সময় এমন অবস্থায় থাকিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ করেন নাই) কোন কোন সময় হইলেই যথেষ্ট। তিনবার তিনি তাহা বলিলেন। (মুসলিম)

দুনিয়ার নিন্দা এবং আখিরাতের তুলনায় ইহার নগণ্যতা

٧٨٣. عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَاالدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ - (رواه مسلم)

৭৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত মুসতাওরিদ বিন সাদ্দাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হইল, তোমাদের কোন ব্যক্তি সমুদ্রের মধ্যে তাহার আঙ্গুল ডুবাইল, এখন দেখ আঙ্গুলে কতটুকু পানি লাগিয়া আসিয়াছে? (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আখিরাতের জীবন কামিয়াব করিতে যে নিরলস ও অবিরাম চেষ্টার প্রয়োজন তাহা মানুষ করিতে তখনই সক্ষম হইবে যখন সে আখিরাতের লোমহর্ষক ভয়াবহতা ও চোখ শীতলকারী অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের সঠিক জ্ঞান হাসিল করিতে সক্ষম হইবে। সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত প্রাচুর্য আখিরাতের ব্যর্থতার তুলনায় কিছুই নহে। দুনিয়ার সমস্ত রাজ্যের ব্যর্থতা আখিরাতের সাফল্যের কাছে খুবই নগণ্য মনে হইবে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরাতের বাস্তব চিত্র অংকন করিয়া আমাদিগকে আখিরাতের জীবনের পাথেয় বা সামান সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

দুনিয়া মৃত ছাগল ছানার চাইতেও নগণ্য

٧٨٤. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوْا مَانُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللّٰهِ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ - (رواه مسلم)

৭৮৪. অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট মৃত ছাগল ছানার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় (তাঁহার সাথীদিগকে) বলিলেন, তোমাদের কেহ কি ইহাকে এক দিরহাম দিয়া নিতে পছন্দ করিবে? তাহারা বলিল, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে ইহাকে নিতে পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট ইহা যতটুকু নগণ্য দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার কাছে ইহার চাইতে আরো বেশী নগণ্য। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়ার প্রলোভন ও চাকচিক্য মানুষকে আখিরাতের জীবন হইতে গাফেল করিয়া রাখে। মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিনিস লাভ করিবার জন্য জীবনের সুখ শান্তি, নীতি আদর্শ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়া অর্জনের জন্য মানুষ গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ হইল সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব অনুধাবন করিতে পারে না। আবার আখেরাতের জীবনের অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার দরুন সে আখিরাতের যিন্দেগী সুন্দর ও সুখী করিতে যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা করিতে সক্ষম হয় না। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আখেরাতের জীবনের স্থায়িত্ব ও দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন।

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত

٧٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - (رواه مسلم)

৭৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়া মুমিনদের জেলখানা ও কাফেরদের জান্নাত। (মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ জেলখানার মানুষ কখনও স্বাধীন নয়। বন্দী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অন্যের হুকুমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন যে হুকুম হয় তখন সে হুকুম বন্দীকে পালন করিতেই হয়। বন্দী কখনও একথা বলিতে পারে না যে, সে জেল কর্তৃপক্ষের হুকুম মানিবে না। দুনিয়ার জীবনও মুমিনের জন্য জেলখানার ন্যায়। মন যা চায় মুমিন তাহা করিতে পারে না। খাহেশাতের লোভ যত প্রবলই হউক না কেন মুমিন ব্যক্তি অবশ্যই তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য।

জান্নাতের কোন কাজ নিয়ন্ত্রিত নয়। সেখানে মানুষের কোন কামনা বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না। নিয়ামত ভরা জান্নাতের সর্বত্র আরাম ও তৃপ্তি। জান্নাতের আরাম আয়েশ ছাড়িয়া জান্নাতী কখনও ইহার বাহিরে যাইতে চাহিবে না। বন্দীগণ যেমন জেলখানাকে

নিজেদের গৃহ মনে করে না, এবং তাহাকে সুসজ্জিত করিতে চাহেনা বরং বাড়ীতে যাওয়ার জন্য তাহাদের মন সর্বদা ব্যাকুল থাকে তেমনিভাবে মুমিনগণ দুনিয়াকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান মনে করিতে পারে না বরং তাহাদের মন সর্বদা নিয়ামত ভরা জান্নাতের জন্য ব্যাকুল থাকে। তাহারা জান্নাত লাভ করিবার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়া কাফেরদের জান্নাত বলার অর্থ হইল। কাফিররা দুনিয়াকে জান্নাত মনে করে। তাহারা তাহাদের জীবনকে আল্লাহ তায়ালার আইনের অধীনে রাখে না। প্রবৃত্তির হুকুম মুতাবেক জীবন যাপন করে। আখিরাতের চিরস্থায়ী বাসস্থানে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে তাহারা দুনিয়ার বাসস্থানকে সুন্দর করিবার জন্য জীবনের যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে। দুনিয়ার জীবন কিভাবে দীর্ঘায়িত করা যায় সে চিন্তায় তাহারা দিনরাত অস্থির থাকে।

দুনিয়া ও আখিরাত বিপরীত মুখী

٧٨٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى - (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

৭৮৬। অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে সে তাহার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে মহব্বত করে সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই ক্ষণস্থায়ীর পরিবর্তে চিরস্থায়ীকে গ্রহণ কর।

(আহমদ ও বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন যেমন এক নয় ঠিক তেমনি উভয়স্থানের দুঃখ শান্তি লাভের পদ্ধতি ও এক নয়। দুনিয়ার সুখ শান্তি হাসিল করার জন্য যে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং যে মনে করে দুনিয়াই তাহার সবকিছু সে কখনো আখেরাতের জীবনের সুখ শান্তি অর্জনের জন্য কঠিন মেহনত করিতে পারিবে না। অপরদিকে আখেরাতকে যাহারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং তাহার সুখ শান্তি ও ধন দৌলত লাভ করিবার জন্য কি করিয়া তাহার মূল্যবান সময় ব্যয় করিতে পারে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিনিসের গুরুত্ব তাহার কাছে মোটেই নাই। সে দুনিয়ার ততটুকু হাসিল করিতে চায় যতটুকু না করিলে তাহার সংসার জীবন চালাইতে সে অক্ষম হয়। হাদীসের শেষাংশে অস্থায়ী জিনিসকে স্থায়ী জিনিসের জন্য পরিহার করিতে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে বলা হইয়াছে।

যিকির ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত

٧٨٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلَّاذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْمُتَعَلِّمٌ -

(رواه الترمذى وابن ماجه)

৭৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সাবধান আল্লাহ তায়ালার যিকির ও তাহার সম্পর্কীয় বিষয় এবং আলেম ও দ্বীনি এলেম অন্বেষণকারী ছাত্র ব্যতীত দুনিয়া ও তাহার যাবতীয় বস্তু অভিশপ্ত, আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যিকিরের সম্পর্কীয় বিষয় দুইভাবে হইতে পারে প্রথম, যাহা যিকির করিতে সাহায্য করে যেমন খাওয়া দাওয়া এবং জীবন ধারণের জরুরী সামান। দ্বিতীয় হইল, আল্লাহর নৈকট্য লাভের বস্তু। তখন যাবতীয় এবাদতই ইহার অন্তরভুক্ত হইবে। যেহেতু এলেম যিকিরের নিকট লইয়া যায় আবার এলেমের চাইতে বড় ইবাদত আর কি হইতে পারে? এতদসত্ত্বে ও আলেম ও তালেবে এলেমকে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিয়া বুঝানো হইয়াছে যে এলেম বহুত বড় দৌলত।

মাহবুব বান্দাদিগকে দুনিয়ার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করা হয়

٧٨٨. عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا - كمايظل احدكم يحمى سقيمه الماء -
(رواه احمد والترمذى)

৭৮৮. অনুবাদ ঃ কাতাদাহ বিন নোমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাহাকে তিনি এমনভাবে দুনিয়া হইতে হেফাজত করেন যেমনভাবে তোমাদের কোন ব্যক্তি রোগীকে পানি হইতে হেফাজত করিয়া থাকে। (আহমদ তিরমিযী)

দুনিয়াতে পথিকের ন্যায় অবস্থান কর

٧٨٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكَبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ - (رواه البخارى)

৭৮৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, দুনিয়াতে মুসাফির বা পথিকদের ন্যায় অবস্থান কর। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একজন মুসাফির পথ চলিবার সময় অনেক অনেক সুন্দর জিনিস দেখিতে পায়। কিন্তু সেইগুলি ভোগ দখল করিবার চিন্তা সে কখনো করিতে পারে না। কারণ পথিক পথের জিনিস সংগ্রহ করা শুরু করিলে পথ কখনো ফুরাইবে না। ফলে সে মনযিলে মাকসুদেও পৌঁছিতে পারিবে না। অনুরূপ অস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দুনিয়া হাসিলের চেষ্টা করিলে আখিরাতের মনজিল হাসিল করা যাইবে না। আখেরাতের মনজিলে মাকসাদে তারাই পৌঁছিতে পারিবে যাহারা দুনিয়ার জীবনকে পথিকের জীবন মনে করিয়া দুনিয়ার জিন্দেগীতে নিজদিগকে অহেতুক জড়িত করিবে না।

দুনিয়ার সামগ্রী সকলেই ভোগ করে

٧٩٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ اَلَاۤ اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَاْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ اَلَا وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِىْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ اَلَا وَاِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَلَا وَاِنَّ الشَّرَّ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى النَّارِ اَلَا فَاعْمَلُوْا وَاَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُعْرَضُوْنَ عَلٰى اَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

(رواه الشافعى)

৭৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দান করিলেন, তিনি তাঁহার ভাষণে বলিলেন, সাবধান, দুনিয়া এক উপস্থিত সামগ্রী যাহা নেককার ও বদকার সকলেই উপভোগ করিয়া থাকে। মনে রাখিও আখিরাত সুনির্দিষ্ট ও সত্য। এবং ইহাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করিবেন। মনে রাখিও! যাবতীয় মঙ্গল জান্নাতের মধ্যে এবং যাবতীয় অমঙ্গল দোযখের মধ্যে রহিয়াছে। তাই আল্লাহকে ভয় করিয়া তোমরা আমল করিতে থাক। এবং মনে রাখিও! তোমাদিগকে তোমাদের আমলসহ (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হইবে। অতঃপর অণুপরিমাণ মঙ্গল যে করিয়াছে সে তাহা দেখিতে পাইবে এবং অণু পরিমাণ অমঙ্গল যে করিয়াছে তাহাও সে দেখিতে পাইবে। (শাফেয়ী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ দুনিয়ার যিন্দিগীর উপায় উপকরণ আল্লাহ তায়ালা সকলকেই দান করিয়াছেন। দুনিয়ার রিযিক ধন দৌলত বন্টন করিবার ক্ষেত্রে তিনি ঈমানের শর্ত আরোপ করেন নাই। আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিগণ আল্লাহর দুনিয়ার যাবতীয় উপায় উপকরণ ভোগ করে। তবে আখেরাতের জিন্দেগীর ব্যাপার দুনিয়ার জিন্দেগীর সম্পূর্ণ বিপরীত। আখিরাতের আরাম আয়েশ একমাত্র তাহারাই ভোগ করিবেন যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করিয়া জীবনের যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে।

আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করি না

٧٩١. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ - (متفق عليه)

৭৯১. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন আউফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করি না, বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করিতেছি যে দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তোমরা তাহার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে যেভাবে তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। অতঃপর তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে যেভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। (বুখারী, মুসলিম)

দুনিয়া ও আখেরাত প্রার্থীর অবস্থা

৭৯২. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْاٰخِرَةِ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللّٰهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَلَايَاْتِيْهِ مِنْهَا اِلَّامَاكُتِبَ لَهُ - (رواه الترمذى)

৭৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আখেরাতের অন্বেষণ যাহার নিয়তে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, তাহার অন্তরের ব্যাকুলতা দূর করিয়া দেন এবং দুনিয়া অবনত হইয়া তাহার কাছে আসে। আর যাহার নিয়তে রহিয়াছে দুনিয়া লাভ করা আল্লাহ তায়ালা তাহার চেহারাতে অভাব অনটনের ভাব সৃষ্টি করেন, তাহার অবস্থা ব্যাকুল ও অশান্ত করিয়া দেন এবং তকদীরে যাহা নির্ধারিত আছে ইহার চাইতে অধিক দুনিয়া (ধন-সম্পদ) সে লাভ করিতে পারেনা। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহ তায়ালা আখেরাত লাভের প্রার্থীদের প্রতি দয়াও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সম্পদের প্রাচুর্য্যের চাইতে অন্তরের প্রশান্তি সুমহান। আল্লাহ তায়ালা আখিরাত অন্বেষণকারীদের অন্তরের প্রাচুর্য বা প্রশান্তি দান করেন। তাই তাহারা অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন না। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আখেরাতের অনন্ত জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার জীবনেও তাহাদিগকে শান্তি ও সম্মান দান করেন। বস্তুত এ ধরনের মানুষই দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব। দুনিয়া প্রার্থীগণ সর্বদা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আখেরাতের সুখ শান্তির পরিবর্তে তাহারা দুনিয়ার আরাম আয়েশ নিয়াই ব্যস্ত। দুনিয়া প্রার্থীদের প্রয়োজন বহুমুখী। এক প্রয়োজন পূরণ হইতে না হইতেই নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি হয়। তাহারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিলেও আরও সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি হাসিলের জন্য সর্বদা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। তাহারা দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন বিড়ম্বনা ও অশান্তির শিকার হয়। শুধু তাহাই নহে, অশান্তির অনল ভরা আখিরাতের জীবন তাহাদের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

সম্পদ ও মর্যাদার লোভ বা মহব্বত

৭৯৩. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاً فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَلَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِيْنِهٖ - (رواه الترمذى والدارمى)

৭৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত কায়াব বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাহারা যাহা ধ্বংস করিতে পারে না তাহার চেয়ে বেশী মানুষের দ্বীনের ক্ষতি করে তাহার সম্পদ ও শরাফতের লোভ। (তিরমিযী ও দারেমী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ বাঘ ছাগলের শত্রু। ছাগলের পালে দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ প্রবেশের অর্থ হইল অনেক ছাগলের প্রাণ সংহার করা। ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের চেয়েও মারাত্মক শত্রু মানুষের রহিয়াছে, আর তাহা কোন বাহিরের শত্রু নয়, বরং ভিতরের শত্রু। সম্পদ ও শরাফতের লোভ মানুষের দ্বীনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়।

সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কখনো মিটে না

৭৯৪. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا - وَلَايَمْلَأُجَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّاالتُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ - (متفق عليه)

৭৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম সন্তানের কাছে যদি সম্পদের দুইটি পাহাড় থাকে তাহা হইলেও সে তৃতীয়টা লাভ করিতে চাহিবে। মাটি ছাড়া অন্যকিছু আদমের পেট ভরতে পারবে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সম্পদ আমার উম্মতের ফেতনা

৭৯৫. عَنْ كَعْبِ بْنِ عَيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِى الْمَالُ - (رواه الترمذى)

৭৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত কায়াব বিন ইয়ায (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফেতনা রহিয়াছে, আমার উম্মতের ফেতনা হইল মাল বা সম্পদ। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কোরআনে মালকে ফেতনা বলা হইয়াছে। মুসলিম উম্মতের অন্যতম ফেতনা হইতেছে মাল বা সম্পদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আশংকা করিয়াছিলেন আমাদের সমাজে তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত

হইয়াছে। সম্পদের রাস্তায় আমাদের পতন আসিয়াছে। মালের মহব্বত ত্যাগ করিয়া দ্বীনের মহব্বত অন্তরে পোষণ করিতে পারিলে এখনো বিশ্ব সভায় তাহাদের হারানো আসন ফিরাইয়া পাইতে পারে। মুসলিম জাতিকে সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। বরং তাহাদিগকে আমর বিল মারুফ ওয়ান নিহী আনিল মুনকার বা ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ বারণ করার দায়িত্ব বা যিম্মাদারী প্রদান করা হইয়াছে। এ মহান দায়িত্ব পালনের মধ্যেই তাহাদের কল্যাণ ও সফলতা রহিয়াছে। সম্পদের মোহ এ মহান যিম্মাদারী আদায়ের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে মালের ফেতনা হইতে হেফাজত করুন। (আমিন)

ওয়ারিসদের মাল কাহার কাছে প্রিয়?

٧٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِهٖ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِ وَارِثِهٖ قَالَ فَاِنَّ مَالَهٗ مَاقَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهٖ مَااَخَّرَ - (رواه البخارى)

৭৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার সম্পদের চাইতে তাহার ওয়ারিসদের সম্পদ অধিক প্রিয়। তাহারা (সাহাবায়ে কেরাম) জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার নিকট তাহার নিজের সম্পদের চেয়ে ওয়ারিসদের সম্পদ অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সম্পদ হইল যাহা সে আগে পাঠাইয়া দিয়াছে আর যাহা সে রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাহার ওয়ারিসদের সম্পদ। (বুখারী)

দিনার দিরহামের গোলাম অভিসম্পাতিত

٧٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ - (رواه الترمذى)

৭৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনার ও দেরহামের গোলাম অভিশপ্ত। (তিরমিযী)

আল্লাহর পছন্দনীয় পরিবার

٧٩٨. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ - (رواه ابن ماجه)

৭৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান বিন হোছাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন মুমিন বান্দাহকে মহব্বত করেন, যে গরীব পরিবার পরিজন ওয়ালা এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী। (ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে মুমিন গরীব অবস্থায়ও চরিত্র কলুষিত করেন না, অন্যায়ভাবে প্রয়োজন পূরণ করেন না বা অন্যের কাছে হাত পাতেন না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী নিশ্চিত।

নবী করীম (স.) নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য দরিদ্রতা গ্রহণ করা

৭৯৯. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَارَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَذَا اَشْبَعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ – (رواه احمد والترمذى)

৭৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মক্কার বাতহা উপত্যকাকে আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব আমার রব আমাকে দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হে প্রভু! না, আমি একদিন পেট ভরিয়া খাইব আর একদিন ভুখা থাকিব। যখন ক্ষুধার্ত হইব আপনার কাছে কান্নাকাটি করিব ও আপনাকে স্মরণ করিব। আর যখন পেট ভরিয়া খাইব তখন আপনার হামদ ও শোকর আদায় করিব। (আহমদ ও তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ নবী করীম (স)-এর মনের প্রাচুর্য ছিল অফুরন্ত। দুনিয়ার ধন-সম্পদ তাঁহার সামনে হাজির করিবার পরও তিনি তাহা কবুল করেন নাই। গরীব হালতের মধ্যে জীবন যাপন করিয়া ইবাদতের বুলন্দ মর্তবা তিনি হাসিল করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি একটানা প্রাচুর্যের চাইতে কখনো সম্পদ পাইবার আবার কখনো অভাব অনটন চাহিয়াছেন। দুঃখের পর সুখ এবং অভাবের পর সম্পদ লাভের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের তৃপ্তি রহিয়াছে। তিনি উভয় অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর নবীর দোয়া

৮০০. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا - (متفق عليه)

৮০০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আল্লাহ! মোহাম্মদের পরিবার পরিজনকে তুমি পরিমিত রিযিক দান কর। (বুখারীও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আল্লাহর রাসূল তাঁহার পরিবার পরিজনের জন্য পরিমিত রিযিক চাহিয়াছেন। অর্থাৎ যে রিযিকের দ্বারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করা যায় এবং অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। আর এমন রিযিক যাহাতে কোন প্রকার উদ্বৃত্তও না থাকে এ ধরনের জীবনকে কোন অবস্থাতেই খোশহাল জিন্দেগী বলা চলেনা। কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আখিরাতের জীবনে "মাকামে মাহমুদ" দান করুন। (আমীন)

সর্বাবস্থায় মিসকীন থাকার জন্য নবীজীর দু'আ

٨٠١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ - (رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

৮০১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ করিতেন, হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীনদের জীবন দান করুন, মিসকীন অবস্থায় আমার মৃত্যু দান করুন এবং মিসকীনদের সাথে আমার হাশর করুন। (তিরমিযী, বায়হাকী)

নবী পরিবার একাধারে দুইদিন পেটভরিয়া খায় নাই

٨٠٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - (متفق عليه)

৮০২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল (স) কে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদের পরিবার পরিজন একাধারে দুইদিন পেট ভরিয়া বার্লির রুটি খান নাই। (বুখারী, মুসলিম)

٨٠٣. عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مُصْلِيَّةٌ لَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ -(رواه البخارى)

৮০৩. **অনুবাদ ঃ** সাঈদ মাকবুরী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কতিপয় লোকের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। তাহাদের সামনে ভুনা বকরী ছিল। তাহারা তাহাকে খাওয়ার জন্য আহবান করিলেন। তিনি খাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে এমন অবস্থায় চলিয়া গিয়াছেন যে, কোনদিন পেট ভরিয়া বার্লির রুটি খাইতে পান নাই। (বুখারী)

একাধারে দুই মাস চুলা জ্বলে নাই

٨٠٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ اُخْتِىْ اَنَا كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَاكَانَ يُعِيْشُكُمْ ؟ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ - اِلَّا اَنَّهٗ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَسْقِيْنَاهُ -(متفق عليه)

৮০৪. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি উরওয়াকে বলিলেন ঃ হে আমার বোনের ছেলে! দুই মাসে তিন চাঁদের উদয় আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু মুহাম্মদের বাসগৃহে আগুন জ্বালানো হয় নাই। আমি (উরওয়া) জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন কি জিনিস আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিত ? তিনি বলিলেন, খেজুর ও পানি। অবশ্য কোন কোন সময় প্রতিবেশী আনসারদের দুগ্ধদানকারী উটনী ছিল এবং তাহারা আল্লাহর রাসূলের জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাইত। আমরা সেই দুধ পান করিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

একাধারে বহু রাত খাইতে পান নাই

٨٠٥. عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهُ وَلَايَجِدُوْنَ عِشَاءً وَ اِنَّمَا كَانَ عِشَاءُ هُمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ - (روا الترمذى)

৮০৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুরাত না খাইয়া কাটাইয়াছেন। তিনি ও তাঁহার পরিবার পরিজন রাত্রে খাবার পান নাই। (এবং যখন কিছু পাইতেন) তাঁহাও হইত যবের রুটি। (তিরমিযী)

৩০ সা' বার্লি দানার বিনিময়ে নবীজীর বর্ম বন্ধক

٨٠٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ - (رواه البخارى)

৮০৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূলের ইনতিকালের সময় তাঁহার বর্ম ৩০ সা' (এক সা' প্রায় সাড়ে তিনসের) বার্লি দানা (যবের) বিনিময়ে জনৈক ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিল। (বুখারী)

নবীজীর শরীরে চাটাইয়ের দাগ

٨٠٧. عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْاَثَّرَالرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَايَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ اَوْ فِيْ هٰذَا اَنْتَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ ؟ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتِهِمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - وَفِيْ رِوَايَةٍ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةَ -(متفق عليه)

৮০৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি খেজুর পাতার মাদুরে শুইয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর ও মাদুরের মধ্যস্থলে কোন বিছানা ছিল না। তাঁহার শরীরের পার্শ্বে মাদুরের দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি পাতাভর্তি চামড়ার বালিশে ভর দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করুন, তিনি আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করিবেন। পারস্য ও রোমকে প্রাচুর্য দান করা হইয়াছে। অথচ তাঁহারা আল্লাহর ইবাদত করে না। আল্লাহর রাসূল বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এই রূপ চিন্তা কর ? তাঁহারা এমন কওম যাহাদিগকে তাঁহাদের যাবতীয় কল্যাণ দুনিয়ার যিন্দেগীতে দান করা হইয়াছে। অন্য এক রেওয়াতে বলা হইয়াছে, তুমি কি রাজি নও যে, তাঁহাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত। (বুখারী, মুসলিম)

খোদাভীরুদের জন্য সম্পদ ক্ষতিকর নহে

٨٠٨. عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَاْسِهِ اَثَرُمَاءٍ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ اَجَلْ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيْ ذِكْرِ الْغِنِيِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَابَاْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ - (رواه احمد)

৮০৮. **অনুবাদ ঃ** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা এক মজলিসে ছিলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে আসিলেন। তাঁহার মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। (মনে হইতে ছিল তিনি এখন গোসল করিয়াছেন) আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে প্রফুল্ল দেখিতেছি ? তিনি বলিলেন, হাঁ! অতঃপর মজলিসের লোকেরা ধন সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহান ইযযত ও জালালের অধিকারী আল্লাহকে যে ভয় করে তাহার জন্য ধন-দৌলত আপত্তিকর নয়। যে আল্লাহকে ভয় করে তাহার কাছে সুস্থতা সম্পদের চাইতে উত্তম এবং মনের প্রফুল্লতা আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্গত। (আহমদ)

নেক নিয়তে ধন উপার্জনের ফযীলত

٨٠٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان) .

৮০৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সমস্যা হইতে বাঁচিবার, ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করিবার এবং প্রতিবেশীদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য হালাল উপায়ে দুনিয়া তলব করে, সে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের চেহারা নিয়া আল্লাহর সাথে মোলাকাত করিবে। আর যে ব্যক্তি মালদার হওয়ার ফখর করিবার এবং প্রদর্শনের জন্য হালাল উপায়ে দুনিয়া তলব করিবে সে আল্লাহর সাথে যখন মোলাকাত করিবে তখন তিনি তাঁহার উপর ভীষণ রাগান্বিত থাকিবেন। (বায়হাকী)

দীর্ঘ হায়াত বড়ই নেয়ামত আমল যদি ভাল হয়

٨١٠. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاَىُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ – (رواه احمد)

৮১০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে ? তিনি বলিলেন, যাহার জীবন দীর্ঘ এবং আমল সুন্দর। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, নিকৃষ্ট মানুষ কে ? তিনি বলিলেন, যাহার জীবন দীর্ঘ এবং আমল মন্দ। (আহমদ)

অধিক আমলের মর্যাদা

٨١١. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوْنَحْوِهَا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاقُلْتُمْ ؟ قَالُوْا دَعَوْنَا اللّٰهَ اَنْ يَّغْفِرَلَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَيْنَ صَلٰوتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ اَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ – (رواه ابو داؤد والنسائى)

৮১১. অনুবাদ ঃ হযরত উবায়দ ইবনে খালেদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেন। অপর এক ব্যক্তি এক সপ্তাহ বা ইহার নিকটবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবাগণ তাঁহার জানাযা পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তাহার সম্পর্কে কি বল ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করিয়াছি আল্লাহ তায়ালা যেন তাহাকে মাফ করিয়া দেন। তাঁহার উপর দয়া করেন এবং তাহার শহীদ সাথীর সাথে তাহাকে মিলিত করিয়া দেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শহীদ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে যে নামায পড়িয়াছে, এবং অন্যান্য নেক আমল করিয়াছে তাহা কোথায় গেল ? অথবা বলিয়াছেন, তাঁহার রোযার পর সে যে রোযা রাখিল তাহা কোথায় গেল ? তাঁহাদের উভয়ের মাঝের দূরত্ব আসমান যমীনের চাইতেও বেশী। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

দীর্ঘ জীবন ইসলামের উপর থাকিবার ফযীলত

٨١٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ اِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى عُذْرَةَ ثَلَاثَةً اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَسْلَمُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْفِلْنِيْهِمْ؟ قَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَكَانُوْا عِنْدَهٗ فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ اَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ الْاٰخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِى الْجَنَّةِ وَرَاَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ اَمَامَهُمْ - وَالَّذِىْ اسْتَشْهَدَ اٰخِرًا يَلِيْهِ - وَاَوَّلُهُمْ يَلِيْهِ فَدَخَلَنِىْ مِنْ ذَالِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ ذَالِكَ فَقَالَ وَمَا اَنْكَرْتَ مِنْ ذَالِكَ ؟ لَيْسَ اَحَدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مُّؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ وَتَهْلِيْلَةٍ - (رواه احمد)

৮১২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনু উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি আল্লাহর নবীর কাছে আসিলেন, এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তাঁহাদের যিম্মাদারী নিবে ? তালহা বলিলেন, আমি। অতঃপর তাঁহারা তাহার সাথে অবস্থান করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দল মুজাহিদ (কোন স্থানে) প্রেরণ করিলেন, তাঁহাদের একজন মুজাহিদ দলের সাথে যাইয়া শাহাদত বরণ করিলেন, অতঃপর নবী (স) আরও একদল মুজাহিদ পাঠাইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই দলের সাথে বাহির হইয়া শাহাদত বরণ করিলেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি বিছানার মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তালহা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি ঐ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। বিছানায় মৃত্যুবরণকারীকে আমি তাহাদের সামনে দেখিলাম। শেষে শাহাদত বরণকারী তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে যিনি প্রথম শহীদ হইয়াছিলেন তিনিও তাহার নিকটে রহিয়াছেন। ইহা আমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমি তাঁহা পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহাতে তুমি কি জিনিস অস্বীকার কর ? আল্লাহ তায়ালার কাছে ঐ মুমিনের চাইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে যে মুমিন ইসলামের মধ্যে দীর্ঘ জীবন তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল করিয়া অতিবাহিত করিয়াছে। (অর্থাৎ যে মুমিন আল্লাহ তায়ালার যিকির আযকার, তাছবীহ তাহলীল ও ইবাদত বন্দেগী করিয়া জীবন কাটায় তাঁহার জন্য দীর্ঘ হায়াত আল্লাহ তায়ালার বড় নিয়ামত) (আহমদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াজ ও অসিয়ত

٨١٣. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذُرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِعِ الْاَيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ - (رواه احمد)

৮১৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে উপদেশ দিন এবং তাহা খুব সংক্ষিপ্তভাবে দিন। তিনি বলিলেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াইবে, তখন তাহা বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় পড়িবে (এর পরে হয়তো আর নামায পড়িবার সুযোগ আসিবে না) এমন কোন কথা বলিবে না যাহার জন্য আগামীকাল তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে এবং মানুষের হাতে যাহা আছে তাঁহার ব্যাপারে নিজেকে একেবারে নিরাশ করিয়া ফেল। (অর্থাৎ অন্যের নিকট হইতে কোনো পাওয়ার আশা করিও না) (আহমদ)

সর্বস্থানে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর

٨١٤. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - (رواه احمد والترمذى والدارمى)

৮১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, ভাল কাজ মন্দ কাজকে মুছিয়া ফেলিবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। (আহমদ তিরমিযী ও দারেমী)

নাজাত দানকারী তিনটি বস্তু ও ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু

٨١٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তিনটি জিনিস নাজাত দানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। নাজাত দানকারী তিনটি জিনিস হইল (১) প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা (২) খুশী এবং রাগের অবস্থায় হক কথা বলা (৩) দরিদ্র ও প্রাচুর্য

অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ধ্বংসকারী জিনিস হইল (১) নফসের খাহেশের অনুসরণ করা (২) কৃপণতার তাবেদারী করা (৩) এবং নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা, ইহা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (বায়হাকী)

পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে কর

٨١٦. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - (رواه الترمذى)

৮১৬. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন মায়মুন আওদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নসিহত করিবার সময় বলিয়াছেন। পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের কদর কর, সদ্ব্যবহার কর (১) তোমার বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনের (২) তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতার (৩) তোমার অভাবের পূর্বে তোমার প্রাচুর্যের (৪) তোমার কর্মব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরের (৫) তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের সদ্ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। সদ্ব্যবহার করার অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালা যে পাঁচটি নিয়ামত দিয়াছেন সেগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। মানুষের জীবন সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য ও ক্ষণস্থায়ী। এক মুহূর্তের খবরও মানুষের জানা নাই। যে কোন মুহূর্তে পরপারের নোটিশ আসিতে পারে এবং নোটিশ আসিয়া গেলে শত চেষ্টা করিয়াও রেহাই পাওয়া যাইবে না। তাই মৃত্যুর পূর্বে জীবনের পুঁজিকে কাজে নিয়োজিত করিয়া আল্লাহর মহব্বত ও কুরবত হাসিল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার।

হাশরের ময়দানের পাঁচটি প্রশ্ন

٨١٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ - (رواه الترمذى)

৮১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত কোন আদম সন্তানের পা সরাইতে পারিবে না (১) তাঁহার জীবন কি কাজে ধ্বংস করিয়াছে (২) তাহার যৌবন কি কাজে ক্ষয় করিয়াছে (৩) তাহার সম্পদ সে কোন পথে উপার্জন করিয়াছে (৪) উপার্জিত সম্পদ সে কোন পথে খরচ করিয়াছে (৫) সে যাহা জানিত সে মোতাবিক কি আমল করিয়াছে। (তিরমিযী)

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত

٨١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْيُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ ؟ قُلْتُ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ - وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحَبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَاتُكْثِرُ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ - (رواه احمد والترمذى)

৮১৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কে আমার কাছ হইতে এই কথাগুলি শিখিবে, নিজে আমল করিবে অথবা অন্যকে আমল করিবার জন্য শিক্ষা দিবে ? বর্ণনাকারী বললেন, আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল। আমি। অতঃপর আল্লাহর নবী আমার হাত ধরিয়া পাঁচটি জিনিস গুণিলেন। অতঃপর বলিলেন, (১) আল্লাহ তায়ালা যাহা হারাম করিয়াছেন তাঁহা তুমি ভয় কর অর্থাৎ হারাম হইতে বাঁচিয়া থাক তাহা হইলে তুমি শ্রেষ্ঠ আবেদ হইবে। (২) আল্লাহ যাহা তোমার কিসমতে রাখিয়াছেন তাঁহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক তাহা হইলে তুমি শ্রেষ্ঠ ধনী হইবে। (৩) প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর তাহা হইলে তুমি কামেল মুমিন হইবে। (৪) তুমি নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর মানুষের জন্যও তাহা পছন্দ কর তাহা হইলে তুমি প্রকৃত মুসলমান হইবে। (৫) অধিক হাসিবে না, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মারিয়া ফেলে। (আহমদ, তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ এই হাদীসে সাচ্চা মুমিনের একটি জীবন্ত নকশা অংকন করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভের জন্য নবী করীম (স) অধিক নফল ইবাদত করার কথা বলেন নাই। বরং তিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পাপ কাজ মানুষকে জান্নাত হইতে দূরবর্তী এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করে। দৌলতের আধিক্যের নাম প্রাচুর্য নয়, বরং প্রকৃত প্রাচুর্য হইল নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা। নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যেই দৌলতের প্রকৃত সার্থকতা রহিয়াছে। প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করা ঈমানের অন্যতম শিক্ষা। প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ তাঁহার অভাব মোচন করা। বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর পরিবার পরিজন ও মালসম্পদের হেফাযত করা, প্রতিবেশীর সাথে নরম ও ভদ্র আচরণ করা ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। অধিক হাসিখুশী মুমিন ব্যক্তির কাজ নহে। আখিরাতের যিন্দেগী সম্পর্কে যে গাফেল সে-ই এ ধরনের আচরণ করিতে পারে।

আরশের নিচের খাযানা

٨١٩. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَمَرَنِىْ خَلِيْلِىْ بِسَبْعٍ، اَمَرَنِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِىْ وَلَا اَنْظُرُ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ الرَّحْمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ، وَاَمَرَنِىْ اَنْ لَّااَسْاَلَ اَحَدًاشَيْئًا - وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا وَاَمَرَنِىْ اَنْ لَّااَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ - (رواه احمد)

৮১৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু (নবী স) আমাকে সাতটা আদেশ করিয়াছেন বা উপদেশ দিয়াছেন। (১) তিনি আমাকে গরীব মিসকিনকে মহব্বত করিতে ও তাঁহাদের নিকটবর্তী হইতে আদেশ করিয়াছেন। (২) আমার চেয়ে যে নীচে রহিয়াছে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং যে আমার চেয়ে উপরে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিতে আদেশ করিয়াছেন। (৩) আত্মীয় স্বজন মুখ ফিরাইয়া নিলেও তাঁহাদের সাথে নরম আচরণ করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। (৪) কাহারো নিকট কোনকিছু সুওয়াল না করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। (৫) তিক্ত হইলেও সত্য কথা বলার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। (৬) আল্লাহর পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় না করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। (৭) তিনি আমাকে খুব বেশী লা হাওলা ও লাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ-এই কালিমা পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। কারণ এইগুলি আরশের নিচের খাযানা। (আহমদ)

নবীজীর প্রতি আল্লাহর নয়টি নির্দেশ

٨٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَا وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا وَنُطْقِىْ ذِكْرًا وَنَظْرِىْ عِبْرَةً وَاٰمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ - (رواه رزين)

৮২০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার রব আমাকে নয়টি আদেশ করিয়াছেন। (১) প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে ইনসাফের সাথে কথা বলা (৩) দারিদ্র ও প্রাচুর্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা (৪) যে আত্মীয়

আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা (৫) যে আমাকে বঞ্চিত করে তাঁহাকে দান করা (৬) যে আমার উপর জুলুম করে তাঁহাকে ক্ষমা করা (৭) আমার নীরবতা হইবে চিন্তাভাবনা এবং আমার কথাবার্তা হইবে (আল্লাহর) যিকির (৮) আমার দৃষ্টি হইবে শিক্ষা গ্রহণমূলক। (৯) আর মানুষকে ভাল কথা বলার হুকুম করিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। (রযীন)

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া উচিত

٨٢١. عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى عَائِشَةَ اَنْ اُكْتُبِىْ اِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلَاتُكْثِرِىْ فَكَتَبَتْ سَلَامٌ عَلَيْكَ - اَمَّا بَعْدُ ! فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ - (رواه الترمذى)

৮২১. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট লিখিয়াছিলেন, আমাকে ওসীয়ত করিয়া কিছু লিখুন, তাঁহা লম্বা করিবেন না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) লিখিলেন, আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আল্লাহর রাসূলকে বলিতে শুনিয়াছি। যে ব্যক্তি মানুষের নারাযীর বিনিময়ে আল্লাহকে রাযী করিতে চাহিবে আল্লাহ তাঁহাকে মানুষের মুখাপেক্ষী না করিয়া প্রয়োজন পূরণ করিয়া দিবেন। এবং যে আল্লাহকে নারায করিয়া মানুষকে রাযী করিতে চাহিবে, আল্লাহ তাঁহাকে মানুষের সোপর্দ করিয়া দিবেন। ওয়াস্‌সালাম। (তিরমিযী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদীসে মুমিনদের জন্য উপদেশের এক মহাসমুদ্র রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আখিরাতকে পছন্দ করে সে কখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহকে নারায করিবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারায করিয়া মানুষকে রাযী করিতে চাহিবে সে তাঁহার আখিরাতের যিন্দেগী বরবাদ করিবে। আখেরাতের আদালতে তাঁহাকে কঠিন জবাবদিহি করিতে হইবে। এই হাদীসে রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রশাসক এবং সমাজকর্মীদের জন্য চিন্তার প্রচুর খোরাক রহিয়াছে। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) এর পথ অনুসরণ করিলে তাঁহারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন। অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবেন। সারা দুনিয়ার মানুষকে তোয়াজ করিয়াও দুনিয়া স্থায়ীভাবে হস্তগত করা যাইবে না।

আল্লাহ তায়ালার যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন শরীফের ফযীলত

٨٢٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْاَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ - (رواه الترمذى والدرامى والبيهقى فى شعب الايمان)

৮২২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমার যিকির এবং আমার নিকট প্রার্থনা করা হইতে বঞ্চিত রহিল তাহাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও বেশী পরিমাণ দান করিয়া থাকি। এবং আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সমস্ত কালামের উপর এই পরিমাণ বেশী যেই পরিমাণ স্বয়ং আল্লাহ পাকের মর্যাদা সমস্ত মাখলুকের উপর। (তিরমিযি, দারেমী ও বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ ইয়াদ করিবার বা বুঝিবার দরুন অন্য দোআ ও যিকির ইত্যাদি করিবার অবসর পায়না, আল্লাহপাক তাহাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও অধিক পরিমাণে দান করিয়া থাকেন। দুনিয়ার প্রথা অনুযায়ী আমরা দেখিতে পাই, কেহ যদি মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করে এবং অন্য কোন ব্যক্তি তাহারই কাজে লিপ্ত থাকার দরুন সময়মত আসিতে পারিল না, নিশ্চয় প্রথম দিকেই তাহার অংশ রাখিয়া দেওয়া হয়। অন্য এক হাদীসে আছে, আমি তাঁহাকে শোকরগুজার বান্দাদের সওয়াব হইতেও অধিক পরিমাণ প্রদান করিয়া থাকি।

٨٢٣. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ – (رواه مسلم)

৮২৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনে পাকের দরুন অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আবার অনেককে বেইয্‌যত ও অপদস্থ করেন। অর্থাৎ যাহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমল করে, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহাদিগকে সম্মান দান করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না তাহাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। (মুসলিম)

যাহারা কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় তাহাদের মর্যাদা

٨٢٤. عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ – (رواه البخاري)

৮২৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি কুরআন শরীফ স্বয়ং শিখিয়াছেন ও অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন। (বুখারী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ কালামে পাক যেহেতু ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র, ইহার স্থায়িত্ব ও প্রচারের উপরই গোটা দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কাজেই উহার শিক্ষা লাভ ও শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠতম হওয়া স্বাভাবিক। মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) অন্য হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কালামে পাক শিক্ষা করিল সে যেন আপন পেশানীতে ইলমে নবুয়ত জমা করিল। হযরত সহল তসতরী (রাহঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের সহিত মহব্বতের নিদর্শন হইল এই যে, তাঁহার কালামের মহব্বত অন্তরে পয়দা হওয়া।

কুরআন পাঠকারী ও আমলকারীর মর্যাদা

٨٢٥. عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْكَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا – (رواه احمد وابوداؤد)

৮২৫. অনুবাদ ঃ হযরত মোয়ায জোহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে উহার উপর আমল করে তাঁহার মাতা পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি (নূরের) টুপী পরানো হইবে যাহার জ্যোতি সূর্য্যের জ্যোতি হইতেও অধিক হইবে যদি এই সূর্য তোমাদের ঘরের মধ্যে উদিত হইত। অতএব যে স্বয়ং কুরআনের উপর আমল করিয়াছে তাঁহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা হইতে পারে ? । (আহমদ, আবু দাউদ)

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত

٨٢٦. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَءَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا – لَااَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ – اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ – (رواه الترمذى والدارمى)

৮২৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করিল, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিল এবং উক্ত একটি নেকী দশটি নেকীর সমতুল্য হইবে। হুযুর (স) বলেন, আমি বলিতেছিনা যে, الٓمّٓ একটি অক্ষর, বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম, একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর। (তিরমিযী, দারেমী)

٨٢٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ – (متفق عليه)

৮২৭. অনুবাদ ঃ আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইলমে কোরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সব ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত যাহারা মহা পুণ্যবান ও (আল্লাহার হুকুমে) লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কোরআন পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। (বুখারী)

কুরআন তিলাওয়াত অন্তর পরিষ্কারের ওসিলা

٨٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدَ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلَاءُ هَا ؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ –

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮২৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লোহায় পানি লাগিলে যেইরূপ মরিচা পড়ে তদ্রূপ মানুষের কলবের মধ্যেও মরিচা পড়িয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহর রাসূল! উহা পরিষ্কার করিবার উপায় কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, মৃত্যুকে বেশী বেশী করিয়া স্মরণ করা। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।(বায়হাকী)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ অতিমাত্রায় পাপ করিলেও আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল হইয়া গেলে কলবের মধ্যে মরিচা লাগিয়া যায়, কালামে পাকের তেলাওয়াত ও মরণের স্মরণ উহা পরিষ্কারের জন্য রেতের কাজ করে। অন্তর ঠিক আয়নার মত, উহা যত বেশী অপরিষ্কার হইবে উহাতে আল্লাহ তায়ালার মারিফত তত কম হাসিল হইবে। আর উহা যত বেশী স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইবে মারিফতের আলোকে উহা তত বেশী উদ্ভাসিত হইবে। উক্ত অন্তর আয়নাকে নির্মল করার জন্য মাশায়েখে কেরাম নানাবিধ রিয়াযত ও মোজাহাদার সবক দিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের তাওফীক দান করুন।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

٨٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَتُحِبُّ اَنْ اُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْقُرْآنِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ فَقَرَأَ اُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْقُرْآنِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُعْطِيْتُهُ – (رواه الترمذى)

৮২৯। **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) কে বলিলেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যাহার মত কোন সূরা তাওরাত

ইঞ্জিল, যাবুর এমনকি কুরআনেও নাই। উবাই বিন কা'ব বলিলেন হাঁ! হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহা পছন্দ করি) হুজুর বলেন, নামাযে তুমি কিভাবে পড় অর্থাৎ কি পড় ? তিনি সূরা ফাতিহা পড়িলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন ঐ সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি, তাওরাতে, ইঞ্জিলে, যাবুরে ও কুরআনে ইহার ন্যায় অন্য কোন সূরা নাযিল করা হয় নাই। ইহা "সাবায়ে মাসানী" (সাত আয়াত যাহা বার বার পাঠ করা হয়) ও মহাকুরআন যাহা আমাকে দান করা হইয়াছে। (তিরমিযী)

সূরা বাক্বারার ফযীলত

٨٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَ سِنَامُ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا اٰيَةٌ هِىَ سَيِّدَةُ اٰىِ الْقُرْاٰنِ اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ - (رواه الترمذى)

৮৩০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেকটি বস্তুর একটি উচ্চতা আছে। কোরআনের উচ্চতা হইল সূরায়ে বাকারা। এই সূরাতে একটি আয়াত আছে উহা কুরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত, আর উহা হইল আয়াতুল কুরসী। (তিরমিযী)

যাহরাওয়াইন (দুই উজ্জল সূরা)
বাক্বারাহ ও আলে-ইমরানের ফজীলত

٨٣١. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ - اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْغَيَايَتَانِ اَوْ فُرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافِّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا - اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَايَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ - (رواه مسلم)

৮৩১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। হুযূর বলেন, তোমরা কুরআন শরীফ পড়। কারণ এই কুরআন তাঁহার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হইবে। তোমরা যাহরাওয়াইন তথা জলমলকারী উজ্জল দুইটি সূরা পাঠ কর অর্থাৎ সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরান পাঠ কর। কারণ এই দুইটি সূরা কিয়ামতের দিন এইভাবে প্রকাশ পাইবে যে, যেন আবরের দুইটি টুকরা অথবা দুইটি ছায়াদানকারী বস্তু অথবা দুইটি সারিবদ্ধ পাখীর

দল। স্বীয় পাঠকারীদের জন্য আল্লাহর সাথে বিতর্ক করিবে। তোমরা সূরা বাকারাহ তেলাওয়াত কর, কারণ সূরা বাকারাহ পাঠে (বিশেষ) বরকত রহিয়াছে। সূরা ফাতেহা না পড়া বা ছাড়িয়া দেওয়া নিজের জন্য ক্ষতিকর। আহলে বাতেল ও অলস সে এই সূরা পড়ার ক্ষমতা রাখে না। (মুসলিম)

সূরা কাহাফের ফযীলত

٨٣٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ النُّوْرُمَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ -

(رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৮৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহফ পাঠ করিবে তাঁহার জন্য অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে ঈমান ও হিদায়েতের নূর দ্বিতীয় জুমআ পর্যন্ত আলোকিত থাকিবে। (বায়হাকী)

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

٨٣٣. عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ يٰسٓ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার মাযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাঁহার অতীতের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব, তোমরা তোমাদের মৃতদের নিকটে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর। (বায়হাকী)

সূরা ওয়াক্বিয়ার ফযীলত

٨٣٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقْرَأْنَ بِهَا فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮৩৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করিবে, তাঁহাকে অভাব অনটন কখনো স্পর্শ করিবে না। ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিজের মেয়েদিগকে প্রতি রাত্রে এই সূরা পাঠ করিতে আদেশ দিতেন। (বায়হাকী)

সূরা মুলকের ফযীলত

٨٣٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْآنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -

(رواه احمد والترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجة)

৮৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যে তাঁহার পাঠকের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সুপারিশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

٨٣٦. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَايَنَامُ حَتّٰى يَقْرَءَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - (رواه احمد والترمذى والدارمى)

৮৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আলিফ লাম মীম আত্‌ তান যীল ও সূরা মুলক না পড়িয়া নিদ্রা যাইতেন না। (আহমদ, তিরমিযী ও দারিমী)

সূরায়ে আ'লা এর ফযীলত

٨٣٧. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى - (رواه احمد)

৮৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরাটিকে বিশেষভাবে মহব্বত করিতেন সূরাটি হইল সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা। (আহমদ)

সূরায়ে তাকাসুরের ফযীলত

٨٣٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَأَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ ؟ قَالُوْا وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّقْرَأَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ- قَالَ اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَأَ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ -

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ কি দৈনিক এক হাজার আয়াত পড়ার ক্ষমতা রাখ না ? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, দৈনিক এক হাজার আয়াত পাঠ করিবার ক্ষমতা কাহার আছে ? হুযূর বলেন তোমরা কি দৈনিক সূরায়ে তাকাসুর পড়ার

ক্ষমতা রাখ না। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি প্রতিদিন সূরায়ে তাকাসুর পাঠ করিবে তাঁহাকে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সওয়াব দেওয়া হইবে। (বায়হাকী)

সূরা যিল্‌যাল, কাফিরুন ও কুলহু আল্লাহু আহাদের ফযীলত

٨٣٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ – (رواه الترمذى)

৮৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস বিন মালেক (রাঃ) উভয় হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। ইযাযুল যিলাত অর্ধেক কুরআন বরাবর, কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর, এবং কুল ইয়া আইয়ূহাল কাফিরুন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের বরাবর। (তিরমিযী)

٨٤٠. عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَقُوْلُهُ اِذَا اَوَيْتُ اِلٰى فِرَاشِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ – (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى)

৮৪০. অনুবাদ ঃ হযরত ফরওয়া ইবনে নাওফেল (রাঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আম কে কুরআনের এমন কিছু শিক্ষা দেন যেন যাহা নিদ্রা যাইবার সময় বিছানাতে পড়িতে পারি। হুযুর (স) বলেন, তুমি কুল ইয়া আইয়ূহাল কাফিরুন পড়। কারণ ইহা মানুষকে শিরক হইতে মুক্ত করে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

٨٤١. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ – (رواه مسلم ورواه البخارى عن ابى سعيد)

৮৪১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কি প্রতিরাত্রে কোরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ পড়িতে অক্ষম ? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়িবে ? হুযুর বলেন, কুলহু আল্লাহু আহাদ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

٨٤٢. عَنْ اَنَسٍ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ –(رواه الترمذى ورواه البخارى معناه)

৮৪২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এই সূরাকে মহব্বত করি। কুলহু আল্লাহু আহাদকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় এই সূরার সাথে তোমার মহব্বত তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। (তিরমিযি)

মুয়াব্বাজাতাইনের ফযীলত

٨٤٣. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَمِثْلَهُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - (رواه مسلم)

৮৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত উকবা বিন আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অদ্যরাত্রে এমন আজীব কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে আশ্রয় প্রার্থনা হিসাবে ইহার মুকাবেলায় অন্য কোন আয়াত ইহার ন্যায় দেখা যায় না। তাঁহা হইল ক্কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস।

٨٤٤. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذَا غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَاعُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا (رواه ابوداؤد)

৮৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুহফা ও আবওয়ার মাঝখানে ভ্রমণ করিতেছিলাম হঠাৎ করে আমাদিগকে প্রচণ্ড বাতাস ও গভীর অন্ধকারে পাইয়া বসিল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্ আউযূবি রাব্বিল ফালাক ও কুল আউযূবি রাব্বিন্নাস সূরা পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট বিপদ হইতে আশ্রয় চাইতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন হে উকবা! এই দুইটি সূরা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা কর, কারণ কোন আশ্রয় প্রার্থনাকারী এই দুই সূরার ন্যায় কোন কিছুর দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করে নাই। কারণ বালা মুসীবতের সময় আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য এই দুইটি সূরা উত্তম। (আবু দাউদ)

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

٨٤٥. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ؟ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ - (رواه مسلم)

৮৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে আবুল মুনযির (হযরত উবাই বিন কা'বের ডাক নাম) আল্লাহ তায়ালার কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার নিকট সবচেয়ে বড় তুমি তাঁহা জান কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। হুযূর (স) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরআনের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বড় তুমি তাহা জান কি ? আমি বলিলাম। اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ আমি একথা বলতেই হুযূর (স) আমার বুকে একটি থাপ্পর দিয়া বলিলেন, হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তায়ালা তোমার ইলমকে সতেজ করুন। (মুসলিম)

সূরা বাক্বারার শেষাংশ ও আলে ইমরানের শেষাংশ

٨٤٦. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِاٰيَتَيْنِ اَعْطَيْتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَائَكُمْ فَاِنَّهَا صَلٰوةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ – (رواه الدارمى)

৮৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত যুবাইর বিন নুফাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা বাক্বারাকে এমন দুইটি আয়াতের দ্বারা খতম করিয়াছেন যাহা তাঁহার আরশের নীচের খাজানা হইতে আমাকে দান করা হইয়াছে। অতএব, তোমরা এই আয়াতগুলি শিখ এবং মহিলাদিগকে শিক্ষা দাও। কারণ এই আয়াতগুলি (আল্লাহ তায়ালার) রহমত, আল্লাহর নৈকট্যের উসিলা, এবং (দ্বীন দুনিয়ার সকল মঙ্গলের জন্য) দু'আ। (দারিমী) (আয়াত দুইটি হইল اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত।)

٨٤٧. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَءَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ – (متفق عليه)

৮৪৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাত্রে পড়িবে ঐ রাত্রের জন্য তাহা যথেষ্ট হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٨. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ – (رواه الدارمى)

৮৪৮. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে, ব্যক্তি রাত্রে আলে ইমরানের শেষ আয়াত পড়িবে তাহার জন্য সারা রাত্র জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করার সওয়াব লেখা হইবে। (দারিমী)

বিঃ দ্রঃ– আলে ইমরানের শেষ আয়াত পড়িবে অর্থাৎ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়িবে।

আল্লাহর যিকিরের ফযিলতের বর্ণনা ও যিকিরকারীদের মর্যাদা

٨٤٩. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَاَبِى سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ - (رواه مسلم)

৮৪৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরে বসিলে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলে। আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া নেয়, এবং তাহাদের উপর সাকীনা নাযিল হয়। এবং আল্লাহ তায়ালা আপন মজলিসে গর্ব সহকারে তাঁহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। (মুসলিম)

যিকিরকারীর সৌভাগ্য

٨٥٠. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَامَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِى وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ - (رواه البخارى)

৮৫০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি আমার বান্দার সাথেই থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তাহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িতে থাকে। (বুখারী)

বান্দার ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর ব্যবহার

٨٥١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاَءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاَءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ - (متفق عليه)

৮৫১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আমি আমার বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেইরূপ বান্দাহ আমার সহিত ধারণা করিয়া থাকে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। আর যখন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে ডাকিতে থাকে আমিও তাহাকে অন্তরে অন্তরে স্মরণ করিয়া থাকি। আবার যদি সে কোন মজলিসে আমার জিকির করে তবে আমি তাহাদের মজলিস হইতে উত্তম (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) মজলিসে তাহার আলোচনা করিয়া থাকি।

(বুখারী, মুসলিম)

যিকিরের গুরুত্ব

৮৫২. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعُهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَو عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ -

(رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৮৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি আমলের কথা বলিব না ? যাহা যাবতীয় আমল হইতে উত্তম এবং তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে বেশী পবিত্র এবং তোমাদিগকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দানকারী এবং স্বর্ণ, রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার চেয়েও অধিক উত্তম। আর শত্রুর সহিত জিহাদ করিবার সময় পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার চেয়েও উত্তম। সাহাবাগণ বলিলেন, হুযূর! অবশ্যই বলুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, তাঁহা হইল আল্লাহ তা'য়ালার যিকির। (আহমদ, তিরমিযী, ও ইবনে মাজাহ)

সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ?

৮৫৩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ ؟ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَوْضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَوَ يَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً - (رواه احمد والترمذى)

৮৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন বান্দাহ উত্তম ? এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হুযূর উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও মহিলা। বলা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি জিহাদকারী হইতেও উত্তম ? হুযূর (স) বলেন যদি কোন মোজাহিদ কাফের ও মুশরিকদের উপর তরবারীর আঘাত করে আর ইহাতে তাঁহার তরবারী ভাঙ্গিয়া যায় এবং তরবারী রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায় এবং ইহাতে সে শহীদ হইয়া যায় তবুও আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি তাহার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম। (আহমদ, তিরমিযী)

যিকরে এলাহী অন্তর পরিষ্কার করে

٨٥٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ؛ قَالُوْا وَلَاالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ - (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৮৫৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হুযূর (স) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিষ্কারের বস্তু আছে (যাহা দ্বারা সেই বস্তুটি পরিষ্কার করা হয়) অন্তরের পরিষ্কারের বস্তু হইল আল্লাহ তায়ালার যিকির। আল্লাহর আযাব হইতে নাজাত দানকারী যিকিরের সমতুল্য অন্য কিছুই নাই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি ইহার সমতুল্য হইবে না ? হুযূর (স) উত্তরে বলেন, যদি মোজাহিদ তাঁহার তরবারী দ্বারা যুদ্ধে আঘাত করিতে করিতে তাঁহার তরবারী ভাঙ্গিয়া ফেলে তবুও না। (বায়হাকী)

যিকিরে জিহ্বা তরতাজা রাখা

٨٥٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍاَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيْرَةٌ وَلَااَسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ وَلَاتُكْثِرْ عَلَيَّ فَاَنْسٰى قَالَ لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رواه الترمذى)

৮৫৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক সাহাবী আরয করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ ! শরীয়তের আহকাম অনেক আছে তবে আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন যাহার উপর আমি রীতিমত আমল করিতে পারি। এবং বেশী আমল দিবেন না তাহা হইলে ভুলিয়া যাইব। হুযূর (স) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার যিকির দ্বারা তোমার জিহ্বা যেন সব সময় তরতাজা থাকে। (তিরমিযী)

যিকিরের বাক্যসমূহ

٨٥٦. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - (رواه مسلم)

৮৫৬. অনুবাদ ঃ হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালাম হইল চারটি। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। (মুসলিম)

٨٥٧. عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبِهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - (رواه الترمذى)

৮৫৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা পাতা বিশিষ্ট একটি বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। হুযূর হাতের লাঠি দ্বারা বৃক্ষে আঘাত করিলেন ইহাতে পাতাগুলি ঝরিতে শুরু করিল। অতঃপর হুযূর বলেন নিশ্চয় আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসুবহানাল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার বান্দার গুনাহসমূহ ঝরাইয়া দেয় যেমন করিয়া এই গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। (তিরমিযী)

٨٥٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (متفق عليه)

৮৫৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দৈনিক একশত বার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী পড়িবে তাঁহার সমস্ত গুনাহ ঝড়িয়া পড়িবে তথা মাফ হইয়া যাইবে যদিও তাহার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। (প্রকাশ থাকে যে যিকিরের দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়) (বুখারী, মুসলিম)

٨٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ - (متفق عليه)

৮৫৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুইটি কালিমা এমন রহিয়াছে যাহা যবানে বড় হালকা ওজনে খুব ভারী, আর আল্লাহর নিকট বড় প্রিয়। উহা হইল, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম। (বুখারী, মুসলিম)

٨٦٠. عَنْ جُوَيْرِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّذِىْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ -

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعُ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ- (رواه مسلم)

৮৬০. অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইলেন। তখন তিনি (জুয়াইরিয়ারঃ) তাঁহার ঘরের মসজিদে যিকিরে বসা। চাশতের নামাযের পর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে হুযূর (স) ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তিনি সেই জায়গাতেই বসিয়া (যিকিরে রত) আছেন। হুযূর (স) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যেই অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছি তুমি কি সেই অবস্থায় বসা আছ ? তিনি বলেন জি-হা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার নিকট হইতে যাওয়ার পর আমি চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করিয়াছি। উহার সওয়াব যদি তোমার ভোর হইতে পড়া যাবতীয় তাসবীহ পাঠের সহিত মোকাবিলা করা হয় তবে চারটা কালিমার ওযনই বেশী হইবে। উহা এই যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ الخ অর্থ ঃ আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁহার পরিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার সৃষ্ট মাখলুকের সমপরিমাণ এবং তাঁহার রেযামন্দির পরিমাণ এবং তাহা আরশের ওজন পরিমাণ আর তাঁহার কালিমা সমূহের ওজন পরিমাণ। (মুসলিম)

উত্তম যিকিরের বয়ান

সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির

٨٦١. عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – (رواه الترمذى وابن ماجه)

৮৬১. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম যিকির হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) বলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ শ্রেষ্ঠতম যিকির। যেহেতু ইহাই সমস্ত ধর্মের মূলভিত্তি। উহার চারদিকেই দ্বীনের চাকা ঘুরিয়া থাকে। এই জন্যই সুফিয়ায়ে কিরাম যত বেশী সম্ভব এই কালিমার যিকির করাইয়া থাকেন। কেননা ইহার যে উপকারিতা পরিলক্ষিত হইতেছে অন্য কোন যিকিরে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু এই কালিমাই হইল ঈমানের ভিত্তিমূল, ঈমানের শিকড়, কাজেই যতবেশী উহার যিকির করা যাইবে ততই ঈমানের ভিত্তি মজবুত হইবে। বরং দুনিয়ার স্থায়িত্বের ভিত্তিও হইল এই কালিমা। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যতদিন এই কালিমা পড়নেওয়ালা একটি লোকও দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কিয়ামত হইতে পারিবে না।

সাত আকাশ ও জমিন হইতে কালিমার পাল্লাভারী

٨٦٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ اَوْاَدْعُوْكَ بِهٖ فَقَالَ يَامُوْسٰى قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ يَارَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا- اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهٖ - قَالَ يَامُوْسٰى لَوْاَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرُ هُنَّ غَيْرِىْ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِىْ كَفَّةٍ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -(رواه البغوى فى شرح السنة)

৮৬২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন একদা হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন জিনিস শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি আপনার যিকির করিব অথবা আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তুমি লাইলাহা বলিতে থাক। হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, ইহা তো সকল বান্দাই বলিয়া থাকে আমি আমার জন্য খাস একটা জিনিস চাহিতেছি। উত্তর হইল হে মুসা! যদি সপ্ত আসমান এবং আমি ব্যতীত তাহাদের সকল আবাদকারী এবং সপ্ত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালার পাল্লা ওজনে ভারী হইবে। (শরহে সুন্নাহ)

কালিমা তাওহীদের ফযীলত

٨٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عِدْلَ عَشَرِرِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ مُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىْ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ -(متفق عليه)

৮৬৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার এই দু'আ পড়িবে لا الـه الا الـلـه وحـده الـخ সে দশটি গোলাম আযাদ করিবার সওয়াব পাইবে এবং তাঁহার জন্য একশত নেকী লেখা হইবে এবং একশত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাযতে থাকিবে এবং তাঁহার চেয়ে উত্তম আমলকারী সেই দিন কেহ হইবে না তবে যে তাঁহার চেয়েও বেশী আমল করিয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

লাহাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ এর গুরুত্ব

٨٦٤. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رضـ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - (متفق عليه)

৮৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন আমি কি তোমাকে জান্নাতের খাজানার একটি বাক্য সম্পর্কে বলিব না ? আমি বলিলাম হাঁ! (অবশ্যই বলিবেন) হুযুর (স) বলেন, তাঁহা হইল লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। (বুখারী, মুসলিম)

٨٦٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ضـ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ -(رواه الترمذى)

৮৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তুমি বেশী করে লা হাওয়া ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ পড়। কারণ ইহা বেহেশতের খাযানা হইতে (আসা সম্পদ)। (তিরমিযী)

আল্লাহর নিরানব্বই নামের ফযীলত

٨٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ -(متفق عليه)

৮৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার একশতের চেয়ে এক কম তথা নিরান্নব্বই নাম রহিয়াছে যেই ব্যক্তি উহাকে গণনা করিবে তথা পড়িবে সে বেহেশতে যাইবে। (বুখারী, মুসলিম)

٨٦٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ - الرَّحِيْمُ - الْمَلِكُ -الْقُدُّوْسُ - السَّلَامُ - الْمُؤْمِنُ - الْمُهَيْمِنُ- الْعَزِيْزُ - الْجَبَّارُ - الْمُتَكَبِّرُ - الْخَالِقُ - الْبَارِئُ - الْمُصَوِّرُ- الْغَفَّارُ - الْقَهَّارُ - الْوَهَّابُ - الرَّزَّاقُ - الْفَتَّاحُ - الْعَلِيْمُ - الْقَابِضُ - الْبَاسِطُ - الْخَافِضُ -

الرَّافِعُ - الْمُعِزُّ - الْمُذِلُّ - السَّمِيْعُ - الْبَصِيْرُ - الْحَكَمُ -
الْعَدْلُ - اللَّطِيْفُ - الْخَبِيْرُ - الْحَلِيْمُ - الْعَظِيْمُ - الْغَفُوْرُ -
الشَّكُوْرُ - الْعَلِىُّ- الْكَبِيْرُ - الْحَفِيْظُ - الْمُقِيْتُ - الْحَسِيْبُ -
الْجَلِيْلُ - الْكَرِيْمُ - الرَّقِيْبُ - الْمُجِيْبُ - الْوَاسِعُ - الْحَكِيْمُ -
وَالْوَدُوْدُ - الْمَجِيْدُ- الْبَاعِثُ - الشَّهِيْدُ - الْحَقُّ - الْوَكِيْلُ -
الْقَوِىُّ - الْمَتِيْنُ - الْوَلِىُّ - الْحَمِيْدُ - الْمُحْصِىْ - الْمُبْدِئُ -
الْمُعِيْدُ - الْمُحْىُ - الْمُمِيْتُ - الْحَىُّ - الْقَيُّوْمُ- الْوَاجِدُ -
الْمَاجِدُ - الْوَاحِدُ - الْاَحَدُ - الصَّمَدُ - الْقَادِرُ - الْمُقْتَدِرُ -
الْمُقَدِّمُ - الْمُؤَخِّرُ - اَلْاَوَّلُ - اَلْاٰخِرُ - الظَّاهِرُ - الْبَاطِنُ - الْوَالِى -
الْمُتَعَالِى - الْبَرُّ - التَّوَّابُ - الْمُنْتَقِمُ - الْعَفُوُّ - الرَّؤُفُ - مَالِكُ
الْمُلْكِ - ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - الْمُقْسِطُ - الْجَامِعُ - الْغَنِىُّ -
الْمُغْنِىُ - الْمَانِعُ - الضَّارُّ - النَّا فِعُ-النُّوْرُ - الْهَادِىُ - الْبَدِيْعُ -
الْبَاقِىُ - الْوَارِثُ - الرَّشِيْدُ - الصَّبُوْرُ -

(رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৮৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম আছে। যে তাঁহা গণনা করিবে বা পড়িবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অর্থ ঃ (১) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। (২) অতীব অনুগ্রহকারী (৩) পরম দয়াময় (৪) মালিক (প্রভু) (৫) পবিত্র (৬) শান্তিদাতা (৭) নিরাপত্তা দানকারী (৮) সত্য সাক্ষী (৯) পরাক্রমশালী (১০) ক্ষমতাশালী (১১) গৌরবান্বিত (১২) সৃষ্টিকারী (১৩) মুক্তিদাতা (১৪) আকৃতি গঠনকর্তা (১৫) অপরাধ ক্ষমাকারী (১৬) মহা শান্তিদাতা (১৭) সৎকার্যে পুরস্কার দাতা (১৮) রিযিক দাতা (১৯) প্রশস্ত কারী (২০) মহাজ্ঞানী (২১) আয়ত্ত্বকারী (২২) প্রসারকারী (২৩) রোধকারী (২৪) উন্নতি প্রদানকারী (২৫) সম্মান দাতা (২৬) হীন কারী (২৭) শ্রবণকারী (২৮) প্রদর্শনকারী (২৯) আদেশ প্রদানকারী (৩০) ন্যায়বিচারক (৩১) কোমলান্তকরণময় (৩২) সর্বজ্ঞানময় (৩৩) ধৈর্য্যশীল (৩৪) মহান উন্নত (৩৫) ক্ষমাশীল (৩৬) কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী (৩৭) উন্নত (৩৮) গৌরবান্বিত (৩৯) রক্ষা কর্তা (৪০) শক্তি দাতা (৪১) হিসাবকারী (৪২) মহিমান্বিত (৪৩) অনুগ্রহকারী (৪৪) প্রহরী (৪৫) প্রার্থনা

গ্রহণকারী (৪৬) বিস্তারকারী (৪৭) মহাজ্ঞানী (৪৮) শ্রেষ্ঠ বন্ধু (৪৯) মহিমান্বিত (৫০) পুনরুত্থানকারী (৫১) সাক্ষী (৫২) সত্য স্বরূপ (৫৩) কার্যকারক (৫৪) শক্তিশালী (৫৫) দৃঢ়, অটল (৫৬) বন্ধু (৫৭) প্রশংসিত (৫৮) সর্বজ্ঞানী (৫৯) প্রথম জীবনকারী (৬০) প্রত্যাবর্তনকারী (৬১) জীবনদাতা (৬২) মৃত্যুদাতা (৬৩) চিরজীবন্ত (৬৪) চিরস্থায়ী (৬৫) ইচ্ছা করা মাত্র হওয়ার অধিকারী (৬৬) গৌরবময় (৬৭) অদ্বিতীয় (৬৮) একমাত্র আল্লাহ (৬৯) অভাবহীন (৭০) সর্বশক্তিমান (৭১) শক্তির আধার (৭২) অগ্রসরকারী (৭৩) পশ্চাদ্বর্তীকারী (৭৪) আদি (৭৫) অনন্ত (৭৬) প্রকাশ্য (৭৭) অপ্রকাশ্য (৭৮) বন্ধু (৭৯) মহাউন্নত (৮০) মঙ্গলদাতা (৮১) তাওবা কবুলকারী (৮২) প্রতিফল দাতা (৮৩) ক্ষমাকারী (৮৪) অত্যন্ত কৃপণশীল (৮৫) জগতপতি (৮৬) মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী (৮৭) ন্যায় পরায়ণ (৮৮) একত্রকারী (৮৯) সম্পদশালী (৯০) অভাব মোচনকারী (৯১) নিষেধকারী (৯২) বিপদদাতা (৯৩) জ্যোতি (৯৪) হিদায়াতকারী (৯৫) আবিষ্কারক (৯৬) সর্বদা বিদ্যমান (৯৭) স্বত্বাধিকারী (৯৮) পথ প্রদর্শক (৯৯) ধৈর্যশীল। (তিরমিযী বায়হাকী)

ইসমে আযমের বর্ণনা

٨٦٨. عَنْ بُرَيْدَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُالصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - فَقَالَ دَعَا لِلّٰهِ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَاسُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَادُعِىَ بِهٖ اَجَابَ - (رواه الترمذى وابوداؤد)

৮৬৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত বুরায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করিতে শুনিলেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الخ দু'আ শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসমে আযমের দ্বারা দু'আ করিয়াছে এমন ইসমে আযম যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তায়ালা দিয়া থাকেন উহার দ্বারা কোন দুয়া করিলে দু'আ কবুল করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উহার দ্বারা দু'আ করিলে অধিকাংশ দুয়াই কবুল হইয়া থাকে। (তিরমিযী আবু দাউদ)

٨٦٩. عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ وَالْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى -(رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى وابن ماجة)

৮৬৯. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে বসা ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া নামায পড়িয়া এই দু'আ করিল اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الـخ দু'আ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকটে ইসমে আযমের দ্বারা দু'আ করিয়াছে, এমন ইসমে আযম যদি উহার দ্বারা দু'আ করে আল্লাহ তায়ালা দু'আ কবুল করেন, আর ইহার দ্বারা যদি সওয়াল করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা দান করেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, উবনে মাজাহ)

٨٧٠. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ فِىْ هَاتَيْنِ الْاَيَتَيْنِ - وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ -

(رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى)

৮৭০. অনুবাদ ঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ইসমে আযম এই দুইটি আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে – وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এবং সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত – الٓمّٓ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الحى القيوم (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

দুআর অধ্যায়

দু'আর ফযীলত

٨٧١. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ –

(رواه احمد والترمذى وابوداؤ والنسائى وابن ماجه)

৮৭১. অনুবাদ ঃ হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দু'আ হইল ইবাদতের উৎস। তাঁরপর তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত পাঠ করেন। অর্থ ঃ তোমাদের প্রভুর আদেশ যে, তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমি তাহা কবুল করিব। যেসব লোক অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকিবে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ হাদীসের সারাংশ হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, দু'আ ইবাদতের উৎস। রাসূল (স) এর এ কথার উদ্দেশ্য হইল কেহ যেন একথা মনে না করে যে, বান্দা যেমন নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য নানা রকমের চেষ্টা সাধনা করিয়া থাকে, দু'আও এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা। যদি কবুল হইয়া যায় তাহা হইলে বান্দাহ সাফল্য লাভ করিল এবং তাহার সাধনার ফল পাইয়া গেল। আর যদি কবুল না হয় তাঁহলে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। বরং দু'আর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আর তাহা হইল এই যে, ইচ্ছা পূরণের মাধ্যম ছাড়াই দু'আ নিজেই এক ইবাদত এবং ইবাদতের উৎস এই দিক দিয়া দু'আ বান্দার একটি মর্যাদাসম্পন্ন আমল। যার প্রতিদান আখেরাতে অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

٨٧٢. عَنْ اَنَسٍ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ –

(رواه الترمذى)

৮৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দু'আ হইল ইবাদতের মগজ বা সার। (তিরমিযি)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হইতেছে আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিনয়, নম্রতা এবং নিজের বন্দেগী ও আল্লাহ তায়ালার উপরে নির্ভরশীলতা প্রকাশ করা। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের দু'আর উদ্দেশ্য ইহাই। এজন্যই দু'আ নিঃসন্দেহে ইবাদতের মূল ও সার।

٨٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ – (رواه الترمذى وابن ماجه)

৮৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আর চাইতে প্রিয় অন্য আর কোন আমল নাই। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ একথা স্পষ্ট যে, দু'আ ইবাদতের সার এবং হীরকখণ্ডের ন্যায় মূল্যবান। আর ইবাদতই মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখন একথা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে দু'আই সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও মূল্যবান এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত ও কৃপণলাভ করিবার জন্য দুআই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী মাধ্যম।

٨٧٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِى اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ – (رواه الترمذى)

৮৭৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার জন্য দু'আর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল, তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থিত দু'আসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হইল বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার নিকট সুস্থতার দু'আ করিবে অর্থাৎ সুস্থতার জন্য দু'আ করার চাইতে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় আর কোন দোআ নাই। (তিরমিযী)

٨٧٥. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ – (رواه الترمذى)

৮৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন কিছু কামনা করে না বা কোন কিছু চায়না তাহার উপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

٨٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللّٰهِ بِالدُّعَاءِ –

(رواه الترمذى ورواه احمد عن معاذبن جبل)

৮৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই সব বালা মুসিবত অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা অবতীর্ণ হয় নাই নিশ্চয় দু'আ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দাহ! দু'আ করিবার চেষ্টা কর। (তিরমিযী)

٨٧٧. عَنْ سَلْمَانَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَارَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا –(رواه الترمذى وابوداؤد)

৮৭৭. অনুবাদ ঃ হযরত সালমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে লজ্জা ও দয়ার

গুণ বিদ্যমান। যখন বান্দাহ দু'আর জন্য হাত উঠায় তখন খালি হাত ফিরাইয়া দিতে তাঁহার লজ্জা করে (কিছু না কিছু দান তিনি করিবেনই) (তিরমিযী আবু দাউদ)

٨٧٨. عَنْ جَابِرٍ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايُنْجِيْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدُرُّلَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ تَدْعُوْنَ اللّٰهَ فِىْ لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَاِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ - (رواه ابو يعلى فى مسنده)

৮৭৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন কাজের কথা বলিব না যাহা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিবে, এবং তোমাদিগকে পূর্ণ জীবিকা দান করিবে। আর তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট রাত দিন দু'আ করিবে। কেননা দু'আ হইল মুমিনের বিশেষ হাতিয়ার বা শক্তি।

(মাসনাদে আবু ইয়ালা)

যে সব দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়

٨٧٩. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَرَاْسِهٖ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهٖ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ-(رواه مسلم)

৮৭৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গোপনে দু'আ করিলে তাঁহা কবুল হয়। তাঁহার নিকট একজন ফেরেশতা আছে যাহার দায়িত্ব হইতেছে যখন তাঁহার কোন ভাইয়ের জন্য গোপনে কোন ভাল দু'আ করে তখন সে ফেরেশতা বলেন, তোমার এ দু'আ কবুল হউক এবং তোমার জন্যও এ দু'আ কবুল হউক। (মুসলিম)

٨٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ - (رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة)

৮৮০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়, এবং তাহা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। (১) সন্তানের জন্য পিতা মাতার দু'আ (২) মুসাফিরের দু'আ (৩) মজলুম বা অত্যাচারিতের দু'আ।

(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

٨٨١. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فَرِيْضَةً فَلَهٗ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَهٗ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ - (رواه الطبرانى فى الكبير)

৮৮১. অনুবাদ ঃ হযরত ইরবায বিন ছারিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই বান্দাহ ফরয নামায আদায় করে (অতঃপর অন্তর হইতে দু'আ করে) তাঁহার দু'আ কবুল করা হয় এমনিভাবে যেই ব্যক্তি কুরআন শরীফ খতম করিয়া দু'আ করে তাহার দু'আও কবুল করা হয়। (তিবরানী)

٨٨٢. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُفْتَحُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِىْ اَرْبَعَةِ مَوَاطِنٍ - عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوْفِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَيْثِ وَعِنْدَاِ قَامَةِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ - (رواه الطبرانى فى الكبير)

৮৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চারটি স্থানে বিশেষভাবে দুআ কবুল করা হয়। (১) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধাবস্থায় (২) আকাশ হইতে যখন রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। (৩) নামাযের ইকামাতের সময় ও (৪) যখন কা'বা শরীফ দৃষ্টির মধ্যে থাকে। (তিবরানী)

٨٨٣. عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَاتُرَدُّ فِيْهَا دَعْوَةٌ رَجُلٌ يَكُوْنُ فِىْ بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَايَرَاهُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ فَيَقُوْمُ وَيُصَلِّىْ وَرَجُلٌ يَكُوْنُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّعَنْهُ اَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُ وَرَجُلٌ يَقُوْمُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ - (رواه ابن منده فى مسنده)

৮৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত রাবিয়া বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন তিনটি স্থান রহিয়াছে যেখানে দু'আ করিলে দু'আ ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। অর্থাৎ কবুল হয়। প্রথমতঃ বান্দাহ যদি এমন কোন নির্জন স্থানে অবস্থান করে যেখানে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। এমতাবস্থায় সে যদি নামায আদায় করিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'আ করে। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার সাথীরা পলায়ন করিলেও সে শত্রুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া আল্লাহর কাছে দু'আ করে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি রাত্রের শেষভাগে উঠিয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করে। (মাসনাদে ইবনে মান্দাহ)

٨٨٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحْمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلَاثٍ - اِمَّا اَنْ يُّعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ - وَاِمَّا اَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ - وَاِمَّا اَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذًا نُكْثِرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْثَرُ - (رواه احمد)

৮৮৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমান যদি এমন দু'আ করে যাহার মধ্যে কোন গোনাহের কথা না থাকে। অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা না থাকে তাঁহা হইলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি অবশ্যই দান করা হয় (১) যাহা সে চাহিয়াছে তাহাই তাঁহাকে হাতে হাতে দেওয়া হয়। অথবা (২) তাঁহার দু'আকে তাঁহার জন্য আখেরাতের সম্পদ বানাইয়া দেওয়া হয়। অথবা (৩) সম্ভাব্য কোন বালা মুসিবত ঐ দু'আর কারণে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সাহাবাগণ বলিলেন, যখন এমন হয় তাহা হইলে আমরা বেশী বেশী দু'আ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী রহিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা দু'আ করিয়া তাঁহার ভাণ্ডার শেষ করিতে পারিবে না। (আহমদ)

দু'আর আদবসমূহ

٨٨٥. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رض قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ فِىْ صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِّلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَءْ بِتَحْمِيْدِرَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ - (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى)

৮৮৫. অনুবাদ ঃ হযরত ফুযালা ইবনে ওবাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (স) এর উপর দরূদ পড়া ব্যতীত দু'আ করিতে দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি দু'আর মধ্যে তাড়াহুড়া করিয়াছে। তারপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকিলেন,তাহার পরে তাঁহাকে এবং উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যখন তোমাদের কেহ নামায পড়ে তখন তাঁহার উচিত দু'আর প্রথমে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং সবশেষে যাহা কিছু ইচ্ছা করে তাঁহার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

٨٨٦. عَنْ اَبِىْ زُهَيْرِ النُّمَيْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ ﷺ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ ﷺ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِاَىِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِاٰمِيْنَ - فَاِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِاٰمِيْنَ فَقَدْاَوْجَبَ - (رواه ابوداؤد)

৮৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু যুহাইর নামীরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাহির হইলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলাম যিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে

প্রার্থনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া তাহার দু'আ শুনিলেন. অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি সে দু'আ সঠিক কাজ দ্বারা শেষ করে তাহা হইলে যাহা সে চাহিয়াছে তাহা কবুল করাইয়া নিয়াছে। কওম হইতে একজন প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! সঠিকভাবে খতম করিবার নিয়ম কি ? তিনি বলিলেন, আমীন বলিয়া শেষ করা। কারণ, যদি আমীনসহ দু'আ শেষ করে তাহা হইলে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থিত বস্তু ওয়াজিব করিয়া নিয়াছে। (আবু দাউদ)

٨٨٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ - (رواه الترمذى)

৮৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করিবে তখন এই বিশ্বাস রাখিবে যে তিনি তাহা অবশ্যই কবুল করিবেন, এবং যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা দান করিবেন। এবং জানিয়া রাখ যে, দু'আর সময় যাহার অন্তর আল্লাহ তায়ালা হইতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার দুআ কবুল করিবেন না। (তিরমিযী)

٨٨٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلَايَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اَنَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ وَلَامُكْرِهَ لَهُ - (رواه البخارى)

৮৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ দু'আ করে তখন যেন এইভাবে না বলে যে, হে আল্লাহ যদি তুমি চাও তাহলে আমাকে মাফ কর। যদি তুমি চাও তাহা হইলে তুমি আমাকে রহম কর। যদি তুমি চাও তাহা হইলে আমাকে রিযিক দান কর। বরং ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর দরবারে তোমার প্রার্থনা পেশ করিবে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এমন কেহ নাই যে তাঁহার দ্বারা জোর করিয়া কোন কাজ করাইয়া নিতে পারেন। (বুখারী)

হারাম উপার্জনকারীর দুয়া কবুল হয় না

٨٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّاطَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - وَقَالَ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَارَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّيَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ - يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاِنِّى يَسْتَجَابُ لِذَالِكَ - (رواه مسلم)

৮৮৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি শুধুমাত্র পবিত্রকে গ্রহণ করেন। তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার রাসূলদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য খাও এবং নেক আমল কর। আমি তোমাদের আমলসমূহ ভাল করিয়াই জানি। ঈমানদারদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি এরশাদ করিয়াছেন,হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া রিযিক হইতে হালাল এবং পবিত্র খাদ্য খাও। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিলেন যে অনেক দূরবর্তী পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করিবার জন্য এমন অবস্থায় যায় যে তাঁহার সমস্ত শরীরে গন্ধ ও কাপড়ে ময়লা থাকে। সে আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া বলে, ইয়া আল্লাহ! ইয়া রব! কিন্তু তাঁহার খাদ্য হারাম, তাঁহার পানীয়ও হারাম সর্বোপরি তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদও হারাম, এবং হারাম খাদ্য দ্বারা সে বড় হইয়াছে, তাঁহার দু'আ কিভাবে কবুল হইবে ? অর্থাৎ কবুল হইবে না। (মুসলিম)

মৃত্যুর জন্য দু'আ করা ও সন্তান এবং মালের উপর বদদু'আ করা নিষেধ

٨٩٠. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَايَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُ اَنَّهُ اِذَامَاتَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَاِنَّهُ لَايَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ اِلَّاخَيْرًا - (رواه مسلم)

৮৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কেহ মৃত্যুর কামনা করিও না, এবং তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিও না। কেননা তখন মৃত্যু আসিয়া গেলে আমলের সুযোগ শেষ হইয়া যায়। নেকীর মধ্যেই মুমিন বান্দার আয়ু নিহিত রহিয়াছে। (এইজন্য মৃত্যুর জন্য দু'আ করা বা মৃত্যু কামনা করা নিষেধ) (মুসলিম)

٨٩١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْعُوْا بِالْمَوْتِ وَلَاتَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَابُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ - (رواه النسائى)

৮৯১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা মৃত্যুর কামনা করিও না। এবং সেই জন্য দু'আ করিও না। যদি কাহারও এমন দু'আ করিতে হয় তাহা হইলে সে যেন এইভাবে বলে যে, হে আল্লাহ! আমার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা উত্তম ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন আমার জন্য মৃত্যু উত্তম তখন আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নিবেন। (নাসাঈ)

٨٩٢. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَاتَدْعُوْا عَلٰى اَوْلَادِكُمْ وَلَاتَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ - لَاتُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يَسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ - (رواه مسلم)

৮৯২. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কখনো নিজের উপর, সন্তানদের উপর এবং সম্পদের উপর বদ দু'আ করিও না। হয়ত ঐ সময় দু'আ কবুল হওয়া সময় হইতে পারে। আর তোমার ঐ দু'আ যদি আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া নেন। (তাহা হইলে তোমাদের উপর, তোমাদের সন্তানদের উপর অথবা তোমাদের সম্পদের উপর কোন বিপদ আসিয়া যাইতে পারে)। (মুসলিম)

নামাযের মধ্যে নবীজী যে সকল দু'আ পাঠ করিতেন

٨٩٣. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِى لِاَحْسَنِهَا اِلَّااَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَايَقِىْ سَيِّئَهَا اِلَّااَنْتَ - (رواه النسائى)

৮৯৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করিতেন তখন প্রথমেই তাকবীরে তাহরিমা বলিতেন অতঃপর দোয়া করিতেন, অর্থ ঃ আমার নামায, আমার সমস্ত ইবাদত, আমার বাঁচা মরা সবই আল্লাহর জন্য। যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। তাঁহার কোন অংশীদার নাই, আমাকে তিনিই আদেশ দিয়াছেন, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে প্রথম। হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথ প্রদর্শন করুন। একমাত্র আপনিই এই পথ দেখাইতে পারেন। খারাপ কাজ ও বদচরিত্র হইতে আমাকে হেফাযত করুন। একমাত্র আপনিই সঠিকভাবে হেফাযত করিতে পারেন। (নাসাঈ)

٨٩٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُالسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

(متفق عليه)

৮৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য দাঁড়াইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য এবং তুমিই তাঁহার উপযুক্ত, তুমিই আসমান-যমীন ও তাঁহার মধ্যবর্তী স্থানে যাহা কিছু আছে তাহা রক্ষাকারী। (অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব তোমারই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) আল্লাহ তুমি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। তুমি আসমান ও যমীন তাঁহার মধ্যবর্তী স্থানে যাহা কিছু আছে তাঁহার আলো। সমস্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন তোমারই জন্য। তুমি আসমান ও জমিন এবং তাঁহার মধ্যবর্তী স্থানে যাহা কিছু আছে তাঁহার মালিক। সমস্ত প্রশংসা ও গুণকীর্তন তোমারই জন্য। তুমি সত্য। তোমার অঙ্গীকার সত্য। মৃত্যুর পর তোমার দরবারে উপস্থিতি এবং তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার কথা সত্য। জান্নাত জাহান্নাম সত্য। সমস্ত নবীগণ সত্য। মোহাম্মদ (স) সত্য। কিয়ামতের আগমন সত্য। হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়াছি এবং আমি তোমার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমি তো তোমার দিকে ফিরিয়াছি। তোমার সাহায্য (সত্যদ্রোহীদের সাথে) আমার প্রতিযোগিতা। আমি আমার ভবিষ্যত ফয়সালার জন্য তোমারই দরবারে পেশ করিতেছি। অতএব, হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর আমার অতীতের গুনাহসমূহ ও আমার প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কৃত গুনাহসমূহ যে ব্যাপারে তুমি আমার থেকেও বেশী জান। তুমি যাহাকে চাও সামনে বাড়াইয়া দাও আর যাহাকে চাও পিছনে ফেলিয়া দাও। তুমি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেহ নেই। শুধুমাত্র তুমিই সত্যিকারের মাবুদ। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٩٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّه دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ -

৮৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সিজদাতে এই দু'আ পড়িতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার ছোট বড় আগের পিছনের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব গুনাহ ক্ষমা করিয়া দাও। (মুসলিম)

٨٩٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا فِى الصَّلَاةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ - (متفق عليه)

৮৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করিতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব হইতে, দাজ্জালের ফিৎনা হইতে জীবনমৃত্যুর ঝামেলা হইতে সমস্ত ধরনের গুনাহ হইতে এবং ঋণী হওয়া হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (বুখারী, মুসলিম)

৮৯৭. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَلِّفْ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا – (رواه ابوداؤد)

৮৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের পরে আমাদিগকে এই দু'আ শিখাইতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ভালোর প্রতি আমাদের মনো জোড় দান কর। আমাদের মধ্যের সম্পর্ককে সুন্দর করিয়া দাও এবং আমাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত কর। আমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে নিয়া যাও। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দোষসমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের চোখ, কান, স্ত্রী এবং সন্তানে বরকত দান কর। আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমি উত্তম অনুগ্রহ দানকারী। আমাদিগকে তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসাবে গঠন কর এবং আমাদের উপর নিয়ামত শেষ কর। অর্থাৎ তোমার সম্পূর্ণ নিয়ামত আমাদিগকে দান কর। (আবু দাউদ)

নামাযের সালাম ফিরানোর পর হুযূর (স.) যেই সকল দু'আ পড়িতেন

৮৯৮. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ – (رواه ابوداؤد)

৮৯৮. অনুবাদ ঃ হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ করিতেন, অর্থ ঃ– হে আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দাও এবং যাহা আমি অতিরিক্ত করিয়াছি সে গুনাহসমূহও ক্ষমা করিয়া দাও, সে ব্যাপারে তুমি আমার চাইতেও বেশী জান। তুমি অগ্রসরকারী। এবং তুমিই অধঃপতন দানকারী। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ বা রব নাই। (আবু দাউদ)

৮৯৯. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا- (رواه رزين)

৮৯৯. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর কখনো এই দু'আ করিতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম ও তোমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কাজ ও হালাল রিজিক প্রার্থনা করিতেছি। (রাযীন)

৯০০. عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَسَرَّ اِلَيْهِ فَقَالَ اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ تَكَلَّمَ اَحَدًا فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَالِكَ ثُمَّ مُتَّ فِىْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ذٰلِكَ فَاِنَّكَ اِذَا مُتَّ يَوْمَكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا - (رواه ابوداؤد)

৯০০. অনুবাদ ঃ হযরত মুসলিম বিন হারিস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন যে, তুমি যখন মাগরিবের নামাজ শেষ করিবে তখন কোন লোকের সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার এই দু'আ করিবে। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাও। তুমি মাগরিবের পর যদি সাতবার এই দু'আ পড় এবং সেই রাত্রে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে দোযখের আযাব হইতে তোমাকে বাঁচানোর ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে যখন তুমি ফজরের নামায পড়িবে তখন কাহারও সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার আল্লাহর দরবারে এই আরয করিবে। হে আল্লাহ! আমাকে দোযখের আযাব হইতে মুক্তি দান কর। ঐ দিন যদি তোমার মৃত্যু নির্ধারিত থাকে তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচানোর নির্দেশ দেওয়া হইবে। (আবূ দাউদ)

৯০১. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ لَاُحِبُّكَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَاتَدَعَنَّ فِىْ كُلِّ صَلَاةٍ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -(رواه ابوداؤد والنسائى)

৯০১. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই দু'আ অবশ্যই পাঠ করিবে। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য কর, তোমার যিকির করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ও উত্তম ইবাদত করার তাওফীক দান কর।

(আবু দাউদ, নাসাঈ)

নবী (স.)-এর সার্বিক পূর্ণাঙ্গ দু'আ সমূহ

٩٠٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - (رواه مسلم)

৯০২. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করিতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার ধর্মীয় অবস্থাকে শুদ্ধ করিয়া দাও। কারণ তাঁহার উপরেই আমার কল্যাণ ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল। আমার ইহজগতকেও ঠিক করিয়া দাও, কারণ তাঁহার মধ্যেই আমার জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। আমার পরকাল ঠিক করিয়া দাও, কারণ সেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এবং সর্বদা অবস্থান করিতে হইবে। আমার জীবনকে নেকী ও কল্যাণের সাথে বৃদ্ধি ও অতিরিক্ততার কারণ বানাইয়া দাও। আমার মৃত্যুকে যাবতীয় অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ বানাইয়া দাও। (মুসলিম)

٩٠٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- (متفق عليه)

৯০৩. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করিতেন– অর্থ ঃ হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাকে কল্যাণ দান কর ও আখিরাতে আমাকে মঙ্গল দান কর। আমাকে দোযখের আজাব হইতে নাযাত দান কর। (বুখারী, মুসলিম)

٩٠٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -(رواه مسلم)

৯০৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করিতেন, অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া এবং সংযমশীলতা ও সৃষ্টির দারিদ্র্যহীনতা প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম)

٩٠٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ - (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৯০৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করিতেন, অর্থ ঃ হে আল্লাহ!

আমি আপনার কাছে সুস্থ-সবল বিনয়-সংযম ও আমানতের গুণ প্রার্থনা করিতেছি, এবং উত্তম চরিত্র, সন্তুষ্টিও আমার ভাগ্যে দান কর। (বায়হাকী)

٩٠٦. عَنْ عُمَرَ (رَضِيَ) اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَاتُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ - (رواه الترمذى)

৯০৬. **অনুবাদ** ঃ হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা দু'আ শিখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহর দরবারে এই দু'আ পাঠ কর। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার বাতেনকে (অন্তর) যাহেরের তুলনায় ভাল করিয়া দাও। আমার যাহেরকেও সঠিক পথ প্রদর্শন কর। হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদিগকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা এই রকম হালাল সম্পদ ও সৎ সন্তান দান করিয়াছ যাহারা নিজেরাও গোমরাহ নহে এবং অন্যকেও গোমরাহ করে না। আমি তোমার কাছে ঐ বস্তু প্রার্থনা করিতেছি। অর্থাৎ আমাকেও তোমার অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা এই বস্তু দান কর। (তিরমিযী)

٩٠٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اَدْعُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ - (رواه الترمذى)

২

৯০৭. **অনুবাদ** ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়া একটি দু'আ মুখস্থ করিয়া নিয়াছিলাম। আমি ইহাকে ছাড়িতাম না অর্থাৎ বার বার পাঠ করিতাম। দু'আটি হইল ঃ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি যেন তোমার আনুগত্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারি। আমি যেন তোমাকে বার বার স্মরণ করি। তোমার নির্দেশের অনুসরণ করি এবং তোমার উপদেশ ও আদেশকে মান্য করি। তোমার অনুগ্রহকে ভুলিয়া না যাই।
(তিরমিযী)

٩٠٨. عَنْ بُسْرِبْنِ اَرْطَاةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

(رواه احمد وابن حبان والحاكم)

৯০৮. **অনুবাদ** ঃ হযরত বুসর বিন আরত্বাত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করিতেন। অর্থ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত কাজের উত্তম পরিণাম দান কর। দুনিয়ার অপমান ও আখিরাতের শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা কর। (আহমদ, ইবনে হাব্বান)

٩٠٩. عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا اَنْ نَّقُوْلَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - (رواه الترمذى والنسائى)

৯০৯. অনুবাদ ঃ হযরত সাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে দু'আ শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর দরবারে এই দু'আ কর– অর্থ ঃ হে আল্লাহ! দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে দৃঢ় রাখিবার প্রার্থনা করিতেছি। উত্তম সৌজন্যবোধ ও অভিজ্ঞতার পরিপক্কতা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদতের সামর্থ্য কামনা করিতেছি। তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি সত্যবাদিতা ও অন্তরের সুষ্ঠুতা, তোমার জানা সমস্ত অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার জানা যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করিতেছি। তোমার জানা আমার সমস্ত গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াবলীও ভাল করিয়া পরিজ্ঞাত আছ। (তিরমিযী, নাসাঈ)

٩١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِىْ وَصَلَ اِلَىَّ مِنْهُ اِنَّكَ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ قَالَ فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا - (رواه الترمذى)

৯১০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন সাহাবী বলিলেন, রাত্রে আপনাকে দু'আ করিতে শুনিয়াছি। সেই দুয়ার শব্দগুলি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিয়াছেন ঃ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও। আমার জন্য আমার ঘরকে আরামদায়ক করিয়া দাও। তুমি আমাকে যে জীবিকা দান করিবে তাঁহার মধ্যে বরকত দান কর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ যে, এ সংক্ষিপ্ত কথা কোন কিছুই বাদ দেয় নাই। (তিরমিযী)

٩١١. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ قِيْلَ زِدْنَا قَالَ اَوَلَيْسَ قَدْجَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ -

(رواه احمد وابن ماجه والطبرانى فى الكبير)

৯১১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এই দু'আ পড়িতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমাদের উপর রহম কর। আমাদের প্রতি রাযী হইয়া যাও। আমাদের পক্ষ হইতে কবুল কর। আমাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং দোযখ হইতে নাজাত দান কর। আমাদের সকল অবস্থাকে সংশোধন করিয়া দাও। কেহ বলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নিয়ামত বাড়াইয়া দাও। অতঃপর নবীজী বলেন ঃ সমস্ত মঙ্গল কি একত্র করি নাই ? (আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিবরানী)

৯১২. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ. قُلِ اللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ - (رواه الترمذى)

৯১২. অনুবাদ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন– অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যাঁহাতে আমার জন্য কল্যাণ আসে তাঁহা অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দাও। এবং নফসের দুষ্টামী হইতে আমাকে নাজাত দান কর। (তিরমিযী)

৯১৩. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدَهَا يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ - (رواه الترمذى)

৯১৩. অনুবাদ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুযূর (সাঃ) যখন তাহার কাছে থাকিতেন তখন এই দু'আ অধিক হারে পড়িতেন। হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী)

৯১৪. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَجْمَعُ ذَالِكَ كُلَّهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - (رواه الترمذى)

৯১৪. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দু'আ করিয়াছেন, ইহার কিছুই আমরা ইয়াদ করিতে পারি নাই। অতএব, আমরা বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক দু'আ করিয়াছেন আমরা এর কিছুই শিখিতে পারি নাই। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমার যাবতীয় দু'আকে শামিল করিয়া নেয় এমন একটি দু'আ কি তোমাদিগকে বলিব ? তুমি পড়িবে, অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট

যেসব মঙ্গলের দু'আ করিয়াছেন আমরা আপনার কাছে সেই সব মঙ্গলের সুওয়াল করিতেছি। আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট যেসব অমঙ্গল হইতে পানাহ চাহিয়াছেন, আমরা আপনার কাছে সেই সব অমঙ্গল হইতে পানাহ চাই। আপনিই সাহায্যকারী, পৌঁছা আপনার দেওয়া তাওফীক ব্যতীত ভাল কাজ করিবারও শক্তি নাই এবং মন্দ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবারও কোন শক্তি নাই। (তিরমিযী)

সকাল ও সন্ধায় পড়িবার দু'আ

٩١٥. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَاِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ - (رواه ابوداؤد والترمذى واللفظ له)

৯১৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলিতেন, তোমাদের কাহারও যখন সকাল হইবে তখন বলিবে, অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই নির্দেশে আমাদের সকাল হয় এবং তোমারই নির্দেশে আমাদের রাত হয়। তোমারই ইচ্ছায় আমরা বাঁচিয়া আছি। সময় আসিলে তোমারই নির্দেশে আমরা মরিয়া যাইব এবং তোমারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। এইভাবে যখন সন্ধা হইবে তখন বলিবে হে আল্লাহ! তোমারই নির্দেশে আমাদের রাত আসে, তোমারই নির্দেশে আমাদের সকাল হয়। তোমারই ইচ্ছায় আমরা বাঁচিয়া আছি তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করিব। তোমারই নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

٩١٦. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى وَاِذَا اَصْبَحَ ثَلَاثًا - رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا اِلَّاكَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه احمد والترمذى)

৯১৬. অনুবাদ ঃ হযরত সাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সকল মুসলমান বান্দাহ সকাল সন্ধায় তিনবার এই দুয়া পড়িবে অর্থ ঃ আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ তা'আলাকে রব স্বীকার করিয়া, ইসলামকে আমার ধর্ম বানাইয়া ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানিয়া। তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত হইল এই যে, তিনি কিয়ামতের দিন তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করিয়া দিবেন। (আহমদ, তিরমিযী)

٩١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَااَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍمِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَيَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ - (رواه ابوداؤد)

৯১৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন গান্নাম বায়াযী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে বান্দাহ সকালে, এই দু'আ পড়িবে – অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই সকালে যেই নিয়ামত আমাকে দান করিয়াছেন তোমার সৃষ্টির মধ্য হইতে যে কেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তোমারই দয়ার প্রতিফল মাত্র। তোমার কোন অংশীদার নাই। তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। হে দয়ালু! একমাত্র তোমারই কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তা হইলে সে ঐদিনের সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিল। আর যে বান্দাহ সন্ধ্যায় এইভাবে প্রার্থনা করিবে সে যেন সমস্ত রাত্রের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিল। (আবূ দাউদ)

٩١٨. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ - بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّمَعَ اسْمِهٖ شَئْ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَايَضُرُّهٗ شَئْ - (رواه الترمذى وابوداؤد)

৯১৮. অনুবাদ ঃ হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)– হইত বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার এই দু'আ পাঠ করিবে তাঁহাকে কেহ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইবে না। দু'আটির এই অর্থ ঃ সেই আল্লাহ তা'আলার নামে যাহার নামের পবিত্রতার সাথে আসমান ও জমিনের কোন বস্তুই ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

٩١٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَئٍ - (رواه ابوداؤد)

৯১৯. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিনের শুরুতে ও রাত্রের শুরুতে যদি তুমি – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এই সূরাগুলি তিনবার করিয়া পড়িবে, তাহা হইলে সমস্ত কিছু হইতে তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে। (আবু দাউদ)

রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবার সময় দু'আ

৯২. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

(رواه البخارى ورواه مسلم عن البراء بن عاذب)

৯২০. অনুবাদ ঃ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রের বিশ্রামের জন্য বিছানার উপর শয়ন করিতেন, তখন তিনি হাত মুখমন্ডলের নিচে রাখিতেন ও এই দু'আ পড়িতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমার মৃত্যু এবং তোমারই নামে আমার জীবিত থাকা। আবার যখন নিদ্রা হইতে উঠিতেন তখন বলিতেন– অর্থ ঃ সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী করিবার পর আমাকে জীবিত করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইব। (বুখারী)

অন্য হাদীসে আছে তিনি ডানহাত মুখমন্ডলের ডান দিকের নিচে রাখিয়া ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হইয়া শয়ন করিতেন।

৯২১. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلًا قَالَ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفّٰهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اَنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَقِيْلَ لَهُ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ - (رواه مسلم)

৯২১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, যখন তুমি নিদ্রার জন্য বিছানায় গমন করিবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করিবে, اللهم الخ হে আল্লাহ! তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং যখন ইচ্ছা করিবে তুমিই আমার জীবন ছিনাইয়া নিবে। আমার জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা তোমারই ইচ্ছাধীন। যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখ তাহলে সর্বপ্রকার বালা মসিবত, গুনাহ ও ফেৎনা হইতে আমাকে হিফাযত করিও। আর যদি আমাকে মৃত্যুদান কর তাহলে আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিও। হে আমার রব! আমি তোমার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কি এই দু'আ আপনার পিতা হযরত উমর (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন ? তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এমন একজনের কাছ হইতে এই দু'আর কথা শুনিয়াছি যিনি উমর (রাঃ) হইতেও উত্তম। অর্থাৎ সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি। (মুসলিম)

٩٢٢. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَامَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَمَاتَقُوْلُ فَقُلْتُ اَسْتَذْكِرُ هُنَّ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ قَالَ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ -(متفق عليه)

৯২২. অনুবাদ ঃ হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, যখন তুমি বিছানাতে শুইবার ইচ্ছা করিবে তখন প্রথম অযূ করিবে যে ভাবে নামাযের জন্য অযূ করা হয়। অতঃপর তোমার ডানপার্শ্বে ভর করিয়া শুইবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করিবে اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার জীবনকে তোমার সোপর্দ করিয়া দিয়াছি। আমার সমস্ত কাজ তোমার সোপর্দ করিয়া দিয়াছি। তোমার গৌরবের ভয়ে ভীত ও তোমার ক্ষমা ও দয়ার সন্ধানের আশায় তোমার আশ্রয় নিয়াছি। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত আশ্রয়স্থল ও নাজাতের জায়গা নাই। আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তোমার প্রেরিত পবিত্র কুরআনের উপর এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি পথ প্রদর্শক হিসাবে পাঠানো নবীর উপর। এবার তুমি যদি মারা যাও তাহলে স্বভাব ধর্মের উপর তোমার মৃত্যু হইবে। এই দু'আটিকে তোমার রাত্রের শেষ বাক্য বানাইয়া নাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলিলাম, رَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ বলিব নাকি وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ কোনটা পড়িব ? নবী করীম (সাঃ) বলিলেন وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ বলিবে। (বুখারী, মুসলিম)

٩٢٣. عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (رواه ابوداؤد)

৯২৩. অনুবাদ ঃ হযরত হাফসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ছিল, যখন তিনি নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি ডানহাত মুখমন্ডলের নীচে রাখিয়া শুইয়া যাইতেন এবং এই দু'আ তিনবার পাঠ করিতেন। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে দিন তোমার সকল বান্দাকে পুনরুজ্জীবিত করিবে সেই কিয়ামতের দিনের শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা কর। (আবু দাউদ)

٩٢٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَاْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَاِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمَلِ عَالِجٍ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا - (رواه الترمذى)

৯২৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার জন্য বিছানায় শুইবার সময় নিম্নের দু'আ তিনবার পড়িবে اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ الخ অর্থ ঃ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি সেই আল্লাহর কাছে যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই সর্বদা থাকিবেন এবং কর্ম বিধায়ক। তাহারই কাছে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে যদিও সেই পাপের পরিমাণ বৃক্ষের পাতা কিংবা বিখ্যাত মরুভূমির বালুকারাশি কিংবা পৃথিবীর দিনগুলির মত অগণিতও হয় তবু তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

٩٢٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرأَ فِيْهِمَا - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذَالِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - (رواه ابوداؤد والترمذى)

৯২৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী অভ্যাস ছিল, যখন রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার জন্য বিছানায় শয়ন করিতেন তখন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এই তিনটি সূরা তিলাওয়াত করিয়া দুই হাতের উপর ফুক দিতেন, এবং তাঁহার হাত তাঁহার শরীরের উপর যতটুকু পর্যন্ত সম্ভব ততটুকু পর্যন্ত ঘুরাইয়া নিতেন বা মাসেহ করিতেন। প্রথমে মাথা ও মুখমন্ডলের উপর তারপর শরীরের সমস্ত অংশের উপর ঘুরাইয়া নিতেন। তিনি তিনবার এই রকম করিতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ঘুম না আসিলে ইহার প্রতিকারের দু'আ

٩٢٦. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكٰى خَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لاَيَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِىْ جَارًا مِّنْ شَرِّخَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ اَوْ اَنْ يَبْغِى عَلَىَّ - عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ -

(رواه الترمذى)

৯২৬. অনুবাদ ঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করিলেন যে, রাত্রে আমার নিদ্রা আসে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন তুমি বিছানার উপর শয়ন করিবে তখন নিম্নের দু'আ পাঠ করিবে। اللهم رب الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সাত আকাশের রব। এবং তাহার নীচের সবকিছুর মালিক। সমস্ত পৃথিবী ও তাহার উপরস্থ সবকিছুর মালিক, কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের প্রভু। তোমার সমস্ত সৃষ্টির খারাবী হইতে আমাকে তোমার আশ্রয়ে ও হিফাযতে রাখ। কেহ যেন আমার উপর বল প্রয়োগ বা জুলুম করিতে না পারে। সম্মান ও নিরাপত্তা কেবল সে-ই পায় যে তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছে। তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও উচ্চ মর্যাদা। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত নাই। অতএব তুমিই প্রকৃত মাবুদ বা রব। (তিরমিযী)

ঘুমের মধ্যে ভয় পাইলে পড়িবার দু'আ

৯২৭. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ - اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعَذَابِهٖ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهٗ وَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ اَوْلَادِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِى صِكٍّ وَعَلَّقَهَا فِى عُنُقِهٖ - (رواه ابوداؤد والترمذى)

৯২৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নিদ্রার মধ্যে ভয় পায় তখন এই দু'আ পড়িবে। اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ الخ অর্থ ঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাঁহার অভিসম্পাত ও শাস্তি হইতে এবং তাঁহার বান্দাদের অনিষ্ট হইতে এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা হইতে এবং শয়তান আসিয়া যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা হইতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শয়তান সে বান্দার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যে বালেগ হইয়া যাইত তাঁহাকে তিনি এই দু'আ পড়িবার নির্দেশ দিতেন আর যাহারা বালেগ হয় নাই এমন ছোট বাচ্চাদিগকে দু'আটি কাগজে লিখিয়া তাবিজের মত ঝুলাইয়া দিতেন। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

রাত্রে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলে পড়িবার দু'আ

৯২৮. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْدَعَا اُسْتُجِيْبَ فَاِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهٗ - (رواه البخارى)

৯২৮. **অনুবাদ** ঃ হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রাত্রের নিদ্রা হইতে কাহারো চোখ খুলিয়া যায় তখন সে এই দু'আ পড়িবে। لَا اِلٰهَ اللّٰهُ الخ অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি এক তাঁহার কোন শরীক নাই তাঁহারই রাজত্ব। তাঁহারই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সকল প্রশংসা আল্লাহ যাবতীয় দোষ হইতে মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত কোন নেক কাজ করিবার ও মন্দ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা বা শক্তি নাই। অতঃপর বলিবে, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া অন্য কোন দু'আ পড়িলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার দু'আ কবুল করা হইবে। তারপর যদি উঠিয়া অজু করিয়া নামায পড়ে তাহা হইলে তাহার এ নামাজ অবশ্যই কবুল করা হইবে। (বুখারী)

ঘর হইতে বাহির হইলে পড়িবার দু'আ

৯২৯. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاخَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهٖ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ حَسْبُكَ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَيَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ـ(رواه ابوداؤد والترمذى واللفظ له)

৯২৯. **অনুবাদ** ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে বাহির হয় তখন সে বলিবে بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ الخ অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইতেছি, আল্লাহর উপরই আমার ভরসা। কোন ভাল কাজ সম্পাদন এবং কোন মন্দ কাজ পরিহার করার সামর্থ্য আল্লাহর আদেশেই হইয়া থাকে। তখন অদৃশ্য ফিরিশতা বলেন, (হে আল্লাহর বান্দাহ!) তোমার এই প্রার্থনা তোমার জন্য যথেষ্ট, তোমাকে হিদায়েত দেওয়া হইল, তোমার হিফাযতের ব্যবস্থা করা হইল। তখন শয়তান নিরাশ হইয়া সে ব্যক্তি হইতে দূরে চলিয়া যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

ঘরে প্রবেশ করিবার দু'আ

৯৩০. عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهٖ – (رواه ابوداؤد)

৯৩০. **অনুবাদ** ঃ হযরত আবু মালিক আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,যখন কোন লোক আপন ঘরে প্রবেশ করে সে যেন এই দু'আ পাঠ করে। اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঘরে প্রবেশ করিবার এবং ঘর হইতে বাহির হওয়ার মঙ্গল কামনা করিতেছি। আমি

আল্লাহর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রবেশ করিতেছি। এবং তাহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইতেছি। তাঁহার উপরই আমার ভরসা। অতঃপর ঘরের লোকদিগকে সালাম দিবে। (আবু দাউদ)

মসজিদে প্রবেশ করিবার ও বাহির হইবার দু'আ

٩٣١. عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - (رواه مسلم)

৯৩১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এই দু'আ পড়িবে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলিয়া দাও।

আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইবে তখন বলিবে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম)

মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার সময় দু'আ

٩٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَفِيْهِ لَغَطُهٗ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهٖ ذَالِكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَاكَانَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذَالِكَ -(رواه الترمذى)

৯৩২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন মজলিসে বসিল সে মজলিসে তাহার আয়ত্তের বাহিরে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলা হইয়াছে যদি সেই ব্যক্তি ঐ মজলিস ত্যাগ করিবার সময় বলে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ الخ আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমিই প্রকৃত মাবুদ। তুমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তোমার কাছেই আমি আমার গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার কাছে তাওবা করিতেছি। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সেই সব অতিরিক্ত কথাবার্তা ক্ষমা করিয়া দিবেন যেসব ক্ষতির কথা সে মজলিসে বলিয়াছিল। (তিরমিযী)

٩٣٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَبِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ لِاَصْحَابِهٖ - اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ

مَاتُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَااَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَاتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَاتَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَهَمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَايَرْحَمُنَا - (رواه الترمذى)

৯৩৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এমন ঘটনা খুব কমই সংঘটিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন মজলিস ত্যাগ করিলেন, অথচ তাহার সাহাবীদের সাথে নিয়া এই দু'আ পড়েন নাই। অর্থাৎ তিনি সব সময় মজলিস ত্যাগ করিবার পর সাহাবিদিগকে নিয়া পড়িতেন। اللهم اقسم لنا الخ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ভয় ও আশংকা হইতে এই পরিমাণ অংশ দান কর যে তাহা আমার ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাঁধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তোমার এই ভয়ের দরুন আমার পা তোমার নাফরমানীর দিকে বাড়াইতে না পারি। তোমার আনুগত্য ও এবাদত হইতে এই পরিমাণ অংশ দান কর যাহা দ্বারা তুমি আমাকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিতে পার অর্থাৎ যাহা আমার জান্নাতে প্রবেশের কারণ হইয়া যাইবে। ইয়াকীন ও বিশ্বাস হইতে এতটুকু অংশ দান কর যাহা দ্বারা আমার দুনিয়ার বিপদাপদ সহজ হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে জীবিত রাখ ততক্ষণ পর্যন্ত এই সামর্থ্য দিও যেন নিজের কান, চোখ এবং আমার অন্য শক্তি দ্বারা কাজ করিতে পারি। এবং উহাদিগকে আমার মৃত্যুর পরেও রাখিয়া দিও। অর্থাৎ উহাদের দ্বারা আমি যেন এমন কিছু কাজ করিতে পারি যাহা আমার মৃত্যুর পরেও কাজে লাগিবে। (হে আল্লাহ!) যে কেহ আমার উপর অত্যাচার করে তবে তাহার থেকে তুমি প্রতিশোধ নিয়া নিও। যে ব্যক্তি আমার উপর শত্রুতা করে তাহার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর। আমার উপর দ্বীনের কোন বিপদ যেন না আসে। অর্থাৎ দ্বীনি বিপদাপদ হইতে বিশেষভাবে আমাকে হিফাযত কর। দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার বস্তু বানাইও না এবং আমাদের ইলমের চূড়ান্ত বস্তু বানাইও না এবং এমন ব্যক্তিকে আমাদের উপর শাসক বানাইও না যে আমাদের উপর রহম করিবে না। (তিরমিযী)

বাজারে প্রবেশের দু'আ

٩٣٤. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً - (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৯৩৪। অনুবাদ ঃ হযরত আবু বুরায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল তিনি বাজারে প্রবেশ করিবার সময় এই দু'আ পড়িতেন। بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ الخ আমি আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া

বাজারে যাইতেছি। হে আল্লাহ! বাজার এবং বাজার সামগ্রীর মধ্যে যাহা ভাল ও উত্তম তাহাই তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। বাজার ও বাজার সামগ্রীর মধ্যে যাহা খারাপ ও মন্দ তাহা হইতে বাঁচার জন্য আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। এবং বাজারের কোন অবৈধ সামগ্রী ক্রয় করা হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (বায়হাকী)

৯৩৫. عَنْ عُمَرَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَالَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৯৩৫. অনুবাদ ঃ হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিয়া এই দু'আ পড়িবে لا اله الا الله وحده الخ অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি একা, তাহার কোন শরিক নাই। তাঁহারই রাজত্ব, এবং তাহারই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যু বরণ করিবেন না। আল্লাহর হাতে সকল মঙ্গল, তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার জন্য হাজার হাজার সওয়াব লেখা হইবে। হাজার হাজার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। হাজার হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাঁহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী করা হইবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

বিপদগ্রস্ত লোককে দেখিলে পড়িবার দু'আ

৯৩৬. عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ رَجُلٍ رَأٰى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا - اِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَالِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَاكَانَ - (رواه الترمذى)

৯৩৬. অনুবাদ ঃ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ যদি কোন বিপদে ও ধোঁকায় পতিত লোক দেখিয়া বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ الخ অর্থ –সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে ঐ সব বিপদ মুসিবত হইতে হিফাযত করিয়াছেন যে বিপদ মুসিবতে তুমি পতিত হইয়াছ। তাহা হইলে সে ঐ বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকিবে যদিও সে অন্য কোন বিপদের মধ্যে পতিত থাকে। (তিরমিযী)

পানাহারের সময় পড়িবার দু'আ

৯৩৭. عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَوْشَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (رواه ابوداؤدوالترمذى)

৯৩৭. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহারের সময় বলিতেন الحمد لله الذى الخ অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে পানাহার করাইয়াছেন এবং আমাদিগকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৯৩৮. عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةَ - غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (رواه الترمذى)

৯৩৮. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর বলিবে الحمد لله الذى الخ অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এইখানা আহার করাইয়াছেন। আমার যথাযথ চেষ্টা তদবীর শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই তাঁহার মহত্ত্বের দ্বারা আমাকে তাহা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার পূর্বের সকল (ছগিরা) গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী)

কাহারো বাড়ীতে পানাহার করিলে দু'আ

৯৩৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ اَبُوالْهَيْثَمِ التَّيْهَانُ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهٗ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ ﷺ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا اِثَابَتُهٗ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دُخِلَ بَيْتُهٗ وَاُكِلَ طَعَامُهٗ وَشُرِبَ شَرَابُهٗ فَدَعَوْا لَهٗ فَذَالِكَ اِثَابَتُهٗ - (رواه ابوداؤد)

৯৩৯. অনুবাদ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবুল হায়সাম বিন তায়হান খানা তৈয়ার করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার সাহাবীদিগকে দাওয়াত করিলেন। সকলে যখন খানা হইতে ফারেগ হইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের ভাইকে প্রতিদান দাও। তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহার প্রতিদান কি অর্থাৎ কিভাবে তাহার প্রতিদান দিব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন কাহারো বাড়ীতে যাইয়া পানাহার কর তখন তাহার জন্য দু'আ করিবে ইহাই তাঁহার জন্য প্রতিদান হইবে।

(আবু দাউদ)

٩٤٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَ اِلٰى سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ ﷺ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامُكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ - (رواه ابوداؤد)

৯৪০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) এর কাছে গেলেন, তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট ভাজা রুটি ও যয়তুনের তৈল নিয়া আসিলেন, হুযূর তাহা খাইলেন ও আহার করিবার পর তাহার জন্য দু'আ করিলেন। اَفْطَرَعِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ الخ রোযাদার ব্যক্তিগণ তোমাদের নিকট ইফতার করিল। সৎ ও নেককার লোকেরা তোমাদের নিকট আহার করিল এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দুয়া করিল। (আবু দাউদ)

٩٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا وَرُطَبَةً فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ - وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ - (رواه مسلم)

৯৪১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার মেহমান হইলেন, তখন আমরা তাঁহার সামনে খানা ও খেজুর আনিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহা হইতে আহার করিলেন, অতঃপর তাহার কাছে খুরমা আনা হইল তিনি তাহা খাইতে ছিলেন এবং উহার আটিগুলি নিক্ষেপ করিতেছিলেন বৃদ্ধা ও মধ্যম আঙ্গুল একত্রিত করিয়া। অতঃপর পান করিবার জন্য পানিও আনা হইল। তিনি তাহা পান করিলেন, অতঃপর আমার পিতা হুযূর (সাঃ) এর বাহনের লাগাম ধরিয়া বলিলেন আমাদের জন্য দু'আ করুন। হুযূর দু'আ করিলেন। اللهم بارك الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাহাদিগকে যাহা রিযিক দান করিয়াছ ইহার মধ্যে বরকত দান কর। তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাহাদের উপর রহমত নাযিল কর। (মুসলিম)

নূতন কাপড় পরিধান করিবার দু'আ

٩٤٢. عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَااُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِىْ حَيَاتِىْ - ثُمَّ عَمِدَ اِلَى الثَّوْبِ الَّذِىْ اَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِىْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِىْ سَتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا - (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৯৪২. অনুবাদ ঃ হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নুতন পোষাক পরিধান করিয়া বলিবে الحمد لله الذى الخ অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছেন। যদ্বারা আমি আমার শরীর আবৃত করি ও আমার জীবনের সৌন্দর্য হিসাবে ব্যবহার করি। অতঃপর পুরাতন কাপড়টির দিকে মনোযোগ দেয়া অতঃপর উহাকে দান করিয়া দেয়। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলার হিফাযত ও পাহারার মধ্যে থাকিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার শরীর আবৃত করিয়া রাখিবেন। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

আয়না দেখিবার দু'আ

৯৪৩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْاٰةِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِى وَزَانَ مِنِّىْ مَاشَانَ مِنْ غَيْرِىْ - (رواه البزار)

৯৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়না দেখিতেন তখন বলিতেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ الخ অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার শরীরকে যথাযথভাবে গঠন করিয়াছেন ও উত্তম সূরত দান করিয়াছেন এবং আমাকে এমন আনন্দের মধ্যে প্রতিপালন করিয়াছেন যে রকম অন্যান্য অনেক বান্দাহকে প্রতিপালন করেন না। (বায্‌যার)

বিবাহ করিলে পড়িবার দোয়া

৯৪৪. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً اَوِاشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ - (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

৯৪৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ কোন মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে অথবা খেদমতের জন্য দাস-দাসী ক্রয় করিবে তখন এই দু'আ পড়িবে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তাহার মধ্যে ও তাহার স্বভাবের মধ্যে উত্তম কিছু রহিয়াছে আমি তোমার কাছে তাহা কামনা করি। এবং তাহার মধ্যে ও তাহার স্বভাবের মধ্যে যে মন্দ রহিয়াছে তাহা হইতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহাদের জন্য দু'আ

٩٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّا الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ - (رواه احمد والترمذى وابوداؤد وابن ماجة)

৯৪৫. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ লোকজনের জন্য এই বলিয়া অভিনন্দন জানাইতেন। بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ الخ অর্থ ঃ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে খুশী করুন, এবং তোমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং তোমাদের দুইজনকে (স্বামী স্ত্রীকে) সুখ শান্তির সাথে একত্রিত রাখুন। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

সহবাসের ইচ্ছা করিলে পড়িবার দু'আ

٩٤٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْاَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ - بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذَالِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا - (متفق عليه)

৯৪৬. অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা করে, তখন বলিবে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ الخ অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে বাঁচাও এবং আমাদিগকে যে সন্তান দিবে তাহাকেও বাঁচাও। তাহা হইলে এই সহবাসের দ্বারা যদি সন্তান দেওয়া হয় তবে শয়তান কখনো সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। (বুখারী, মুসলিম)

সফরে যাওয়া ও ফিরিয়া আসার দু'আ

٩٤٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ- سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّانَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى مِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى

السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةَ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِالْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - وَاِذَا رَجَعَ قَالَ هُنَّ وَزَادَفِيْهِنَّ "اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ" - (مسلم)

৯৪৭. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি ভ্রমণে বাহির হওয়ার জন্য উটে আরোহণ করিতেন তখন সর্বপ্রথম তিনবার আল্লাহু আকবার বলিতেন, অতঃপর পড়িতেন سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا الخ অর্থ ঃ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আরোহণের জন্য নিজের সৃষ্টিকে অধীন ও বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের এই শক্তি ছিল না যে আমরা নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য দ্বারা ইহাকে বশীভূত ও জয় করিতে পারি। আমরা শেষ পর্যন্ত মহান প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইব। হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে তোমার কাছে নেকী পরহেযগারী ও তোমাকে সন্তুষ্ট করা যায় এমন আমলের প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করিয়া দাও ভ্রমণের দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দাও।

হে আল্লাহ! এই ভ্রমণে তুমিই আমার সঙ্গী ও সাথী। আমার ফেলে আসা সন্তান সন্ততি সহায়-সম্পত্তি সব কিছুর তুমিই রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! সফরের দুঃখ বেদনা হইতে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরিয়া সন্তান-সন্ততি আত্মীয় স্বজনের কোন দুঃসংবাদ হইতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ হইতে ফিরিতেন তখন উক্ত দু'আ করিতেন এবং দু'আর শেষে নিম্নের বাক্যগুলি বৃদ্ধি করিতেন। اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ অর্থ ঃ আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি। তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তনকারী। (মুসলিম)

সফরের মধ্যে কোন স্থানে অবস্থান করিলে পড়িবার দু'আ

٩٤٨. عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ - لَمْ يَضُرَّهُ شَىْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ - (رواه مسلم)

৯৪৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভ্রমণের মধ্যে কোন এক স্থানে অবতীর্ণ হয় অতঃপর এই দু'আ পাঠ করে اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق অর্থ ঃ পরিপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ স্থান হইতে রওয়ানা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। (মুসলিম)

সফরকারী ব্যক্তির জন্য উপদেশ ও দু'আ

৯৪৯. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ - اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ -

(رواه الترمذى)

৯৪৯. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি আমাকে কিছু উপদেশ দিন। হুযূর (সাঃ) বলিলেন, (১) আল্লাহকে ভয় করিবে। (এই ব্যাপারে সামান্যতম অমনোযোগীও হইবে না)। (২) সফরের সময় কোন উচ্চস্থানে পৌঁছিলে "আল্লাহু আকবার" বলিবে। তাহার পর যখন ঐ ব্যক্তি রওয়ানা হইয়া গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহার জন্য নিম্নের দু'আ করিলেন। اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَ هَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ হে আল্লাহ! দীর্ঘ পথকে তাহার জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া দিন এবং সফরকে তাহার জন্য সহজসাধ্য করিয়া দিন। (তিরমিযী)

৯৫০. عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِىْ فَقَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِىْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِىْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ قَالَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ - (رواه الترمذى)

৯৫০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা, আমার ভ্রমণ কাজে আসে এমন কিছু নসিহত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর ভয়কে তোমার সফর সামান হিসাবে সাথে রাখিবে। সেই ব্যক্তি বলিল আরো কিছু বৃদ্ধি করুন। তখন হুযূর (সাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করিয়া দিন। সে ব্যক্তি আবার বলিল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান। আরো কিছু বৃদ্ধি করুন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন। (তিরমিযী)

কোন গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করিলে পড়িবার দু'আ

৯৫১. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا رَاٰى قَرْيَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّدْخُلَهَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا -

৯৫১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সাথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন কোন গ্রাম দেখিয়া সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনবার বলিতেন اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই লোকালয়কে কল্যাণকর করিয়া দাও। তারপর এই দু'আ পাঠ করিতেন اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই লোকালয়ের ভাল ফসল হইতে আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দাও। এই জনপদের লোকদের অন্তরে আমাদের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করিয়া দাও। এবং তাহাদের মধ্যে যে সব সৎ বান্দাহ রহিয়াছে আমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দাও। (তিবরানী)

শত্রুদের পক্ষ হইতে ভয়ের আশংকা হইলে পড়িবার দু'আ

٩٥٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ -

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - (راه احمد وابوداؤد)

৯৫২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন শত্রুদলের আশংকা করিতেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ পড়িতেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুদের মোকাবিলায় পেশ করিতেছি তুমি তাহাদিগকে পরাজিত কর। আর আমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (আহমদ, আবু দাউদ)

কঠিন বিপদের দু'আ

٩٥٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَارَسُوْلَ

اللّٰهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ -

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا - قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ

بِالرِّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ - (رواه احمد)

৯৫৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! এই নাযুক পরিস্থিতিতে আমরা পড়িব এমন কোন দু'আ আছে কি ? অবস্থা এই যে ভয়ে আমাদের অন্তর গলায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ! (দু'আ কর) اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا হে আল্লাহ! আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ কর, এবং আমাদের ভয়কে প্রশান্তিতে পরিবর্তন করিয়া দাও। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা শত্রুদের মুখের উপর অন্ধকার বাতাস ছড়াইয়া দিলেন। এবং বাতাসের অন্ধকার দ্বারাই শত্রুকে পরাজিত করিয়া দিলেন। (আহমদ)

বিপদ ও অস্থিরতার সময় পড়িবার দু'আ

٩٥٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَرَبَهُ اَمْرٌ يَقُوْلُ - يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ - وَقَالَ اَلِظُّوْا بِيَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

৯৫৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উদ্বেগ ও অস্থিরতায় পড়িলে পড়িতেন, অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এবং তিনি আরো বলিতেন, মহাগৌরব ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার সাথে লেপটে থাক। (তিরমিযী)

٩٥٥. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَ لِىَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ؟ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا -

৯৫৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে এমন কয়েকটি শব্দ বলিয়া দিব কি ? যেগুলি তুমি অস্থিরতার সময় পড়িবে ? শব্দগুলি হইল, اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا আল্লাহ! আল্লাহ! তিনিই আমার রব! তাঁহার সাথে আমি কাহাকেও শরীক করি না। (আবু দাউদ)

٩٥٦. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ الَّذِىْ دَعَابِهَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَيْئٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ - (رواه احمد والترمذى والنسائى)

৯৫৬. **অনুবাদ ঃ** হযরত সাঈদ বিন আবি অক্কাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন জুননুন (হযরত ইউনুস আঃ) যখন সমুদ্রের একটি মাছের গ্রাসে পরিণত হইয়া তাহার পেটের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করিয়াছিলেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই (যাহার কাছে দয়া, ক্ষমা ও সাহায্যের প্রার্থনা করা হয়) তুমি পাক পবিত্র, আমি জালিম ও পাপী। যে কোন মুসলমান বান্দাহ স্বীয় বিপদের সময় এইগুলির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করিবে আল্লাহতা'আলা অবশ্যই সেই দু'আ কবুল করিয়া নিবেন। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ঋন আদায়ের দু'আ

٩٥٧. عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ اِنِّىْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ

عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ - قُلْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

(رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৯৫৭. অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একজন মুকাতিব ক্রীতদাস তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, আমি ওয়াদাবদ্ধ অর্থ দিতে অক্ষম হইয়া গিয়াছি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুন। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন? যদি তোমার উপর বড় পাহাড়ের ন্যায় ঋণ থাকে তাহা হইলে এই দু'আর বরকতে আল্লাহ তায়ালা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবেন। দুয়াটি হইল, اللهم اكفنى الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে হালাল পথে এত জীবিকা দাও যাহা আমার জন্য যথেষ্ট হয় আর হারাম জীবিকার কোন প্রয়োজন না হয়। এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে বেনিয়ায করিয়া দাও। (তিরমিযী, বায়হাকী)

রাগের সময় পড়িবার দু'আ

٩٥٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى عُرِفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِ اَحَدِهِمَا - فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَ لَذَهَبَ غَضَبُهُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

(رواه الترمذى)

৯৫৮. অনুবাদ ঃ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে কিছু কঠিন কথাবার্তা হইল, তাহাদের তর্ক বিতর্ক এই পর্যায়ে পৌঁছিল যে তাহাদের একজনের চেহারাতে রাগের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি একটি দু'আর কথা জানি যদি সে ব্যক্তি এই দু'আটি পাঠ করে তাহা হইলে তাহার রাগ চলিয়া যাইবে। সেই দু'আটি হইল اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। (তিরমিযী)

রোগীর জন্য দু'আ

٩٥٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكٰى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ - اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّاشِفَائُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سُقْمًا -

৯৫৯. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমাদের মধ্য হইতে কেহ রোগে আক্রান্ত হইত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁহার ডান হাত তাহার শরীরের উপর ঘুরাইতেন এবং বলিতেন اَذْهِبِ الْبَأْسَ الـخ অর্থ ঃ হে সমস্ত মানুষের প্রতিপালক! এই বান্দার কষ্ট দূর করিয়া দাও এবং রোগমুক্ত কর। তুমিই রোগমুক্তিদাতা। তোমার রোগমুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। এই রকম রোগমুক্তি দান কর যেন রোগের কোন প্রভাব না থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

٩٦٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ! اِشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ - قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ- اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ - (رواه مسلم)

৯৬০. অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হইয়া পড়িলেন তখন) জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনার কি কষ্ট হইতেছে ? হুযূর (সাঃ) বলিলেন, হাঁ! তখন জিব্রাঈল (আঃ) এই দু'আ পড়িয়া তাঁহাকে ঝাড়িলেন, بسم الله ارقيك الخ। অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়িতেছি ঐ সব বস্তু হইতে যাহা আপনাকে কষ্ট দিতেছে এবং প্রত্যেকটি প্রাণী ও হিংসুকের অনিষ্ট হইতে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি। আল্লাহ নাপনাকে মুক্তি দান করুন, আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করিতেছি। (মুসলিম)

হাঁচি ও হাঁচিদাতার জবাবে পড়িবার দু'আ

٩٦١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهٗ اَخُوْهُ اَوْصَاحِبُهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - (رواه البخارى)

৯৬১. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমরা কেহ হাঁচি দিবে তখন সে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং যে ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে থাকিবে তাহার বলা উচিত يَرْحَمُكَ اللّٰهُ যখন উত্তরে সে বলিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ তখন হাঁচিদাতা বলিবে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল রাখুন। (বুখারী)

٩٦٢. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَوَاَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ - (رواه الترمذى)

৯৬২. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর খাদেম হযরত নাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর নিকটে বসা ছিল, সে হাঁচি দিয়া বলিল- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলিলেন আমিও তাহা বলিতাম কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দেন নাই। এবং আমাদিগকে বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন- الحمد لله على كل حال (তিরমিযী)

বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের আওয়াজ শুনিলে পড়িবে

٩٦٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ - (رواه احمد والترمذى)

৯৬৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বৃষ্টি বর্ষণ ও বিদ্যুতের করকর শব্দ শুনিতেন, তখন এই দু'আ করিতেন اللهم لا الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে তোমার গযবের দ্বারা ধ্বংস করিও না এবং তোমার শাস্তিদ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিও না, ইহার পূর্বেই আমাদিগকে হিফাযত কর। (আহমদ, তিরমিযী)

প্রবল বায়ূ প্রবাহিত হইলে পড়িবার দু'আ

٩٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاهَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ اِلَّاجَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَاتَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَاتَجْعَلْهَا رِيْحًا -(رواه الشافعى والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৯৬৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হইত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাটুর উপর ভর করিয়া ঝুকিয়া গিয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করিতেন, اللهم الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই বায়ূকে আমাদের জন্য রহমতের কারণ বানাইয়া দিন এবং অভিসম্পাত ও ধ্বংসের কারণ বানাইবেন না। কুরআনের ভাষায় যাহাকে "রিহ" বলা হয় এ বায়ূকে বানাইবেন না বরং ইহাকে রিয়াহ বানাইয়া দিন। (কুরআনের কতিপয় আয়াতে যে বায়ূ কোন গোষ্ঠিকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাকে "রিহ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্য কতিপয় আয়াতে যে বায়ূকে কোন গোষ্ঠীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাকে "রিয়াহ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রবল বায়ূ প্রবাহিত হওয়ার সময় এই দু'আ করিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! ইহাকে "রিহ" অর্থাৎ অভিসম্পাতের বায়ূ করিও না বরং "রিয়াহ" অর্থাৎ রহমতের বায়ূ বানিয়ে দাও। (শাফেয়ী ও বায়হাকী)

বৃষ্টি বাদলের সময় পড়িবার দু'আ

٩٦٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِى السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ فَاِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَقْيًانَا فِعًا– (رواه ابوادؤد والنسائى وابن ماجة والشافعى واللفظ له)

৯৬৫. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে দেখিতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই হইত যে তিনি যে কাজেই লিপ্ত থাকিতেন সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেঘের দিকে চাহিয়া আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মেঘের মধ্যে যে অনিষ্ট আছে তাহা হইতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তারপর যখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইত তিনি আল্লাহর প্রশংসা করিতেন। এবং যদি বৃষ্টি বর্ষিত হইত তখন বলিতেন اَللّٰهُمَّ سَقْيًانَافِعًا হে আল্লাহ! এই বৃষ্টি দ্বারা ভূমি উর্বর করিয়া দাও, এবং বৃষ্টিকে উপকারী বস্তুতে পরিণত কর।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, শাফিয়ী)

٩٦٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ – اَللّٰهُمَّ صَيِّبًانَافِعًا – (رواه البخارى)

৯৬৬. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টি বর্ষিত হইতে দেখিতেন তখন বলিতেন, অর্থ ঃ হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ ও উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। (বুখারী)

বৃষ্টির জন্য দু'আ

٩٦٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ – (رواه مالك وابوداؤد)

৯৬৭. অনুবাদ ঃ হযরত আমর বিন শুয়াইব তাহার পিতা হইতে তাঁহার পিতা তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টির জন্য দু'আ করিতেন, তখন বলিতেন, اَللّٰهُمَّ اسْقِ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার বান্দাহ ও আপনার সৃষ্টি চতুষ্পদ জন্তুকে পানি দান করুন এবং আপনার রহমত দান করুন, মরনোন্মুখ জনপদগুলিকে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া জীবন দান করুন। (মালেক, আবু দাউদ)

নতুন চাঁদ দেখিবার দু'আ

٩٦٨. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ - (رواه الترمذى)

৯৬৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মাসের নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এইভাবে দু'আ করিতেন اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই চাঁদ আমাদের জন্য আমান ঈমান এবং নিরাপত্তা ও শান্তির চাঁদ হউক। হে চাঁদ তোমার ও আমাব রব আল্লাহ। (তিরমিযী)

লাইলাতুল কদরের দু'আ

٩٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَدْعُوْبِهِ ؟ قَالَ قُوْلِىْ - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّتُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ - (رواه الترمذى)

৯৬৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি শবে কদর পাই তাহলে আমি কি দু'আ পড়িব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কাছে এই দু'আ করিবে اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই পাপীকে ক্ষমাকারী, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর। কাজেই আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। (তিরমিযী)

আরাফার দিনের দু'আ

٩٧٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَفْضَلُ مَاقُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ قَبْلِىْ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (رواه الترمذى)

৯৭০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আমর বিন শুয়াইব তাহার পিতা হইতে তাঁহার পিতা তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার মুখ হইতে এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মুখ হইতে আরাফার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁহার কোন শরীক নাই, রাজত্ব একমাত্র তাঁহারই। একমাত্র তাঁহার জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (তিরমিযী)

٩٧١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ لَايَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ وَالْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَابْتَهِلُ اِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهٗ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهٗ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ - اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ بِىْ رَؤُفًا رَحِيْمًا يَاخَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْمُعْطِيْنَ -(رواه الطبرانى فى الكبير)

৯৭১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আরাফার দিন বিকালে রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বিশেষ দু'আ ছিল اللهم انك تسمع الخ অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনিতেছ, আমি যেখানেই যে অবস্থায় থাকি না কেন তুমি তাহা দেখিতেছ। আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুই তুমি জান। তোমার কাছ হইতে লুকানো আমার কোন কথা নাই। আমি দরিদ্র, মুখাপেক্ষী, ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, নিরাশ, নিজের গুনাহ স্বীকারকারী। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যেভাবে কোন দুর্বল অসহায় অবস্থায় বান্দাহ প্রার্থনা করে। তোমার সামনে বিনীত প্রার্থনা করিতেছি যেভাবে গুনাহগার হীন ও ভবঘুরে প্রার্থনা করে। তোমার কাছে দু'আ করিতেছি যেভাবে দুর্ভাগ্য বিপদগ্রস্ত লোক দু'আ করে। এবং ঐ বান্দার মত প্রার্থনা করিতেছি যেই বান্দার গর্দান তোমার সামনে অবনত হইয়া আছে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। শরীর তোমার আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে। নিজের নাক তোমার সামনে ঘর্ষণ করিতেছি। হে আল্লাহ! এই দু'আ করাতে আমাকে অকৃতকার্য ও হতাশ করিও না। আমার জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান হইয়া যাও। সেই সব হইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ যাহার কাছে প্রার্থী প্রার্থনা করে এবং যে প্রার্থীকে দিয়া থাকে। (তিবরানী)

সর্বপ্রকার বিপদ আপদ ফিৎনা ফাসাদ হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা

٩٧٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ - (متفق عليه)

৯৭২. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দু'আ করিতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি চিন্তা, শোক, দুর্বলতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনা, ঋণী হওয়া ও মানুষের প্রভাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (বুখারী, মুসলিম)

৯৭৩. عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا - (رواه مسلم)

৯৭৩. অনুবাদ ঃ হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএই দু'আ পাঠ করিতেন, اللهم انى اعوذبك الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সাহসহীনতা, চিন্তা, দুর্বলতা, কৃপণতা, সংকীর্ণমনা, জীবনের শেষ প্রান্তের বার্ধক্যতা এবং কবরের শাস্তি হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার অন্তরে তাকওয়া দান কর এবং অন্তরকে পবিত্রতা দান করিয়া পরিষ্কার বানাইয়া দাও। তুমিই সর্বোত্তম পবিত্রতা দানকারী। তুমি তাঁহার অভিভাবক ও মালিক। হে আল্লাহ! আমি উপকারহীন জ্ঞান, নম্রতাহীন অন্তর নৈতিক গুণাবলীহীন নফস, এবং কবুলের অযোগ্য দু'আ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম)

কুষ্ঠ ও বসন্তের দু'আ

৯৭৪. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ -(رواه ابوداؤد والنسائى)

৯৭৪। অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পড়িতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি কুষ্ঠ রোগ, বসন্ত, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সকল প্রকার খারাপ রোগ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

অসুখ ও খারাপ প্রভাব হইতে রক্ষার জন্য দু'আ

৯৭৫. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اُعِيْذُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ اِسْحَاقَ وَاِسْمٰعِيْلَ - (رواه الترمذى وابوداؤد)

৯৭৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নাতী হযরত হাসান ও হুসাইনকে এই দু'আ পড়িয়া ফুঁক দিতেন أُعِيْذُكُمَا الخ অর্থ ঃ আমি তোমাদিগকে সকল শয়তানী প্রভাব বিষাক্ত কীট পতংগের ছোবল এবং কুদৃষ্টি হইতে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে দিতেছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নিয়ামতের স্থায়িত্ব ও আল্লাহর নারাজী হইতে বাঁচার দু'আ

৯৭৬. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخْطِكَ – (رواه مسلم)

৯৭৬. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ সমূহের মধ্যে একটি দু'আ ছিল اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়া, তোমার দেওয়া নিরাপত্তা হইতে বাহির হওয়া, তোমার শাস্তি দৃষ্টি এবং তোমার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি ও অসন্তোষ হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি। (মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করা ও গুনাহ ক্ষমা চাওয়া

দু'আর একটি বিশেষ শাখা হইল ক্ষমা প্রার্থনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের পাপ ও দোষ ত্রুটির জন্য মাফ চাওয়া। বান্দাহ যে গুনাহ ও অন্যায় অপরাধ করিয়াছে তাহার খারাপ পরিণামের ভয়ে অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপ অনুভব করা এবং ভবিষ্যতে সেইসব কাজ না করা ও তাহা হইতে দূরে থাকিবার এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুসারে চলিবার ও তাঁহার পছন্দনীয় কাজ করিবার সংকল্প গ্রহণ করাই হইল প্রকৃত তাওবা। কখনও কখনও ঈমানদার বান্দাহ অমনোযোগী অবস্থায় শয়তানী কুমন্ত্রণায় অথবা স্বীয় নফসে আম্মারার তাড়নায় পাপ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন আল্লাহর রহমতে তাহার ঈমানী জোশ জাগ্রত হয় এবং অনুভব করে যে, আমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হইয়াছি। আমি যদি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করি তাহা হইলে কবরে হাশরে আমার কি উপায় হইবে ? এবং সেখানে আল্লাহর সামনে আমি কিভাবে মুখ দেখাব ? এইসব চিন্তা করিয়া বান্দাহ যখন অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ তা'আরার কাছে স্বীয় গুনাহ মাফ চায় এবং ভবিষ্যতের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি আর কখনও আল্লাহর নাফরমানী করিব না এবং গুনাহের ধারে কাছেও যাইব না, বান্দার এই আমলের নাম ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাওবা করা।

আমি একশতবার তাওবা করি

৯৭৭. عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً –(رواه مسلم)

৯৭৭. অনুবাদ ঃ হযরত আগাররা মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মানুষেরা! তোমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবা কর। কেননা আমি প্রতিদিন তাঁহার দরবারে একশত বার তাওবা করি। (মুসলিম)

٩٧٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةً – (رواه احمد والترمذى وابوداؤد وابن ماجه)

৯৭৮. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সালআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈঠকে গণনা করিয়াছি যে, তিনি একশত বার আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিয়াছেন رَبِّ اغْفِرْلِيْ الخ অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমার তাওবা কবুল করিয়া নাও। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

٩٧٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ – اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاءُوْا اِسْتَغْفَرُوْا – (رواه ابن ماجه والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৯৭৯. অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পড়িতেন, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সেই বান্দাহদের মধ্যে শামিল করিয়া দাও, যেই বান্দাহগণ নেক কাজ করিয়া আনন্দিত হয় এবং কোন খারাপ কাজ করিলে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

পাপীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি

٩٨٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ –(رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

৯৮০. অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষই গোনাহগার (অর্থাৎ নবীগন ব্যতীত প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কম বেশী দোষ ত্রুটি আছে) গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি গোনাহ হইয়া গেলে আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

তাওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়

٩٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ – (رواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان)

৯৮১. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গুনাহ হইতে তাওবাকারী ব্যক্তি সে ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি কোন গুনাহই করে নাই। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

٩٨٢. عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - (رواه الترمذى وابوداؤد)

৯৮২. অনুবাদ ঃ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে বান্দাহ গুনাহ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে অর্থাৎ আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ চায়, সে ব্যক্তি দিনের মধ্যে যদি সত্তর বারও গুনাহ করে তাহা হইলে (আল্লাহর কাছে) সে বান্দাহ গুনাহের প্রতি হঠকারী নহে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

তাওবা দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়

٩٨٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ - (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة)

৯৮৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করাকে আবশ্যক বানাইয়া নিবে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে মুক্তিদান করিবেন এবং প্রত্যেকটি পেরেশানী হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিবেন এবং তাহার কল্পনার বাইরের জায়গা হইতে তাহাকে রিযিক দান করিবেন। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তাওবাকারীর প্রতি আল্লাহর খুশীর নমুনা

٩٨٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِىْ اَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهٗ رَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ - فَوَضَعَ رَاْسَهٗ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْذَهَبَتْ رَاحِلَتُهٗ فَطَلَبَهَا حَتّٰى اِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ اَوْمَاشَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِىَ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ فَاَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَاْسَهٗ عَلٰى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَاحِلَتُهٗ عِنْدَهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهٖ وَزَادِهٖ - (متفق عليه)

৯৮৪. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুলআহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দার তাওবা দ্বারা ঐ মুসাফিরের চাইতে বেশী আনন্দিত হন, যে মুসাফির দীর্ঘ সফরের পথে এমন জনহীন প্রান্তরে পৌঁছিল যেখানে প্রাণ বাঁচানো কষ্টদায়ক আর প্রাণহানীর আশংকা পরিপূর্ণ। তাহার সাথে একটি উটনীর পিঠে পানাহারের সামগ্রীও রহিয়াছে। সে এক স্থানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নিদ্রা গেল তারপর চক্ষু খুলিয়া দেখিল যে, তাহার উটনী সমস্ত সামগ্রী নিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তখন উটনীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল তখন সে ভাবিতে লাগিল আমি মৃত্যু পর্যন্ত এখানে শুইয়া থাকিব। এই ইচ্ছা নিয়া সে পূর্বে যেই স্থানে শুইয়াছিল সেখানে গিয়া মৃত্যুর ইচ্ছায় আবার শুইয়া পড়িল। তারপর যখন সে ঘুম হইতে চক্ষু খুলিল তখন সে দেখিল তাহার সমস্ত পানাহার সামগ্রীসহ তাহার উটনী তাহার নিকটে হাজির। নিজের উটনী পাইয়া ঐ মুসাফির যত আনন্দিত হইয়াছে। খোদার কছম! মুমিন বান্দার তাওবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও বেশী খুশী হন। (বুখারী, মুসলিম)

তাওবা ও ইস্তিগফারের বিশেষ বাক্যসমূহ

৯৮৫. عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىْ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ - (رواه البخارى)

৯৮৫. **অনুবাদ ঃ** হযরত সাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ইস্তিগফার হইল এই যে তুমি বলিবে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ الخ "অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব! তুমি ব্যতীত কেহ মালিক ও মাবুদ নাই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমারই বান্দাহ তোমার সাথে যে আনুগত্যের ওয়াদা করিয়াছি আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাহা পালন করিব। আমি স্বীয় আমল ও তৎপরতার অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তোমার নাফরমানী ও গুনাহ হইতে তুমিই আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমা করার অন্য কেহ নাই।" হুযূর (সাঃ) বলেন, যে বান্দাহ আন্তরিকতার সাথে দিনের যে কোন সময় আল্লাহর নিকট এই দু'আ পাঠ করিবে সে যদি সেই দিনের রাত্র শুরু হওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অনুরূপভাবে কেহ যদি রাত্রের কোন অংশে আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করে এবং প্রভাত হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলেও সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বুখারী)

٩٨٦. عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَدِّىْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ - غُفِرَلَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ - (رواه الترمذى وابوداؤد)

৯৮৬. অনুবাদ ঃ হযরত বিলাল বিন ইয়াসার বিন যায়েদ স্বীয় পিতা হায়দার হইতে বর্ণনা করেন এবং তিনি স্বীয় পিতা হযরত যায়িদ (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদ করা গোলাম ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যেই বান্দাহ এই কথাগুলির দ্বারা আল্লাহর দরবারে তাওবা করিল, তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করার গুনাহ করিয়া থাকে। দু'আটি হইল- أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ অর্থ ঃ ঐ আল্লাহ তায়ালার নিকট গুনাহ মাফ চাহিতেছি যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তাঁহার কাছেই তাওবা করিতেছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

সাধারণ মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

٩٨٧. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٍ - (رواه الطبرانى فى الكبير)

৯৮৭. অনুবাদ ঃ হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে বান্দাহ সাধারণ মুমিন নারী পুরুষের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করিবে তাঁহার জন্য প্রত্যেক মুমিন ও মুমিনার পক্ষ হইতে একটি নেকী লেখা হইবে। (তিবরানী)

٩٨٨. عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ - (رواه الطبرانى فى الكبير)

৯৮৮. অনুবাদ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য প্রতিদিন ২৭বার আল্লাহ তা'য়ালার কাছে মাগফিরাতের দু'আ করিবে, সে আল্লাহর সেই সব মাকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে যাহাদের দু'আ কবুল করা হয় এবং যাহাদের বরকতে দুনিয়াবাসীকে রিযিক দেওয়া হয়। (তিবরানী)

মুর্দারের জন্য দু'আ দৃষ্টান্ত

৯৮৯. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاالْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ وَاَخٍ اَوْصَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالِ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدْيَةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ -

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৯৮৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সমাধিস্থ মুর্দারের উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নদীতে ডুবিয়া যাইতেছে এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে। সে অপেক্ষা করে যে, মাতা পিতা ভাই অথবা কোন আত্মীয় স্বজনের পক্ষ হইতে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ পৌঁছিবে। যখন কাহারো পক্ষ হইতে তাহার কাছে দু'আর উপহার পৌঁছে তখন তাহাকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী হইতে অধিক ভালবাসে। দুনিয়াবাসীর দু'আর কারণে মুর্দার এতবেশী সওয়াব আল্লাহর নিকট হইতে পায় যাহার উদাহরণ একমাত্র পাহাড় দ্বারা দেওয়া যায়। মুর্দার জন্য জীবিতদের বিশেষ হাদিয়া হইল তাহার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা। (বায়হাকী)

৯৯০. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ - يَارَبِّ اِنِّىْ لِىْ هٰذِهٖ؟ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ - (رواه احمد)

৯৯০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে বেহেশতে কোন বান্দাকে এক স্তর মর্যদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, তখন সে জান্নাতী বান্দাহ জিজ্ঞাসা করে, হে প্রভু! আমার মর্যাদার এই উন্নতি কি কারণে এবং কিভাবে হইল ? উত্তর দেওয়া হয় যে, তোমার জন্য তোমার অমুক সন্তানের দু'আও মাগফিরাতের কারনে। (আহমদ)

নবী (স.) উপর দরুদ পড়ার ফযীলত

৯৯১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - (رواه مسلم)

৯৯১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দশটি রহমত দান করিবেন। (মুসলিম)

٩٩٢. عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَامُحَمَّدُ اَنْ لَّايُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّاصَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَايُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّاسَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا -

(رواه النسائ والدارمى)

৯৯২. অনুবাদ ঃ হযরত আবু ত্বালহা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আসিলেন, তাঁহার চেহারাতে তখন খুশীর চিহ্ন দেখা যাইতেছিল, হুযূর বলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন যে, আপনার রব বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কি ইহাতে রাযী হইবেন না ? আপনার কোন উম্মত আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়িলে আমি তাঁহাকে দশটি রহমত দান করিব। আপনার কোন উম্মত আপনার উপর একবার সালাম দিলে আমি তাঁহার উপর দশবার সালাম দিব, তথা শান্তি নাযিল করিব। (নাসাঈ, দারামী)

٩٩٣. عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِنْ اُمَّتِىْ صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهٗ بِهَا عَشَرَدَرَجَاتٍ وَكُتِبَ لَهٗ بِهَا عَشَرَحَسَنَاتٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشَرَ سَيِّئَاتٍ - (رواه النسائى)

৯৯৩. অনুবাদ ঃ হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আমার যে কোন উম্মত আন্তরিকভাবে ইখলাসের সাথে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর দশটি রহমত নাযিল করিবেন, তাহার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দিবেন, তাঁহাকে দশটি সওয়াব দান করিবেন এবং তাঁহার দশটি গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। (নাসাঈ)

٩٩٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً - (رواه الترمذى)

৯৯৪. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে আমার অতি নিকটবর্তী লোক তারাই হইবে যাহারা আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। (তিরমিযী)

٩٩٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ - (رواه النسائى والدارمى)

৯৯৫. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে জমিনে ভ্রমণকারী হিসাবে এক জমাত ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যাহারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছায়। (নাসাঈ, দারেমী)

٩٩٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ -(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৯৯৬. অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে আমার কবরের পার্শ্বে আসিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি। আর দূরদেশ হইতে যদি আমার উপর দরুদ শরীফ পড়া হয় তাহা আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (বায়হাকী)

নবী (স.)-এর উপর দরুদ পড়ার শব্দসমূহ

٩٩٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنِ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدْيَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-(متفق عليه)

৯৯৭. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত কা'ব বিন উযরা (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আমি কি আপনাকে একটি হাদিয়া দিব না যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি। আমি বলিলাম হাঁ। আমাকে ইহা হাদিয়া দিন। কা'ব বিন উযরা (রাঃ) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আহলে বাইতের উপর কিভাবে দরুদ শরীফ পড়িব ? কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন কিভাবে আপনার উপর সালাম পেশ করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বল, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম

(আঃ)এর পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। (বুখারী, মুসলিম)

٩٩٨. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

-(رواه البخاری)

৯৯৮. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পড়িব ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বল, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁহার বিবিগণ এবং তাঁহার সন্তানদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার বিবিগণ এবং তাঁহার সন্তানদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল। (বুখারী)

٩٩٩. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاصَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِالنَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ نِالنَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -(رواه احمد وابن حبان والدارقطنی والبیهقی فی السنن)

৯৯৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যখন আমার উপর দরুদ পড়িবে তখন বলিবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ উম্মী নবীর উপর রহমত নাযিল করুন, এবং তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করুন। যেভাবে হযরত ইব্রাহীম ও তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। এবং মুহাম্মদ উম্মী নবীর উপর বরকত নাযিল করুন এবং তাঁহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করুন, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। (আহমদ, ইবনে হাব্বান, দারে কুতনী, বায়হাকী)

١٠٠٠. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (رواه ابوداؤد)

১০০০. **অনুবাদ ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার এই কথার উপর আনন্দ লাগে যে আমার আহলে বাইতের উপর যখন দরুদ পড়িবে তখন সে পাল্লাভর্তি সওয়াব লাভ করিবে। তাহা হইলেও তুমি বলিবে اللهم صلى عل الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ উম্মী নবী তাঁহার বিবিগণ উম্মুহা তুল মুমিনীন ও তাহার সন্তানাদি এবং তাহার আহলে বাইতের উপর রহমত নাযিল করুন, যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবারের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। (আবু দাউদ)

١٠٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَحْسِنُوْا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ - فَاِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذَالِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهٗ فَعَلِّمْنَاهَا فَقَالَ قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِالْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

(رواه ابن ماجه)

১০০১. **অনুবাদ ঃ** হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়িবে তখন উত্তমরূপে সুন্দর করে তাঁহার উপর দরুদ পড়িবে। হয়ত তোমাদের দরুদ তাঁহার দরবারে পেশ করা হইবে। সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে বলিলেন, উত্তম দরুদ আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলিলেন, তোমরা বল, اللهم اجعل الخ অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার সালাত, রহমত ও বরকত সায়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, খাতামুনা-

বিয়্যীন এর উপর নাযিল করুন, যাহার নাম মুহাম্মদ যিনি আপনার বান্দাহ্ ও রাসূল। যিনি কল্যাণের ইমাম কল্যাণের নেতা, রহমতের রাসূল। হে আল্লাহ! তাঁহাকে মাকামে মাহমুদ দান করুন, পূর্বে ও পরের সকল মানুষ যাহার জন্য লোভ করে। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর ও তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করুন। যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পরিবারের উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও অতীব মর্যাদাবান। (ইবনে মাজাহ)

تَحْقِيْقُ الْاَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ)

৪৫নং হাদীস

سِجْلٌّ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে سِجِلَّاتٌ অর্থ– রেজিষ্টার দফতর।
بِطَاقَةٌ – কাগজের টুকরা, পরিচয়পত্র, কার্ড। বহুবচনে بَطَائِقُ
طَاشَتْ – ইহা باب ضرب হইতে واحد مؤنث غائب এর শব্দ। মাছদার طَيْشٌ অর্থ– উপরে উঠিয়া গেল। উঁচু হইয়া গেল।

৪৬নং হাদীস

نُوْقِشَ – ইহা باب مفاعلة হইতে ماضى مجهول واحد مذكر এর শব্দ। মাছদার اَلْمُنَاقَشَةُ অর্থ– কঠোরতা করা হইয়াছে।

৪৮নং হাদীস

صَعِيْدَةٌ – ইহা اسم جامد একবচন। বহুবচনে صَعِيْدَاتٌ ও صُعُدَانٌ অর্থ– মাটি, কবর, সমতল ময়দান।

৪৯নং হাদীস

حَافَتَا – ইহা حَافَةٌ এর দ্বিচন। বহুবচনে حَافَاتٌ অর্থ, পার্শ্ব, কিনারা।
قِبَابٌ – ইহা قُبَّةٌ এর বহুবচন। অর্থ– গোলাকৃতির ইমারত, গম্বুজ।

৫০নং হাদীস

كِيْزَانٌ – ইহা كِيْزَانَةٌ এর বহুচন। অর্থ– পিয়ালাসমূহ।
يَظْمَأُ – ইহা باب سمع হইতে مضارع واحد مذكر غائب মাছদার ظَمْئٌ অর্থ– পিপাসিত হইবে।

৫১নং হাদীস

فَرْطٌ – ইহা باب نصر-এর মাছদার। অর্থ– অগ্রবর্তী, কাফেলার আগে গিয়া যারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে।

৫৪নং হাদীস

يُلْهِمُ – ইহা باب افعال এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اِلْهَامٌ অর্থ– শিক্ষা দিবেন।

৬২নং হাদীস

يَنْشَقُّ – ইহা باب انفعال এর مضارع مجهول واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلْاِنْشِقَاقُ অর্থ– ফাটানো হইবে।

৬৮নং হাদীস

جُشَاءٌ – বহুবচন। একবচনে جُشْأَةٌ অর্থ– ঢেকুর।

رَشْحٌ – ইহা باب فتح এর মাছদার। অর্থ– ঘর্ম প্রবাহিত হওয়া।

৭০নং হাদীস

اَسْخَطُ – ইহা باب سمع হইতে فعل مضارع واحد متكلم এর শব্দ, মাছদার سَخَطٌ অর্থ– আমি রাগ হইব।

৭৪নং হাদীস

اَهْوَنُ – ইহা باب نصر হইতে اسم تفضيل মাছদার هَوْنٌ – مِهَانٌ – مِهَانَةٌ অর্থ– অধিক অপমানিত।

يَغْلِيْ – ইহা باب ضرب হইতে مضارع معروف واحد مذكر এর শব্দ, মাছদার غَلْيَانٌ – غَلْيٌ – অর্থ– উথলিয়া উঠিবে।

اَلْمِرْجَلُ – ইহা একবচন। বহুবচনে مَرَاجِلُ ডেক।

৭৫নং হাদীস

يَصْبَغُ – ইহা باب ضرب، نصر وفتح হইতে فعل مضارع واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার صَبْغٌ রং করিবে, ডুবাইয়া দিবে। হাদীসে ২য় অর্থ হইবে।

৭৬নং হাদীস

حُجْزَةٌ – ইহা একবচন। বহুবচনে حُجَزٌ – حُجْزَاتٌ অর্থ– কোমর।

تَرْقُوَةٌ – ইহা اسم جامد একবচন/বহুবচনে التراقى ও الترائق অর্থ– গলার হাড় কণ্ঠনালী।

২৮৬নং হাদীস

اَمَّنَ – ইহা باب تفعيل হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلتَّأْمِيْنُ অর্থ– সে আমীন বলিল।

وَافَقَ – ইহা باب مفاعلة হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلْمُوَافَقَةُ অর্থ– সে অনুকূল হইল।

৩০৪নং হাদীস

اِنْحَرَفَ – ইহা باب انفعال-এর واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার اَلْاِنْحِرَافُ অর্থ– সে ফিরিয়া গিয়াছে।

نَوَاضِحٌ – ইহা نَاضِحٌ এর বহুবচন। অর্থ ক্ষেতে পানি সেচনকারীগণ।

فَتَّانٌ – ইহা اسم فاعل مبالغه এর শব্দ অর্থ– অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

৩১৫নং হাদীস

نَهَضَ – ইহা باب فتح হইতে واحد مذكر غائب এর শব্দ। মাছদার نَهْضٌ অর্থ– সে উঠিয়াছে বা দাঁড়াইয়াছে।

৩২২নং হাদীস

فَقَدْتُ – ইহা باب ضرب হইতে ماضى معروف واحد متكلم এর শব্দ। মাছদার فَقْدَانٌ অর্থ– আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

সহায়ক কিতাবসমূহ

১। ইযাহুল বুখারী উর্দ্দু
২। মায়ারেফুল হাদীস উর্দ্দু
৩। মাজাহেরে হক উর্দ্দু
৪। দরসে তিরমিযি উর্দ্দু
৫। মায়ারেফুল হাদীস ২য় খণ্ড বাংলা
৬। মেশকাত শরীফ বাংলা মাও ঃ নূর মুহাম্মদ আজমী
৭। ,, ,, ,, মাও ঃ আফলাতুল কায়ছার
৮। মিসবাহুল লুগাত আরবী উর্দ্দু
৯। আল কাউসার আরবী বাংলা
১০। ফরহাঙ্গে জাদীদ উর্দ্দু বাংলা
১১। কিতাবুল আয্‌কার আরবী বাংলা
১২। তানযীমুল আস্‌তাত উর্দ্দু